'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ

GIFT

অভিসন্দর্ভ
'আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

449282
Dhaka University Library
449282
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
'আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক
মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম
পিএইচ.ডি. গবেষক
'আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
আগষ্ট ২০১০ খৃ.।

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, "'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যে নৈতিক শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

২৮.০৫.২০১০

মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম
পি.এইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

449282

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র.....

তারিখ .....

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পি-এইচ.ডি. গবেষক জনাব মোহা. মজুরুল ইসলাম কর্তৃক পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যে নৈতিক শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

২৬/৮/১০

ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

449282

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাহিত্যেরই প্রাথমিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দৃষ্ট হয় যে, পদ্য রচনার ভিতর দিয়েই তাদের জন্ম ও শিশুকাল অতিবাহিত হয়।[1] কাব্যচর্চা সকল যুগেই উৎসাহ-উদ্দীপনার যোগান দেয়। মানব সমাজের জরাজীর্ণ ও ঘুণেধরা কাঠামোর পরিবর্তনে কবিতার কার্যকারিতা কম নয়। ইসলাম প্রচারলগ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.) বক্তৃতার সাহায্য নেন। তখনও তিনি সাহিত্যের অন্যতম শাখা কবিতার সাহায্য পাননি। মদীনায় হিজরতের পর কবিদের প্রতি তাদের কাব্য প্রতিভা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করার আহ্বান জানালেন। দ্রুত যাঁরা এ আহ্বানে সাড়া দেন তাদের অন্যতম ছিলেন হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)। তিনি নেতৃস্থানীয় শহুরে কবিদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে গবেষক আবূ 'উবায়দা যথার্থ মন্তব্য করেছেন ঃ[2]

اتفقت العرب على ان اشعر اهل المدر اهل يثرب . ثم عبد القيس ثم ثقيف . و على ان اشعر اهل يثرب حسان بن ثابت .

""আরববা ঐকমত্য পোষণ করেন যে, শহুরে কবিদের মধ্যে ইয়াছরিব কবিরাই সর্বোত্তম, এরপর 'আব্দুল কায়স, অতঃপর ছাকীফ গোত্রের কবিগণ। হাস্‌সান ইবন ছাবিত ইয়াছরিব কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

খুলাফায়ে রাশিদূনের অন্যতম সাহাবী আমীর আল মু'মিনীন 'আলী (রা.) 'আরবী সাহিত্যের একজন বড়মাপের পণ্ডিত ছিলেন। কাব্য প্রতিভায় তিনি সমাদৃত। ইমাম শা'বী তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন ঃ[3]

كان ابو بكر يقول الشعر و كان عمر يقول الشعر و كان على اشعر الثلاثة .

"আবূ বাকার (রা.), 'উমার (রা.) এবং 'আলী (রা.) কবিতা আবৃত্তি করতেন। উক্ত তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আবৃত্তি করতেন 'আলী (রা.)।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'আলী (রা.)-এর খিলাফতের সূচনালগ্নে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) তৃতীয় খলীফা 'উছমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচারে বিলম্বিত করা এবং আল-মুওয়াখাত পদ্ধতিতে 'উছমান (রা.)-এর সাথে হাসসান (রা.)-এর ভাইয়ের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় স্বভাবতই 'আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে এ বিষয়টির ইংগিত বহন করে ঃ[4]

بل ليت شعرى و ليت الطير تخبرنى + ما كان شأن على و ابن عفانا

لتسمعن و شيكا فى ديارهم + الله اكبر يا ثارات عثمانا

"বরং আমি যদি জানতে পেতাম, 'আলী ও ইবন 'আফফানের ব্যাপারটি কি ছিল ? আর তো কেমন করে জানব তুমি তো কোন পাখি নও যে, আমাকে অবহিত করবে। তুমি অবশ্যই তাদের আবাসস্থল সমূহের নিকট হতে শুনতে পাবে ঃ আল্লাহ্ আকবার ! হায় ! উসমানের রক্তের প্রতিশোধ।"

সিয়ার-ই-আনসার-এর গ্রন্থকার হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যের বিশুদ্ধতা ও সঠিকতার সম্পৃক্ততা সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তি করেন ঃ[5]

---

1. আলহাজ্ব শায়খ শারফুদ্দীন, আরবী ভাষা ও সাহিত্য ঢাকাঃ ন্যাশনাল রোড, বোংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৮১ খৃ.) ১ম সংস্করণ, পৃ. ৮।
2. আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল মাগানী (বৈরূত : মু'আস-সাসাহ ইয আল-দীন তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ১৩৬ ; ড. ইহসান আল-নাস, হাসসান ইবন ছাবিত হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু (দিমাশ্‌ক ঃ দার আল-ফিক্‌র, ১৪০৫ / ১৯৮৫), খ. ৪, পৃ. ১৩৬।
3. মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম, 'আলী (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারী-২০০৩ খৃ., পৃ. ১৯৭। দ্র. আহমাদ ইবন ইয়াহয়া ইবন জাবির আল-বালাযুরী, আনসাব আল-আশরাফ (বৈরূত : মু'আস সাসাহ আল-'আলমী, ১৩৯৪ / ১৯৭৪), খ. ২, পৃ. ১৫২।
4. 'আব্দুর রমান আল-বারকূকী, শারাহ দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত আল-আনসারী (বৈরূত ঃ দার আল-কুত্তাব আল- আরাবী, ১৪১০/১৯৯০), পৃ. ৪৬৩।
5. মাওলানা সা'ঈদ আনসারী, সিয়ার আল-সাহাবা (সিয়ারে আনসার) (লাহোর : এদারায়ে ইসলামিয়্যাত, বেফাক প্রেস, তা. বি.), খ. ১. পৃ. ৩০০।

Dhaka University Institutional Repository

دیوان حسان رضـ کو بھی اسی پرقیاس کیجئے

"হাস্সান (রা.)-এর কাব্য সংগ্রহকে তাঁর ('আলী (রা.)-এর কাব্যের প্রক্ষেপণের) সাথে তুলনা করা যেতে পারে।"

কৌতূহলী মন উক্ত মন্তব্য এবং বাহ্যদৃষ্টিতে 'আলী (রা.)-এর প্রতি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর বৈরীমনা হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে ইসলামের সূচনালগ্নে সফলভাবে কাব্য প্রতিভায় উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং তাঁদের কবিতায় নৈতিকতা বিষয়ক নির্দেশনা অনুসন্ধানের মাধ্যমে উভয়ের মাঝে সেতু বন্ধন রচনার মানসে গবেষণার সূত্রপাত হয়। ইসলামী সভ্যতার সাথে সাথে নানা শাখার জ্ঞান-বিজ্ঞান বুকে নিয়ে আরবী সাহিত্য স্রোত উথলিয়ে উঠেছে।[1] তদ্রূপ ব্যক্তির উৎকর্ষতা বিকাশের প্রথম সোপান হচ্ছে "ইলম আল-আখলাক" তথা নীতি দর্শণে উৎকীর্ণ হওয়া। এ বিষয়ে জাহিলী যুগের জনৈক কবি যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ[2]

اذ المرء اعيته المروءة يافعا + فمطلبها كهلا عليه شديد

কৈশোরে না শিখিল যে লোক শিষ্টাচার,

বৃদ্ধকালে শেখানো তার মস্ত বড় ভার।[3]

মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন তার ব্যক্তিগত নৈতিকতায় উপর নির্ভর করে। যথেষ্ট শ্রম সাধনের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব। কবি হাসসান ইবন রিযা কাব্যিক তুলতে নিম্নোক্ত ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন ঃ[4]

احب مكارم الاخلاق جهدى + و اكره ان اعيب و ان اعابا

و اصفح عن سباب الناس حلما + و شر الناس من يهوى السبابا

"পরিশ্রমের মাধ্যমে চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করাকেই পছন্দ করি। আর অপরাধে অপরাধী হওয়াকেই ঘৃণা করি। মানুষের নিন্দাকে সহনশীলতার সাথে ক্ষমা করে দাও। আর মন্দ ব্যক্তি গালিগালাজের দিকেই ধাবিত হয়।"

বিশ্ব মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি সাধনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) সুমহান আখলাকই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। যার কারণে তিনি নৈতিকতাকে অধিক গুরুত্ব দানে ঘোষণা দেন ঃ[5]

ما من شئى اثقل فى الميزان من حسن الخلق

"কোন 'আমলই দাঁড়িপাল্লায় সুন্দর স্বভাব অপেক্ষা অধিকতর ওযন বিশিষ্ট হবে না।"

আল-কুরআন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আল-কুরআন যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে তন্মধ্যে "ইলম আল-আখলাক" অন্যতম। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ[6]

و اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون .

"তোমাদের পালনকর্তার 'ইবাদত কর এবং কল্যাণময় কাজ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারে।"

চরিত্র বিজ্ঞানীগণ কালের প্রবাহে বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। যেমন ঃ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ দাররাজ রচিত "দুস্তূর আল-আখলাক ফী আল-কুরআন", 'আব্দুর রহমান বাদাভী রচিত "আল-আখলাক আল-নাযরিয়্যাহ", আল-জাহিযের "তাহযীব আল-আখলাক", ইবন মিসকাওয়া বিরচিত "তাহযীব আল-আখলাক ফী আল-তারবিয়্যাহ", 'আব্দুল্লাহ 'আফীফী রচিত "আল-নাযরিয়্যাহ আল-খুলুকিয়্যাহ 'ইনদা ইবন তায়মিয়্যাহ", মিকদাদ ইয়ালজিন বিরচিত "আল-তারবিয়্যাহ আল-আখলাকিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ", আহমাদ ফুয়াদ আহওয়ানী রচিত "আল-তারবিয়্যাহ ফী

---

1 আলহাজ্ব শায়খ শরফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

2 'আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী, খিযানাহ আল-আদব (বূলাক : আল-মাকাতাবাহ আল-মিস্রিয়্যাহ, তা.বি), ১ম সংস্করণ, খ.৩, পৃ. ১৯৮।

3 সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬৭ / ১৯৯৬), খ. ২০, পৃ. ২৮৮।

4 সায়্যিদ 'আলী ফাদলুল্লাহ আল-হাসানী, আল-আখলাক আল-ইসলামিয়্যাহ, (লেবানন : দার আল-যাহরা, ১৩৯৮/১৯৭৮), পৃ. ৩১।

5 ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ (দিল্লী : মাকতাবায়ে রহীমিয়্যাহ, তা. বি), খ. ২, পৃ. ৩৮১।

6 আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইসলাম", 'আব্দুল হাই ফাখরুদ্দীন আল-হাসানী রচিত "তাহযীব আল-আখলাক" ইবন হানবাল আল-শায়বানী রচিত "কিতাব আল-যুহদ", মুহাম্মদ ইবন সাহাল আল-সামিরী রচিত "মাকারিম আল-আখলাক", 'আব্দুল গণী 'আবূদ রচিত "আল-তারবিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ", সিদ্দীক হাসান খান রচিত "হুসন আল-উসওয়াহ", 'আব্দুর রহমান আল-মায়দানী কর্তৃক "আল-আখলাক আল ইসলামিয়্যাহ", 'আল্লামা শায়খ রাযীউদ্দীন আল-তিবরিযী রচিত "মাকারিম আল-আখলাক", খাজা মুহাম্মদ ইসলাম রচিত "হুসন পুরুত্ত্বকা এগ্রাম" এবং ইউসুফ এসলাহী রচিত "হুসনে মু'আশারাত" প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়ের সাক্ষ্য বহণ করছে।

বাংলা ভাষায় অনেকেই 'আরবী কাব্যের রূপায়ণে আক্ষরিক বা গদ্যানুবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। আবার কেউ প্রতিভাবান সাহাবীদের 'আরবী কাব্যগুলো বাংলা ভাষায় ছন্দের অলংকার পরিয়েছেন। আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে নৈতিকতা বিষয়ক পুস্তক রচিত হলেও সাহাবীদের কাব্যমালা থেকে নৈতিকতা বিষয়ে কোন গবেষণাকর্ম আমার জানা মতে এ যাবৎ রচিত হয়নি। এ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমি "আলী (রা.) ও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ" শিরোনামে পি-এইচ.ডি.-এর একটি সারসংক্ষেপ (SYNOPSIS) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমীপে উপস্থাপন করি। ২২শে নভেম্বর ২০০৩ খৃ. তারিখে অনুষ্ঠিত 'বোর্ড অফ্ এ্যাডভান্স স্টাডিজ'-এ বিষয়ে পি-এইচ.ডি. করার অনুমতি প্রদান করে।

এ গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য হল নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ বক্তব্যের আদলে গড়ে ওঠা ফসল বিশেষ। যেমন, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর ঘোষণা[1] الشعر ديوان العرب "কবিতা হল 'আরবদের জীবনপঞ্জী"। কবিতায় লুকায়িত নৈতিকতার বিষয়গুলো খুঁজে বের করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে অবহিত করা। খ্যাতিমান সাহাবীদ্বয়ের কবিতায় ব্যবহৃত নৈতিকতার বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে বাংলা ভাষায় কবিগণও এতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবেন এবং বাংলা কাব্য সাহিত্যেও অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়টি সফল প্রচারে যত্নবান হবেন।

এ জটিল বিষয় ও গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। অভিসন্দর্ভটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলার জন্য একটি ভূমিকা দশটি অধ্যায় ও প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। অধ্যায়সমূহ নিম্নরূপঃ–

প্রথম অধ্যায়

আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.)-এর পরিচিতি

এ অধ্যায় ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'আলী (রা.)-এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা।

এ পরিচ্ছেদে তার সামাজিক প্রেক্ষাপট, পারিবারিক পরিচয়, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আরব সমাজে তাঁর মূল্যায়নের বিষয়টিও এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'আলী (রা.)-এর গঠনশৈলী ও স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা।

এ পরিচ্ছেদে তার সচ্চরিত্র ও আভিজাত্য সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে। কাব্য রচনাসহ যাবতীয় বিষয়ে উক্ত সাহাবীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ পরিচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর খলীফাতুল মুসলিমীনদের যুগে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর পরিচিতি

এ অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা।

এ পরিচ্ছেদে তাঁর সামাজিক প্রেক্ষাপট, পারিবারিক পরিচয়, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আরব সমাজে তাঁর মূল্যায়নের বিষয়টিও এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ হাসসান (রা.)-এর গঠনশৈলী ও স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা।

---

[1]. 'আল্লামা জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, আল-ইতকান (কায়রো : মাকতাবাহ হিজাযী, তা.বি), খ-১, পৃ-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

এ পরিচ্ছেদে তাঁর সচ্চরিত্র ও আভিজাত্য সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে। কাব্য রচনাসহ যাবতীয় বিষয়ে উক্ত সাহাবীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ পরিচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পরে খলীফাতুল মুসলিমীনদের যুগে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আলী (রা.) ও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বে আরবী কবিতার বিষয়বস্তু।

এ অধ্যায়ে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ জাহিলীযুগ নির্ণয় ও কবিতার বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তাঁদের অতীত যুগের বিভিন্ন কবির কাব্যে নৈতিকতা বর্জিত বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তাঁদের অতীত যুগের কবিদের কবিতায় নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কবি ও কবিতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

এ অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী কবিতা রচনার পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী কবিতা রচনা নিষিদ্ধ। কোন কোন বিষয়ে ইসলাম কবিতা রচনা নিষেধ করে থাকে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামে কবিতা রচনার অনুমতি দিয়ে থাকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামে কবিতা রচনা উদ্বুদ্ধকরণ ও পুরস্কার প্রদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আলী (রা.) ও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর সমসাময়িক কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু।

এ অধ্যায়ে রয়েছে দু'টি পরিচ্ছেদ ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ সমসাময়িক কবিদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কাব্য এতে স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সমসাময়িক কবিগণের কাব্যে কি কি নৈতিক গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতার বিষয়বস্তু।

এ অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'আলী (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় আল-কুরআনের প্রভাব।

এতে দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আলী (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতায় ব্যবহৃত আল-কুরআনের আহকাম, আল-কুরআন থেকে উৎসারিত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আল-কুরআনে ব্যবহৃত অলংকার ষ্টাইল এতে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কাব্যে আল-কুরআনের বর্ণনাভঙ্গিসহ যাবতীয় বিষয়ের প্রভাব সম্পর্কে উক্ত পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

নৈতিকতার উৎস পর্যালোচনা।

এতে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নৈতিকতা তথা 'ইলম আল-আখলাক-এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি। বিভিন্ন যুগে 'ইলম আল-আখলাক তথা নীতি শাস্ত্রের অবদান সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইতিবাচক চরিত্র বৈশিষ্ট্য তথা আখলাকে হাসানাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নেতিবাচক চরিত্র তথা আখলাকে সায়্যিয়াহ্ সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ নৈতিকতার বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা।

এ অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'আলী (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতার মৌলিকত্ব পর্যালোচনা।

এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.)-এর নামে প্রক্ষিপ্ত কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়সমূহের আলোচনা শেষে একটি উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে। সবশেষে এ অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার জন্য আল-কুরআন, আল-হাদীস, 'আরবী কাব্য সংগ্রহ (দীওয়ান) ছাড়াও যে সকল বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ, সাময়িকী-এর সহযোগিতা নেয়া হয়েছে সেগুলোর একটি তালিকা প্রদানের জন্য গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা বর্ণমালার ক্রমিক ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতি বর্ণায়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশুদ্ধ রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। অনুসৃত 'আরবী বর্ণমালার বাংলা প্রতি বর্ণায়ন-এর একটি তালিকা ও সূচিপত্রের প্রারম্ভে সংযোজন করা হয়েছে।

যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হলেও অভ্যন্ত চিন্তা ও গবেষণা করে বিভিন্ন ভাষায় রচিত অভিধানের সাহায্য নিয়ে ক্লাসিক্যাল 'আরবী কবিতাগুলোর সাবলিল অনুবাদের মাধ্যমে বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করেছি। কোথাও কোথাও দীওয়ানে ব্যবহৃত জটিল শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাগ্রন্থে বর্ণিত কর্মবোধক শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে। এর তথ্য উপাত্ত যতটা সম্ভব মূল গ্রন্থসমূহ হতে সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে।

ফুটনোট, পাদটীকা ও তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও সর্বাধিক প্রচলিত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন– লেখক বা গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের নাম, অনুবাদ গ্রন্থ হলে অনুবাদকের নাম, (প্রকাশের স্থান: প্রকাশক বা প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রকাশকাল), সংস্করণ, খণ্ড নং (যদি থাকে), পৃষ্ঠা নং ইত্যাদি। যে সব গ্রন্থ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে, পরবর্তীতে সেসব গ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লেখকের নাম উল্লেখ করে প্রাগুক্ত লিখে পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া হয়েছে।

গবেষণার কাজে প্রাসঙ্গিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সুধী, গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পণ্ডিত ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা এ ক্ষুদ্র অথচ আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল লাভে উপকৃত হলেও নিজের শ্রম সার্থক মনে করব। মানব কল্যাণে এ গবেষণা কর্মকে আল্লাহ তা'আলা কবূল করুন।

و ما توفيقى الا بالله عليه توكلت و اليه انيب[1]

গবেষক

---

[1] আল-কুরআন, সূরা হূদ:৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

'আরবী বর্ণমালা (الحروف الهجائية العربية) এর বাংলায় প্রতি বর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র সন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
أ	'আ, া	ع	'
إ	'ই, ি	غ	গ/ঘ
أ	উ, ু	ف	ফ
أو	উ, ু	ق	ক.
إى	ঈ, ী	ك	ক
ب	ব	ل	ল
ت	ত	م	ম
ث	ছ.	ن	ন
ج	জ	و	ওয়া/ও/ত
ح	হ.	ه	হ
خ	খ	ة	ত
د	দ	ء	'
ذ	য.	أء	'আ
ر	র	إء	'ই

Dhaka University Institutional Repository

ز	য	ي	য়/ইয়া
س	স	ي	য়ি
ش	শ	يي	য়ী
ص	স.	ع	আ
ض	দ.	غ	ই
ط	ত.	ع	উ
ظ	জ.	عو	ঊ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃ.

১। **প্রথম অধ্যায়**

- হযরত 'আলী (রা.)-এর পরিচিতি ১–৩৪
- ⌘ *প্রথম পরিচ্ছেদ* ২–৮
- হযরত 'আলী (রা.)-এর জীবনী ২
- সামাজিক প্রেক্ষাপট ২
- হযরত 'আলী (রা.)-এর পারিবারিক পরিচয় ২
- হযরত 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) ৩
- মাতার নাম ৩
- শৈশবকাল ৪
- ইসলাম গ্রহণ ৪
- হিজরত ৪
- বৈবাহিক অবস্থা ৪
- অন্যান্য স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ৫
- আরব সমাজে 'আলী (রা.)-এর পদমর্যাদার মূল্যায়ন ৬
- ইন্তিকাল ৭
- ⌘ *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* ৯–১৭
- গঠনশৈলী ও স্বভাব চরিত্র ৯
- গঠনশৈলী ৯
- স্বভাব-চরিত্র ৯
- বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা ৯
- তপস্যা ১০
- ইবাদাত ১০
- আল্লাহর পথে খরচ ১০
- বিনয় প্রদর্শন ১১
- উত্তম আচরণ ১১
- বীরত্ব ১২
- অনন্য সাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ১২
- ভুল সংশোধনে পারদর্শীতা ১২
- পরামর্শ সভায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ১২
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় দূরদর্শীতা ১৩
- শব্দ মারপ্যাচ উপলব্ধিতে পারদর্শীতা ১৩
- অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগে পাণ্ডিত্য ১৩
- জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাসূল (সা.) কর্তৃক স্বীকৃতি ১৪
- নিজস্ব স্বকীয়তায় কাব্য রচনার গৌরব ১৪
- ⌘ *তৃতীয় পরিচ্ছেদ* ১৮–৩৪
- বিভিন্ন ঘটনাবলী ১৮
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আলী (রা.)-এর অবস্থা ১৮
- খলীফাতুল-মুসলিমীনদের যুগে 'আলী (রা.)-এর অবস্থান ১৯
- আমীর আল-মু'মিনীন আবূ বকর (রা.)-এর যুগে 'আলী (রা.) ১৯
- আমীর আল-মু'মিনীন 'উমার (রা.)-এর যুগে 'আলী (রা.) ২০
- ক. নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ ২০
- খ. ইয়ারমুকের যুদ্ধ ২১
- গ. বায়তুল মাকদাস দখল ২১
- ঘ. 'আরবী বর্ষপঞ্জী গণনা শুরু ২১
- আমীর আল-মু'মিনীন 'উছমান (রা.)-এর যুগে 'আলী (রা.) ২২
- আমীর আল-মু'মিনীন হিসেবে 'আলী (রা.) ২২
- মতানৈক্যের প্রারম্ভিক অবস্থা ও উষ্ট্রীর যুদ্ধ ২৩
- দার আল-হুকুমত স্থানান্তর ২৩
- সিফ্ফীনের যুদ্ধ ২৩
- 'আলী (রা.)-এর খিলাফাত পরিচালনার কৃতিত্ব ২৪
- হযরত 'আলী (রা.)-এর মনীষা ২৫
- তাফসীর ও 'উলূম আল-কুর'আন শাস্ত্রে 'আলী (রা.) ২৬
- 'ইলম আল-হাদীসে 'আলী (রা.) ২৬
- 'ইলম আল-ফিকহে তাঁর অবদান ২৭
- 'ইলম আল-ফারায় তাঁর পাণ্ডিত্য ২৮
- 'ইলম আল-তাসাওউফ-এর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ২৯
- 'ইলম আল-ফাসাহাহ্ ওয়া আল-বালাগাহ্-এর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ২৯
- 'ইলম আল-আদাব-এর অঙ্গনে 'আলী (রা.) ৩০

২। **দ্বিতীয় অধ্যায়**

- হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর পরিচিতি ৩৫–৫৯
- ⌘ *প্রথম পরিচ্ছেদ* ৩৬–৪৪
- হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর জীবনী ৩৬
- সামাজিক প্রেক্ষাপট ৩৬
- পারিবারিক পরিচয় ৩৬
- বংশলতিকা ৩৭
- জন্ম ৩৮
- শৈশব কাল ৩৮
- ভাই-বোন ৩৯
- বোনের সংখ্যা ৩৯
- স্ত্রী ও প্রেয়সীদের বিবরণ ৩৯
- সন্তান-সন্ততি ৪০
- আরব সমাজে হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর মূল্যায়ন ৪০
- হাস্সান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ৪১
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হিসেবে হাস্সান (রা.) ৪১
- ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম কবিতা ৪৩
- হাস্সান (রা.)-এর ইন্তিকাল ৪৪
- ⌘ *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* ৪৫–৫২
- গঠনশৈলী ও স্বভাব চরিত্র ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

পৃ.

- সচ্চরিত্র মন ও অভিজাত প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ৪৫
- অনন্য সাধারণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ৪৬
- উপস্থিত বাকপটুতায় পারদর্শিতা ৪৬
- নিজস্ব স্বকীয়তায় গৌরব প্রকাশ এবং কাব্য রচনার অধিক্যে গর্ববোধ ৪৭
- অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি ৪৭
- ভীরুতা ৪৮
- হাসসান (রা.) ও ইফকের ঘটনা ৫০
- হাসসান (রা.)-এর প্রতি 'আইশা (রা.)-এর মনোভাব ৫১

⌘ *তৃতীয় পরিচ্ছেদ* ৫৩–৫৯

- রাসূলুল্লাহ্র (সা.) ইন্তিকালের পর হাস্সান (রা.)-এর বিরহ বেদনা ৫৩
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর হাস্সান (রা.)-এর অবস্থা ৫৩
- আমীর আল-মু'মিনীন আবূ বক্র (রা.)-এর খিলাফত কালে হাস্সান (রা.) ৫৩
- আমীর আল-মু'মিনীন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফত কালে হাস্সান (রা.) ৫৪
- আমীর আল-মু'মিনীন 'উছমান (রা.)-এর যুগে হাস্সান (রা.) ৫৪
- আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.)-এর যুগে হাস্সান (রা.) ৫৬
- হাস্সান (রা.)-এর বিভিন্ন মনীষা ৫৬
- আল-কুরআন বিষয়ে তাঁর অবদান ৫৬
- আল-হাদীসে তাঁর অবদান ৫৬
- ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অবদান ৫৭
- সমালোচনা বিষয়ে তাঁর অবদান ৫৭
- সমালোচকদের দৃষ্টিতে কবি হাস্সান (রা.) ৫৮

৩। **তৃতীয় অধ্যায়**

- 'আলী (রা.) ও হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বে আরবী কবিতার বিষয়বস্তু ৬০–৮১

⌘ *প্রথম পরিচ্ছেদ* ৬১–৬৪

- জাহিলী যুগ নির্ণয় ও কবিতার বিষয়বস্তু ৬১
- জাহেলী যুগের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ ৬১
- প্রাচীন আরবী কাব্যের বিষয়বস্তু ৬৩

⌘ *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* ৬৫–৭৪

- 'আলী (রা.) ও হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বে আরবী কবিতায় নৈতিকতা বর্জিত বিষয়সমূহ ৬৫
- ভাকাতির বর্ণনা ৬৫
- লুটি ও গুপ্ত হামলার বর্ণনা ৬৬
- অশ্লীলতার বর্ণনা ৬৬
- সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বিষয়ক বর্ণনা ৬৭
- ব্যাভিচারের উল্লেখ করে কবিতা রচনা ৬৮
- সতীত্বহরণ বিষয়ক বর্ণনা ৬৯
- জুয়ার উল্লেখ কবিতায় ৭০
- বিবাহিতা পরনারীর সাথে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে ৭০
- মদ্যবিষয়ক বর্ণনা ৭০
- ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও কুৎসামূলক কবিতা ৭১
- ভর্ৎসনামূলক কবিতা ৭২
- ফাখর (গৌরবাত্মক) বিষয়ক কবিতা ৭৩

⌘ *তৃতীয় পরিচ্ছেদ* ৭৫–৮১

- আলী (রা.) ও হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বে আরবী কবিতায় নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ৭৫
- দানশীলতা সম্পর্কে বর্ণনা ৭৫
- মর্যাদার উৎস প্রসঙ্গে বর্ণনা ৭৫
- আমানত প্রসঙ্গে ৭৫
- খিয়ানত পরিহার প্রসঙ্গে ৭৬
- ধৈর্য্যধারণ সম্পর্কিত বিষয় ৭৬
- সন্ধিস্থাপন প্রসঙ্গে ৭৬
- বদান্যতা প্রসঙ্গে ৭৭
- সদালাপ ও নম্র ব্যবহার প্রসঙ্গে ৭৭
- অঙ্গীকার পূর্ণ করা প্রসঙ্গে ৭৮
- অন্যায় থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে ৭৯
- উদারতা প্রসঙ্গে ৭৯
- সৎ স্বভাব প্রসঙ্গে ৭৯
- লজ্জাশীলতা প্রসঙ্গে ৮০
- প্রতিবেশীর হক আদায় ৮১

৪। **চতুর্থ অধ্যায়**

- কবি ও কবিতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৮২–১০৯

⌘ *প্রথম পরিচ্ছেদ* ৮৩–৮৭

- ইসলামী কবিতা রচনার পটভূমি ৮৩

⌘ *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* ৮৮–৮৯

- ইসলামে কবিতা রচনা নিষিদ্ধ ৮৮

⌘ *তৃতীয় পরিচ্ছেদ* ৯০–৯৮

- ইসলামে কবিতা রচনার অনুমতি ৯০
- অনুপ্রেরণা দান প্রসঙ্গে ৯৪
- অবসাদ দূরীকরণ প্রসঙ্গে ৯৪
- বেদনা লাঘব করা প্রসঙ্গে ৯৫
- কৌতুকোদ্দীপক কবিতা প্রসঙ্গে ৯৫

⌘ *চতুর্থ পরিচ্ছেদ* ৯৯–১০৯

- কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ ও পুরস্কার প্রদান ৯৯

৫। **পঞ্চম অধ্যায়**

- 'আলী (রা.) ও হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর সম-সাময়িক কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু ১১০–১৩২

⌘ *প্রথম পরিচ্ছেদ* ১১১–১২৪

- 'আলী (রা.) ও হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর সম-সাময়িক কবিদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কবিতা ১১১

Dhaka University Institutional Repository

পৃ.

- জীবনের উপাদান প্রসঙ্গে ১১৩
- জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রসঙ্গে ১১৩
- তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে ১১৩
- সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ১১৩
- শহীদী প্রেরণা প্রসঙ্গে ১১৪
- কাফিরদের বক্তব্যের অপনোদন প্রসঙ্গে ১১৪
- ইসলামের ছায়াতলে লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি প্রসঙ্গে ১১৫
- হাবশায় মক্কার নির্যাতন বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে ১১৫
- কাফিরদের কর্মকান্ড 'আদ-ছামূদ গোত্রের অনুরূপ এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১১৬
- কাফিরদের গর্বের প্রতিউত্তর প্রসঙ্গে ১১৬
- ধর্ম ত্যাগের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১১৭
- পক্ষপাতিত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১১৭
- কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র প্রসঙ্গে ১১৭
- স্বঘোষিত নবীদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে ১১৮
- জিহ্বালী চেতনা প্রসঙ্গে ১১৮
- মাদকাসক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে ১১৯
- মান-মর্যাদা অর্জিত বিষয় নয় ১১৯
- দাফনের পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ১১৯
- তা'য়িফবাসীদের প্রতি দা'ওয়াত প্রসঙ্গে ১১৯
- মৃত্যু অবধারিত-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২০
- দেব-দেবীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১২০
- ইসলাম গ্রহণে সমালোচনা-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২০
- অদৃশ্যের আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে ১২১
- বিজয়ের মূল উৎসের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২১
- অনুগ্রহের প্রতিউত্তর প্রসঙ্গে ১২১
- মর্মস্পর্শী কবিতা-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২২
- মুরতাদদের পরাজয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২২
- নাকা'ইদ কবিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২২
- দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২৩
- বিয়োগব্যাথার বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২৩
- আহাজারীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২৩
- আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২৪
- ওজর পেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২৪

⌘ *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* ১২৫–১৩২

- আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর সমসাময়িক কবিদের কবিতায় নৈতিকতা বিষয়ক কবিতা ১২৫
- আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২৫
- তাকদীরের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২৫
- উপদেশ মূলক বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২৫
- যুহদ প্রসঙ্গে ১২৬
- সদাচরণ প্রসঙ্গে ১২৬
- আল্লাহ ভীতি প্রসঙ্গে ১২৬
- 'আদল প্রসঙ্গে ১২৭
- আমানত প্রসঙ্গে ১২৭
- শুকর প্রসঙ্গে ১২৭
- তাওয়াক্কুল প্রসঙ্গে ১২৮
- সদয় হওয়া প্রসঙ্গে ১২৮
- ক্ষমা প্রসঙ্গে ১২৯
- ধৈর্য্য প্রসঙ্গে ১২৯
- প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা প্রসঙ্গে ১২৯
- অতিথি পরায়ণ প্রসঙ্গে ১৩০
- কানা'আত প্রসঙ্গে ১৩০
- তাকওয়া প্রসঙ্গে ১৩০
- পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে ১৩১
- তাওবাহ প্রসঙ্গে ১৩১
- শালীনতাবোধ প্রসঙ্গে ১৩১
- সংশ্রবের প্রভাব প্রসঙ্গে ১৩২

৬। **ষষ্ঠ অধ্যায়**

- 'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতার বিষয়বস্তু ১৩৩–১৭৪

⌘ *প্রথম পরিচ্ছেদ* ১৩৪–১৪৬

- 'আলী (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতায় বিষয়বস্তু ১৩৪
- জ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কে ১৩৪
- অধ্যাবসায়-এর মাধ্যমে জ্ঞানার্জন প্রসঙ্গে ১৩৪
- বিদ্বানের মর্যাদা প্রসংগে ১৩৪
- অজ্ঞতার অভিশাপ প্রসংগে ১৩৫
- জ্ঞানের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার মূল্যায়ন সম্পর্কে ১৩৫
- সাহচর্যের প্রভাব প্রসঙ্গে ১৩৫
- চাহিদার পূর্ণতায় জ্ঞান বিকাশ প্রসঙ্গে ১৩৬
- জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অনন্তজীবন লাভ প্রসঙ্গে ১৩৬
- প্রকৃত মানবের পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে ১৩৬
- মানুষের শ্রেণী বিন্যাস ১৩৬
- প্রকৃত বন্ধু নির্ণয় পদ্ধতি প্রসঙ্গে ১৩৭
- কৃত্রিম বন্ধুর পরিচয় প্রসঙ্গে ১৩৭
- সফল প্রত্যাশার মূলোৎপাটনকারী প্রসঙ্গে ১৩৮
- বন্ধু ও শত্রুর সাথে ব্যবহার পদ্ধতি প্রসঙ্গে ১৩৮
- শত্রু ও বন্ধুর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৩৮
- লাভের জন্য ত্যাগের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৩৮
- জ্ঞানের সৌন্দর্য প্রসঙ্গে ১৩৯
- বীরত্ব প্রকাশ প্রসঙ্গে ১৩৯
- গৌরব গাঁথা প্রসঙ্গে ১৪০
- প্রশংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৪০
- বর্ণনামূলক কবিতা ১৪১
- ভর্ৎসনা মূলক কবিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৪১
- শোকগাঁথা প্রসঙ্গে ১৪২
- সময়ানুবর্তিতা প্রসঙ্গে ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

- জনসেবায় মর্যাদা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ১৪৩
- ঐতিহাসিক বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৪৪
- প্রেম মূলক বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৪৫
- দুষ্টের দমন প্রসঙ্গে ১৪৫
- অনিবার্য মৃত্যু প্রসঙ্গে ১৪৬
- অবসরে বিনোদন প্রসঙ্গে কবিতা ১৪৬

⌘ *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* ১৪৭–১৭৪

- হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতার বিষয়বস্তু ১৪৭
- জাহিলী যুগের কবিতা ১৪৭
- ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কবিতা ১৪৮
- গৌরবগাঁথা প্রসঙ্গে ১৫০
- প্রশংসাগীতি প্রসঙ্গে ১৫২
- শোকগাঁথা প্রসঙ্গে ১৫২
- মদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৫৩
- প্রেমমূলক কবিতা প্রসঙ্গে ১৫৪
- শিষ্টাচারমূলক কবিতা প্রসঙ্গে ১৫৪
- প্রকৃত বন্ধু নির্বাচন প্রসঙ্গে ১৫৪
- মানুষের মূল্যায়নের মাপকাঠি প্রসঙ্গে ১৫৫
- নীতিবাক্য প্রসঙ্গে ১৫৫
- ইসলামী যুগের কবিতা ১৫৫
- প্রশংসাগীতি ১৫৬
- ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কবিতা ১৫৮
- শোকগাঁথা কবিতা ১৬২
- গৌরবগাঁথা ১৬৬
- তিরস্কারমূলক কবিতা ১৬৯
- বর্ণনামূলক কবিতা ১৭০
- রাজনীতি বিষয়ক কবিতা ১৭০
- ইসলামী যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে রচিত কবিতা ১৭১
- বদর যুদ্ধ ১৭১
- উহুদ যুদ্ধ ১৭১
- খন্দক যুদ্ধ ১৭২
- যীকারাদ অভিযান ১৭২
- খায়বারের যুদ্ধ ১৭৩
- মূতার অভিযান ১৭৩

৭। সপ্তম অধ্যায়

- 'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় আল-কুর'আনের প্রভাব ১৭৫–২০৩

⌘ *প্রথম পরিচ্ছেদ* ১৭৬–১৮৬

- 'আলী (রা.)-এর কবিতায় আল-কুর'আনের প্রভাব ১৭৬
- আল্লাহ তা'আলার পরিচয় প্রসঙ্গে ১৭৬
- আল্লাহ তা'আলার অবস্থান প্রসঙ্গে ১৭৬
- স্থিরতা কামনার মূল উৎস ১৭৭
- আল্লাহ তা'আলার যৌগিক গুণবাচক নাম ব্যবহার প্রসঙ্গে ১৭৭
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে দরুদ পড়া প্রসঙ্গে ১৭৭
- হেরা গুহায় রাত যাপনের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৭৮
- উপদেশ গ্রন্থ প্রসঙ্গে ১৭৮
- আল কুরআন ঃ আল কুরআনের একটি নামের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৭৯
- মসজিদ নির্মাণের মর্যাদা প্রসঙ্গে ১৭৯
- বায়তুল 'আতীকের বর্ণনা ১৮০
- মানব সৃষ্টির মূল প্রসঙ্গে ১৮০
- নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে ১৮০
- আরবী বর্ণ কা.ফ ও নূন-এর প্রসঙ্গে ১৮০
- "মান্না ওয়া সালওয়া" এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৮১
- হিসাব পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ১৮১
- রিয্‌ক বিতরণের বর্ণনা ১৮১
- মানুষ সৃষ্টির উপাদানের বর্ণনা ১৮২
- মানুষের জীবন চক্রের সময়সীমা ১৮২
- বাদুর ফুৎকার প্রসঙ্গে ১৮৩
- মাকড়সার বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৮৩
- আবূ-লাহাব-এর ধ্বংস প্রসঙ্গে ১৮৩
- লোভাতুর দুনিয়া প্রসঙ্গে ১৮৪
- সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে ১৮৪
- ধ্বংসযজ্ঞের আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৪
- মৃত্যু হতে পলায়ণ প্রসঙ্গে ১৮৫
- বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে ১৮৫
- দুঃখ কষ্টের সাথে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত প্রসঙ্গে ১৮৫
- অপচয় রোধ প্রসঙ্গে ১৮৬
- গুনাহ হতে ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গে ১৮৬
- মৃত্যু অপ্রতিরোধ বিষয় প্রসঙ্গে ১৮৬

⌘ *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* ১৮৭–২০৩

- হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতায় আল-কুর'আনের প্রভাব ১৮৭
- খোঁচা দেওয়া প্রসঙ্গে ১৮৭
- সরল পথের নির্দেশনা ১৮৭
- আল্লাহর রজ্জু ধারণ প্রসঙ্গে ১৮৭
- গোপনে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গে ১৮৮
- শপথ করা প্রসঙ্গে ১৮৮
- আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতা প্রসঙ্গে ১৮৮
- সকল প্রশংসা প্রাপ্যতা প্রসঙ্গে ১৮৯
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ১৮৯
- দৃষ্টান্তের উদাহরণের বর্ণনা ১৮৯
- যৌথ আক্রমণ প্রসঙ্গে ১৯০
- সরল মন-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৯০
- মর্যাদার উৎস প্রসঙ্গে ১৯১
- সংশয় সৃষ্টি প্রসঙ্গে ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

পৃ.

- প্রবল বাতাস প্রসঙ্গে ১৯২
- বৃহ্য রচনা প্রসঙ্গে ১৯২
- শত্রুতা পোষণ প্রসঙ্গে ১৯২
- কোমলতা ও কঠোরতা প্রসঙ্গে ১৯৩
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণকীর্তন প্রসঙ্গে ১৯৩
- অন্ধ ও চক্ষুষ্মান প্রসঙ্গে ১৯৩
- সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করা প্রসঙ্গে ১৯৩
- ঘৃণা সম্পর্কে বর্ণনা ১৯৪
- সাহিবুল গায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৯৫
- প্রত্যাবর্তনস্থল নির্ধারণ প্রসঙ্গে ১৯৫
- নিকৃষ্ট অর্থে বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৯৫
- মর্মান্তিক শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে ১৯৬
- বদর যুদ্ধের বর্ণনা ১৯৬
- নমনীয়তা প্রসঙ্গে ১৯৬
- অনবহিত বিষয় প্রসঙ্গে ১৯৭
- সুবিচার প্রসঙ্গে ১৯৭
- সতর্কবাণী প্রসঙ্গে ১৯৭
- হৃদয় ঝুঁকে যাওয়া প্রসঙ্গে ১৯৮
- সিজদাহ-এর চিহ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৯৮
- আল্লাহর বাহিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৯৮
- মুহকামাত আয়াত প্রসঙ্গে ১৯৯
- তাকওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৯৯
- সুদৃঢ় হাতল-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ২০০
- হুনায়ন যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে ২০০
- চিরস্থায়ী বাসস্থান প্রসঙ্গে ২০০
- পূর্ববর্তী নবীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ২০১
- যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাযের বর্ণনা ২০১
- আশ্রয় প্রদানের বর্ণনা ২০২
- যুদ্ধের পোষাক প্রসঙ্গে ২০২
- মিথ্যা রটনা পরিহার প্রসঙ্গে ২০২
- আল্লাহর পথে যুদ্ধ প্রসঙ্গে ২০৩

৮। অষ্টম অধ্যায়

- নৈতিকতার উৎস পর্যালোচনা ২০৪–২৩২

⌘ ***প্রথম পরিচ্ছেদ*** ২০৫–২১২

- 'ইলম আল-আখলাক-এর পরিচিতি ও ইতিহাস ২০৫
- 'ইলম আল-আখলাকের পরিচয় ২০৫
- আখলাক গঠনের ইতিহাস ২০৭

⌘ ***দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ*** ২১৩–২২৩

- আখলাকে হাসানাহ ২১৩
- উত্তম স্বভাবসমূহ ২১৩
- কল্যাণ কামনা প্রসঙ্গে ২১৩
- আত্মত্যাগ প্রসঙ্গে ২১৩
- আলস প্রসঙ্গে ২১৪
- সুসম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে ২১৪
- নম্র স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে ২১৫

পৃ.

- ক্ষমার বর্ণনা প্রসঙ্গে ২১৫
- সবর প্রসঙ্গে ২১৫
- শুকুর প্রসঙ্গে ২১৫
- অঙ্গীকার রক্ষা প্রসঙ্গে ২১৬
- ইনসাফ প্রসঙ্গে ২১৮
- হিলম প্রসঙ্গে ২১৮
- সদাচরণ (বিরর) প্রসঙ্গে ২১৯
- যুহদ প্রসঙ্গে ২১৯
- হিয়া প্রসঙ্গে ২১৯
- সত্যবাদিতা প্রসঙ্গে ২২০
- আমানত প্রসঙ্গে ২২১
- ক. মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক 21
- খ. মানুষের সঙ্গে সকল বান্দাহর সম্পর্ক ২২১
- গ. মানুষের সম্পর্ক তার নিজের সাথে ২২১
- ইহসান প্রসঙ্গে ২২১
- শালীনতা প্রসঙ্গে ২২২
- তাকওয়া প্রসঙ্গে ২২৩

⌘ ***তৃতীয় পরিচ্ছেদ*** ২২৪–২৩০

- আখলাকে সায়্যি'আহ ২২৪
- ক্রোধ প্রসঙ্গে ২২৪
- কৃপণতা প্রসঙ্গে ২২৫
- হিংসা প্রসঙ্গে ২২৬
- অহংকার থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে ২২৬
- আত্মগৌরব থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে ২২৬
- উপহাস থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে ২২৭
- গীবত পরিহার প্রসঙ্গে ২২৭
- চোগলখুরী পরিহার প্রসঙ্গে ২২৮
- অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে ২২৮
- খোশামোদ পরিহার প্রসঙ্গে ২২৯
- মিথ্যাচার পরিহার প্রসঙ্গে ২২৯
- ধোঁকা পরিহার প্রসঙ্গে ২৩০

⌘ ***চতুর্থ পরিচ্ছেদ*** ২৩১–২৩২

- নৈতিকতার মূল উৎস ২৩১
- প্রথম উৎস ঃ আল-কুর'আন ২৩১
- ক. ইবাদাত ২৩১
- খ. মু'আমালাত ২৩১
- দ্বিতীয় উৎস ঃ আল-হাদীস ২৩২

৯। নবম অধ্যায়

- আলী (রা.) ও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা ২৩৩–২৫১

⌘ ***প্রথম পরিচ্ছেদ*** ২৩৪–২৪৪

- আলী (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা ২৩৪
- দুনিয়া হতে আত্মরক্ষা প্রসঙ্গে ২৩৪
- স্বচ্ছতার অন্বেষা প্রসঙ্গে ২৩৪
- বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ প্রসঙ্গে ২৩৪
- সহিষ্ণুতার মর্যাদা প্রসঙ্গে ২৩৫
- উদারতার প্রবাহ ২৩৫
- নীতি বাক্য প্রসঙ্গে ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ক. ধৈর্য্যে সফলতা ২৩৬
খ. অঙ্গীকার রক্ষার সফলতা ২৩৬
গ. কৃতজ্ঞতার ফল পরিমাণ ২৩৬
ঘ. উচ্চ মর্যাদার অন্বেষণকারী হওয়া ২৩৬
ঙ. স্বকীয়তা বজায় রাখা প্রসঙ্গে ২৩৬
শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ২৩৬
নীরবতার উপকার প্রসঙ্গে ২৩৬
অল্পে তুষ্টি ২৩৭
সংযত দৃষ্টি ২৩৭
অপকর্ম এড়ানোর উপায় প্রসঙ্গে ২৩৭
অমর থাকার উপায় প্রসঙ্গে ২৩৮
নৈতিক চেতনার উপকরণ প্রসঙ্গে ২৩৮
উলুবনে মুক্তা ছিটানো প্রসঙ্গে ২৩৯
ভদ্রতার নিদর্শণ প্রসঙ্গে ২৩৯
সময়োচিত জবাবদান প্রসঙ্গে ২৩৯
ভারসাম্য নীতি অনুসরণ প্রসঙ্গে ২৩৯
ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষার সময় ২৪০
তাকওয়াই প্রসঙ্গে ২৪০
ভ্রমণের উপকার প্রসঙ্গে ২৪০
অবমাননায় জীবন পরিহার প্রসঙ্গে ২৪১
মনীষীদের সাফল্যের উপকরণ প্রসঙ্গে ২৪১
সমবেদনা প্রসঙ্গে ২৪১
বিশ্বস্ততার অভাব প্রসঙ্গে ২৪২
লোভ-লালসা পরিত্যাজ্যের আহ্বান ২৪২
জাগরণের চেয়ে নিদ্রা উত্তম প্রসঙ্গে ২৪২
অপরাধে অপমান ২৪৩
সম্পদের আধিক্য ও অনাধিক্য সম্পর্কে ২৪৩
উপবাসের ফলাফল প্রসঙ্গে ২৪৩
সম্মান অর্জনের পথ প্রসঙ্গে ২৪৩
তওবা প্রসঙ্গে ২৪৪
যুহদ প্রকাশ প্রসঙ্গে ২৪৪
নৈতিক গুণাবলীর গণনা প্রসঙ্গে ২৪৪
⌘ *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* ২৪৫–২৫১
হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা। ২৪৫
শিষ্টাচার প্রসঙ্গে ২৪৫
বন্ধুত্ব নির্বাচন প্রসঙ্গে ২৪৫
সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে ২৪৫
লাঞ্ছনা থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে ২৪৬
আত্মমর্যাদাবোধ প্রসঙ্গে ২৪৬
নির্ভেজাল বন্ধু নির্বাচন প্রসঙ্গে ২৪৬
বদান্যতা প্রসঙ্গে ২৪৭
সাহসিকতা প্রসঙ্গে ২৪৭
আতিথেয়তা প্রসঙ্গে ২৪৮
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রসঙ্গে ২৪৮
উদারতা প্রসঙ্গে ২৪৮
সত্যবাদিতা প্রসঙ্গে ২৪৯
আমানাত প্রসঙ্গে ২৪৯
ধৈর্য্য প্রসঙ্গে ২৪৯
আদল প্রসঙ্গে ২৫০
সুন্দর আচরণ প্রসঙ্গে ২৫০
দুনিয়ার জীবন প্রসঙ্গে ২৫০
আল্লাহর প্রতি ভরসা প্রসঙ্গে ২৫১
নীরবতার উপকার প্রসঙ্গে ২৫১

১০। **দশম অধ্যায়**

আলী (রা.) ও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতার মৌলিকত্ব পর্যালোচনা ২৫২–২৭৪
⌘ *প্রথম পরিচ্ছেদ* ২৫৩–২৬০
আলী (রা.)-এর নামে প্রক্ষিপ্ত কবিতা ২৫৩
একই কবিতার একাধিক রচয়িতা ২৫৩
কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তন ২৫৪
সুফীবাদের ষ্টাইলে রচিত কবিতা ২৫৪
প্রশংসায় বাড়াবাড়ি ২৫৫
নিম্নমানের কবিতা ২৫৫
ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী ২৫৬
প্রথম পক্ষের যুক্তি নিমনরূপ ঃ ২৫৬
আলী (রা.)-এর কাব্য সংখ্যা ২৫৮
⌘ *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ* ২৬১–২৭৪
হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট কবিতার পর্যালোচনা ২৬১
হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট কবিতার পর্যালোচনা ২৬১
কাব্যিক অঙ্গনে হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.) ২৬১
হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কাব্য সংখ্যা ২৬২
হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর প্রতি আরোপিত কবিতার বিবরণ ২৬৫
প্রক্ষিপ্ত কাব্যের প্রকৃত কবি ২৬৭
কা'ব ইবন মালিক আল-আনসারী (মৃ. ৫৪/৬৭৩) ২৬৭
আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ২৬৭
আল হুতায়্যাহ (রা.) ২৬৮
যুহায়র আবন আবী সুলমা (মৃ.৬৮খৃ.) ২৬৮
সাফিয়্যা (রা.) বিনত আব্দিল মুত্তলিব (মৃ.২০/৬৪১) ২৬৮
বাশীর ইবন সা'দ (রা.) (মৃ.১৩/৬৩৪) ২৬৯
সুওয়াইদ ইবন সামিত আল-আনসারী ২৬৯
রাবী'আহ ইবন উমায়্যা আদ-দিইলী ২৬৯
'আব্দুর রহমান ইবন হাসসান (মৃ.১০৪/৭২২) ২৭০
একই কবিতার বিভিন্ন রচয়িতা ২৭০
দীওয়ান প্রকাশনার বিবরণ ২৭৩
উপসংহার ২৭৫–২৭৮
গ্রন্থপঞ্জী ২৭৯–২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

হযরত 'আলী (রা.)-এর পরিচিতি

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ হযরত 'আলী (রা.)-এর জীবনী
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গঠনশৈলী ও স্বভাব চরিত্র
- ✓ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন ঘটনাবলী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত 'আলী (রা.)-এর জীবনী

সামাজিক প্রেক্ষাপট

সামাজিক বিজ্ঞানের আলোকে এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রধান উপাদানের মধ্যে রক্ত এবং বংশীয় ছাপ দীর্ঘদিন যাবৎ অবশিষ্ট থাকে। স্বভাব গঠনে এবং মন-মানসিকতার প্রতিফলনে ব্যক্তির প্রাচীন ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বংশীয় ছাপ তিন ধরনের হয়ে থাকে ঃ

১. বংশীয় ও পারিবারিক ঐতিহ্য। অর্থাৎ কিছু আদর্শ ও মূল্যবোধ বংশপুরুষগণ গৌরবরূপে লালন করে থাকে।

২ বংশীয় ও পারিবারিক কীর্তি গৌরব। অর্থাৎ পিতা-মাতা এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সাহসিকতা, শৌর্যবীর্য, আত্মসম্মানবোধ, বন্ধুপ্রীতি, প্রতিজ্ঞাপালন, আতিথেয়তা, সত্যবাদিতা, দুঃখ-দৈন্য ও বিপদাপদে সাহায্য-সহানুভূতি প্রভৃতি বিষয়াদির অনুসরণ।

৩. বিশুদ্ধ রক্তধারা, অর্থাৎ যে সব পরিবারের সদস্য তাদের বংশগত বিশুদ্ধতা ও রক্তকৌলিন্য রক্ষায় সচেতন তাদের প্রজন্ম পরম্পরায় সে সব বিশুদ্ধতার ছাপ থাকবে।

আরবের প্রসিদ্ধ মুদার গোত্রের মুখাদরাম[1] কবি রাবী'আহ্ ইব্‌ন মাকরূম-এর নিম্নোক্ত পংক্তিতে উচ্চবংশীয় ছাপ সম্পর্কীয় বিষয়াদির চিত্র ফুটে উঠেছে ঃ[2]

هجان الحى كالذهب المصفى + صبيحة ديمة يجنيه جانٍ

"গোত্রীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এমন যেন, প্রভাতের শিশির ধোয়া ও কুড়িয়ে পাওয়া খাঁটি সোনা।"

প্রখ্যাত মুখাদরাম কবি আল-হুতায়্যা (মৃ. ৫৯/৬৭৮) বংশীয় ছাপ প্রসঙ্গে বলেন ঃ[3]

مطاعين إلى الهيجا مكاسيف الدجى + بنى لهم ابائهم و بنى الجد

"(এটি সেই গোত্র) যারা অগ্রবর্তী হয়ে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করে, অন্ধকার বিদূরিত করে, পূর্ব পুরুষগণ তাদের এ মর্যাদার বুনিয়াদ গড়ে তুলেছেন।"

কিন্তু বংশের এ ধারা একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত। সর্বক্ষেত্রে বংশীয় স্রোত প্রবাহিত হয় না এবং তা সুশীল সমাজে গ্রহণযোগ্যও নয়। যেমন- আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ[4]

الناس معادن كمعادن الفضة والذهب – خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام

"মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের মত খনিজতুল্য, যারা প্রাক-ইসলামী যুগে ভাল ছিল তারা ইসলামী যুগেও ভাল।"

সুতরাং আলী (রা.)-এর সমাজ ও বংশ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

'আলী (রা.)-এর পারিবারিক পরিচয়

'আলী (রা.)-এর বংশ লতিকায় বিগত দিনের সর্দার, গোত্রপতি ও সমাজে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নাম পাওয়া যায়। যেমন পিতা আবূ তালিব সমাজে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি দাদা 'আব্দুল মুত্তালিবও গোত্রপতি এবং জনগণের কর্ণধার ছিলেন। তদ্রূপ হাশিম ইব্‌ন 'আব্দ মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররাহ ইব্‌ন লুয়াইও সমাজে নির্ভরযোগ্য ও মানুষের কল্যাণকামীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

আরবের মধ্যে কুরায়শ ও হাশিমী বংশ মান-মর্যাদার দিক দিয়ে অতুলনীয় ছিল। পবিত্র কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধায়ন তাদেরকে আরও বৈশিষ্টমণ্ডিত করে তুলেছে। 'আব্দুল মুত্তালিবের পূর্ব পুরুষ কুসাই ইবন কিলাব হজ্জ পালনকারী ব্যক্তিদের পানি সরবরাহ ও আবাসনের ব্যবস্থাপনার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন। এ জন্য তাঁদেরকে (اهل السقاية

---

1 মুখাদরাম-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃ. ১০২।

2 আবূ তাম্মাম, *দীওয়ান আল- হামাসা, বাব আল-আদাব* (দেওবন্দ : মাকতাবাহ ই'যাযিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৭।

3 প্রাগুক্ত।

4 ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হানবল, *আল-মুসনাদ*, সম্পাদনায় : আহমাদ শাকির (মিসর : দার আল-মা'আরিফ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৫৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

(والرفادة) বলা হত। তারা এ দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করার জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকতেন। সে কারণে আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্য হতে শুধুমাত্র তাঁরাই সম্মানের শীর্ষে অবস্থান করেন।[5] 'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাত ভাই ও হাশিমী হওয়ার কারণে পারিবারিক দিক থেকে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন।

হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.)

হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়্যাত প্রাপ্তির ১০ বছর পূর্বে[6] ১৩ রজব[7] (৬০০খৃ.)[8] তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম আলী।[9] পিতা আবূ তালিব তাঁর নাম রাখেন যায়দ।[10] আবূ আল-সিবতায়ন,[11] আবূ তুরাব।[12] আবূ আল-হাসান।[13] তাঁর উপাধি ছিল হায়দার,[14] আসাদ।[15]

পিতার নাম 'আবদ মানাফ।[16] মতান্তরে 'ইমরান বা শায়বাহ, তবে আবূ তালিব উপনামে পরিচিত ছিলেন।[17] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতা 'আব্দুল্লাহ এবং আবূ তালিব সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁদের মা ছিলেন ফাতিমা বিনত 'আমর ইব্ন 'আইয ইব্ন ইমরান ইবন মাখযূম।[18]

মাতার নাম

ফাতিমা বিন্ত আসাদ ইব্ন হাশিম ইবন 'আবদ মানাফ। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর চাচী ফাতিমা বিনত আসাদ সম্পর্কে বলেন, আমার আম্মাজান ইন্তিকালের পর খাজা আবূ তালিবের স্ত্রী আমাকে মাতৃসুলভ স্নেহ দান করতেন। মহানবী (সা.) স্বীয় জামা দিয়ে ফাতিমা বিন্ত আসাদের কাফন সম্পন্ন করেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে কবরে রেখেছিলেন।[19] আবূ তালিবের পুত্র সন্তান হলেন তালিব (এ নামেই তিনি আবূ তালিব উপাধি ধারণ করেছেন) 'আকীল, জা'ফর ও 'আলী। আর কন্যা সন্তান হলেন উম্মু হানী ও জুমানা।[20]

---

5 ইবন হিশাম, *আল-সীরাহ আল-নবভিয়্যাহ* (রিয়াদ: দার আল-মুগনী, ১৪২০/১৯৯৯), ১ম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ১৪৭।

6 মাওলানা সায়্যিদ আবূ আল-হাসান আলী নদভী, *আল-মুরতাদা* (লাখনৌ : মাজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়্যাতে ইসলাম, নাদওয়াতুল ওলামা, ১৪০৯/১৯৮৮), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৮।

7 ইব্ন সা'দ, *আল-তাবাকাত আল-কুবরা* (বৈরূত: দার আল-সাদির, ১৩৭৬/১৯৫৭) খ. ৩, পৃ. ১১।

8 মুহাম্মাদ রিদা, *আল-ইমাম আলী ইবন আবী তালিব* (লেবানন : দার আল-কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৮/১৯৩৯), পৃ. ৫; ড. 'উমার ফাররূখ, *তারীখ আল-আদাব আল 'আরাবী* (বৈরূত : দার আল-'ইলম লি আল-মালাঈন, ১৪০৫/১৯৮৪), পৃ. ৩০৭।

9 ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, *তারীখ আল-খুলাফা* (বৈরূত : দার আল-জায়ল, ১৪১৭/১৯৯৭), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৯৭।

10 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, *আল-'আবকারিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যা* (বৈরূত : দার আল-কুতুব আল-লুবনানী, মাকতাবা আল-মাদরাসিয়্যা, ১৯৭৪ খৃ.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৫।

11 سبط অর্থ দৌহিত্র। হাসান ও হুসায়ন (রা.)-এর দৌহিত্র হওয়ার কারণে আলী (রা.)-কে এ নামে ডাকা হত। দ্র. ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; মুহাম্মাদ রিদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

12 একদা আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)-এর সাথে রাগ করে মসজিদে নববীতে যেয়ে ঘুমিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ডেকে বললেন: اجلس يا ابا تراب তাঁর পিঠে লেগে থাকা ধুলোবালু নিজ হাতে সরিয়ে দেন। আবূ তুরাব শুনে আলী (রা.) আনন্দঘোষ করতেন। দ্র. হাফিজ জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯; ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীব আল-তাহযীব (বৈরূত : দার ইহইয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, ১৪১৩/১৯৯৩), খ. ৪, পৃ. ২১১।

13 ইবন 'আব্দ আল-বারর, আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব (বৈরূত : দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬/১৯৯৫), ১ম সংস্করণ, খ. ৩, পৃ. ১৯৭; ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

14 ইমাম আবূ আল-হুসায়ন মুসলিম ইব্ন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আল-সহীহ আল-মুসলিম* (ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি), খ. ২, পৃ. ১১৩।

15 সর্বপ্রথম তাঁর মামা তাঁর নাম আসাদ (ব্যঘ্র) রাখেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কবিতায় ছন্দমিলের প্রয়োজনে তিনি হায়দার বা হায়দারা নামে বিখ্যাত হন। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪০৮/১৯৮৭), খ. ৩, পৃ. ৪৩।

16 ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

17 মাওলানা সাইয়িদ আবূ আল-হাসান আলী নদভী, *আল-মুরতাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; তু. মাহমূদ শুকরী আলূসী আল-বাগদাদী, বুলুগ আল-'আরাব ফী মা'রিফাহ আহওয়াল আল-'আরাব আল-ইসলাম (কায়রো : তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৩২৪।

18 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৯; মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। 'আব্বাস (রা.) থেকে একটি দুর্বল বক্তব্য রয়েছে যে, আবূ তালিব মৃত্যুশয্যায় তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বিপদাপদে রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণের ফলে ইতিহাসে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে নেয়া হয়।

19 'আল্লামা যাহাবী, *সিয়ার আল-আ'লাম আল-নুবালা* (বৈরূত: মু'আসসাসাহ আল-রিসালাহ, তা.বি), খ. ২, পৃ. ৮৭; মাওলানা সাইয়িদ আবূ আল-হাসান আল-নদভী, *আল-মুরতাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

20 ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ* (বৈরূত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি), খ. ৭, পৃ. ২৫১; পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

শৈশবকাল

'আলী (রা.)-এর শৈশবকাল রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর প্রশিক্ষণাধীনেই কাটে। বহুদিন যাবত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখের চর্বিত খাদ্য 'আলী (রা.) কে খাওয়াতেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ শৈশব থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে এভাবে শিক্ষা দিতেন, এভাবে আমার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করতেন, যেরূপ পাখি তার ছানাকে পেট ভরে খাদ্য দান করে থাকে। এভাবে 'আলী (রা.)-এর সৌভাগ্যের শুভসূচনা ঘটে। যার কারণে জাহিলী যুগেও 'আলী (রা.) কোন মূর্তির সামনে মস্তক অবনত করেননি।[21] শিরক ও বিদ'আত মূলক কোন কু-প্রথাও তাঁকে স্পর্শ করেনি।[22]

ইসলাম গ্রহণ

আমীর আল-মু'মিনীন আলী (রা.)-এর বয়স যখন নয় বছর তখন তিনি একদিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও উম্মাহাত আল-মু'মিনীন খাদিজা (রা.)-কে সালাত আদায় করতে দেখলেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহান নুবুয়্যতি পদমর্যাদা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। 'আলী (রা.)-কে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন এবং কুফর, শির্ক-এর প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেন। ইতিপূর্বে 'আলী (রা.) সালাতের পদ্ধতি এবং 'আকীদাগত কথাবার্তা শুনেননি। তাই তিনি 'আলী (রা.)-কে বললেন, আমি তোমাকে এ সব সম্পর্কে অবহিত করব। যেহেতু প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের প্রত্যাদেশ পাননি তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন ঃ তোমার এ ব্যাপারে ভাবার থাকলে তুমি নিজেই চিন্তাভাবনা কর। আপাতত ঃ অন্য কাউকে ব্যাপারটি বলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাগ্যে ঈমানের জ্যোতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন বিধায় খুব একটা চিন্তাভাবনার প্রয়োজন ছিল না। পরের দিন প্রত্যুষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[23]

হিজরত

'আলী (রা.)-এর যখন বাইশ কিংবা তেইশ বছর সে সময় আত্মত্যাগের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমাতে নিজেকে পেশ করেন।[24] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের মুহূর্তে প্রতিকূল পরিবেশে নিজের নিকট গচ্ছিত আমানতের টাকা পয়সা, ব্যবসার যাবতীয় লেনদেনের মালামাল সুষ্ঠুভাবে 'আলী (রা.)-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মালিকদেরকে হস্তান্তর করেন। 'আলী (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রস্থানের পর তিনদিন আমি মক্কায় অবস্থান করি। লোকদের সাথে যাতায়াত করি। কথাবার্তা বলি। আমি একদিনও অনুপস্থিত ছিলাম না। তিনদিন পর রাবী'উল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে রাস্তা দিয়ে মদীনা গমন করেছিলেন আমি ও সে পথ ধরে মদীনায় পৌঁছি।[25]

বৈবাহিক অবস্থা

হিজরী ২য় সনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমাকে আলী (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ফাতিমাকে বললেন ঃ আমি তোমার বিবাহ আহলে বায়তের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তির সাথে দিলাম।[26] একথা বলে তাদের উভয়ের উপর অজুর পানি ছিটিয়ে নিম্নোক্ত দু'আ পড়লেন ঃ[27]

اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما فى نسلهما

---

21 হান্না আল-ফাখূরী, *আল-মু'জায ফী আল-আদায আল-'আরাবী ওয়া তারীখিহ* (বৈরূত : দার আল-জায়ল, ১৯৯১/১৪১১), ২য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৩৫১।

22 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

23 ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২; মুহাম্মাদ রিদা, *আল-ইমাম আলী-ইবন আবী তালিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

24 শাহ মু'ঈনুদ্দীন আহমাদ নদভী, *সিয়ার আল-সাহাবা* (লাহোর: কুতুবখানা শানে ইসলাম, রাহাত মার্কেট, উর্দূ বাজার, তা.বি), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

25 ইবন সা'দ, *আল-তাবাকাত আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২।

26 শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, *ইযালাহ আল-খিফা* (লাহোর : সুহায়ল একাডেমী, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ২৫৪।

27 মুহাম্মাদ রিদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; আসমা বিনত 'উমায়স (রা.) বলেন: সে দিনের দু'আয় শুধুমাত্র তাদের জন্যই কল্যাণ কামনা করেছেন, অন্য কাউকে শরীক করেননি। দ্র. ইবন 'আব্দ আল-বারর, *আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব* (বৈরূত:দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬/১৯৯৫), ১ম সংস্করণ. পৃ. ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

"হে আল্লাহ্! তাদের উভয়ের মাঝে বরকত, কল্যাণ দান কর এবং অনাগত বংশধরদের মাঝেও অসীম কল্যাণ প্রদান কর।"

আবূ উমার 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাম্মাক ইবন জা'ফর আল-হাশিমী বর্ণনা করেন যে, 'আলী (রা.)-এর সাথে ফাতিমা (রা.)-কে উহুদ যুদ্ধের সময় বিবাহ দেয়া হয়। এ সময় ফাতিমা (রা.)-এর বয়স পনের বছর সাড়ে পাঁচ মাস আর 'আলী (রা.)-এর বয়স একুশ বছর পাঁচ মাস ছিল।[28]

অন্যান্য স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

ফাতিমার (রা.) জীবদ্দশায় আলী (রা.) অন্য কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁর ইন্তিকালের পর শরীআতসম্মত মতে বিভিন্নর সময়ে আরও কয়েকজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন যার একটি তালিকা মুহাম্মাদ রিদা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ছকের মাধ্যমে তাঁর ঔরসে বিভিন্ন স্ত্রীদের গর্ভে চৌদ্দজন ছেলে ও উনিশজন কন্যার নাম উল্লেখ করা হল ঃ[29]

ক্রমিক নং	স্ত্রীদের নাম	ছেলেদের নাম	মেয়েদের নাম
১	ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)	১. আল-হাসান ২. আল-হুসায়ন	১. যয়নব আল-কুবরা ২. উম্মু কুলসুম আল কুবরা
২	খাওলা বিন্ত জা'ফার ইব্ন কায়স	মুহাম্মাদ-আল-আকবার ইব্ন আল-হানাফিয়্যাহ	
৩	লায়লা বিন্ত মাস'উদ ইব্ন খালিদ	১. 'উবায়দুল্লাহ ২. আবূ বকর	
৪	উম্ম আল-বানীন বিন্ত হিশাম ইব্ন খালিদ	১. আল-'আব্বাস আল-আকবার ২. 'উছমান ৩. জা'ফর আল-আকবার ৪. 'আব্দুল্লাহ	
৫	উম্ম ওলাদ	১. মুহাম্মাদ আল-আছগার	
৬	আসমা' বিন্ত 'উমায়স আল-খুছামিয়্যাহ	১. য়াহয়া ২. 'আউন	
৭	আল-সাহবা' যিনি উম্মু হাবীব বিনত রাবী'আহ	১. 'উমার আল-আকবার	১. রুকায়্যা
৮	উমামা বিন্ত আবী-আল 'আস ইব্ন রাবী'	১. মুহাম্মাদ আল-আওসাত	
৯	উম্মু সা'ঈদ বিন্ত 'উরওয়াহ ইব্ন মাস'উদ		১. উম্ম আল-হাসান ২. রমলা আল-কুবরা
১০	মুহায়্যা বিনত ইমরউল কায়স ইব্ন 'আদী		১. উম্ম হানী ২. মায়মূনা ৩. যয়নব আল-কুবরা ৪. রমলা আল-সুগরা ৫. উম্ম কুলছূম আল-সুগরা ৬. ফাতিমা ৭. উমামা ৮. খাদীজা

28 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন যে, উক্ত বর্ণনাটি গ্রহণ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা, উহুদ যুদ্ধ ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। আর এ সময়ই আলী (রা.) স্বীয় স্ত্রী ফাতিমা (রা.)-কে বলেছিলেন: اغسلي عني (دم) "আমার শরীর থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে দাও।" বিবাহ না হলে একথা কিভাবে সম্ভব হতে পারে। দ্র. *ইযালাহ আল-খিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে উক্ত যুদ্ধের পূর্বেই তাদের বিবাহ হয়। এ বক্তব্যের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হচ্ছে ঐতিহাসিক বর্ণনাসূত্র। বিশুদ্ধমতে হাসান (রা.)-এর জন্ম ৩য় হিজরীর শা'বান মাসে। সুতরাং উহুদযুদ্ধের পর ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসে বিবাহের বর্ণনাটি কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

29 ইবন সা'দ, আল-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরূত: দার আল সাদির, ১৩৭৬/১৯৫৭) খ. ২, পৃ. ৩৩৭-৩৪০; মুহাম্মাদ রিদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৮/১৯৮৭), খ. ৩, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

			৯. উম্ম আল-কিরাম ১০. উম্মু সালমাহ ১১. উম্ম জা'ফর ১২. জুমানা ১৩. নাফীসাহ ১৪. নাম অজানা (অজ্ঞাত)

আরব সমাজে 'আলী (রা.)-এর পদমর্যাদার মূল্যায়ন

আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.) আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন সদস্য ছিলেন। 'উমার (রা.)-এর খিলাফত পরিচালনাকালে উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং খিলাফত-ই-রাশিদার চতুর্থ খলীফা ছিলেন। 'আলী (রা.)-এর সমসাময়িক যুগের জনগণ তাঁর ইহধাম ত্যাগের পর তাঁর শুভানুধ্যায়ী এবং সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন। 'আলী (রা.)-এর বিভিন্নমুখী প্রতিভাই তাঁকে এ পদে উল্লেখযোগ্য করে রেখেছে। আব্দুল্লাহ ইবন 'আয়াশ ইবন রবী'আ জনৈক প্রশ্নকর্তার উত্তরে বলেন ঃ[30]

ان عليا كان له ما شئت من ضرس قاطع فى العلم، وكان له البسطة فى العشيرة. والقدم فى الاسلام، والصهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه فى المسألة، والنجدة فى الحرب، والجود فى الماعون.

'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাসের (রা.) সূত্রে আবূ বকর (রা.) তাঁর ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ[31]

كان والله قد ملئ علما وحلما من رجل غرته سابقته وقرابته فقلما اشرف على شئ من الدنيا الافاته؛ فقيل انهم يقولون كان محسودا؛ فقال انتم تقولون ذالك.

বিভিন্ন কার্যসম্পাদন, নব নব সমস্যার সমাধান এবং নানা প্রশ্নের তাত্ত্বিক উত্তর দানের জন্য 'আলী (রা.) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 'আব্দুল মুত্তালিব ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন একদা ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে আসলে তিনি বলেন-[32]

لتسلمن او لا بعثن رجلا منى، او قال مثل نفسى – فليضربن اعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن اموالكم؛ قال عمر فوالله ما تمنيت الامارة الا يومئذ؛ وجعلت انصب صدرى له رجاء ان يقول هو هذا؛ قال فالتفت ألى على رض فاخذ بيده ثم قال – هو هذا.

ইয়াহয়া ইবন মু'ঈন বলেন ঃ[33]

خير هذه الامة بعد نبينا ابوبكر و عمر، ثم عثمان؛ ثم على هذا مذهبنا و قول ائمتنا-

'আলী (রা.)-এর খিলাফাতের সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যার নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে তিনি হলেন মু'আবিয়া (রা.)। যখন 'আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করলেন তখন এ সংবাদ শ্রবণে মু'আবিয়া (রা.) বললেন-[34]

ذهب الفقه والعلم بموت ابن ابى طالب،

রাসূলুল্লাহ (সা.) 'আলী (রা.)-কে অত্যধিক স্নেহ ও আদর করতেন। বিভিন্ন সময়ে 'আলী (রা.)-এর নৈপুণ্যে তিনি মুগ্ধ হতেন। একদা তিনি বলেন ঃ[35]

---

30 ইবন 'আব্দ আল-বার্র, *আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৮।

31 প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০।

32 প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০।

33 প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

34 প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

35 ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, *তারীখ আল-খুলাফা* (বেরূত : দার আল-জায়ল,১৪১৭/১৯৯৭), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

ان الله أمرنى بحب اربعة، واخبرنى انه يحبهم، قيل يا رسول الله سمهم لنا، قال على منهم- يقول ذالك ثلاثا- وابوذر و سلمان والمقداد-

আবূ তুফায়ল-এর সূত্রে ইমাম আহমাদ (রহ.) বর্ণনা করেন- হিজরী ৩৫ সনে "রাহবা" নামক স্থানে 'আলী (রা.) লোকদের একত্রিত করে ভাষণের এক পর্যায়ে ইরশাদ করলেন- আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শপথ দিয়ে বলছি তোমাদের মাঝে কে কে "গাদীরে খুম" নামক স্থানে আমার মূল্যায়নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী শুনেছ তারা আজ স্বাক্ষ্য দাও। তখন ত্রিশজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি-[36]

من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه.

আল-তিবরানী স্বীয় الاوسط গ্রন্থে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ[37]

كانت لعلى ثمان عشرة منقبةً ما كانت لاحد من هذه الامة

"আলী (রা.)-এর আঠারোটি এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এ উম্মতের কারো নেই।"

আল-বায্যার ও আল-হাকীম 'আলী (রা.)-এর একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) 'আলী (রা.)-কে বললেন ঃ[38]

ان فيك مثلا من عيسى، ابغضته اليهود حتى بهتوا امة، واحبته النصارى حتى انزلوه بالمنزل الذى ليس به، ألا وانه يهلك فى اثنان – محب مفرط يفرظنى بما ليس فى ومبغض يحمله شنآنى على ان يبهتنى –

"তোমার দৃষ্টান্ত ঈসা (আ.)-এর মত। তাঁর মাতা মারয়াম (আ.)-কে অপবাদের মাধ্যমে তাঁকে অবজ্ঞা করেছে ইয়াহুদী জাতি। আর খৃষ্টানগণ তাঁকে এত অধিক মর্যাদায় সমাসীন করেছে যার যোগ্যতা তাঁর নেই। 'আলী (রা.) নিজের ব্যাপারে বলেন ঃ দু'দল অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। একদল যারা আমাকে অত্যধিক প্রশংসা করে যার যোগ্য আমি নই। অন্যদল আমার ব্যাপারে এমন বিদ্বেষের বাণ নিক্ষেপরত থাকবে, যা মূলতঃ অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।"

ইব্ন 'আব্বাসের (রা.) সূত্রে ইব্ন 'আসাকির বর্ণনা করেন, 'আলী (রা.)-এর ব্যাপারে এত অধিক আয়াত নাজিল হয়েছে যা অন্য কারো ব্যাপারে নাজিল হয়নি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'আলী (রা.)-এর ব্যাপারে তিনশত আয়াত নাজিল হয়েছে।[39] আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ 'আলী (রা.)-এর মূল্যায়নে নিম্নোক্ত মন্তব্য পেশ করেন ঃ[40]

تبقى له الهداية الاولى فى التوحيد الاسلامى والقضاء الاسلامى والفقه الاسلامى ، وعلم النحوالعربى وفن الكتابة مما يجوز لنا ان نسميه موسوعه المعارف الاسلاميه كلها فى الصدر الاول من الاسلام

"ইসলামী একত্ববাদের জ্ঞানে, বিচার-আচারে, ফিকহ বিষয়ে 'আরবী বৈয়াকরণে এবং 'আরবী বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তির কারণে আমরা ইসলামের প্রথম যুগে তাঁকে ইসলামী বিশ্বকোষ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।"

ইনতিকাল

আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.) ৪০/৬৬০ সালে ১৭ রমাদান সাহরীর সময় জুম'আর দিন শাহাদাত বরণ করেন।[41] শাহাদাতকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর এবং তাঁর খিলাফাতের মেয়াদ ৪ বছর ৯ মাস। তাঁর পুত্র হাসান

---

36 প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

37 প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

38 প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

39 প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪।

40 'আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, *আল- আবকারিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২; ড. জাবির কুমায়হা, আদাব আল-খুলাফা আল-রাশিদীন (মিসর: দার আল-কুতুব আল-মিসরী, জামি'আহ 'আইন শামস,তা.বি), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৯।

41 ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৩০; মাওলানা সাইয়িদ আবূল হাসান 'আলী নদভী, আল-মুরতাদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

(রা.) তাঁর জানাযা পড়িয়েছিলেন। খারিজীদের পক্ষ হতে তাঁর জানাযার অবমাননার আশংকায় কুফায় আমীরের সরকারী বাসভবনে তাঁকে দাফন করা হয়।[42]

আবূ বকর আ'য়াশ বলের, খারিজীদের অবমাননার আশংকায় তাঁর কবর আড়াল করা হয়েছে।[43] শুরায়ক বলেন, 'আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.) মদীনায় তাঁর লাশ স্থানান্তর করেন।[44] মুহাম্মাদ ইবন হাবীব-এর সূত্রে আল-মুবাররাদ বলেন ঃ[45] اول من قبر إلى قبر علی رضی الله عنه "সর্বপ্রথম আলী (রা.)-এর কবর স্থানান্তর করা হয়।"

---

42 প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৩০-৩৩১।

43 ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, তারীখ আল-খুলাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

44 প্রাগুক্ত।

45 প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
গঠনশৈলী ও স্বভাব চরিত্র

গঠনশৈলী

হাশিমী বংশের নেতৃবর্গের ন্যায় তাঁর চেহারা ও মুখমণ্ডল আলোকজ্জ্বল ছিল। তিনি কালো ও ডাগর চোখ বিশিষ্ট পূর্ণিমার রাত্রির মত ঝলমলে, মযবুত ঈষদুন্নত উদর,[46] বক্ষে পশমাবৃত, চওড়া স্কন্ধ বিশিষ্ট, মজবুত কব্জি এবং বাহুদ্বয় সুদৃঢ় ও সু-টৌল ছিলেন। গ্রীবাদেশে রৌপ্যের কেতলীর মত, মাথায় টাকযুক্ত এবং পিছনে কিছু চুল ছিল, ঘনলম্বা চাপ দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন।[47] পায়ের গোছা আটসাঁট, যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুতচলন, সুদৃঢ় চিত্তের অধিকারী, তাঁকে কেউ ধরাশায়ী করতে পারত না বরং তিনিই অন্যকে করতেন। বীরবিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে চলতেন।[48] রাত্রি জাগরণ এবং কঠোর সংযম-সাধনার (যুহ্দ-এর) চিহ্ন তাঁর মুখে পরিস্ফুটিত হত। কপালে সিজদার দাগ পড়েছিল।[49] তিনি একবার খিযাব ব্যবহার করে আর করেননি।[50]

স্বভাব-চরিত্র

আমীর আল-মু'মিনীন আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও ধনসম্পদের মালিক হয়েও অনাড়ম্বর জীবন যাপন পছন্দ করতেন। লবণ, খেজুর, দুধ এবং গোশতের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। যবের রুটি তাঁর পছন্দনীয় খাবারের তালিকায় থাকত। তিনি নিজে সাধারণ মানের পোষাক পরিধান করতেন এবং তাঁর অধীনস্থদের উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ পরাতেন। খালিদ ইব্ন উমায়্যা বলেন, "আমি আলী (রা.)-কে শুধুমাত্র একটি চাদরে আবৃতাবস্থায় দেখেছি যা জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তিনি দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, কূপ খনন, পানি উঠানো, কৃষিকাজ এবং অপরাপর পরিশ্রমের কাজ করতেন। বাজারে গিয়ে দ্রব্যমূল্যের খোঁজখবর নিতেন।"[51] শীত ও গ্রীষ্ম উভয়টিই তাঁর নিকট সমান ছিল, অনেক সময় শীতকালীন পোষাক গ্রীষ্মকালে পরিধান করতেন আবার গ্রীষ্মকালীন পোষাক শীতকালেও পরিধান করতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলতেন ঃ যখন খায়বার যুদ্ধের জন্য আমাকে তলব করা হল তখন আমি চক্ষু প্রদাহে ভুগছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) সে সময় আমার জন্য দু'আ করলেন ঃ[52] اللهم اذهب عنه الحر والبرد "হে আল্লাহ! তাঁর শরীর থেকে শীত ও গরম দূরে সরিয়ে দাও।" এরপর থেকে আমি শীত ও গ্রীষ্ম কিছুই অনুভব করি না। আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.)-এর স্বভাব চরিত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা হল ঃ

বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আমীন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র আলী (রা.)-কে হিজরতের সময় তাঁর নিকট গচ্ছিত সম্পদগুলো স্ব স্ব মালিককে পৌছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি নির্বিঘ্নে সে দায়িত্ব পালন করে ভূয়ষী প্রশংসা কুড়িয়ে নেন। আলী (রা.)-এর খিলাফাতকালে বায়তুল মালে রক্ষিত সম্পদ নিখুঁত ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে বন্টন করতেন। একদা ইস্ফাহান থেকে কিছু মাল সামগ্রী আসলে তিনি সুষ্ঠুভাবে বন্টন করে দেন। সে মাল সামগ্রীর

---

46 ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ* (বৈরূত : দার ইহ্য়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ২৫০।

47 ইবন 'আব্দ আল-বারর, *আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১৮।

48 মুহাম্মাদ রিদা, *আল-ইমাম আলী ইবন আবী তালিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।

49 সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৭/১৯৮৭ খৃ.), খ. ৩, পৃ. ৫৮।

50 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, *আল-'আবকারিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

51 মুহাম্মাদ রিদা, প্রাগুক্ত, ১২; ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ, *আল-ইক্দ আল-ফারীদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৭।

52 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাঝে একটি রুটি ছিল। তিনি রুটিটি সাত টুকরা করে লটারীর মাধ্যমে বন্টন করেন।[53] একদা স্বীয় পুত্র হাসান ও হুসায়ন (রা.) একটি আনার বায়তুল মাল থেকে উঠিয়ে নেন। 'আলী (রা.) তা দেখে তৎক্ষণাৎ নিয়ে মানুষের মাঝে বন্টন করে দেন।[54]

তপস্বা

'আলী (রা.)-এর ব্যক্তিত্বে "যুহদ ফী আল-দুনিয়ায়"-এর ক্ষেত্রে উচ্চ আসনে সমাসীন হন। কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করলে তিনি অট্টালিকার পরিবর্তে খোলা ময়দানে একটি তাঁবুকে নিজের কমাণ্ড পোষ্ট হিসেবে নির্ধারণ করেন। আলী (রা.) অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁর পোষাক মোটা কাপড়ের ছিল। খাদ্যসামগ্রী অত্যন্ত সাদামাঠা ছিল। একদা আলী (রা.)-এর দস্তরখানে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন যারীর নামক এক ভদ্রলোক খানায় শরীক হলেন। তাঁর সাধারণ মানের খানাপিনার উপস্থিতি দেখে বললেন ঃ আমীর আল-মু'মিনীন! আপনি কি পাখির ভূনা গোশত পছন্দ করেন না? 'আলী (রা.) বললেন ঃ ইব্ন যারীর শুন! খলীফার দায়িত্ব পালন করলে মুসলমানদের সম্পদে শুধু দু'টো পিয়ালার অধিকার রাখে। এক. নিজ ও পরিবার পরিজনদের জন্য। দুই. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টজীবদের জন্য।[55]

ইবাদাত

'আলী (রা.) ইবাদাতের ক্ষেত্রে উচ্চমানের একজন 'আবিদ ছিলেন। 'ইবাদাত তাঁর জীবিকার একটি প্রাণ ছিল। আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে ঃ[56]

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا –

"মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন।"

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন যে, والذين معه দ্বারা আবূ বকর (রা.) اشداء على الكفار দ্বারা 'উমার (রা.) رحماء بينهم দ্বারা 'উছমান (রা.) ركعا سجدا দ্বারা 'আলী (রা.) এবং يبتغون فضلا من الله ورضوانا দ্বারা সকল সাহাবীদের মর্যাদার সম্পর্কে ব্যক্ত করা হয়।[57] উক্ত আয়াতে অন্যান্য সাহাবীদের উপর 'আলী (রা.)-এর ইবাদাতের ক্ষেত্র প্রাধান্য পেয়েছে। কেননা রুকূ' সিজদা সকল সাহাবীদের 'আমল; এতদসত্ত্বেও ব্যাপকতার মাঝে কাউকে নির্দিষ্ট করা নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিচয় বহন করে।

আল-কুর'আনের ইংগিত ছাড়াও সাহবীদের উক্তির মাধ্যমেও তাঁর ইবাদাতের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। 'আ'ইশা (রা.) বলেন ঃ[58] كان ما علمت صواما وقواما "আমি যতটুকু জানি, তিনি ('আলী রা.) উচ্চমানের 'আবিদ ও রোজাদার ছিলেন।"

আল্লাহর পথে খরচ

'আলী (রা.) নিজে গরীব ছিলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় অপরের কল্যাণের জন্য উদগ্রীব ছিল। নিবেদিত প্রাণের অধিকারী হয়ে জনসমাবেশে হাজির হতেন। দান-দক্ষিণার ব্যাপারে তিনি নিজেকে ধনাঢ্য হিসেবে ভাবতেন এবং প্রার্থীকে

---

53 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।

54 প্রাগুক্ত।

55 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; ইমাম আহমাদ ইবন হানবল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮।

56 আল-কুর'আন, সূরা আল-ফাতাহ : ২৯।

57 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

58 আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ আল-তিরমিযী, *আল-জামি' আল-সাহীহ* (দিল্লী: কুতুবখানায়ে রশীদিয়্যাহ,তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

সাধ্যমত সংগৃহীত বস্তা থেকে প্রদান করতেন। একদা এক ইয়াহুদীর বাগানে পানি সিঞ্চন করে কিছু যব পেলেন। ভোরে সেগুলো নিয়ে ঘরে এসে এক তৃতীয়াংশ রান্না করতে বললেন, রান্না প্রায় শেষ এ মুহূর্তে একজন মিসকীন প্রার্থনা করলে তাকে দিয়ে দেন। তিনভাগ থেকে আরেক অংশ রান্না করেন। 'আলী (রা.) খাবারের অপেক্ষায় থাকলেন এমতাবস্থায় একজন ইয়াতীম প্রার্থনা করে। 'আলী (রা.) তাকে দিয়ে বিদায় করেন। বাকী অংশ রান্নার আয়োজন করলে এক মুশরিক কয়েদী প্রার্থনা করলে সে অংশটুকু তাকে দিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ সহমর্মিতা ও দান দক্ষিণার জন্য প্রশংসা সূচক নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ[59]

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا

"তাঁরা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করেন।"

বিনয় প্রদর্শন

'আলী (রা.)-এর বিনয়ী স্বভাব একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। যা তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী অবস্থায় যেমন ছিলেন, সমস্ত রাজ্যের প্রধান হয়েও তাঁর অভ্যাসের মাঝে কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় নি। একদা 'আলী (রা.)-কে খুজতে যেয়ে মসজিদে নবভীতে শয়নাবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর পিঠে চাটাই এর দাগ পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে উঠিয়ে নিজ হাতে পিঠ পরিষ্কার করে ভালবাসার নিংড়ানো আবেগ প্রকাশ করে বললেন ঃ[60] اجلس ابا تراب! "হে আবূ তুরাব! উঠ।" কেউ যদি তাঁকে এ নামে ডাকতেন তখন তাঁর মুখে হাসির বাহার পরিলক্ষিত হত।

খিলাফাতের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে সাদামাটা পোশাক পরিধান করতেন, বাজারে ঘুরাফেরা করতে যেয়ে কেউ তাঁর সঙ্গী হয়ে পেছনে থাকলে তাকে এমন করতে নিষেধ করতেন আর বলতেন ঃ আমি মুমিনদের জন্য ফিৎনা আর মুসলমানদের জন্য অপমানের কারণ ডেকে আনব?"[61]

উত্তম আচরণ

শত্রু মিত্র সবার সাথে আমীর আল-মু'মিনীন আলী (রা.) উত্তম আচরণ করতেন। তিনি নিম্নোক্ত হাদীসের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন ঃ[62]

ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب

"যে ব্যক্তি অন্যকে ধরে আছাড় দেয় সে শক্তিশালী নয় বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করে।"

উষ্ট্রীর যুদ্ধে যুবায়র (রা.) 'আলী (রা.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। যুবায়ের (রা.)-এর কর্তিত মাথা তাঁর নিকট নিয়ে এলে তিনি বললেন ঃ "যুবায়ের (রা.)-এর হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি প্রত্যেক নবীর "হাওয়ারী"[63] ছিল। আমার হাওয়ারী যুবায়র (রা.)"।[64] 'আলী (রা.)-এর হত্যাকারী ইব্‌ন মুলজিমকে ধৃতাবস্থায় তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন মুলজিমের অঙ্গ বিকৃত করবে না। খাবার

---

59 আল-কুর'আন, সূরা আদ-দাহর : ৮।

60 মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *আল-জামি' আল-সাহীহ* (ঢাকা: রশীদিয়্যাহ লাইব্রেরী, তা.বি), খ. ১, পৃ. ১৮০।

61 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

62 ইমাম মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহয়া ইবন শারফুদ্দীন আল-নবভী, *রিয়াদুস সালেহীন* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫ খৃ.), খ. ১, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৪।

63 অনুসারী, শিষ্য, সঙ্গী।

64 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতমানের হবে। যদি আমি জীবিত থাকি তাঁকে ক্ষমা কিংবা কিসাস নেয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি মারা যাই তাকে আমার সঙ্গী করে দিবে। আমি আল্লাহকে সামনে রেখে তাঁকে নিয়ে বিবাদ করব।[65]

বীরত্ব

সাহসিকতা ও বীরত্বে আলী (রা.) সমকক্ষ ব্যক্তিদের মধ্য হতে ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। তিনি তাবুক ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, নিজের বীরত্বপূর্ণ কর্ম তুলে ধরেছেন। বদর যুদ্ধে এক পদক্ষেপেই শত্রু বাহিনীর সদস্য "ওয়ালীদকে" ধরাশায়ী করেছেন। উহুদ যুদ্ধে কাফিরদের পতাকাবাহী "তালহা ইব্ন তালহাকে" তরবারীর আঘাতে তার মাথা দ্বি-খণ্ডিত করে দেন। নবী (সা.) এ সংবাদ শুনে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছেন। খন্দক যুদ্ধে কাফিরদের বিক্রমশীল নেতা "আমর ইবন আবদ উদকে" প্রথম আক্রমণেই হত্যা করেন। খায়বার যুদ্ধে কিছুদিন দূর্গ অবরোধ করার পর অবশেষে আলী (রা.)-এর বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপে বিজিত হয় এবং ইয়াহুদীদের প্রতাপশালী নেতা "মারহাবের" আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হন। মোট কথা তাঁর পদযুগল যুদ্ধের ময়দানে সুদৃঢ় ছিল। ক্ষণিকের জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন কিংবা ব্যর্থতার গ্লানির সম্মুখীন হননি।

অনন্য সাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

আমীর আল-মু'মিনীন আলী (রা.) অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। খালীফাহ আল-মুসলিমীন আবূ বকর (রা.), 'উমার (রা.) ও 'উছমান (রা.)- এর আমলেও জটিল সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন। তাঁর দূরদৃষ্টি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করা হল ঃ

ভুল সংশোধনে পারদর্শীতা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা বিজয়ের পর বানূ খুযায়মার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য বীর কেশরী খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি একত্ববাদের দা'ওয়াত দিতে থাকেন। বানূ খুযায়মার জনগণ একত্ববাদের বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" বলার পরিবর্তে "আমরা স্বীনদার হয়ে গেছি" একথা বলেছিল। খালিদ (রা.) তাদের প্রকৃত অবস্থা উদঘাটনের অভাবে সকলকে বন্দী করেন এবং তন্মধ্যে থেকে কয়েকজনকে হত্যা করতে কসূর করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আলী (রা.)-কে সেখানে প্রেরণ করেন। আলী (রা.) বানূ খুযায়মায় পৌছে অত্যন্ত সুকৌশলে ও স্বীয় মেধার আলোকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে সমর্থ হন এবং ভুল বোঝাবুঝির সূত্রগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে সংশোধনের পথ পরিষ্কার করেন। তিনি বন্দীদেরকে মুক্তকরে দেন এবং নিহতদের দিয়াত নির্ধারণ করে দেন। তাঁর এ সুষ্ঠু ফায়সালার জন্য সর্বস্তরের জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়। সর্বোপরি ইসলামের শান্তি বাণী সর্বজন বিদিত হয়।[66]

পরামর্শ সভায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

উছমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যে পরস্পর বিরোধী মতবিরোধ ও তুমুল বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সময়ে আলী (রা.) বিশৃংখলা দূরীভূত করার জন্য আন্তরিক পরামর্শদান অব্যাহত রাখেন। একদা 'উছমান (রা.) উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণ ও শান্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আলী (রা.)-এর নিকট পরামর্শ তলব করেন। আলী (রা.) স্বাধীন চিত্তে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন ঃ আপনার নিযুক্ত কর্মকর্তাদের অনিয়মের ফলে এমন বিশৃংখলার সৃষ্টি

---

[65] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

[66] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে। উছমান গণী (রা.) বললেন ঃ আমি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে সে সমস্ত গুনগতমান যাচাই করেই নিযুক্তি দিয়েছি। আমার পূর্ববর্তী খলীফা 'উমার (রা.) যে সব বিষয়ের মূল্যায়ন করতেন। আলী (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আরজ করলেন ঃ খলীফা জনাব! আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু খলীফা 'উমার (রা.) লাটাই এর সূতা নিজের হাতেই শক্তভাবে ধারণ করতেন, যার ফলে নিযুক্ত কর্মচারী তো দূরের কথা 'আরবের অবাধ্য উটও সহজ ও মন্থর গতিতে পরিচালিত হত। কিন্তু জনাব! আপনি অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও সরল প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব। সরলতার সুযোগ নিয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ ফায়দা লুটছে, যথেচ্ছ ক্ষমতার প্রয়োগ করছে আর নিরীহ জনগণ মনে করে যে, এ কীর্তি কলাপের মূল চাবিকাঠি দরবারে খিলাফত থেকেই পরিচালিত হচ্ছে অথচ আপনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনবহিত। এভাবে সকল বিশৃংখলার দায়ভার আপনার উপরই বর্তাচ্ছে।[67]

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় দূরদর্শীতা

১০ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্ব করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আলী (রা.) কর্তব্য পালন শেষে ইয়ামন থেকে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিদায় হজ্জে শরীক হন। ১১ হিজরীর রাবী'উল আউয়াল মাসের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। আলী (রা.) আন্তরিকতার সহিত সেবা শুশ্রূষার কার্যাদি আঞ্জাম দিতে লাগলেন। একদা রাসূলুল্লাহর (সা.) গৃহ থেকে বের হয়ে এলে লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শারীরিক অবস্থার কথা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আলী (রা.) শারীরিক অবস্থার উন্নতির কথা জানালেন। আলী (রা.)-এর হাত ধরে আব্বাস (রা.) বললেন ঃ আমি 'আব্দুল মুত্তালিবের বংশের লোকদের অন্তিম শয্যার বিষয়ে ওয়াকিফহাল। সুতরাং এসো! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গিয়ে খিলাফাতের দায়িত্বভার আমাদের লোকদের জন্যই যেন থাকে এ ওসীয়াত করার কথা বলি। তখন আলী (রা.) বললেন ঃ আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে নিবেদন করতে পারব না। খোদা না করুন যদি তিনি আমাদের আবদার প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কেউ এ দায়িত্ব নিতে পারবে না বরং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বঞ্চিত থাকতে হবে।[68]

সেদিন আলী (রা.)-এর এ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্যই পরবর্তীতে কুরায়শ বংশ থেকে খলীফা নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা ছিল না।

শব্দের মারপ্যাচ উপলব্ধিতে পারদর্শীতা

আলী (রা.) ও আমীর মু'আবিয়া (রা.)-এর মধ্যে যখন যুদ্ধ পরিচালনা তুঙ্গে এবং মু'আবিয়া (রা.)-এর বাহিনীর পক্ষ থেকে একজন লোক যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব দিতে লাগল। তখন আস'আছ ইব্ন কায়স যুদ্ধ বন্ধের এ বাণী সকলের নিকট প্রচার করতে থাকেন। ইত্যবসরে একদল দাড়িয়ে ঘোষণা দিল ঃ لا حكم إلا لله এ বাণীর উদ্দেশ্য ছিল আলী (রা.)-এর নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা এবং তাঁর দলকে পরাভূত করা। আলী (রা.) এ বাণী শ্রবণে বললেন ঃ كلمة حق اريد بها الباطل "কথা সত্য মতলব খারাপ"। তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতে ব্রতী হন।[69]

অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগে পাণ্ডিত্য

মানুষ স্বভাবতঃ প্রচলিত শব্দের ব্যবহার পছন্দ করে। মনের ভাব আদান-প্রদানে প্রচলিত রীতি, ভাষা ও শব্দের ব্যবহারে অধিক ফলপ্রসূ হয়। তবে অপ্রচলিত শব্দ সম্ভারে পারদর্শী ব্যক্তিদের মর্যাদা একটু ভিন্নতর হয়। তদানীন্তন

---

67 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

68 ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ* (বৈরূতঃ দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি), খ. ৭, পৃ. ২৫১; শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০।

69 ড. 'উমার ফাররূখ, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী* (বৈরূতঃ দার আল-'ইলম লি আল-মালাঈন, ১৪০৫/১৯৮৪ খৃ.), ৫ম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

আরবে অপ্রচলিত শব্দ ও ভাষাজ্ঞানে 'আলী (রা.)-এর যথেষ্ট দখল ছিল, নিম্নোক্ত উক্তি এর প্রমাণ বহন করে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

الصق روانفك بالجبوب وخذالمزبر بشنا ترك واجعل حيد ورتيك إلى قيقلى حتى لا انفى نفية إلا او رعتها بحماطة جلجلانك.

উল্লিখিত উক্তির প্রচলিত ও সাবলীল আরবী নিম্নরূপ ঃ[70]

الصق مقعدك بالارض وخذ القلم بما بين اصابعك واجعل عينيك إلى وجهى حتى لا ألفظ بلفظ إلا وعيتها فى سواد قلبك.

"মেঝেতে তোমার আসন গ্রহণ কর এবং আঁঙ্গুলের মাঝে কলম ধর, তোমার নয়নযুগল আমার চেহারার দিকে নিবিষ্ট কর যাতে তোমার হৃদয়ের চোখ দিয়ে কোন শব্দ ছুটে না যায়।"

এমনিভাবে আরও দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হল ঃ[71] ما تربع لبنت قط

"ما شربت اللبن يوم الاربعاء" । আমি বুধবার দুধপান করি না। " ما اكلت السمك يوم السبت "ما تسرولقمت قط আমি শনিবার মাছ খাই না "

ما تسبتسمك قط " "ما لبس السراويل قائما দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করি না।"

জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাসূল (সা.) কর্তৃক স্বীকৃতি

'আলী (রা.) সুক্ষদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আল-হাদীসের কিতাবসমূহে বিভিন্ন জটিল মাস'আলার সমাধানে আলী (রা.)-এর অগ্রণী ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আলী (রা.) কোন সমাধান দিলে তা নবী (সা.) বহাল রাখতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এ জাতীয় সমাধান শুনে মন্তব্য করলেন ঃ[72] ما اجد فيها الاما قال على অর্থাৎ "আমার নিকটও ঐ সমাধান হবে যা আলী (রা.) দিয়েছে।" আলী (রা.)-এর আরেকটি ফয়সালা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) মন্তব্য করলেন ঃ[73] الحمد لله الذى جعل فينا الحكمة اهل البيت। "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আহলি বায়তকে প্রজ্ঞা দিয়েছেন।"

নিজস্ব স্বকীয়তায় কাব্য রচনার গৌরব

'আলী (রা.)-এর আবির্ভাবের যুগে কাব্যচর্চার প্রতিফলন প্রতিটি গোত্রে ও সমাজে বিদ্যমান ছিল। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা উঁচুমানের একথা দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করা যায়। অন্যান্য খুলাফাদের মধ্যে তাঁর কাব্যপ্রীতি ও কাব্য রচনা একটু উন্নত প্রকৃতির ছিল একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। 'আলী (রা.) বিশেষ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা আবৃত্তিগুলোই মূলতঃ কাব্য রচনার গৌরব প্রকাশ করে থাকে।

---

70 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩৭-১৩৮; মোহা. মনজুরুল ইসলাম, *আলী (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩ খৃ, পৃ. ২৫-২৬।

71 প্রাগুক্ত।

72 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

73 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খায়বার যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে নিম্নোক্ত রাজায[74] কবিতার মাধ্যমে মুকাবিলার জন্য আহ্বান জানান ঃ[75]

انا الذى سمتنى امى حيدرة + كليث غابات كريه المنظر

"আমি সেই ব্যক্তি যার মাতা তাকে "হায়দার" (সিংহ) নাম রেখেছে। আমি জঙ্গলের বীভৎস দৃশ্যরূপী সিংহ।"

বহুল প্রচলিত দীওয়ান-ই-'আলী নামে কাব্য গ্রন্থটি 'আলী (রা.)-এর কাব্যচর্চার এক অনন্য উজ্জ্বল সাহিত্যভাণ্ডার, যা তাঁর কাব্যপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ। আল্লামা শিবলী নু'মানী এ গ্রন্থের মর্যাদা ও খ্যাতির উপর মূল্যবান অভিমতে বলেন, আরবী কাব্য সাহিত্যে মু'আল্লাকা, লামিয়াত ও আধুনিক আরবীয় গদ্য ও কাব্য সাহিত্যের সুবিশাল জগতের মধ্যে দীওয়ান-ই-'আলীর তুলনামূলক মূল্যায়নে এটা স্বচ্ছ হয় যে, ইসলামের অনুপম সত্য ও সুন্দরের উপস্থাপনায়, মানবীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সৃজনশীলতা, নশ্বর পার্থিবতার মোহের বলয় ভেঙ্গে চিরন্তন জীবনের আহ্বান কুশলতায়, সর্বোপরি মা'বুদ ও বান্দার সম্পর্ক ও নৈকট্যের জন্য অনুপম আকুতি সমৃদ্ধ দীওয়ান-ই-'আলী (রা.)।[76]

'আলী (রা.)-এর মুখ-নিঃসৃত বহু হিকমাতের কথা, বহু জ্ঞানগর্ভের কথা আজও স্মরণীয় বাণী হয়ে বিচরণ করছে সাহিত্যামোদীদের নিকট। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সব কবিতা আবৃত্তি করেছেন তা এক বিরাট দীওয়ান আকারে সংরক্ষিত হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আরো বহু কবিতা হয়ত সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব নিম্নোক্ত মূল্যবান উক্তিতে ফুটে উঠেছে ঃ[77] الشعر ميزان القوم অন্যত্রে রয়েছে الشعر ميزان القول "কবিতা হল একটি জাতির পরিমাপ যন্ত্র কিংবা কবিতা হল কথার পরিমাপ যন্ত্র।" পরিমাপ যন্ত্রের মাধ্যমে যেমন জিনিস-পত্রের পরিমাপ করা যায় তদ্রূপ কোন ব্যক্তি বা জাতির সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং নৈতিকতার মূল্যায়ন কবিতা দিয়ে করা যায়।

'আলী (রা.)-এর কাব্য প্রীতি ও নিজস্ব স্বকীয়তায় কাব্য রচনার গৌরব নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। একদা এক বেদুঈন আলী (রা.)-এর দরবারে এসে বলল ঃ[78]

ان لى اليك حاجة رفعتها إلى الله قبل ان ارفعها اليك، فاذا انت قضيتها حمدت الله تعالى و شكرتك وان لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك، فقال له على - خط حاجتك فى الارض، فانى ارى الضر عليك فكتب الاعرابى على الارض انى فقير فقال على t يا قنبر ادفع اليه حلتى الفلانية.

"আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে, যা আমি আপনার নিকট ব্যাক্ত করার পূর্বে আল্লাহর নিকটও পেশ করেছি। আপনি যদি সে প্রয়োজন পূরণ করেন তবে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। আর যদি আপনি তা পূরণ না করেন তবে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব এবং আপনাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখব। 'আলী (রা.) তাঁকে বললেন ঃ তোমার প্রয়োজন মাটিতে লিখে দাও। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রয়োজনটা তোমার মুখে

---

74 রাজায শব্দের মূল বুৎপত্তিগত অর্থ "যন্ত্র, নর্জন, দুমদাম" ইত্যাদি। 'আরবী ছন্দ প্রণালীতে রাজায একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অন্যান্য ছন্দের সঙ্গে সাদৃশ্যের দিক থেকে কোন কোন সময় রাজায সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশক দুই চরণ যোগে রচিত হত। এরূপ ক্ষেত্রে দু'টো শ্লোক পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, প্রথম শ্লোক পৃথক অর্ধ লাইন ও দ্বিতীয় শ্লোক দ্বিতীয় অর্ধ লাইনের রূপ নেয়। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৪১৭/১৯৯৬) খ. ২২শ, পৃ. ২১৯-২২১।

75 মুফতী মাওলানা মোহাম্মাদ ইব্রাহীম, আল-হাল আল-জালী লিমা ফী দীওয়ানি সায়্যিদিনা আলী (রা.) (চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আন্দরকিলল্লা, তা.বি), পৃ. ২৭৬; ড. 'উমার ফারূক আল-তাব্বা', দীওয়ান আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (বৈরূত : শারিকাহ দার আল-আরকাম ইব্ন আবী আল-আরকাম, ১৪১৬/১৯৯৫), পৃ. ৭১।

76 মুহাম্মাদ হাসান রহমতী, আব্দুল মুকীত চৌধুরী, *দীওয়ান-ই- আলী (রা.)* (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ১৪২৩/২০০২) ভূমিকা দ্র.।

77 আল-ইমাম আবূ আলী আল-হাসান ইব্ন রাশীক আল-কায়রয়ানী, *আল- উমদাহ ফী মাহাসিন আল- শি'র ওয়া আদাবিহ* (বৈরূত: দার আল-মা'রিফাহ, ১৪০৮/১৯৮৮খৃ.), খ. ১, পৃ. ৮৬।

78 প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

বলতে লজ্জাবোধ করছ। তখন লোকটা মাটিতে লিখল- "আমি দরিদ্র", 'আলী (রা.) তাঁর খাদেম কানবারকে[79] নির্দেশ দিলেন যে, "আমার অমুক চাদরটি তাকে দিয়ে দাও"। বেদুঈন চাদরটি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন ঃ[80]

كسوتنى حلة تبلى محاسنها + فسوف اكسوك من حسن الثناحللا

ان الثناءَ ليحى ذكر صاحبه + كالغيث يحي نداه السهل و الجبلا

لا تزهد الدهر فى عرف بدأتَ به + فكل عبد سيجزى بالذى فعلا

"আমাকে আপনি চাদর পরিয়েছেন যার সৌন্দর্য একদিন ম্লান হবে। আমি অতিসত্বর আপনাকে সুন্দর প্রশংসার চাদর পরিধান করাব। নিশ্চয় প্রশংসা জীবিত করে প্রশংসিত ব্যক্তির স্মরণ, যেমনিভাবে বৃষ্টি সমতল নরমভূমি এবং পর্বতকে জীবন্ত করে তোলে। যে দান-দক্ষিণা প্রদানে ব্রতী রয়েছেন তা প্রদানের ক্ষেত্রে যুগকে পরিত্যাগ করবেন না। (যে কোন সময় দান দক্ষিণা পরিত্যাগ করবেন না) কারণ প্রত্যেক বান্দাকে তাঁর কর্মের বিনিময় প্রদান করা হবে।"

একথা শুনে আলী (রা.) ভৃত্যকে পঞ্চাশ দীনার প্রদানের নির্দেশ দেন। আলী (রা.) তাঁকে বললেন ঃ চাদর দেয়া হল প্রার্থিতার জন্য আর পঞ্চাশ দীনার তোমার কবিতার জন্য। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ[81] انزلوا الناس منازلهم "তোমরা লোকদেরকে তাদের যোগ্য আসনে সমাসীন কর।"

বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'আলী (রা.)-এর সংস্কৃতবান হৃদয় হতে কবিতার ফল্গুধারা উৎসারিত হত। বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু দমনে তাঁর শরীরে রক্ত টগবগের সাথে সাথে কবিতার বাণ উদ্বেলিত হত। সে ক্ষেত্রে কবিতার স্বকীয়তা ও শৌর্যবীর্য প্রকাশ পেত। যুদ্ধক্ষেত্রে এ জাতীয় অনেক কবিতা রয়েছে, যেমন ঃ[82]

اى يومى من الموت اخر + يوم لا يقدر ام يوم قدر

يوم لا اقدر لا ارهبه + ومن المقدور لا ينجو الحذر

"কোনদিন আমি মৃত্যু থেকে পলায়ন করব, যেদিন নির্ধারিত হয়নি সেই দিন থেকে, না যে দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে সেদিন থেকে? যে দিন (ভাগ্য) নির্ধারিত হয়নি সে দিনকে আমি ভয় করি না, আর যে দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে (জেনে রেখ) সে দিন থেকে কোন সতর্কতাই মুক্তি দিতে পারে না।"

খায়বার যুদ্ধের দিন ইয়াহুদী মারহাব যখন তরবারী বের করে নিম্নোক্ত কবিতা বলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাল ঃ[83]

وقد علمت خيبر انى مرحب + شاكى السلاح بطل مجرب

اذا الليوث اقبلت تلهب

"খায়বার ময়দান জানে যে, আমি মারহাব। যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠলে আমি অস্ত্র পরিধানকারী, অভিজ্ঞ বীর হয়ে যাই।"

---

79 কানবার 'আলী (রা.)-এর খাদিম। তাঁর দুটো নাম পাওয়া যায়। আল-আব্বাস ইবন আহমাদ ও আহমাদ ইবন বিশর, *আল-কামিলিয়্যাহ*, দ্র. ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯ (টীকা দ্র.)।

80 ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৯।

81 মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭।

82 শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহ, *আল-ইকদ আল-ফারীদ* (মিসরঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ, ১৩৫৩/১৯৫৩), খ. ৩, পৃ. ৩৯০; মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯; ড. 'উমার ফারূক আল-তাব্বা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

83 মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম,প্রাগুক্ত,পৃ.২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমির (রা.) অনুরূপ কবিতা আবৃত্তি করে মারহাবের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। এরপর বীরদর্পে আলী (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ঃ[84]

انا الذى سمتنى امى حيدره + كليث غابات كريه المنظرة

او فيهم بااصاع كيل السندرة

"আমি সেই ব্যক্তি যার মাতা তাকে 'হায়দার' (সিংহ) নাম রেখেছেন। আমি জঙ্গলের বীভৎস দৃশ্যরূপী সিংহ।" শ্লোক পড়ে নিমেষেই তাঁকে হত্যা করতে সমর্থ হন।[85]

আলী (রা.)-এর বিভিন্ন সময়ের কবিতা আবৃত্তি তাঁকে একজন প্রতিভাবান কবি, একজন সংস্কৃতিবান হৃদয়ের অধিকারী, সর্বোপরি নিজস্ব স্বকীয়তায় কাব্য রচনায় সক্ষম পুরুষের দাবীদার হিসেবে ভূষিত করতে পারি। এজন্যই খলীফাত্রয়ের মধ্যে তাঁকে কাব্য রচনায় শীর্ষে স্থান দেয়া হয়।

ইমাম শা'বী যথার্থই বলেছেন ঃ[86]

كان ابو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعر وكان عثمان يقول الشعر وكان على اشعر من الثلاثة –

"আবূ বকর (রা.) কবিতা বলতেন, উমার (রা.) কবিতা আবৃত্তি করতেন, উছমান (রা.) কবিতা রচনা করতেন এবং আলী (রা.) উক্ত তিনজনের মধ্যে বেশী কবিতা রচনা করতেন।"

---

84 প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৬।

85 ইমাম আবূ আল-হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আল-সাহীহ আল মুসলিম* (ঢাকা: রশীদিয়্যাহ লাইব্রেরী, তা.বি), খ. ২, পৃ. ১১।

86 ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, *তারীখ আল-খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫; আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন জাবির আল-বালাযূরী, আনসাব আল-আশরাফ (বৈরূত: মু'আসসাসাহ আল-আ'লামী লি আল-মাতবূ'আত, ১৩৯৪/১৯৭৪), খ. ২, পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিভিন্ন ঘটনাবলী

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 'আলী (রা.)-এর অবস্থা

মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 'আলী (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁর নিম্নোক্ত কবিতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ[87]

من بعد تكفين النبى ودفنه + باثوابه اسى على هالكٍ ثوى أ

رزينا رسول الله فينا فلن نرى + بذاك عديلا ما حيينا من الردى

وكان لنا كالحصن من دون اهله + له معقل حرز حريزٌ من العدى

وكنا بمرأهُ نرى النور والهدى + صباحا مساء راح فينا او اغتدى

لقد غشيتنا ظلمة بعد موته + نهارا فقد زادت على ظلمة الدجى

فيا خير من ضم الجوانح والحشا + ويا خير ميت ضمه الترب والثرى

كأن امور الناس بعدك ضمنت + سفينة موج حين فى البحر قد سما

فضاق فضاء الارض عنهم برحبه + لفقد رسول الله اذ قيل قد مضى

فقد نزلت بالمسلمين مصيبة + كصدع الصفا لا شعب للصدع فى الصفا

فلن يستقل الناس تلك مصيبة + ولن يجبر العظم للذى منهم وهى

و فى كل وقت للصلواة يهيجه + بلال ويدعو باسمه كلما دعى

"রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বীয় চাদরে কাফন সম্পন্ন করতঃ ভূগর্ভে সমাহিত করেও কি আমি শোকে মূহ্যমান হবো না? আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হারানোর শোকে এতই মর্মাহত যে, বেঁচে থাকা অবধি কোন বিপদই এর অনুরূপ হবে না। তিনি ছিলেন শত্রুর পক্ষ থেকে আক্রমনে বাধাদানকারী প্রতিরোধ্য দূর্গ সদৃশ, আশ্রয়স্থল যার সান্নিধ্যে আমরা দেখতে পেতাম সকাল-সন্ধ্যায় জ্যোতি ও দিক নির্দেশনা জীব্রাঈল (আ.)-এর আগমন ও প্রস্থানে। তাঁর ইন্তিকালের পর আলোকজ্জ্বল দিবসকেও সর্বগ্রাসী অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছে যা রাতের আধারের চেয়েও ঘনীভূত আর তমসায় আচ্ছন্ন। হে তন্ত্রী ও হাড়ের জোড়া বিশিষ্ট (জীবিত) মানুষ ও কাদাবিশিষ্ট মাটি মিশ্রিত (মৃত) মানুষ এর মধ্যে উত্তম মানুষ! আপনার বিরহের পর সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত নৌকার ন্যায় (আমাদের অবস্থা বিরাজ করছে)! প্রশস্ত ভূ-পৃষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গেল রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের খবর ছড়িয়ে পড়ায়। তখন মুসলমানদের মাঝে দুর্যোগ এমনভাবে ছেয়ে গেল যেন বিদীর্ণ প্রস্তরখণ্ড যা সংযুক্ত হবার নয়।[88] নিপতিত বিপর্যয়কে মানুষ তুচ্ছ জ্ঞান

---

87 মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৪৩; ড. 'উমার ফারূক আল-তাব্বা' এর সংকলিত দীওয়ানে উল্লেখিত কবিতার বরাতে বেশ কিছু শাব্দিক পরিবর্তন এমনকি পূর্ণ পংক্তিতেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে পরিবর্তিত শ্লোক দেয়া হলঃ প্রথম লাইনের দ্বিতীয় পংক্তিতে باثوابه এর স্থলে نعيش بالاء وتخنعُ للسوى রয়েছে। দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পংক্তিতে رزينا رسول الله এরপর حقا শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। তৃতীয় লাইনে كان لنا كالحصن এর স্থলে كنت لنا রয়েছে। চতুর্থ লাইনের প্রথম মিসরা' كنا بمرأهُ এর স্থলে كنا بمرأ نكم এর উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চম লাইনটি নিম্নরূপ:لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم + نهارا وقد زادت على ظلمة الدجى সপ্তম লাইনের দ্বিতীয় পংক্তির শেষে পরিবর্তন লক্ষণীয়, যেমন- فى البحر قد سما এর স্থলে فى البحر قد طمى রয়েছে। আর অষ্টম লাইনে فضاق فضاء الارض عنهم এর স্থলে وضاق فضاء والارض عنا রয়েছে। আর দশম লাইনের প্রথম পংক্তিতে فلن يستقل الناس تلك مصيبة এর স্থলে فلن يستقل الناس ما حل فيهم এর উল্লেখ রয়েছে।

88 তদানীন্তনকালে ইয়ামানের গভর্ণর মা'আয ইবন জাবাল (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরহে সাহাবী 'আম্মার ইবন ইয়াছির (রা.) বলেছিলেন — تركت المدينة وهى اضيق على اهلها من خاتم الرسول صـ দ্র. মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, *আল-হাল আল-জালী লিমা ফী দীওয়ানি সায়্যিদিনা 'আলী (রা.)* (চট্টগ্রাম : ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, তা.বি) পাদটীকাসহ, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে না যেরূপ ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে না। বিলাল (রা.) সেই বেদনাবিধুর হৃদয়কে আবার চাঙ্গা করে তুলেন, যখন তিনি মানুষকে নামাজ আদায়ের জন্য আহ্বান করেন।[89]"

আলী (রা.) আরও বলেন ঃ[90]

ما غاض دمعى عند نائبة + الا جعلتك للبكاء سببا

واذا ذكرتك سامحتك به + منى الجفون ففاض وا نسكبا

انى أجلُ ثرى حللت به + عن ان أرى لسواه مكتئبا

"কোন বিষয়েই আমার কান্না আসে না তবে অশ্রুপাত করার ইচ্ছা করলে আপনার বিরহের কথা স্মরণেই আমার চোখের পলকগুলো বৃষ্টির মত অনর্গল অশ্রুধারা ঝরাতে থাকে। আপনি যে ভূমিতে সমাহিত সে ভূমিও আমার নিকট বেদনাবিধুরতায় সবার শীর্ষে স্থান পেয়েছে। এজন্য যে, অন্য কোন স্থানে বেদনার জোয়ার আসে না।"

খলীফাতুল-মুসলিমীনদের যুগে 'আলী (রা.)-এর অবস্থান

আমীর আল-মু'মিনীন আবূ বকর (রা.)-এর যুগে 'আলী (রা.)

'আলী (রা.) প্রথম খালীফা আবূ বকর (রা.)-এর প্রতি অত্যন্ত সহনশীল, কোমলহৃদয়, পরামর্শদাতা ও হিতৈষী ছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের উপকারের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যুলকিসসার যুদ্ধে[91] যখন আবূ বকর (রা.) ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের জন্য সমরাস্ত্র সহ নিজেই রওয়ানার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন আলী (রা.) তাঁর বাহনের চিবুক ধরে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি যদি (আল্লাহ না করুন) শাহাদাত বরণ করেন তাহলে ইসলামের আলোকরশ্মি চিরতরে নিস্প্রভ হয়ে যাবে। সুতরাং আপনি যাবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে অন্য কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করুন।[92] যদি আলী (রা.) আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফাতের মঙ্গল কামনা না করতেন, যদি তাঁর মনে কোন প্রকার কুটিলতা থাকত তাহলে সেদিন আবূ বকর (রা.)-কে অগ্রসরমান হওয়ার জন্য বিদায় জানিয়ে নিজস্ব ফায়দা লুটে নিতেন।

অনুরূপভাবে আলী (রা.)-এর অগাধ শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয়। ইমাম মুহাম্মাদ বাকির ইব্‌ন যাইনুল 'আবিদীন বর্ণনা করেন ঃ[93]

اخذت ابابكر الخاصرة فجعل على كرم الله وجهه يسخن يده (بالنار) فيكون بها خاضرة ابى بكر رض

"একদা আবূ বকর (রা.)-এর কোমরে ব্যাথা অনুভূত হয়। তখন 'আলী (রা.) স্বীয় হাত আগুনের তাপে গরম করে আবূ বকর (রা.)-এর কোমরে মালিশ করেন এবং ছেঁকতে থাকেন।"

---

89 মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পরে শোকে মুহ্যমান হয়ে মদীনা ছেড়ে সিরিয়া যাওয়ার জন্য তিনি মনস্থ করলেন। বিলাল (রা.) তদানীন্তন খালীফা আবূ বকর (রা.)-কে বললেন আপনি যদি আমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আজাদ করে থাকেন তাহলে সিরিয়া যাওয়ার অনুমতি দিন। অবশেষে খলীফা আবূ বকর (রা.) যাওয়ার অনুমতি দিলে তিনি চলে যান। একদা বিলাল (রা.) স্বপ্নে দেখেন, রাসূল (সা.) তাঁকে বলছেনঃ হে বিলাল! তুমি আমার প্রতিবেশী ছেড়ে সিরিয়ায় গিয়ে অন্যায় করেছ। তখন বিলাল (রা.) মদীনায় ফিরে আসেন। সে সময় সায়্যিদাতুন নিসা ফাতিমাহ (রা.)-এর ইন্তিকাল হয়েছিল। বিলাল (রা.) কেঁদে আকুল হলেন। তিনি বললেন- হে রাসূলে আকরামের কলিজার টুকরা! আপনি তো সবার আগেই স্বীয় মহান পিতার সাথে মিলিত হয়েছেন। মদীনাবাসী আযান শুনার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলেন তখন বিলাল আযান দেয়া শুরু করেন اشهد ان محمدا رسول الله বলতেই বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এ কাব্যাংশে উক্ত ঘটনার প্রতি ইংগিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিলাল (রা.) সিরিয়া চলে যান এবং প্রতি বছর একবার যিয়ারত করতে আসতেন। হিজরী ২০ সনে তিনি সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন।

90 মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫; ড. 'উমার ফারূক আল-তাব্বা' সংগৃহীত দীওয়ানে উক্ত কবিতার ২য় লাইনে কিছুটা রদবদল সহ নিম্নরূপঃ واذا ذكرتك منا سفحت + عبن الدموع ففاض وانسكبا ; ড. 'উমার ফারূক আল-তাব্বা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

91 মদীনা হতে ১ দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

92 *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১৪-৩১৫।

93 মুহিব্ব আল-তাবারী, *আল-রিয়াদ আল-নাদারাহ ফী মানাকিব আল-'আশারাহ* (বৈরূতঃ দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৪/১৯৮৪), ১ম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ১২; আল-সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

আমীর আল-মু'মিনীন 'উমার (রা.)-এর যুগে 'আলী (রা.)

প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর ইন্তিকালের পূর্বে 'উমার (রা.)-এর বিচার ক্ষমতা, স্বকীয়তা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইত্যাদি গুণাবলীর সমাহার দেখে তাঁকে পরবর্তী খিলাফাতের যোগ্য ব্যক্তি মনে করে নির্বাচন করেন। নতুন নতুন রাজ্য জয়, অনারবদের সাথে পরিচিতি, ভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্যতা সংস্কৃতির সম্মুখীন ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও ইসলামী আইন অনুসারে একীভূত করণের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ অপরিহার্য ও সময়োপযোগী ছিল বটে। 'উমার (রা.) বায়ান্ন বছর ছয় মাস বয়সে খিলাফাতের মসনদে সমাসীন হন। অত্যন্ত সুদক্ষ, সাম্য ও মৈত্রির আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে "খিলাফাত 'আলা মিনহায আল-নুবুওয়্যাহ" এর ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। 'উমার (রা.)-এর রাষ্ট্র পরিচালনায় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দানের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ নির্বাচন করেন। 'আলী (রা.) এ পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। আল-কুর'আনে বর্ণিত[94] "وتعاونوا على البروالتقوى" আয়াতের সত্যায়নে 'আলী (রা.) দৃষ্টান্ত পালন করেন। খিলাফাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পরামর্শদান এবং পরস্পর হিতৈষীর এক উজ্জ্বল আদর্শ পৃথিবীর মানুষের জন্য পেশ করেন। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হল ঃ

একদা সাদকার উট পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য 'উমার (রা.) 'আলী (রা.)-এর সাথে "হায়রাতুস সাদাকায়"[95] যান। সেখানে 'উছমান (রা.) একটি গাছের ছায়ায় বসে উটগুলোর হিসাব-নিকাশ ও তালিকা তৈরী করছিলেন। 'উমার (রা.) রৌদ্রে দাঁড়িয়ে উটগুলোর বয়স, গঠন ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখছিলেন। 'উছমান (রা.)-এর এসব কৈফিয়ত পদ্ধতি 'আলী (রা.)-এর খুবই পছন্দ হল এবং হৃদয়ের আবেগ থেকে তাৎক্ষণিক 'উছমান (রা.) কে বললেন ঃ[96]

يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوى الامين

"(বালিকাদ্বয়ের একজন বলল) হে পিতা! তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন, কেননা আপনার কর্মচারী হিসেবে সে উত্তম, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হবে।" অতঃপর 'উমার (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ هذا القوى الامين ইনি সেই ব্যক্তি যাকে القوى الامين বলা যায়।[97]

'উমার (রা.)-এর নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা ও বন্ধু ছিলেন হযরত আলী (রা.)। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে জটিল সমস্যার এমন সমাধান দিতেন, যাতে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকত না। এজন্যই কোন এক জটিল সমাধানের ব্যাপারে 'উমার (রা.) মন্তব্য করলেন[98] ঃ لو لا على لهلك عمر এছাড়াও আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের কিতাবে قضية ولا ابا حسن لها (একটি জটিল মাসআলা এর সমাধানের জন্য আবুল হাসান নেই এটা হতে পারে না।) বাক্যটি প্রবাদ হিসেবে নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ[99] اقضاهم على بن ابى طالب অর্থাৎ জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন 'আলী (রা.)। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে খালীফাতুল মুসলিমীন 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে 'আলী (রা.) সর্বদা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতেন। যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হল ঃ

ক. নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ

নাহাওয়ান্দের[100] যুদ্ধের প্রাক্কালে পরামর্শ সভায় সকলেই 'উমার (রা.)-কে মদীনা ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পরামর্শ দেন আর 'আলী (রা.)-এর পরামর্শসুলভ মন্তব্যটি এমন ছিল ঃ হে আমীর আল-মু'মিনীন! আপনি মদীনা

---

94 আল-কুর'আন, সূরা আল-মা'য়িদাহ : ২।

95 সাদকার উট রাখার স্থানকে "হায়রাত আল-সাদাকায়" বলা হয়।

96 আল-কুর'আন, সূরা আল-কাছাছ : ২৬।

97 ইবন আল-আছীর, *আল-কামিল ফী আল-তারীখ* (বৈরূতঃ১৪০৭/১৯৮৭), খ. ৩, পৃ. ৫৫-৫৬।

98 ইবন 'আব্দ আল-বায়র, *আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব* (বৈরূতঃদার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬/১৯৯৫), খ. ৩, পৃ. ২০৬।

99 প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

100 হামাদানের দক্ষিণে লাহাভী এলাকায় অবস্থিত একটি শহরের নাম 'নাহাওয়ান্দ'।

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগ করবেন না বরং এখানেই অবস্থান করুন। সৈন্য পরিচালনার জন্য কাউকে নেতৃত্ব দিন। বিভিন্ন রাজ্যের সকল গভর্ণর যেন মুসলিম বাহিনী নিয়ে বসরায় আঘাত হানে। কারণ, যুদ্ধে আপনি নিহত হলে উম্মাতের হাল ধরা কঠিন হয়ে পড়বে। 'উমার (রা.) সব দিক বিবেচনা করে 'আলী (রা.)-এর এ পরামর্শকে অগ্রাধিকার দেন।

খ. ইয়ারমুকের যুদ্ধ

ইয়ারমুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে রোম সৈন্যদের পর্যুদস্তকরণ বিষয়ক পরামর্শদাতাদের মধ্যে 'আলী (রা.)-এর পরামর্শ শুধু সঠিকই ছিল না বরং যুগোপযোগী এবং তাঁর আন্তরিকতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সে সময়। কারণ উক্ত যুদ্ধে বিজয় অর্জনই পরবর্তী সিরিয়ার বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ের বিষয়টি নির্ভরশীল ছিল। 'আলী (রা.) বললেন ঃ হে আমীর আল-মু'মিনীন! দ্বীন বিজয়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহরই হাতে। তবে আপনি এত ক্ষুদ্রদল নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রসর হবেন এতে পরাজয়ের আশংকাবোধ করছি। আল্লাহ না করুন! যদি মুসলমানদের পরাজয় হয় তাহলে পৃথিবীর কোন সীমানায় স্থান হবে না। আপনি বরং যুদ্ধে অভিজাত ব্যক্তিকে কমান্ডার নিযুক্ত করে জীবন উৎসর্গকারীদেরকে তাঁর সাথে প্রেরণ করুন। যদি আল্লাহ তা'আলা বিজয় দেন তাহলে তো ভাল কথা, আর যদি দ্বিতীয়টি হয় তাহলে তো আপনি মুসলমানদের জন্য আশ্রয়স্থল ও ছায়া হিসেবে থাকবেন না।[101]

উক্ত পরামর্শে এ বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয় যে, আলী (রা.) 'উমার (রা.)-এর মঙ্গল ও হিতাকাঙ্খী ছিলেন। যদি খিলাফাতের ব্যাপারে কোন কুটিলতা থাকত তাহলে তিনি এত অগ্রসর হতেন না।

গ. বায়তুল মাকদাস দখল

আমীর আল-মু'মিনীন 'উমার ফারূক (রা.)-এর খিলাফাতকালে বায়তুল মাকদাস খৃষ্টানদের দখলে ছিল। 'উমার ফারূক (রা.)-এর সুশাসনের এক পর্যায়ে বায়তুল মাকদাস মুসলমানদের প্রতি অর্পণ করার জন্য বাধ্য হয়। তবে খৃষ্টান কর্তৃক 'উমার ফারূক (রা.) সশরীরে সন্ধির শর্তগুলো কাগজে লিখার কথা ব্যক্ত করা হয়। আবূ 'উবায়দাহ্ (রা.) খালীফাহ আল-মুসলিমীনকে এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, 'উমার (রা.)-এর আগমনের ওপর বায়তুল মাকদাস বিজয় নির্ভর করছে। সে মতে 'উমার (রা.) বিশিষ্ট সাহাবীদের পরামর্শ তলব করলেন। 'উছমান (রা.) খলীফা 'উমার (রা.)-কে না যাওয়ার কথা ব্যক্ত করলেন। এতে মানহানীর কথাও বললেন। কিন্তু 'আলী (রা.) ভিন্ন মত প্রকাশার্থে বললেন- এ মুহূর্তে খালীফাহ আল-মুসলিমীন 'উমার (রা.)-এর একান্ত যাওয়া এ জন্য প্রয়োজন যে তিনি যেন সেখানে গিয়ে প্রয়োজনীয় দলীল-দস্তাবেজ লিখে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকেন। এ সুযোগ সবার ভাগ্যে আসেও না। 'উমার (রা.) বিজ্ঞ সাহাবী আলীর (রা.) এ মতামত গ্রহণ করে বায়তুল মাকদাসের দিকে রওয়ানা হন, আর 'আলী (রা.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।[102]

ঘ. 'আরবী বর্ষপঞ্জী গণনা শুরু

'উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে মানুষ কোন ঘটনা বা ইতিহাস লিখতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয় যে, গণনার ভিত্তি কি হবে? কেউ কেউ এ মতামত ব্যক্ত করল ঃ যে বৎসরে পারস্য সম্রাটদের ক্ষমতা গ্রহণ কিংবা জন্মগ্রহণ থেকে বর্ষ গণনার শুরু হয় সে পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। কেউবা এ মত ব্যক্ত করল যে, রোমকদের পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। আর 'আলী (রা.) এ মত প্রকাশ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যে দিন মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেছেন সেদিনটিকে বর্ষ গণনার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'উমার (রা.) উক্ত মতটি গ্রহণ করে হিজরতে নববী প্রবর্তনের আদেশ জারী করেন।[103]

---

101 নাহয আল-বালাগাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৩।

102 ইবন আল-আছীর, *আল-কামিল ফী আল-তারীখ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯৯-৪০৭।

103 *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৭৪; মাওলানা সায়্যিদ আবূ আল-হাসান আলী নদভী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আমীর আল-মু'মিনীন 'উছমান (রা.)-এর যুগে 'আলী (রা.)

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক দু'বার জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত[104] 'উছমান (রা.)-এর খিলাফাত আমলে 'আলী (রা.)-কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও মায়ামমতার বেড়াজালে আবদ্ধ করেছেন। 'উছমান (রা.) কর্তৃক পরামর্শ সভা আহ্বান করলে 'আলী (রা.) অধিকাংশ সময় অংশগ্রহণকরে সুচিন্তিত মতামত পেশ করতেন, সহযোগিতার হস্ত সর্বদা সম্প্রসারিত করতেন। 'উছমান (রা.) ও 'আলী (রা.)-এর মধ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পরস্পর আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উদাহরণতঃ 'আলী (রা.) তাঁর এক পুত্রের নাম রাখেন 'উছমান।[105] হিজরী ৩৫ সালে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবা-এর ষড়যন্ত্রে মিসর থেকে আগত ৬০ জন লোক 'উমরাহ পালনের নামে মদীনায় চড়াও হয়ে 'উছমান (রা.)-কে হত্যা করার পাঁয়তারা করার আগাম সংবাদ পেয়ে 'আলী (রা.) বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে তাদেরকে কঠোর হস্তে দমনে তৎপর হয়ে ওঠেন। খলীফা 'উছমান (রা.)-এর নিকট 'আলী (রা.) সে সব বিদ্রোহীদের উচিৎ শিক্ষাদানের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। 'উছমান (রা.) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার শপথ দিয়ে বলছি যারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর হক সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আমার প্রতি যাদের কর্তব্য ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তাঁরা যেন আমার জীবন অবশিষ্ট থাকতে কারো রক্ত না ঝরায়। 'আলী (রা.) দ্বিতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি একই উত্তর প্রদান করেন। অবশেষে নামাজের সময় আলী (রা.) মসজিদে আসেন। লোকজন 'আলী (রা.)-কে নামাজের ইমামতি করতে বললে তিনি বলেন ঃ যেখানে ইমাম জেলখানায় সে অবস্থায় আমি ইমামতি করতে পারি না। তবে আমি নামাজ একাই পড়ব। সুতরাং নামাজ জামা'আত বিহীন পড়ে স্বীয় গৃহে ফিরে যান।[106]

'উছমান (রা.)-এর গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়, খাদ্যপানীয়ের ব্যবস্থা যখন শূন্য হয়ে পড়ে, বিদ্রোহীদের আক্রমণ যখন তীব্রতর হয় তখনও 'আলী (রা.) বিদ্রোহীদের কঠোর ভর্ৎসনা ও কঠোর চাপের মুখে নতি স্বীকার না করে পানির পাত্র ও খাদ্য-পিনা নিয়ে 'উছমান (রা.)-এর গৃহে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।[107] ঘেরাও অবস্থায় 'উছমান (রা.)-এর পক্ষের কিছু জনগণ শাহাদাতের পানি পান করেন। 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.) ও হাসান ইব্ন 'আলী (রা.) আঘাত প্রাপ্ত হন।[108]

'উছমান (রা.)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আতিশয্যে 'আলী (রা.) (আল-কুরআ'ন পরিবর্তনের অপবাদের ঝড় যখন প্রচারিত হয় তখন) বলেন ঃ "উছমান (রা.)-এর ব্যাপারে তোমরা অহেতুক মন্তব্য করছ, তোমরা একথা বলে বেড়াচ্ছ যে, তিনি আল-কুর'আনে পরিবর্তন এনেছেন। আল্লাহর শপথ, তিনি শুধু এক কিরা'আতের পদ্ধতি সম্প্রসারণের নিয়ম চালু করেছেন যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীদের অজানা নেই এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন নিয়েই করেছেন। যদি আমি সে স্থানে থাকতাম তাহলে আমিও তাই করতাম যেমনটি তিনি করেছেন।"[109]

আমীর আল-মু'মিনীন হিসেবে 'আলী (রা.)

খলীফা হিসেবে 'আলী (রা.) 'উছমান (রা.)-এর শহীদ হবার পর (৩৫/৬৫৫) সালে মুহাজির ও আনসারদের পিড়াপীড়িতে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[110] আধুনিক যুগের প্রখ্যাত গবেষক 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ বলেন ঃ এমন সময় 'আলী (রা.) খিলাফাতের বায়'আত গ্রহণ করেন, যখন ইসলামের ইতিহাস ঐতিহাসিক রক্তপ্রবাহের ঘটনায় ভারাক্রান্ত। অর্থাৎ 'উছমান (রা.) গৃহবন্দী অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। হত্যাকারীগণ কয়েকদিন দেরী করলে এ বয়োবৃদ্ধ জান্নাতী সাহাবী এমনিতেই পিপাসার্ত অবস্থায় ইন্তিকাল

---

104 এক, ৯ম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত (جيش العسرة) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় হাওদাজ সহ একশত উট যুদ্ধের জন্য পেশ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) মিম্বার থেকে নেমে বললেন: যদি আজকের দিনের পর 'উছমান (রা.) কোন 'আমলও না করে তবে তাঁর জন্য যথেষ্ট। দুই, মদীনার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বি'রে রুমা নামক সুমিষ্ট পানিভর্তি কূপ মুসলমানদের জন্য বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে ওয়াকফ করে দেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জান্নাতের নহর প্রাপ্তির সুসংবাদ দেন। দ্র. আল-উস্তাদ 'আব্দুল কুদ্দুস আল-আনসারী, *আছার আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়্যারাহ* (সৌদী আরব:আল-মাকতাবাহ আল- সালাফিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ২৪৫।

105 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

106 সায়্যিদ আবূ আল-হাসান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৩০।

107 ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮৭।

108 আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আল-তাবারী, *তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক* (বৈরূত : দার আল-কালাম,তা.বি), খ. ৫, পৃ. ১০১।

109 ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২১৮।

110 *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২২৬-২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন।[111] এছাড়া 'উছমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের সঠিক সনাক্ত করা কিংবা শর'ঈ স্বাক্ষ্যনীতির আওতায় তাদের গ্রেফতার কিংবা তাদের প্রতি দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা ছিল দুষ্কর। এমনকি শাহাদাতের মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী নাইলা বিনত আল-ফারাফিসাও হত্যাকারীদেরকে চিনতে পারেননি। আল-আক্কাদের ভাষায়, একদা 'আলী (রা.) 'উছমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের দণ্ডবিধির কথা বললে একসাথে দশহাজার লোক বর্শা উঁচিয়ে ঘোষণা দেয় যে, আমরা সবাই 'উছমান (রা.)-এর হত্যাকারী। যে কিছাছ নিতে চায় সে যেন আমাদের থেকে নেয়।[112]

'উছমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের সহজ পদ্ধতি ছিল প্রথমে ولى الامر খলীফার হাতে বায়'আত গ্রহণ করা। কেননা, তিনিই একমাত্র হুকুম নির্ধারণের ক্ষমতা রাখেন। অতঃপর সত্য ও ইনসাফের সাথে শরী'আতের হুকুম বাস্তবায়নের দাবী উত্থাপন করা।[113] অথচ হত্যাকারীদের সনাক্ত না করে ঢালাওভাবে সবাইকে শাস্তি প্রদান এটা উত্তম ও সঠিক ছিল না।[114]

মতানৈক্যের প্রারম্ভিক অবস্থা ও উষ্ট্রীর যুদ্ধ

যখন 'আলী (রা.) বায়'আত গ্রহণ করতে লাগলেন তখন তালহা (রা.) ও যুবায়র (রা.) সহ মুষ্টিমেয় কতিপয় সাহাবী বায়'আত গ্রহণের পূর্বে হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আলী (রা.)-এর দরবারে ফরিয়াদ করলে তিনি বলেনঃ হত্যাকারীদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় নয়, এ ছাড়া মদদ যোগানদাতার সংখ্যাও অনেক। তাই এ মুহূর্তে খুব ঘটা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।[115]

উম্মুল মু'মিনীন 'আ'ইশা (রা.) হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। তালহা ও যুবায়র (রা.) উভয়ে বায়'আত না নিয়ে 'আ'ইশা (রা.)-এর সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তারা উভয়ে 'আ'ইশা (রা.)-কে সাথে নিয়ে বছরা পৌছে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। 'আলী (রা.) এ সংবাদ পেয়ে মদীনা থেকে ইরাক চলে যান এবং সাহল ইব্ন হুনায়ফকে[116] মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করেন। 'আলী (রা.) বছরা পৌছে সাহল ইব্ন হুনায়ফকে বছরা পৌছার জন্য চিঠি লিখেন। মদীনার দায়িত্ব আবূ আল-হাসান আল-মাযিনীকে দেন। 'আম্মার ইব্ন ইয়াছির ও হাসান ইব্ন 'আলী (রা.)-কে কুফায় প্রেরণ করেন যেন তারাও এ যুদ্ধে শরীক হন। সবাই বছরা এসে তালহা, যুবাইর (রা.) ও 'আ'ইশা (রা.)-এর সাথীদের বিপক্ষে ৩৬ হিজরী সনের জুমাদাল 'উখরা মাসে যুদ্ধ করেন। এ উষ্ট্রীর যুদ্ধে[117] দশ হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন।[118]

দার আল-হুকুমত স্থানান্তর

উষ্ট্রীর যুদ্ধের পর 'আলী (রা.) মদীনা থেকে ইরাকের অন্তর্গত কুফা নগরীতে দার আল-হুকুমাত স্থানান্তর করেন। বিশ্লেষকগণ এর বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করেন। 'উছমান (রা.)-এর শাহাদাতের কারণে হারামে নবভী (সা.)-এর অমর্যাদা হয়েছে বিধায় 'আলী (রা.) রাজনৈতিক কেন্দ্রকে 'ইলমী মারকাজ থেকে পৃথক করতে বাধ্য হন। আরেকটি মন্তব্য পরিলক্ষিত হয় যে, 'আলী (রা.)-এর অনুসারীদের সংখ্যা কুফা নগরীতে বেশী ছিল বলে মদীনাকে রাজনৈতিক হাঙ্গামা থেকে মুক্ত করার জন্য ইরাকে দার আল-হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করেন। পরিণতির দিক থেকে স্থানান্তরের সিকটা সঠিক হয়নি বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।[119]

সিফ্ফীনের যুদ্ধ

---

111 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

112 প্রাগুক্ত, ৮৮৫।

113 প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৪।

114 ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *আল-'ইসাবাহ্ ফী তাম'ঈয আল-সাহাবাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮।

115 *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৪৮।

116 সাহল ইব্ন হুনায়ফ প্রথম যুগের সাহাবী ছিলেন। বদর, উহুদসহ সব যুদ্ধে শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাথে 'আলী (রা.)-এর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দেন। 'আলী (রা.) তাঁকে সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রা.)-এর স্থলে গভর্ণর বানিয়ে ছিলেন। সিফ্ফীন যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ৩৮ হিজরীতে কুফায় ইন্তিকাল করলে 'আলী (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান।

117 'আ'ইশা (রা.) উটের হাওদার ওপর থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন বিধায় এ যুদ্ধের নাম উষ্ট্রীর যুদ্ধ।

118 *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮।

119 শাহ মু'ঈনুদ্দীন আহমাদ নদভী, *সিয়ার আল-সাহাবা*, খুলাফায়ে রাশিদীন (লাহোর : রাহাত মার্কেট, উর্দূ বাজার, তা.বি), পৃ. ২৭০-২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

উষ্ট্রীর যুদ্ধ পানিতে জোয়ার ভাটার মত হয়েছিল। কিন্তু সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয় পক্ষই শক্তিশালী, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ জান্নাতের সু-সংবাদপ্রাপ্ত দু'জন সাহাবীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। অবশেষে অমীমাংসিত অবস্থায় নিষ্পত্তিবিহীনভাবে ভুল বোঝাবুঝি ও হঠকারীতামূলকভাবে শেষ হয়। ইতিহাসগ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এ মতবিরোধ দু'জন মানুষের মধ্যে নয় বরং দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে। যদি নতুন ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে বলা যায় যে, দু'টি (School of Thought) গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। আসলে বিষয়টি ছিল ইসলামী খিলাফাত (যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'আলী (রা.) এবং দুনিয়ার প্রতিষ্ঠাতা (যার প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়া (রা.))।[120] উষ্ট্রীর যুদ্ধের পর 'আলী (রা.) সিরিয়ার গভর্ণর হিসেবে সাহাল ইব্ন হুনায়ফকে মু'আবিয়ার স্থলে নিযুক্ত করেন। সে মতে উক্ত সাহাবী দায়িত্ব পালনের জন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে বাধাগ্রস্থ হন। ৭০ হাজার লোক 'উছমান (রা.)-এর রক্তাক্ত জামা নিয়ে হত্যার প্রতিশোধের মহড়ার সংবাদ 'আলী (রা.)-এর নিকট পেশ করা হয়। আলী (রা.) কুফা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে রওয়ানা হন। ওদিকে মু'আবিয়া (রা.) স্বীয় সিরীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফুরাতের নিকটতম সিফ্ফীন[121] নামক স্থানে জামায়েত হন। বিশৃঙ্খলাকারীগণ মু'আবিয়া (রা.)-এর ব্যক্তিগত শত্রুতার সুযোগ নিয়ে বায়'আত গ্রহণের ব্যাপারটি 'আলী (রা.)-কে বুঝাতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে 'আলী (রা.) কর্তৃক 'উছমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধে বিলম্ব হওয়ার ঘটনাটি নিছক হটকারীতা বৈ কিছু নয়। এ কথাটি মু'আবিয়া (রা.)-কে বুঝিয়ে দেয়া হয়। উভয়ের মাঝে ভুল-বোঝাবুঝির দানা তীব্রতর হতে থাকে। আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে ৯০ হাজার ও মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য পরস্পর মুকাবিলায় ৯০ হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষ সম্মত হয়। মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষে 'আমর ইব্ন আল-'আছ (রা.)-কে প্রতিনিধি, আর 'আলী (রা.)-এর পছন্দের লোক 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-কে দিয়ে চাপের মুখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-কে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু পরিষদ হঠকারীতার ফলে মীমাংসায় আসতে পারেননি। যার ফলে ব্যাপারটি অমীমাংসিত হয়ে যায় এবং সেদিন থেকেই মুসলিম খিলাফাতে ফাটল ধরে দু'ভাগ হয়ে যায়।[122]

'আলী (রা.)-এর খিলাফাত পরিচালনায় কৃতিত্ব

ক. 'আলী (রা.) যুহদ, তাকওয়া, আমানত ও ইনসাফভিত্তিক খিলাফাত পরিচালনায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'আলী (রা.) কূটকৌশল অবলম্বনে রাজ্য পরিচালনায় আরো অগ্রসর হতে পারতেন। কিন্তু যুহদ ও তাকওয়ার উন্নতির পথে বাধাগ্রস্থ হন।

খ. রাজ্য পরিচালনায় 'উমার (রা.)-এর নীতি অনুসরণ করেছিলেন। 'উমার (রা.)-এর আমলে হিজাযের ইয়াহুদীদেরকে নাজরানে নির্বাসন দেয়া হলে 'আলী (রা.)-এর যুগে তারা আবার ফেরত আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, 'উমার (রা.) যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন আমিও সে পথেই থাকব। একথা বলে তাদেরকে হিজাযে আসতে দেননি।

গ. প্রদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশেষ করে তাদের অর্থ ব্যবহার ও অপচয়ের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতেন এবং সময়ে সময়ে পর্যবেক্ষক পাঠাতেন। একবার কা'ব ইব্ন মালিককে পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রেরণের প্রাক্কালে বলেন ঃ[123]

اخرج فى طائفة من اصحابك حتى تمر بارض السواد كورة فتسايهم عن عمالهم وتنظر فى سيرتهم

"তুমি তোমাদের সাথীদেরকে নিয়ে ইরাকের প্রত্যেক জেলায় গিয়ে কর্মকর্তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান কর।"

---

120 *আল-'আবকারিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৪।

121 ফুরাতের পশ্চিম দিকের এক সমতল ভূমির নাম সিফ্ফীন। অবশ্য আরেকটি মতানুযায়ী এ অবস্থানটি ফুরাতের পূর্বদিকে উল্লেখ রয়েছে।

122 মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

123 *তারীখ আল-তাবারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. 'আলী (রা.)-ই প্রথম বনবিভাগ থেকে আয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি "বারাছ" নামক জঙ্গলে বছরে ৪ হাজার দিরহামের আয়ের উৎস খুঁজে পান।[124]

ঙ. 'আলী (রা.) প্রজাদের জন্য রহমত স্বরূপ ছিলেন। বিশেষ করে গরীব-মিসকীনদের জন্য সরকারী কোষাগার ছিল উন্মুক্ত। জিম্মীদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। এক পারস্য অধিবাসী তাঁর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে বলে উঠলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এ আরব ব্যক্তিটি নওশেরওয়াঁ-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[125]

চ. শিশু-নারী ও বায়তুল মালের হিফাজতের জন্য 'আলী (রা.) দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করেন।

ছ. ফৌজী প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ব্রীজ নির্মাণ করেন। সিফ্ফীন যুদ্ধে তিনি ফুরাত নদীতে ব্রীজ নির্মাণ করেছিলেন।

জ. ধর্মীয় হুকুম আহকাম প্রচার প্রসারই মুসলমানদের মূল উদ্দেশ্য। 'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই এ কাজ আঞ্জাম দিতেন। যেমন ঃ[126] সূরা তওবাহ-এর বাণী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশে আবূ বকর (রা.)-এর নেতৃত্বে হজ্জব্রত কাফিলার নিকট তিনি নিয়ে যান।

ঝ. ইরান ও আর্মেনিয়ায় নও-মুসলিমগণ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

ঞ. খারিজীরা যখন 'আলী (রা.)-কে খোদা বলে দাবী করতে লাগল তিনি তখন তাদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ কর্মের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

হযরত 'আলী (রা.)-এর মনীষা

হযরত 'আলী (রা.) শৈশব কালেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবার থেকে শিক্ষা ও সভ্যতার জ্ঞান অর্জন করেন। যার সূত্রধারা সর্বকালেই ছিল। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়। "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে দৈনন্দিন উপস্থিত হতাম। এত অধিক সময়ব্যাপী নৈকট্যতা লাভ করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।"[127] অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, "তিনি দিবা-রাত্রি এ সুযোগ দু'বার গ্রহণ করতেন।"[128] এছাড়া অধিকাংশ সফরে তাঁর সঙ্গদান সৌভাগ্য হিসেবে পরিণত হয়েছিল। এ জন্য ভ্রমণ বিষয়ক শর'ঈ আহকাম আলী (রা.)-ই বেশী জানতেন।[129] লেখনীর যোগ্যতা ছোটবেলা থেকেই অর্জন করেন। সর্ববিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন[130]। এ প্রসঙ্গে 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ যথার্থই বলেছেন ঃ[131]

تبقى له الهداية الاولى فى التوحيد الاسلامى والقضاء الاسلامى والفقه الاسلامى وعلم النحو العربى وفن الكتابة العربية مما يجوز لنا ان نسميه موسوعة المعارف الاسلامية كلها فى الصدر الاول من الاسلام.

"ইসলামী একত্ববাদের জ্ঞানে, বিচার-আচারে, ফিকহ বিষয়ে, আরবী বৈয়াকরণে এবং আরবীর বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তির কারণে আমরা ইসলামের প্রথম যুগে তাঁকে ইসলামী বিশ্বকোষ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।"

এক ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-কে খলীফা চতুষ্টয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ[132]

---

124 শাহ মুঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

125 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

126 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

127 *মুসনাদ ইমাম আহমাদ ইব্ন হানবল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

128 প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

129 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

130 শাহ মুঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

131 মোহা. মনজুরুল ইসলাম, *'আলী (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ*, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৩ খৃ. পৃ. ১৯; ড. জাবির কুমায়হা, *আদাব আল-খুলাফা আল-রাশিদীন* (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-মিসরী, তা.বি), পৃ. ৩৮৯।

132 ইব্ন 'আবদ আল-বার্র, *আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব* (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬/১৯৯৫), ১ম সংস্করণ, খ. ৩, পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

اى رجل كان ابوبكر؟ .....فاى رجل كان على؟ قال : كان قد ملئ جوفه حكما وعلما وبأسا و نجدة مع قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"আবূ বকর (রা.) কেমন ছিলেন? ...'আলী (রা.) কেমন ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার সুবাদে তাঁর উদর প্রজ্ঞা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্যে ভরপুর ছিল।"

'আলী (রা.)-এর জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। সংক্ষেপে এ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হল ঃ

তাফসীর ও 'উলূম আল-কুর'আন শাস্ত্রে 'আলী (রা.)

ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস আল-কুর'আন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় হযরত 'আলী (রা.) শুধুমাত্র আল-কুর'আন মুখস্থ করেই ক্ষান্ত হননি বরং আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা এবং প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন।

প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ মা'মার সাহবী আবূ তুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। আমি একদিন 'আলী (রা.)-কে এক বক্তৃতায় বলতে শুনেছি ঃ[133]

سلونى ، فوالله لاتسألوني عن شيئ الا اخبرتكم ، وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من اية الا وانا اعلم أبليل نزلت ام بنهار ، ام فى سهل ام فى جبل.

"আমাকে জিজ্ঞেস কর, যে কোন বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তাঁর উত্তর দিতে সক্ষম হব। আমাকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ তা'আলার শপথ! যে কোন আয়াত সম্পর্কে আমি জানি তা কি দিবসে না রজনীতে নাযিল হয়েছে? সমতল ভূমি কিংবা পাহাড়ে নাযিল হয়েছে?"

সুতরাং মুফাসসিরীনদের গণনায় 'আলী (রা.)-কে প্রথম শ্রেণীর মুফাস্সির হিসেবে গণ্য করা হয়। এ যোগ্যতায় ইব্ন 'আব্বাস (রা.) ব্যতীত তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। ইব্ন সা'দ তাঁর আল-তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 'আলী (রা.) একাধারে ছয়মাস নির্জন পরিবেশে আল-কুর'আনের সকল সূরা সমূহ নাযিলের পর্যায়ক্রম হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। ইব্ন নাদীম তাঁর আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থে সূরা সমূহের উক্ত পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ করেন।[134]

'ইলম আল-হাদীসে 'আলী (রা.)

'আলী (রা.) বাল্যকাল থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গলাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকাল অবধি একটানা বিশ বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। এজন্য আবূ বকর (রা.) ব্যতীত ইসলামের বিভিন্ন আহকাম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী সমূহের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তাছাড়া আকাবিরে সাহাবাদের (রা.) তুলনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তিনিই বেশী বয়স পেয়েছেন। প্রথম খলীফা থেকে শুরু করে 'আলী (রা.)-এর খিলাফাত পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর তিনি হাদীসের প্রচার ও প্রসার এবং 'আমলের ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিলেন। এ হিসেবে খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে তাঁর হাদীস বর্ণনার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী ছিল।

তবে পূর্ববর্তী খুলাফাদের মত সতর্কতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের তুলনায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অপ্রতুল ছিল। 'আলী (রা.) সর্বমোট ৫৮৬টি হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন।[135] 'আলী (রা.)-এর সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এককভাবে দশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থদ্বয়ে সর্বমোট উনচল্লিশটি হাদীস আলী (রা.) থেকে স্থান পেয়েছে।

'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাড়াও তাঁর সমকালীন সাহাবা আবূ বকর (রা.), 'উমার (রা.), মিকদাদ (রা.) এবং স্বীয় স্ত্রী ফাতিমা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। 'আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহ আহমাদ ইব্ন হানবালের "আল-মুসনাদ", আল-তিবরানীর "আল-মু'জাম আল-কাবীর", আল-হাকিমের "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থ

---

133 প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

134 শাহ মুঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

135 ইমাম জালালুদ্দিন আল-সুয়ূতী, *তারীখ আল-খুলাফা* (বৈরূত : দার আল-জায়ল, ১৪১৭/১৯৯৭), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

সমূহে সন্নিবেশিত রয়েছে। 'আলী (রা.) থেকে তাঁর ছেলে, মেয়ে, পৌত্র, ভাতিজা সহ অনেক সাহাবী এবং তাবি'ঈগণ হাদীস শ্রবণ করে ধন্য হয়েছেন।[136]

হুজ্জাহ আল-ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহ পর্যালোচনা করে এ মন্তব্য পেশ করেন যে, "রাসূলুল্লাহ[137] (সা.)-এর দৈহিক অবয়ব, নামাজ ও মুনাজাত, বিভিন্ন দু'আ ও নফল 'আমল সম্বলিত হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে 'আলী (রা.)-কে পাওয়া যায়।"[138] এ জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দীর্ঘ সময় ছিলেন এবং তিনি নিজেও এসব ইবাদাতের প্রতি উৎসুক ছিলেন। তাঁর তরবারির খাপে সংরক্ষণ করতেন। স্বহস্তে লিখিত ফিকহী আহকাম সম্বলিত সহীফা নামক একটি পুস্তিকা ছিল।

'ইলম আল-ফিকহে তাঁর অবদান

'আলী (রা.) 'ইলম আল-ফিকহ-এর কেন্দ্রস্থল ছিলেন। উদ্ভাবনী জ্ঞান এবং নব নব সমস্যার সমাধানে তিনি খিলাফাতে রাশিদার যুগেই সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কোন জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের সমাধান তিনি উপস্থিত বুদ্ধির আলোকে যথাশীঘ্র দিতে সক্ষম ছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) 'আলী (রা.)-এর ধী-শক্তি ও স্বচ্ছ বিবেকের অনেক ঘটনাই স্বীয় "ইযালাহ আল-খিফা"-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। একদা উম্মুল মুমিনীন 'আ'ইশাকে (রা.) শুরায়হ ইবন হানী মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ[139] ايت عليا فسأله 'আলী (রা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস কর। অনুরূপভাবে যুবায়র (রা.) বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন 'আ'ইশা (রা.) একবার আমাদের বললেন ঃ[140]

من افتاكم بصوم عاشوراء ؟ قالوا t على ، قالت اما إنه لاعلم الناس بالسنة

"তোমাদের 'আশুরার রোযা কে রাখতে বলেছেন? লোকজন বলল, 'আলী (রা.)। তখন তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ! তিনি সুন্নাহর ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি"। একদা 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে এক উন্মাদ ব্যভিচারিণীর যিনার শাস্তি দানের ঘোষণা দিলেন। 'আলী (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে বললেন উন্মাদ নারী-পুরুষের দণ্ডবিধির প্রয়োগে শারী'আতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 'উমার (রা.) স্বীয় আদেশ স্থগিত করে দিলেন।[141] মোট কথা শত্রু-মিত্র সবাই ফিকহী মাস'আলার অনুসন্ধানে তাঁর শরণাপন্ন হতেন।

একবার পত্রযোগে আমীরে মু'আবিয়া (রা.) 'খুনছা মশকিলা' (উভয় লিঙ্গ) এর সম্পর্কে জানতে চাইলেন যে, তাদেরকে মীরাছ বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারী কিভাবে নির্ণয় করা হবে? তখন 'আলী (রা.)-এর উত্তরে বললেনঃ[142]

الخنثى المشكل فكتبت إليه ان يوارثه من قبل مباله - الحمد لله الذى جعل عدونايسألنا عمانزل به من امر دينه ، إن معاوية كتب إلىّ يسألنى عن

"আল্লাহর শুকর, 'ইলমে দ্বীন অর্জনের ক্ষেত্রে দুশমনও আমার শরণাপন্ন হচ্ছে। উত্তরে মূল কথা বলে দিলেন যে, পেশাব পরীক্ষা করা হলেই বোঝা যাবে যে, পুরুষ না মহিলা।

'ইলম আল ফিক্হ-এর ক্ষেত্রে 'আলী (রা.)-এর এত গভীরতার কারণ ছিল যে, তিনি যে বিষয়ে জানতেন না তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে জেনে নিতেন। আর কিছু মাসাইল এমন ছিল যেগুলো নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে লজ্জাবোধ করতেন সে ব্যাপারে লোক মারফৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে আয়ত্ব করতেন। যেমন ঃ مذى (পেশাবের পূর্বে হালকা তরল পানীয় সদৃশ পদার্থ) এর কারণে অযূ ভেঙ্গে যাবে কি? এ মাস'আলাটি লোক মারফৎ

---

136 ইমাম নবভী, *তাহযীব আল-তাহযীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬।
137 শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *ইযালাহ আল-খিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৫।
138 *আল-সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
139 ইবন 'আব্দ আল-বারর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।
140 প্রাগুক্ত।
141 প্রাগুক্ত।
142 ইমাম হাফিজ জালালুদ্দীন আল-সুয়ুতী, *তারীখ আল-খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

জেনেছিলেন।[143] 'আলী (রা.) সর্বদা মদীনায় ছিলেন তবে খিলাফাত পরিচালনা কূফায় করতেন। সেখানে বিভিন্ন হুকুম, আহকাম ও ফায়সালার যথেষ্ট ক্ষেত্র ছিল। এজন্য তাঁর ইজতিহাদী মাস'আলার ব্যাপক প্রসার ইরাকেই হয়। একারণে হানাফী ফিকহ এর মতবাদ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর পরই 'আলী (রা.)-এর ফায়সালা ও বক্তব্যের ভিত্তি হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।[144]

ইলম আল-কাদায় তাঁর পাণ্ডিত্য

'আলী (রা.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি বিচার ও ফায়সালার জন্য অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সাহাবাগণ তাঁর এ বিশেষ যোগ্যতার স্বীকৃতি অকুণ্ঠচিত্তে দান করেন। এজন্য 'উমার (রা.) মন্তব্য করেন ঃ[145] على اقضانا "আমাদের ফায়সালার ক্ষেত্রে 'আলী (রা.) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি"। 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) বলেন ঃ[146] كنا نتحدث ان اقضى اهل المدينة على "আমরা পরস্পরে বলে থাকি যে, মদীনাবাসীর মধ্যে 'আলী (রা.) সঠিক বিচার করে থাকেন।" রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রয়োজনে তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব পালনের আদেশ দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরী ১০ম সনে 'আলী (রা.)-কে ইয়ামনে বিচার কার্যের জন্য পাঠান। তখন 'আলী (রা.) বলেন ঃ

يارسول الله، انى لا ادرى ما القضاء، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده صدره، وقال – اللهم اهد قلبه، وسدد لسانه، قال على رض – فوالله ما شككت بعدها فى قضاء بين اثنين–

"হে আল্লাহর রাসূল! বিচার কার্য সম্পর্কে তো আমার জ্ঞান নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় হস্ত 'আলী (রা.)-এর বক্ষে রেখে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তাঁর হৃদয় দৃঢ় রাখ এবং রসনা সঠিক পথে পরিচালনা কর। 'আলী (রা.) বলেন- এরপর আমি দু'জনের মাঝে সিদ্ধান্ত দিতে সংশয় প্রকাশ করিনি।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) 'আলী (রা.)-কে ফায়সালার ব্যাপারে কিছু মূলনীতিও শিক্ষা দিয়েছেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ হে আলী! তুমি যখন দু'ব্যক্তির বিবাদ মিটাবে তখন শুধু একজনের বক্তব্য শুনে ফায়সালা করবে না, বরং অন্যের বক্তব্য শুনে ফায়সালা করবে।[147]

মুকাদ্দামা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাদী ও স্বাক্ষীদের জেরা করার পদ্ধতিও তাঁর ফায়সালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। একবার 'আলী (রা.)-এর দরবারে এক চোরকে নিয়ে আসা হল। চোরের বাদী ও স্বাক্ষীদের জেরা শুরু করেন। স্বাক্ষী দিতে না পারলে এরপর কিছুক্ষণের জন্য তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ইত্যবসরে বাদীর স্বাক্ষীদ্বয় ভেগে যেত, তখন 'আলী (রা.) তাদের না পেয়ে আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়ে দিতেন। যেমন ঃ[148]

اتى على برجل، وشهد عليه رجلان انه سرق، فاخذفى شيئ من امور الناس، وتهدد شهود الزور وقال إلا اوتى بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا، ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما، فخلى سبيله .

কোন কোন সময় নিরর্থক মুকাদ্দমা তাঁর দরবারে পেশ করা হত। মুসান্নাফ ইবন শায়বায় উল্লেখ রয়েছে ঃ[149]

انه اتى برجل، فقيل له t زعم هذا انه احتلم بامى، فقال t اذهب فاقمه بالشمس، فضرب ظله .

"কোন এক ব্যক্তি একজন লোক সম্পর্কে 'আলী (রা.)-এর দরবারে বলল ঃ সে স্বপ্নে দেখেছে আমার মায়ের সাথে যিনা করেছে। 'আলী (রা.) ফায়সালা দিলেন অপরাধীকে সূর্যতাপে দাঁড় করিয়ে রাখ আর তাঁর ছায়ার ওপর একশত বেত্রাঘাত কর।"

---

143 *আল-সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২।

144 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, *সিয়ার আল-সাহাবাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১।

145 ইবন 'আব্দ আল-বায়র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬; ইমাম হাফিজ জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, *তারীখ আল-খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

146 ইবন 'আব্দ আল-বায়র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪।

147 মুসনাদ ইবন হানবল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬।

148 ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, *তারীখ আল-খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪; শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

149 প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা.)-এর ফায়সালা বিচার কার্যে মূলনীতির ভূমিকা রাখে। এজন্য বিজ্ঞ মনীষীগণ তাঁর ফায়সালা সমূহ লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেন। কিন্তু তাঁর খিলাফাতের ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণে সুযোগ সন্ধানীদের একটি দল তাঁর ফায়সালা সমূহে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। একবার 'আলী (রা.)-এর নামে প্রক্ষিপ্ত ফায়সালা 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর সামনে পেশ করা হল। তিনি উহাকে জাল হিসেবে আখ্যা দেন এবং বলেন ঃ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন খলীফা আলী (রা.) এমন ফায়সালা দিতে পারেন না।[150]

'ইলম আল-তাসাওউফ-এর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা

আধ্যাত্মিকতাকে ধর্মের হৃদয়, শারী'আতের হৃদপিণ্ড এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। 'আলী (রা.) এ বিষয়ে বাস্তবতা ও প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে অধিক জানতেন। তাসাওউফের তরীকার ক্রমধারার প্রায়ই 'আলী (রা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। জুনায়দ বাগদাদী (রহ.) বলেন[151] ঃ "মূলনীতি ও সাধনার পরীক্ষায় আমাদের শায়খ 'আলী (রা.)।" শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন ঃ "আলী (রা.) খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে 'ইলম তাসাওউফ সম্পর্কে গভীরভাবে নিমজ্জিত ছিলেন। কিন্তু খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের পর এ শাস্ত্রের আরো বিশদ জ্ঞান বিস্তার করার সুযোগ পাননি।[152]"

মুহাদ্দিসীনদের উসূলের আলোকে তাসাওউফ এর ক্রমধারা 'আলী (রা.) পর্যন্ত পৌঁছে না বরং হাসান বছরী (রহ.) পর্যন্ত ক্রমধারা শেষ হয়। হাসান বছরীকে (রহ.) 'আলী (রা.)-এর ফয়েজ লাভে ধন্য মনে করা হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসীনদের বর্ণনাসূত্রে কোথাও হাসান বছরী (রহ.)-এর শিক্ষাগুরু হিসেবে 'আলী (রা.)-কে পাওয়া যায় না। এমনকি ইমাম তিরমিযী তো 'আলী (রা.)-এর সঙ্গলাভ বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, 'আলী (রা.) খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে হাসান বছরী (রহ.) মদীনায় সাক্ষাৎ করেন সে সময় তাঁর বয়স অনধিক ১৪/১৫ ছিল।[153]

তবে 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদের মতে 'আল্লামা শিবলী নু'মানী (রহ.), জুনায়দ বাগদাদী (রহ.), সিয়রী (রহ.), আবূ জায়দ আল-বোস্তামী (রহ.) ও আবূ মাহফূয যিনি আল-কারখী নামে প্রসিদ্ধ প্রমুখ মনীষীগণ 'ইলম মা'রিফাত ও তাসাওউফের পরম্পরা সূত্রে 'আলী (রা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হন।[154]

'ইলম আল-ফাসাহাহ ওয়া আল-বালাগাহ্-এর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান

আমীর আল-মু'মিনীন আলী (রা.) 'ইলম আল-ফাসাহাহ্ ওয়া সাইয়্যিদ আল-বুলাগা (বাগ্মিতা ও অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী) ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন। তিনি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাদানে এবং অলংকার শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরের যুগেও 'আলী (রা.)-এর মত যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ ছিলেন না। এ ব্যাপারে আহমাদ হাসান যায়্যাত বলেন ঃ[155]

ولا نعلم بعد رسول الله فيمن سلف وخلف افصح من علي في المنطق ، ولا ابل ريقا في الخطابة ، كان حكيما تنفجر الحكمة من بيانه ، وخطيبا تتدفق البلاغة على لسانه ، وواعظا ملء السمع والقلب ، ومترسلا بعيد غور الحجه ، ومتكلما يضع لسانه حيث شاء ، وهو بالاجماع اخطب المسلمين وإمام المنشئين

"রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে অতীতকালে কিংবা আগতযুগে 'আলী (রা.)-এর ন্যায় বিশুদ্ধভাষী কেউ ছিলেন না। কেউ বক্তৃতার ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য ছিলেন না। তিনি প্রজ্ঞাবান ছিলেন, তাঁর বর্ণনায় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উদ্ভাসিত হত। এমন

---

150 *আল-সাহীহ আল-মুসলিম*, প্রাগুক্ত, (ভূমিকা দ্র.)।

151 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, *সিয়ার আল-সাহাবাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।

152 শাহ ওয়ালীউল্লাহ, *ইযালাহ আল-খিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

153 শাহ মু'ঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭-৩১৮।

154 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; ইব্ন আবী আল-হাদীদ, *শারাহ নাহাজ আল-বালাগাহ* (ইয়ানঃ দার ইহয়া আল-কুত্তাব আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৩৮৫/১৯৬৫), পৃ. ১৯; মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

155 আহমাদ হাসান যায়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী* (বৈরূতঃ দার আল-সাকাফাহ, ১৪০৬/১৯৮৫), ২৯তম সংস্করণ, পৃ. ২০২-২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

খাতীব ছিলেন যে তাঁর রসনা থেকে ভাষার অলংকার দ্রুতবেগে উপচে পড়ত। বড়মাপের ওয়ায়েয ছিলেন যা হৃদয় ও শ্রবণে পূর্ণতা লাভ করত। ভাষার গতিময়তায় সুগভীর যৌক্তিকতা ছিল। এমন বক্তব্য দানে সক্ষম ছিলেন, যেভাবে ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারদর্শী ছিলেন। একথায় সবাই একমত যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় খাতীব ও প্রবন্ধকার ছিলেন।"

এ ব্যাপারে 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ[156] "আলী (রা.) থেকে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য বের হয়েছে তার সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর বক্তৃতায় প্রবাদবাক্য, প্রতিটি শব্দে জ্ঞান নির্গত হয়। কথায় কথায় হিকমাতপূর্ণ বাক্য যেন পর্যায়ক্রমে বাড়তেই থাকে, বুদ্ধিজ্ঞান এতই স্তিমিত হয়ে যায় যে, কোন শব্দ কার উপর প্রাধান্য দিবে তা পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ে।"

'আলী (রা.)-এর লিখন রীতি ও বক্তব্যের স্টাইল তদানীন্তন সমাজে সমাদৃত ছিল। জনগণ তাঁর থেকে ভাষণদানের পুঁজি ও লিখার জ্ঞান শিখেছেন। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক 'আব্দুল হামিদ ইয়াহইয়া বলেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যে সত্তরটি খোৎবা আমি মুখস্থ করেছি। প্রখ্যাত খাতীব ইব্ন নুবাতা বলেন ঃ 'আলী (রা.)-এর একশত অধ্যায়ের খুৎবা আমি সংগ্রহ করেছি। তাঁর খুৎবার একটি ভান্ডার মুখস্ত করেছি।[157]

'ইলম আল-আদাব-এর অঙ্গনে 'আলী (রা.)

'আলী (রা.) সাহিত্যাঙ্গনে অদ্যাবধি সুনামের সাথে পরিচিত। আরবী কাব্য সাহিত্যে ও গদ্য সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। খিলাফাত পরিচালনাকালে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রাদেশিক গভর্ণরদের প্রশাসনিক বিষয়ে উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে পত্র লিখেছেন, এমনকি সময়ে সময়ে মানুষের অনেক প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন। কতিপয় মনীষী তাঁর এসব বাণী সংরক্ষণ করে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার কেউবা পুস্তিকা আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। নিম্নে তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ঃ

এক. غرر الحكم ودرر الكلم (গুরার আল-হিকাম ওয়া দুরার আল-কিলাম) ঃ 'আব্দুল ওয়াহিদ আল-তামীমী (মৃ. ৪৩৬/১০৪৪) কর্তৃক ১১১৬ সালে সংকলিত হয়েছে। ১২৮০/১৮৩৬ সনে বোম্বাই হতে মুদ্রিত।[158] উক্ত গ্রন্থটি বার্লিন ২/৮৮৬১; প্যারিস (প্রথম) ১৪ ঃ২৫০২; বৃটিশ মিউজিয়ামে (প্রথম) ৭২১; ইণ্ডিয়ান অফিস (প্রথম) ১৬২; আয়া সূফিয়া ২/১৪৫১ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।[159]

দুই. دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم (দাস্তুর মা'আলিম আল-হিকাম ওয়া মাছূর মাকারিম আল-শিয়াম) ঃ[160] উক্ত গ্রন্থটি মুহাম্মাদ ইব্ন ছালামা আল-কাতা'ঈ কর্তৃক ১৩৩২/১৯১৩ সনে কায়রোতে প্রকাশিত হয়েছে।

তিন. الف كلمة من كلام امير المؤمنين على بن ابى طالب (আলফু কালিমা মিন কালামি আমীর আল-মুমিনীন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) ঃ[161] ১৩২৯/১৯১১ সনে ব্যাখ্যাবিহীন ইব্ন আবী আল-হাদীদ কর্তৃক বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়।

চার. ابات جلى متن كلمات قصر (আয়াত জালী মাতান কালিমাতি কাসর) ঃ[162] উক্ত সংকলিত গ্রন্থটি মাওলানা 'আব্দুর রহমান জামী কর্তৃক ফার্সীতে কাব্যানুবাদ হয়। ১৩৫৫/১৯৩৬ সনে লিথোতে সোনালী অনুলিপির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

---

156 *আল-'আবকারিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৩-৯৭৪।

157 ইব্ন আবী আল-হাদীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

158 সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৭/১৯৮৭ খৃ.), খ. ৩, পৃ. ৬২।

159 কার্ল ব্রোক্যালম্যান, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী*, অনু. ড. মাহমূদ ফাহমী (মিসর : আল-হায়্যাত আল-মিসরিয়্যাহ আল-'আম্মা লি আল-কুত্তাব, ১৪১৪/১৯৯৩), খ. ১-২, পৃ. ২৩৮।

160 *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২; কার্ল ব্রোক্যালম্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

161 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৬২; কার্ল ব্রোক্যালম্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

162 প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. كلمات قصر (কালিমাত-ই-কাসর) ঃ[163] আহমাদ 'আলী সিপহার ফার্সী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। উক্ত নিবন্ধকার گلستان حکمت নামে ইহার উর্দূ অনুবাদও করেছেন যা ১৩৮১/১৯৬১ সনে ভূমিকা সহ লাহোরে ছাপা হয়।

ছয়. عجائب الاحكام وقضايا ومسائل امير المؤمنين على بن ابى طالب ض ('আজাইব আল-আহকাম ওয়া কাদায়া ওয়া মাসাইল আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.)) ঃ সায়্যিদ মুহসিন আমীন আল-আমালী কর্তৃক সংকলিত। লেখক ইহার ভূমিকায় প্রাচীন সংকলনগুলোর উল্লেখ করেছেন এবং একটি ইরানী রচনার উপর ইহার ভিত্তি রেখেছেন।

সাত. صحيفة علوية (ছহীফা 'উলুউইয়্যাহ) ঃ উক্ত গ্রন্থে ১৬১টি দু'আ রয়েছে। ইহা প্রথমে ১৩০৫/১৮৮৭ সনে বোম্বাই ও লুধিয়ানা হতে এবং ইরাক ও লাখনৌ হতে কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে।[164]

আট. الصحيفة العلوية الثانية (আল-সাহীফা আল-'উলূউইয়্যাহ আল-ছানিয়্যাহ) ঃ[165] হুসায়ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাকী কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। ১৩১২/১৮৯৪ সনে ইরানে মুদ্রিত হয়েছে।

নয়. انوار العقول من اشعار وصى الرسول (আনওয়ার আল-'উকূল মিন আশ'আরি ওয়াসিইয়্যি আল-রাসূল) ঃ[166] সা'দী ইবন তাজী কর্তৃক (৮৯৭/১৪৯২) সনে সংকলিত। তবে শী'আ পণ্ডিত হিদায়াত হুসায়ন ইহার সংকলক হিসেবে কুতুবুদ্দীন সা'ঈদ ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ আল-রাওয়ান্দীকে (মৃ.৫৭৩/১১৭৭) প্রাধান্য দেন। এ গ্রন্থটি ভিয়েনা ৪৪৮; বৃটিশ মিউজিয়াম (প্রথম) ৮/৫৭৭; হাভানায় ১০.২৪২; সোফিয়ায় ৪২/৩৯৩৭; পাটনা ১ ঃ৭৪৯,১৯৫; লীডন ৫৮০; প্যারিস (প্রথম) ৩/৩০৮২; বৃটিশ মিউজিয়াম (দ্বিতীয়) ২.১২২৪; মিউনিখ (প্রথম) ২/৪৪১; ভ্যাটিক্যান সিটি (তৃতীয়) ৩৬৫; নেপাল ৩৯ (ক্যাটালগ ঃ২১৬) সেন্টপিটার্সবুর্গ ইউনিভার্সিটি ৪০৭; আলীগড় ৭.১৩৪ ইত্যাদি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার হুসায়ন ইব্‌ন মুঈনুদ্দীন আল-মাইবুযী কর্তৃক ৮৯০/১৪৮৫ সনে ফার্সী ভাষায় একটি ব্যাখ্যা লিখেন। উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লীডন ৫৭৯; বৃটিশ মিউজিয়াম (প্রথম) ঃ৫৭৯/১৬৬৫; বৃটিশ মিউজিয়াম (দ্বিতীয়) ১ ঃ২০১৯; ইন্ডিয়ান অফিস ২৬৩৩-২৬৬৬; পেশোয়ার ১১৩৯; তেহরান ২ ঃ৪/৪১৩; এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেংগল ৪/১১০৩ ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়।[167]

দশ. القصيدة الزينبية (আল-কাসীদা আল-যায়নাবিয়্যাহ) ঃ ইহার সংকলক সালিহ 'আব্দুল কুদ্দুস। উক্ত গ্রন্থটি বার্লিন ৭৫১১; রাবাত ৫২৯, ১০; প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। এছাড়া বৈরূত থেকে ১৩০২/১৮৮৪ সনে প্রকাশিত হয়। উল্লেখিত গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার 'আব্দুল মূতী 'ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন 'আমর আল-সামলাভী কর্তৃক (১০৮৭/১৬৭৬ খৃ.) সনে التفاحة الورديه فى شرح القصيدة الزينبية নামে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়। বার্লিন ১১৪; লাইপজিগ (প্রথম) ৫০৭; আলেকজান্দ্রিয়া ১৪০, ২৬ প্রভৃতি স্থানে সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়াও উক্ত গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা ইস্তাম্বুলে ১৩১৫/১৮৯৭ সনে 'ইজ্জত 'আলী কর্তৃক তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত হয়।[168]

এগার. امثال سيدنا على (আমছালু সায়্যিদিনা 'আলী) ঃ 'আলী (রা.)-এর একশটি জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য 'আরবী ও ফার্সী ভাষায় রশীদুদ্দীন আল-ওয়াতওয়াত (মৃ. ৫৭৮/১১৮২) কর্তৃক সংকলিত। প্রান্তটীকায় অন্যান্য উদাহরণ সহ জার্মান পণ্ডিত ভবযরংপযবৎ ফর্তৃক "অষরং ১০০ spreuche arab" নামে ১২৫৩/১৮৩৭ সনে লিপজিগ-এ প্রকাশিত হয়।[169]

---

163 প্রাগুক্ত।
164 প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২।
165 প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২।
166 প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২
167 কার্ল ব্রোক্যালম্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬।
168 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।
169 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

তবে امثال سيدنا على নামে আরেকটি সংকলন ইমাম আল-জাহিযের প্রতি প্রক্ষিপ্ত করা হয়। উক্ত গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা হুসায়ন ইব্ন মু'ঈনুদ্দীন আল-মায়বূযী কর্তৃক বৃটিশ মিউজিয়াম (প্রথম) ১৬৬৫ এ রয়েছে।[170]

বার. نثر اللالى (নাছর আল-লা'লী) ঃ[171] ভবধরংপযবৎ কর্তৃক উক্ত গ্রন্থটি সংকলিত হয়। উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বার্লিন ৮৬৫৯; লাইপজিগ (প্রথম) ৫৮৭; হামবুর্গ ৫২.৩; ফীনা ৩৫২.২; ২০০৩.২৮; লীডেন ৪৭৬.৭; প্যারিস (প্রথম) ৩৪৩১.৯; ৩৯৭৩, ৮; বৃটিশ মিউজিয়াম (প্রথম) ৬৭০৮; কায়রো ৭ ঃ ৪৪৯ প্রভৃতি লাইব্রেরীতে ও বিভিন্ন শহরে পাওয়া যায়। এছাড়া ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফীনায় ৩৫২, ২; ও ইস্তাম্বুলে পাওয়া যায়।

তের. خطب على (খুতাব 'আলী) ঃ[172] আল্লামা গাযালী (রহ.) কর্তৃক আল-ইহ্য়া গ্রন্থ ১ ঃ৬৬ কিছু খুৎবা রয়েছে। উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার কাজী নু'মান (মৃ. ৩৭৪ হি.)। এছাড়া الخطبة الشقشقية فى الخلافة নামের একটি বক্তৃতামালা মৌলভী আহমাদ 'আলী কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত গ্রন্থটি ১৩১৩/১৮৯৫ সনে আগ্রায় প্রকাশিত হয়। উর্দু ভাষায় ব্যাখ্যাসহ ১৩২২/১৯০৪ সনে লৌখনতে প্রকাশ পায়। মুহাম্মাদ কাযিম ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কাযিম কর্তৃক 'আলী (রা.)-এর ভাষণ সম্বলিত شرح خطبة الططنجية নামে পাটনায় ২০১,৭৯২ প্রকাশিত হয়।

চৌদ্দ. الوصايا والنصائح (আল-ওসায়া ওয়া আল-নাসা'ইহ) ঃ[173] দু'টি ওয়াসিয়াত নামা ঃ একটি সিফ্ফীনের রাত্রের অন্যটি মৃত্যুশয্যায় ব্যক্তকৃত। তারীখ আল-ইয়া'কুবী গ্রন্থে ২৩৫ ও ২৫১ পৃষ্ঠায় 'আলী (রা.)-এর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ ও চিঠিপত্রের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া شرح عهد نامه على নামের একটি গ্রন্থ তুর্কী ভাষায় মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন কর্তৃক ১৩০৪ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়। শায়খ মুহাম্মাদ 'আব্দুহু (মৃ.১৩২২/১৯০৩) কর্তৃক ব্যাখ্যাগ্রন্থ مقتبس السياسة وسياق الرسالة নামে কায়রোতে ১৩১৭/১৮৯৯ সনে প্রকাশ পায়।

পনের. دعاء الصبر (দু'আ আল-সবর) ঃ[174] ফার্সী ভাষায় ব্যাখ্যা সহ হাদী ইবন মাহদী (মৃ. ১২৮৯/১৮৭২) কর্তৃক তেহরানে ১২৬৭/১৮৫০ সনে প্রকাশিত হয়।

ষোল. الصحيفة الكاملة (আল-সাহীফাহ আল-কামিলাহ) ঃ দু'আ সম্বলিত কিতাব। অবশ্য উক্ত গ্রন্থটির সম্পৃক্ততা যাইনুল আবেদীনের (মৃ. ৯২/৭১০) সাথে করা হয়। উক্ত গ্রন্থটি প্যারিস (প্রথম) ৫/১১৭৪; পাটনায় ১ ঃ১৪৭১/৮, ১৫৫ সংরক্ষিত রয়েছে।[175] এছাড়া زبور أل محمد এবং انجيل اهل بيت গ্রন্থদ্বয়ের সম্পৃক্ততা 'আলী (রা.)-এর সাথে করা হয়। উক্ত গ্রন্থদ্বয় বার্লিন ৩৬৯/৭০ প্যারিস (প্রথম) ৫/১১৭৪; বৃটিশ মিউজিয়াম (দ্বিতীয়) ২৪৭; ভ্যাটিক্যান (তৃতীয়) ৪৫৭; আয়া সূফিয়া ১৯৪৬; তেহরান ৩৫-৪২ বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত রয়েছে।[176] কলিকাতা ১৪৮/৭৬৫ সনে, বোম্বাই-এ ১২৯৪/১৮৭৭ সনে সিন্ধী ভাষায় শীলালিপিতে রয়েছে। ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক গুজরাটি ভাষায় ১২৯৪/১৮৭৭ সনেও প্রকাশিত হয়।[177]

সতের. ديوان على (দীওয়ানে আলী) ঃ মন্ত্রী বুরহানুদ্দীনের অনুরোধে কবি শাওকী ৮৭৩/১৪৬৮ সালে এ দীওয়ানের ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। এটি আয়া সূফিয়ায় (৪৩৪৩) সংরক্ষিত রয়েছে। মুদ্রণযন্ত্রের ব্যাপক প্রসারে এ গুরুত্বপূর্ণ দীওয়ানটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। ১২৫১/১৮৩৫ সনে বোলাকে; কায়রোতে

---

170 প্রাগুক্ত।
171 প্রাগুক্ত।
172 প্রাগুক্ত।
173 কার্ল ব্রোক্যালম্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।
174 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪১।
175 কার্ল ব্রোক্যালম্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।
176 প্রাগুক্ত।
177 প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

১২৭৬; ১৩০১ ও ১৩১১ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩/১৩০১ হি. বোম্বাইতে; ১৩০৮/১৮৯০ সনে কানপুরে; ১২৮১/১৮৬৪ সনে কানপুরে; ৩১৭/৯২৯ সনে বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বিলায়াত হুসায়নের (মৃ.১৩৪০/১৯২২) ফারসী ব্যাখ্যাসহ ১৩০৭/১৮৮৯ সনে কলকাতায় ছাপা হয়। হাফিজ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ এর ফার্সী অনুবাদ সহ ১৩১১/১৮৯৩ সনে লক্ষ্ণৌতে ছাপা হয়। ১৩২৪/১৯০৬ সনে মুহাম্মাদ আব্দুল করীমের প্রান্তছত্র ফার্সী অনুবাদসহ লক্ষ্ণৌতে দ্বিতীয়বার ছাপা হয়। দীওয়ানের প্রান্তছত্র তুর্কী অনুবাদ মুস্তাকীম যাদাহ সা'দ উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়।[178] এছাড়া ১৩২৭/১৯০৯ সনে বৈরূতের বিখ্যাত আল-মাহলিয়া মুদ্রণালয় হতে "দীওয়ান-ই-'আমীর আল-মু'মিনীন আল-ইমাম 'আলী ইব্ন আবী তালিব" শিরোনামে ছাপা হয়। ১৩৬৭/১৯৪৭ সনে মুহসিন আমীন সম্পাদিত একই শিরোনামে দামিস্ক থেকে ছাপা হয়।[179] মূল সহ মুহাম্মাদ জাওয়াদ নাজাফী ১৩৮৪ হিজরীতে কৃত ফার্সী অনুবাদ খৃ. ১৯৯৫ সালে তেহরানের দীবা প্রেসে ইনতাশারাতে জেইহুন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়।[180] দীওয়ান-ই-'আলী কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ১৪০০ শ্লোক রয়েছে। গবেষকদের মতে তাঁর নামে অনেকগুলো প্রক্ষিপ্ত কবিতা রয়েছে।[181]

আঠার. نهج البلاغة (নাহজ আল-বালাগাহ) ঃ অনন্য বাগ্মিতার অধিকারী 'আলী (রা.) জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণের সংকলন গ্রন্থ নাহজ আল-বালাগাহ। এতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, জীবনবোধ, ধর্মীয় চিন্তা ও আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের তীব্র আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশভঙ্গি, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা ও ভাষার লালিত্যে এক অতুলনীয় সাহিত্যকর্ম। আরবী ভাষার এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে এ গ্রন্থ স্বীকৃত। আরবী গদ্য ধারায় পবিত্র কুর'আনের শাশ্বত সার্বজনীন বাণীর ভিত্তিতে বক্তব্য উপস্থাপন, কালোত্তীর্ণভাব ও অলংকরণ, অন্ত্যমিল বিশিষ্ট গদ্য-কুশলতা ও শিল্পশোভনতা নাহজ আল-বালাগাহ এর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। নাহ্জ আল-বালাগা এর সংকলক শরীফ আল-মুরতাযা অথবা তাঁর ভ্রাতা শরীফ আল-রিদা এর নির্বাচনে প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে সকল বিজ্ঞ মনীষীগণ একমত পোষণ করেন যে, উক্ত নাহ্জ আল-বালাগার খুৎবাগুলো 'আলী (রা.)-এর নয়, বরং এটি সংকলকের কারসাজী এবং 'আলী (রা.)-এর দিকে প্রক্ষিপ্ত।[182]

'আল্লামা যাহাবী স্বীয় "মীজান আল-ই'তিদাল" গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ[183]

من طالع كتاب نهج البلاغة جزم بانه مكذوب على امير المؤمنين على رضى الله عنه – فان فيه السب الصريح والحط على السيدين ابى بكر و عمر

"নাহ্জ আল-বালাগা গ্রন্থটির সম্পৃক্ততা আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.)-এর দিকে করা নিঃসন্দেহে একটি বানোয়াট বিষয়। কারণ এতে স্পষ্ট গালিগালাজ এবং সম্মানিত আবূ বকর (রা.) ও 'উমার (রা.) সাহাবাদ্বয়কে খাটো করা হয়েছে।"

এ ব্যাপারে বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিজ্ঞানী আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত বলেন ঃ[184]

---

178 কার্ল ব্রোক্যালম্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২; মুহাম্মাদ হাসান রহমতী ও আব্দুল মুকীত চৌধুরী, *দীওয়ান-ই-আলী* (রা.) (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ১৪২২/২০০১), ভূমিকা দ্র.।

179 ড. 'উমার ফাররূখ, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী* (বৈরূত: দার আল-'ইলম লি আল-মালা'ঈন ১৪০৫/১৯৮৪), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৩১২।

180 মুহাম্মাদ হাসান রহমতী, ভূমিকা দ্র.।

181 ড. 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

182 জুরজী যায়দান, *তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ* (বৈরূত:দার আল-ফিকার, ১৪১৬/১৯৯৬), খ. ১, পৃ. ২০৬ (পাদটীকা দ্র.)।

183 জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬ (পাদটীকা দ্র.)।

184 আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী* (বৈরূত : দার আল-সাকাফাহ, ১৪০৬/১৯৮৫), ২৯তম সংস্করণ, পৃ. ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ومن الناس من يميل إلى ان اكثر هذا الكتاب من صنع الشريف ، لما فيه من التعرض للصحابه بالاذى والهجر، ولان ما فيه من فلسفة الاخلاق ، وقواعد الاجتماع ودقة الوصف ، وتكلف الصنعة ، ليس فى امكان ذالك العصر ولا فى طبعه ، والظاهر ان الشريف جمع كل ما نسب إلى الامام وفيه الصحيح والمشوب.

"অনেকের ধারণা যে, উক্ত গ্রন্থের বিরাট অংশ আশ-শরীফ আল-রিদা এর নিজস্ব বক্তব্য। কেননা, এতে সাহাবাদের প্রতি কটাক্ষ ও অপমানজনক বক্তব্য রয়েছে। তাছাড়া এতে নৈতিক চরিত্র বিষয়ক গৃহস্থালী এবং কোন বিষয়ের বর্ণনা অতিসুক্ষভাবে করা হয়েছে যা সে যুগে ছিল না এবং সে যুগের মানুষের আচার-আচরণে অনুপস্থিত। এ সব দিক বিবেচনা করে বিশুদ্ধ বক্তব্যগুলো 'আলী (রা.)-এর, আর বেশীরভাগ তাঁর প্রতি প্রক্ষিপ্ত।"

উক্ত নাহজ আল-বালাগাহ এর বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৫০টি ব্যাখা প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম বায়হাকী, ইমাম ফাখরুদ্দীন আল-রাযীর শারাহও রয়েছে।[185] 'উমার ফাররূখ কর্তৃক একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ বৈরূত থেকে ১৩৭২/১৯৫৩ সনে ছাপা হয়। دراسة فى نهج البلاغة নামের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুহাম্মাদ আল-মাহদী শামছুদ্দীন কর্তৃক আল-নাজাফে ১৩৭৬/১৯৫৬ সালে ছাপা হয়।[186] আধুনিক যুগের আরবী সাহিত্যিক মুহাম্মাদ 'আব্দুহু (মুহাম্মাদ মহীউদ্দীন আব্দুল হামীদ) কর্তৃক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৩০৩/১৮৮৫ সনে মিশরে প্রকাশিত হয়।[187] 'আব্দুল হামীদ ইব্ন আবী আল-হাদীদ কর্তৃক বিশ খণ্ডে সর্ববৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৬৭০/১২৭১ তেহরানে প্রকাশিত হয়।[188] বাংলাভাষায় জেহাদুল ইসলাম কর্তৃক নাহজুল বালাগাহ এর একটি ব্যাখ্যা ঢাকায় ১৪২১/২০০০ সনে প্রকাশিত হয়। উক্ত বাংলা নাহজ আল-বালাগাতে ৩টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'আলী (রা.)-এর ২৩৯টি ভাষণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭৯টি পত্রাবলীও নির্দেশাবলী এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ৪৮৯টি উক্তি ও প্রবাদ রয়েছে।[189] 'আলী (রা.)-এর নামে আরও বিভিন্ন পুস্তক ও পুস্তিকার বিবরণ রয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে।[190]

---

185 মাওলানা সাইয়িদ আবূ আল-হাসান আলী নদভী, *আল-মুরতাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

186 ড.'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত. পৃ.৩১৩।

187 জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৭; 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

188 জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৭।

189 জেহাদুল ইসলাম, *নাহজ আল-বালাগাহ* (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ১৪২১/২০০০), ভূমিকা দ্র.।

190 তু. কার্ল ব্রোক্যালম্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পরিচিতি

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ : হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর জীবনী
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : গঠনশৈলী ও স্বভাব চরিত্র
- ✓ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) ইন্তিকালের পর হাস্‌সান (রা.)-এর বিরহ বেদনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর জীবনী

সামাজিক প্রেক্ষাপট

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) একটি সুপ্রসিদ্ধ নাম। তিনি মুখাদরাম কবি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসায়, দ্বীন প্রচার ও প্রসারের জন্য কবিতা রচনা করতেন। কবিতা রচনার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্পন্দন সৃষ্টি করতেন। তদানিন্তন সমাজের চিত্র কবিতার মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম ছিলেন। ইসলামের উন্নতি-অগ্রগতি ও বাতিলের পক্ষ থেকে কটাক্ষ করে যে নিন্দনীয় কবিতা বিচ্ছুরিত হত তার জবাব দেয়ার জন্য যেরূপ স্পৃহা ও উদ্যম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় যেমন দেখা যায় অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পরও অব্যাহত ছিল।[191]

হাস্‌সানের পিতা ছাবিত আল-খাযরাজের[192] একজন সম্মানিত নেতা ও সম্ভ্রান্তদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর দাদা আল মুনযিরও সমাজপতি, উদার ও শান্তি প্রিয় ছিলেন। তিনি প্রাক ইসলামী যুগে সংঘটিত "সুমায়হা" যুদ্ধে মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের হাকিম হয়ে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করেন। কেউ কেউ উক্ত "সুমায়হা" যুদ্ধের বিচারক হাস্‌সানের পিতা ছাবিতের কথা উল্লেখ করেন। হাস্‌সানের নিম্নোক্ত শ্লোককে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়:[193]

و ابی فی سمیحة القائل الفا + صل یوم النقت علیه الخصوم

"আমার পিতা (পিতামহ আল-মুনযির) আউস ও খাযরাজের বাকবিতণ্ডা দিবসের ফায়সালাদানকারী হিসেবে খ্যাত ছিলেন।" তবে উক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হাস্‌সানের জন্মের দীর্ঘকাল পূর্বে উক্ত "সুমায়হা" যুদ্ধের শালিশ বসে। হাস্‌সান (রা.) নিজেই অন্যস্থানে "সুমায়হা" যুদ্ধে বিচারকের ভূমিকার উল্লেখ করে বলেন:[194]

وجدی خطیب الناس یوم سمیحة + و عمی ابن هند مطعم الطیر خالد

"সুমায়হা দিবসে আমার দাদা মানুষের বক্তা (বিচারক) ছিলেন। আর আমার চাচা হিন্দ তনয় খালিদ (মানুষও) পাখির খাবার যোগান দিতেন।"

তাহলে প্রথমোক্ত শ্লোকে (ابی) অর্থ দাদা অথবা পূর্ব পুরুষ। এ অর্থ গ্রহণ করলে শ্লোকের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

পারিবারিক পরিচয়

নাম– হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত আল আনসারী আল খাযরাজী (রা.)। ডাক নাম আবুল ওয়ালীদ, এ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।[195] এ ছাড়াও আবুল মুদাররাব, আবূ 'আব্দির রহমান[196] এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি উত্তর দানের জন্য আবুল হুস্‌সাম (ধারালো তরবারির পিতা) নামেও পরিচিত ছিলেন।[197]

---

191 মাওলানা সাঈদ আনসারী, সিয়ার আল-সাহাবাহ, *সিয়ারে আনসার* (লাহোর : এদারায়ে ইসলামিয়্যাত, তা.বি), খ. ১-২, পৃ. ২৮১; তু. 'আব্দুর রহমান আল-বারক্‌কী, শায়হ দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত আল-আনছারী (বৈরূত : দার আল-কুত্তাব আল-'আরাবী, ১৪১০/১৯৯০), পৃ. ১৬৮-১৭০ (টীকা দ্র.)।

192 রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমণের ৪০০ বৎসর পূর্বে ইয়ামানের সাদ্দ মা'আরিব বিনষ্টের কিছুদিন পূর্বে আল-ইযদ গোত্র বিভিন্ন স্থানে বিভক্ত হয়। আমূ ছা'লাবাহ ইব্‌ন 'আমর মুযায়কা ইয়াছরিবে আসে। এর শাখা গোত্র হচ্ছে খাযরাজ ও আউস। দ্র. ড. ইহসান আল-নাস, হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত:হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু (দামিশক:দার আল-ফিকার, ১৪০৫/১৯৮৪), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৭।

193 ড. ইহসান আল-নাস, *হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত:হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩২।

194 'আব্দুর রহমান আল্‌-বারক্‌কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

195 আল-ওয়ালীদ নামে তাঁর কোন পুত্রের নাম ছিল, যার কারণে তাঁকে আবুল ওয়ালীদ নামে ডাকা হত। কেননা তাঁর এক প্রেয়সীর নাম উম্মু ওয়ালীদ। যার নাম লামসি। দ্র. ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

196 ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইসাবাহ্ ফী তামঈয আল-সাহাবাহ্* (লেবানন:দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ ১৪১৫/১৯৯৫), ১ম সংস্করণ, খ. ২, পৃ. ৫৫।

197 ইব্‌ন আল-আছীর, *উসদ আল-গাবাহ্ ফী মা'রিফাহ আল-সাহাবাহ* (বৈরূত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী তা.বি), খ.২, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর উপাধী ছিল শা'ইরু রাসূলিল্লাহ বা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি।[198] পিতার নাম ছাবিত ইব্ন আল মুনযির। মাতার নাম বিভিন্ন সীরাত ও আরবী সাহিত্যের গ্রন্থে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ফুরায়'আ বিনত খালিদ ইব্ন খানাস,[199] ফুরায়'আ বিনত খালিদ ইব্ন হুবায়শ,[200] ফুরায়'আ বিনত খালিদ ইব্ন কুবায়শ[201] এবং ফুরায়'আ বিনত খুনায়স।[202] একটি সূত্রমতে জানা যায় যে, হাস্সানের মাতা ফুরায়'আ ছাবিতের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আরো চারজন স্বামীর ঘর করেছেন।[203] যে সমস্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করেন তন্মধ্যে ফুরায়'আ অন্যতম।[204] হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) তাঁর মাতার নামটি নিম্নোক্ত শ্লোকে উল্লেখ করেছেন। যেমন:[205]

امسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا + وابن الفريعة امسى بيضة البلد

"বড় বড় চাদর পরিহিত ব্যক্তিবর্গ অধিক সম্মানিত হয়েছেন। আর ফুরায়'আ তনয় শহরের সাক্ষাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন।"

বংশলতিকা

হাস্সান ইব্ন ছাবিত ইব্ন আল-মুনযির ইব্ন 'আমর ইব্ন যায়দ ইব্ন মানাত ইব্ন 'আদিয়্যি ইব্ন 'আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আল-নাজ্জার "তায়মুল্লাত"। জাহিলী যুগে আল-নাজ্জারকে "তায়মুল্লাত" বলা হত। আনসারদের পূর্বপুরুষের এ নামটি রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিবর্তন করে "তায়মুল্লাহ" রাখেন। এ পরিবর্তিত নামটি হাস্সান ইব্ন ছাবিত নিম্নোক্ত শ্লোকে উল্লেখ করেছেন:[206]

وامُ ضرار تنشد الناس والها + اما لان تيم الله ماذا اضلت

"আর দিরাবের মাতা সে তো মানুষের উপকার এবং প্রভুর প্রত্যাশী। জেনে রেখ! তায়মুল্লাহ তনয় কারো ক্ষতি করেছে কি?"

উক্ত বংশ লতিকায় আল-নাজ্জারের সাথে হাশিম ইব্ন 'আবদ মানাফের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাদা 'আব্দুল মুত্তালিবের মাতা সালমা বিনত 'আমর, যিনি 'আদি ইব্ন আল-নাজ্জারের বংশের ছিলেন।[207] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশের সাথে এহেন সম্পর্কের উল্লেখ করে হাস্সান (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করেন:[208]

قومى بنو النجار اذا اقبلت + شهباء ترمى اهلها بالقتام

لا نخذل الجار ولا نسلم المو + لى ولا نخصم يوم الخصام

منا الذى يحمدمعروفة + ويفرج اللز بة يوم الزحام

"আমার গোত্র বানূ আল-নাজ্জার। এ বংশের লোকজন শত্রুপক্ষকে অন্ধকারে ধূলিবর্ণ করতে সক্ষম। আমরা প্রতিবেশীকে নিরাশ করি না, সাহায্যকারীকে দংশন করি না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে বিজয়ী হতে দেই না। রণক্ষেত্রে শত্রুদলকে শক্তভাবে বিদীর্ণ (পরাজিত) করে প্রশংসা অর্জন তো আমাদের জন্য খ্যাতির বিষয়।"

---

198 ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *তাহযীব আল-তাহযীব* (বৈরূত : দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, ১৪১৩/১৯৯৩), ২য় সংস্করণ,
খ. ১, পৃ. ৪৭১।

199 ইব্ন আল-আছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

200 ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *তাহযীব আল-তাহযীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১।

201 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

202 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

203 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

204 প্রাগুক্ত।

205 'আব্দুর রহমান আল্-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯।

206 আবূ আল-ফরাজ আল-ইসফাহানী, *আল-আগানী* (বৈরূত:দার আল-ছাকাফাহ, তা বি), খ. ৪, পৃ. ১৩৯।

207 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫। ড.মুহাম্মাদ 'আব্দুল মুনঈ'ম খাফাজী,আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যাহ ফী 'আসর সাদর আল-ইসলাম (বৈরূত:দার আল-কুতুব আল-লুবনানী, ১৪০৪/১৯৮৩), ২য় সংস্করণ, পৃ. ২০৫।

208 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি খাযরাজ গোত্রের আনসারীদের অন্যতম ছিলেন। তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হত। তাদের পূর্বপুরুষদের মূল্যায়নের দৃষ্টান্ত হাস্‌সান (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়:[209]

و يثرب تعلم انا بها + اذا التبس الامر ميزانها

و يثرب تعلم انا بها + اذا قحط القطر نوانها

ويثرب تعلم انا بها + اذا خافت الاوس جيرانها

"ইয়াছরিবের জনগণ জানে যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হলে ন্যায়পাল স্থাপন করি।ইয়াছরিবের জনসাধারণ অবগত আছে যে, খরা ও বৃষ্টিহীন হলে আমরা ঝঞ্জা, ঘূর্নিবাত্যা বয়ে দিই। ইয়াছরিবের জনগণ এও জানে যে, আউস গোত্র ভীত সন্ত্রস্ত হলে তাদের পার্শ্বে আমরা দাঁড়াই।"

জন্ম

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আল-মুনযির (রা.) ৫৬৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াছরিবে[210] জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে ৮ বছরের বড় ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম ৫৭১ খৃষ্টাব্দে হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমি সা'ঈদ ইব্‌ন 'আব্দির রহমান ইব্‌ন হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদীনায় আগমনের সময় হাস্‌সানের বয়স কত ছিল? তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন আগমন করেন তখন তাঁর বয়স ছিল তিপ্পান্ন আর হাস্‌সানের বয়স ছিল ষাট।[211]

শৈশব কাল

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) শৈশবকালে পিতৃগৃহ ইয়াছরিবে লালিত পালিত হন। তাদের আবাসটি বর্তমানে মসজিদে নববীর "বাবে রহমতের" বিপরীতে "ফারি" দূর্গে ছিল। তাদের আবাসের পরিচয় নিম্নোক্ত পংক্তিটিতে লক্ষ্য করা যায়:[212]

ارقت لتوماض البروق اللوامع + ونحن نشاوى بين سلع وفارع

"আমি চকচকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উপরে উঠেছি। আর আমরা সালা' পর্বত এবং ফারি' দূর্গের মাঝে নেশাগ্রস্ত হয়ে যাই।"

আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে প্রায়ই অস্ত্রযুদ্ধ লেগে থাকত। হাস্‌সানের রাত দিন কেমন কাটত এসব নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি সর্বদা কাজে বিভোর থাকতেন। যুগ যুগ ধরে আউস ও খাযরাজ গোত্রের কবিদের মাঝে কাব্য যুদ্ধ লেগেই থাকত।

উদাহরণ স্বরূপ: يوم الدرك– يوم الربيع – يوم البقيع – يوم بعاث – يوم سميحة বিভিন্ন নামে যুদ্ধ পরিচালিত হত।[213] সে সময় আউস গোত্রের কবি কায়স ইব্‌ন হুতায়ম এবং খাযরাজ গোত্রের কবি হাস্‌সান স্বীয় গোত্রের দাম্ভিকতা ও বীরত্ব প্রকাশের জন্য শক্তিশালী কবিতা রচনা করতেন এবং স্বীয় গোত্রের লোকজনকে হাস্‌সান প্রতিশোধমূলক তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করতেন।[214]

---

[209] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯।

[210] ইয়াছরিব মদীনার প্রাচীণ নাম। ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করা যায় এ নামটি (Yathripa- يثرب) তালীমুস গোত্রের সর্দার রাখেন। ঐতিহাসিকদের নিকট এ নামের আরও কারণ রয়েছে। দ্র. মু'জামুল বুলদান, খ. ৪, পৃ. ১০০৯। গবেষকদের মতে "মদীনা" নামটি প্রোটো সেমিটিক এর একটি উপভাষা আরামাইক বা আরামী-এর থেকে (গবকরহধ مدينة) হয়েছে। এর অর্থ রক্ষা করা। ইয়াহুদীরা আরামী সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে মদীনা নাম রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইয়াছরিবে পৌঁছে মদীনাতুর রাসূল রাখেন। ইয়াছরিব নামে ডাকতে নিষেধ করেন। এর অর্থ হচ্ছে বিশৃংখলা। আর মদীনার সাথে যুক্ত করেছেন طيبة (পবিত্র)। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, من قال للمدينة يثرب فاليستغفر الله ثلاثا انما هي طيبة দ্র. মু'জাম আল-বুলদান, খ. ৪, পৃ. ১০০৯। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের পর এ নামটি প্রসিদ্ধ হয়। আল-সামহূদী মদীনায় আরো ৯০টি নাম তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন, العذراء المسكينة طيبة طابه প্রভৃতি। দ্র. আল-সামহূদী, ওফা আল-ওফা, খ. ১, পৃ. ১০৯; ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪ (পাদটীকা সহ)।

[211] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯।

[212] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

[213] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

[214] ড.মুহাম্মদ 'আব্দুল মুনঈ'ম খাফাজী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

ভাই-বোন

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত এর দু'ভাই ছিল। প্রথম, আউস ইব্‌ন ছাবিত। তাঁর মাতার নাম সুখতা বিনত হারিছা। তিনি হাস্‌সান (রা.)-এর বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। আনসারদের সাথে "শেষ আকাবায়" বায়'আতে শরীক ছিলেন। তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত উহুদ যুদ্ধে শাহাদাৎবরণ করেন।[215] যার স্মৃতিচারণ হাস্‌সান (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে ফুটে উঠে:[216]

ومنا قتيل الشعب اوس بن ثابت + شهيدا اسنى الذكرمنى المشاهد

"আমাদের গোত্রের নিহত ব্যক্তি আউস ইবন ছাবিত সে তো শহীদ। রণক্ষেত্রে আমাদের বংশোদ্ভূত ব্যক্তির শাহাদাতবরণ অবিস্মরণীয় বিষয়।"

অবশ্য অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, উছমান (রা.)-এর শাসনামলে আউস ইব্‌ন ছাবিত (রা.) ইন্তিকাল করেন।[217]

দ্বিতীয় ভাই আবূ শায়খ উবাই ইব্‌ন ছাবিত (রা.)। মাতার নাম সুখতা বিনত হারিছা। অন্য একটি বর্ণনা মতে মাতার নাম 'আমরা বিনত মাস'উদ। বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের কবলে শাহাদাৎ বরণ করেন।[218]

বোনের সংখ্যা

কাশ্‌বা ও হুব্‌না নামে দু'বোন ছিল। তারা উভয়ে বৈমাত্রেয়। তাদের মাতা সুখতা বিনত হারিছা (রা.)। উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আল আগানীর বর্ণনা মতে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর বোনের নাম হচ্ছে যথাক্রমে "খাওলা" ও "ফারি'আ"।[219]

স্ত্রী ও প্রেয়সীদের বিবরণ

হাস্‌সান (রা.) প্রাক ইসলামী যুগে 'আমারাহ বিনত আল-হামিত ইব্‌ন খালিদকে বিবাহ করেন। তাঁরা পরস্পর উভয়কে ভালবাসতেন। একদা তাঁর স্ত্রী 'আমারা হাস্‌সানের বংশকে কটাক্ষ করে কিছু কথা বলেন। এতে রাগান্বিত হয়ে তাকে তালাক দেন। অবশ্য এ ঘটনার জন্য তিনি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন।[220] এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন:[221]

اجمعت عمرةُ صُرماً فابتكر + أنما يدهن للقلب الحصر

لا يكن حبك حبا ظاهرا + ليس هذا منك يا عمر[222] بسر

"আমরাহ-এর বিচ্ছেদকে দ্রুত ওজর পেশ করে একীভূত হও; নিশ্চয় আবদ্ধ হৃদয়ের জন্য প্রলেপ রয়েছে। হে আমরা! বাহ্যিকভাবে তোমার ভালবাসা দেখানো হয়নি, তাই বলে তোমার মহব্বত গোপন কিছু নয়।"

আল আগানীর বর্ণনায় রয়েছে যে আসলাম গোত্রের শা'ছা নাম্নী এক মহিলা কে হাস্‌সান (রা.) বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে উম্মু ফিরাস নাম্নী এক মেয়ের জন্ম হয়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে শা'ছা নামক এক ইয়াহুদী যিনি মাসিকাহ বা মাসিলাহ গোত্রের অন্তর্গত। তাঁর সাথে হাস্‌সানের গভীর ভালবাসা ছিল। যার উল্লেখ অনেক কবিতায় বিদ্যমান।[223] গভীর আসক্তির ইংগিত নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়:[224]

لشعثاء التى قد تيمته + فليس لقلبه منها شفاء

"শা'ছা ইব্‌ন মাশকূম কর্তৃক তাঁকে (হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত) প্রেমাচ্ছন্ন করেছে যার ফলে তাঁর হৃদয়ে প্রেয়সীর পক্ষ থেকে কোন প্রতিষেধক নেই।"

---

215 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০ (টীকা দ্র.)।

216 প্রাগুক্ত।

217 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭, তু. ইব্‌ন সা'দ, আল-তাবাক্বাত, খ. ৩, পৃ. ৬৩।

218 প্রাগুক্ত।

219 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩২।

220 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

221 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।

222 عمرة এর সংক্ষিপ্তরূপ হচ্ছে عمر।

223 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯।

224 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী যুগে সীরীন[225] বিনত শাম'উন নাম্নী দাসীকে বিবাহ করেন। সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীয়া স্বরূপ তাঁকে দান করেন। তারই গর্ভে 'আব্দুর রহমান ইব্ন হাস্সান জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিও কবি ছিলেন। হাস্সান (রা.)-এর কবিতায় তাঁর প্রেয়সীদের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যেমন: উম্মুল ওয়ালীদ, উম্মু 'আমর, রোকাশ, যায়নাব, আল-নাদীরাহ, সু'দা ও লামীস।[226]

সন্তান-সন্ততি

হাস্সান (রা.) একশত বিশ বছর বেঁচে ছিলেন। অধিক স্ত্রী ও প্রেমাস্পদের সাথে তাঁর বিচরণ ছিল। সে হিসেবে অধিক সন্তানের পিতা হওয়ার কথা। কিন্তু ইতিহাসের বর্ণনায় তা পাওয়া যায় না। তাঁর একটি মাত্র ছেলের বর্ণনা পাওয়া যায় 'আব্দুর রহমান। আর উম্মু ফিরাস, লায়লা ও ফুরায়'আহ নাম্নী কয়েকজন মেয়ের উল্লেখ রয়েছে।[227]

আরব সমাজে হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর মূল্যায়ন

কাব্য প্রতিভা সর্বকালে সকল জাতি গোষ্ঠীর নিকট সমাদৃত। প্রাক-ইসলামী যুগে এর কদর সবচেয়ে বেশী ছিল। তৎকালীন আরবে কিছুগোত্র ছিল কবির খনি বা কবির উৎস বলে খ্যাত। উদাহরণ স্বরূপ: কায়স, রাবী'আ, তামীম, মুদার, ইয়ামন প্রমুখ গোত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। এ সকল গোত্রে অসংখ্য 'আরবী কবির জন্ম হয়। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ইয়ামন গোত্রের অন্তর্গত।[228] হাসসান (রা.)-এর গোত্রে কবিত্ব বংশানুক্রমে চলে আসছিল। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক আল-যুবায়রাদ বলেন:[229]

واعرق قوم كانوا فى الشعر أل حسان فانهم يعتدون ستة فى نسق كلهم شاعر وهم سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام

হাস্সানের বংশে ক্রমাগতভাবে ছয়জন কবি ছিলেন। পৌত্র সা'ঈদ, পুত্র 'আব্দুর রহমান, হাস্সান, পিতা ছাবিত, পিতামহ আল-মুনযির ও হারাম। হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) একদা একটি শ্লোক রচনা করেন। সে অন্তঃমিলের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বীয় পুত্র 'আব্দুর রহমান ও পৌত্র সা'ঈদ কবিতা রচনা করেন। উদাহরণ স্বরূপ:[230] হাস্সান (রা.)-এর কবিতা:

وان امرأ يمسى ويصبح سالما + من الناس الا ما جنى لسعيد

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মানুষের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে, শুধু নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে সে সৌভাগ্যবান।"

'আব্দুর রহমান ইব্ন হাস্সান (রা.)-এর কবিতা ঃ

وان امرأ نال الغنى ثم لم ينل + صديقا ولا ذا حاجة لزهيد

"যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত হয়েছে, কোন প্রিয়জনের সংশ্রব গ্রহণ করেনি, নিজের প্রয়োজন কোথাও পেশ করেনি সে-ই প্রকৃত সংযমী।"

সা'ঈদ ইব্ন 'আব্দির রহমান ইব্ন হাস্সান (রা.)-এর কবিতা:

وان امرأ لا حى الرجال على الغنى + ولم يسأل الله الغنى لحسود

"আর যে ধন-সম্পদের চেয়ে মানুষের চাকচিক্যকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রাচুর্য কামনা করে না, সে-ই হিংসাপরায়ণ।"

---

225 سيرين এর বানানভেদে شيرين -এর উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। দ্র. ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জাম আল বুলদান, খ. ১, পৃ. ৭৮৪; আবূ আল ফরায়াজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী (বৈরূত: দার আল-ছাকাফাহ, তা.বি), খ.৪, পৃ. ১৬৫ (প্রান্তটীকা সহ)।

226 মুহাম্মাদ ইব্রাহীম জুম'আহ, *হাসসান ইবন ছাবিত* (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তা.বি), পৃ. ৩৪।

227 ড.ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০।

228 মুহাম্মাদ 'আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪২১/২০০০), খ. ৪, পৃ. ১৩১।

229 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

230 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সব চরণগুলো প্রজ্ঞা ও মেধার পরিচায়ক। এভাবে হাস্‌সান (রা.)-এর মেয়ে লায়লা কবিতা রচনায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।

একদা হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) কবিতা রচনা করতে গিয়ে বলেন:[231]

وقا فية عجبت بليل رزينة + تلقيت من جو السماء نزولها

নিস্তব্ধ চিন্তারত অবস্থা দেখে হাস্‌সানের কন্যা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি মনে হচ্ছে পরবর্তী ছন্দ মিলাতে পারছেন না? হাস্‌সান (রা.) উত্তর দিলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। মেয়ে বললেন: তাহলে আমি কি কিছু মিলিয়ে দেব? তিনি বললেন তুমি কি পারবে? উত্তর দিলেন হ্যাঁ, পারব। এ কথা বলে মেয়ে উপরোক্ত শ্লোকের সাথে মিল রেখে বললেন:[232]

يراها الذى لا ينطق الشعرعنده + ويعجز عن امثالها ان يقولها

"তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন যে, এ বিষয়ে তার কোন কবিতাই বেরুচ্ছে না; আর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষমতা প্রকাশ করছে।"

তখন বাবা হাস্‌সান (রা.) আবার বললেন:[233]

متا ريك اذ نا ب الحقوق اذا التوت + اخذنا الفروع واجتنينا اصولها

"আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ছেড়ে দেয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মূল শাখাগুলো সংগ্রহ করেছি।"

মেয়ে বললেন:

مقا ويل بالمعروف خرس عن الخنا + كرام معاط للعشيرة سواها

"উত্তম কথাগুলো অশ্লীলতামুক্ত, (তাদের স্বভাব) উদার, আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে কোন কিছু চাওয়া হলে দানশীল হয়ে এগিয়ে আসে।"

তখন হাস্‌সান বলে উঠলেন- তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে আমি আর কবিতা রচনা করব না। মেয়ে বললেন, তা কি হয়? বরং আপনার জীবদ্দশায় আমি কোন কবিতা রচনা করব না।[234]

হাস্‌সান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাস্‌সান (রা.) ষাট বছর বয়সে ইসলামের ছায়াতলে আসেন। তিনি যেন এক নবজীবন লাভ করেন। আবার যৌবনে ফিরে আসেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁকে স্বীয় ছায়াতলে আপন করে তুলে নেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হিসেবে হাস্‌সান (রা.)

ইসলাম গ্রহণ করে হাস্‌সান (রা.) শুধু স্বীয় খাযরাজের কবি হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকলেন না বরং তিনি ইসলামের কবি, আরব রাষ্ট্রের কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনাবাসীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের আহকাম পালনে অত্মপ্রত্যয় দেখলেন, তখন মদীনাকে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু বানানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন এবং হাস্‌সান (রা.)-কে শা'ইরু রাসূলিল্লাহ বা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হিসেবে মর্যাদা দান করলেন।

উল্লেখ্য যে, কুরায়শদের চারজন কবি ছিল। যথা: 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যিব'আরী, আবূ সুফয়ান ইব্‌ন হারিছ, দিরার ইবন আল-খাত্তাব, 'আমর ইবন আল-'আস। এসব কবিরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে কবিতার মাধ্যমে কুৎসা রটনা করছিল তখন মুসলমানদের কতক লোক তাদের প্রতি উত্তরে 'আলী (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন। এ দায়িত্ব নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সুপারিশের জন্য যাওয়া হলে তিনি বললেন 'আলী (রা) এ কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) 'আনসারদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন:[235]

---

231 প্রাগুক্ত।

232 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮।

233 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

234 ইবন কুতায়বা, *আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা'* (বৈরুত : দার ইহয়া আল-'উলূম, ১৪১৪/১৯৯৪), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ১৯৪।

235 প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم ان ينصروه بالسنتهم ؟

"তাদেরকে রসনা দিয়ে যুদ্ধ করতে কিসে বারণ করছে, যারা তরবারী দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাহায্য করেছিল?" উপস্থিত আনসার কবিগণ একজন আরেকজনের দিকে তাকান। ইত্যাবসরে হাস্‌সান (রা.) হুংকার দিয়ে গর্জে উঠলেন (أنا لها) হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমি তাদের জওয়াব দানে প্রস্তুত। হাস্‌সান হাস্যোজ্জ্বল বদনে তার রসনা ধরে বললেন: বছরা ও সান'আয় থাকাকালীন সময়ে এত আনন্দিত আর কোন দিন হইনি। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করলেন:[236]

كيف تهجوهم وانا منهم ؟ فقال اسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين

"তুমি কিভাবে তাদের ব্যঙ্গ করবে? আমি তো তাদেরই বংশের একজন। হাস্‌সান (রা.) বললেন: মথিত আটা থেকে চুল যেরূপ বের করে আনা হয়, আমিও সেভাবে আপনাকে বের করে আনব।" রাসূলুল্লাহ (সা.) আবূ বকরের দিকে ইংগিত দিয়ে বললেন: তুমি তার কাছ থেকে সহযোগিতা নিবে। তিনি মক্কার কুরায়শদের বংশলতিকা ও মানুষের স্বভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। রাসূলুল্লাহ (সা.) হাস্‌সান কে আরও সাহস যুগিয়ে বললেন: তাদের উত্তর দাও, জিবরীল (আ.) তোমার সাথে আছেন।[237]

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন:[238]

اعان جبرئيل حسان بن ثابت عند مدحه النبى صلى الله عليه وسلم بسبعين بيتا

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসায় জিবরীল (আ.) হাস্‌সানকে সত্তরটি শ্লোক রচনায় সহযোগিতা করেছেন।"

তবে উক্ত বর্ণনাটি ইব্‌ন বুরায়দা পর্যন্ত "মওকূফ" রয়েছে।[239] আরবী সাহিত্যের গবেষকগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হিসেবে হাস্‌সান (রা.)-কে আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[240]

মুহাজিরদের মধ্যে এমন বড় মাপের কোন কবি ছিলেন না যারা মুশরিকদের ধারালো রসনার যথাযথ উত্তর দানে সক্ষম হবেন। এ জন্য হাস্‌সান (রা.)-কে شاعر الرسول বলা হয়। স্বগোত্রীয় ব্যঙ্গাত্মক কবিতার প্রতিউত্তর অন্য গোত্রের কবি দিলে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, সেরূপ প্রতিক্রিয়া নিজের গোত্রের দ্বারা হয় না। এ জন্য মদীনার খাযরাজ গোত্রের কবি হাস্‌সান (রা.)-কে شاعر الرسول খিতাবে ভূষিত করা হয়।

আহযাব যুদ্ধে কুরায়শ কাফিররা যখন মুসলমানদের মান মর্যাদায় আঘাত হানে তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন:[241]

من يحمى اعرض المسلمين ؟ فقال كعب : انا يا رسول الله ، وقال عبد الله بن رواحة انا يا رسول الله ، وقال حسان بن ثابت : انا يا رسول الله ، فقال نعم اهجهم انت فانه سيعينك عليهم روح القدس ،

"কে মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে? কা'ব ইব্‌ন মালিক বললেন, আমি। 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বললেন, আমি। হাসসান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমি। তিনি বললেন হ্যাঁ, তুমি তাদের নিন্দা কর। তাদের বিরুদ্ধে রুহুল কুদ্দুস জিবরীল তোমাকে সাহায্য করবেন।"

---

236 প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

237 আবূ আল-ফরাজ আল-ইসফাহানী, *আল-আগানী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৭; ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল- জুমাহী, *তাবাকাত ফুহুল আল-শ'আরা* (কায়রো : আল-মু'আসসাসাহ আল-সাউদিয়্যাহ বিমিসর, ১৪০০/১৯৮০), খ. ১, পৃ. ২১৭।

238 হাফিজ জামালুদ্দীন আবূ আল-হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মাযিয়ী, *তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আল-রিজাল* (বৈরূত : মু'আস্‌সাসাহ আল-রিসালাহ, ১৪১৫/১৯৯৪), ৫ম সংস্করণ, খ.৬, পৃ. ৯৯।

239 সনদের পরম্পরাসূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছলে সে হাদীসকে হাদীসে মাওকূফ বলে। ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

240 আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী* (বৈরূত : দার আল-ছাকাফা, ১৪০৬/১৯৮৫), ২৯ সংস্করণ, পৃ. ১৬৬।

241 আবূ আল-ফরাজ আল-ইসফাহানী, খ. ৪, পৃ. ১৪৫; ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম কবিতা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম কোন কবিতা রচনা করেন, এ সর্ম্পকে গবেষকগণ বলেন যে, দিরার ইব্‌ন আল-খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস[242] যখন নিম্নোক্ত ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করেন:[243]

تداركت سعدا عنوةً فاخذته + وكان شفاء لو تداركت منذراً

لو نلته طلت هناك جراحه + وكانت حريا ان يهان ويهدرا

"বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সা'দ ইবন 'উবাদাকে বারংবার অমার করায়ত্তে এনেছি, যদি মুনযির ইবন 'আমরকে ক্ষতিপূরণের জন্য বশ্যতায় নিতে পারতাম তাহলে সা'দ ইবন 'উবাদা নিস্কৃতি পেত। তাকে যেখানেই পেতাম সেখানেই আঘাত করতঃ দূর্বল ও অক্ষম করে মুক্তি দিতাম।"

তখন হাস্‌সান (রা.) প্রত্যুত্তরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যে কবিতাটি রচনা করেন তার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ:[244]

لست الى سعد ولا المرء منذر + اذا ما مطايا القوم اصبحن ضُمرا

فلو لا ابو وهب لمرت قصائد + على شرف البرقاء يهوين حسرا

اتفخر بالكتان لما لبسته + وقد تلبس الا نباط ربطا مقصرا

"আমি সা'দ কিংবা মুনযির নই, (আমার গোত্রে) লোকজন (তোমাকে) ঘিরে নিত তখন শীর্ণকায় ও দূর্বল করে ছাড়ত। লিনেন বস্ত্র নিয়ে গর্ব করছ অথচ 'আরবীয়[245] ব্যক্তিবর্গের ছোট সাদা কম্বল পরিধানের অভ্যাস রয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুশরিকদের জবাব দেয়ার নিমিত্তে হাস্‌সান (রা.)-এর জন্য মসজিদে নবভীতে মিম্বার স্থাপন করেন। সে মিম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি কবিতার মাধ্যমে কুৎসামূলক কবিতার উপস্থিত জবাব দিতেন এবং ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতেন।[246] তবে মিম্বার স্থাপনের সংবাদটি প্রাচ্যের সাহিত্যিক নলডিক ও কার্ল ব্রোক্যালম্যান-এর মতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।[247]

আর ব্যঙ্গ কবিতার উত্তর ব্যাঙ্গাত্মক শ্লোক দ্বারা দেয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। এ বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:[248]

اهجوا قريشا فانه اشد عليهم من رشق النبل.

"কুরায়শদের নিন্দা ও বিদ্রুপ কর। কেননা, হাসসানের কবিতা তাদের মধ্যে তীরের আঘাতের চেয়েও তীব্র আঘাত করে।"

একটি বর্ণনায় রয়েছে, আউস গোত্রের কবি কায়স ইব্‌ন আল খুতায়ম-এর সাথে বাক্‌যুদ্ধে বেশিরভাগ সময় খাযরাজ গোত্রের কবি হাস্‌সান (রা.) বিজয়ের মাল্য কুড়াতে সক্ষম হতেন।[249]

এছাড়াও প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসার গোত্রের অপর দু'জন কবি 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা ও কা'ব ইব্‌ন মালিক এর মধ্যে "হিযা" কবিতার প্রতিযোগিতায় হাস্‌সান (রা.)-কেই অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:[250]

---

242 দিরার কুরায়শ কবি ও যোদ্ধা হিসেবে বেশ পরিচিত। তার চেয়ে বড় মাপের কবি কুরায়শ গোত্রে আর ছিল না। তারপরের স্থান হচ্ছে ইবন আল-যিব'আরী। মক্কা বিজয়ের বৎসরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

243 ইবন হিশাম, *আল-সীরাহ্ আল-নবভিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০; 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

244 ইবন হিশাম, *আল-সীরাহ্ আল-নবভিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১; 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; উক্ত গ্রন্থে প্রথম চরণের প্রথম পংক্তিতে কিছুটা রদবদল রয়েছে। যেমন: لست الى سعد এর স্থলে لست الى عمرو রয়েছে।

245 নবতী মূল সামী ভাষার অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। এটি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের ভাষা। দ্র. আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪১৫/১৯৯৫), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৪৭; মুস্তফা সাদিক আল-রাফি'ঈ, *তারীখ আদাব আল-'আরাব* (বৈরূত : দার আল-কুত্তাব আল-'আরাবী,১৩৯৪/১৯৭৪), খ. ১, পৃ. ৮৪।

246 ইবন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবাহ্* (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫/১৯৯৫), খ. ২, পৃ. ৫৬; প্রাগুক্ত।

247 কার্ল ব্রোকালম্যান, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

248 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

249 প্রাগুক্ত।

250 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

امرت عبد الله بن رواحة فقال واحسن ، وامرت كعب بن مالك فقال واحسن ، وامرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى.

"আমি 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে কুরায়শদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের প্রত্যুত্তর করতে বললাম, সে সুন্দর উত্তর দিল। আমি কা'ব ইবন মালিককে বললাম, সে উত্তম জবাব দিল। এরপর আমি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতকে বললাম। সে জবাব দিয়ে যেমন পরিতৃপ্ত হল, আমাকেও সেরূপ পরিতৃপ্ত করল।"

হাস্‌সান (রা.)-এর ইন্তিকাল

হাস্‌সান (রা.)-এর মৃত্যু সন নিয়ে বিভিন্ন মনীষীদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন- আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে চল্লিশ হিজরীর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। আরেকটি বর্ণনা মতে পঞ্চাশ হিজরী সনের উল্লেখ রয়েছে।[251] আবূ 'উবায়িদ বলেন: তিনি চুয়ান্ন হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।[252] হাস্‌সান (রা.)-এর চার পুরুষ অতিদীর্ঘ জীবনলাভ করেন। প্রত্যেকে একশত বিশ বছর বেঁচে ছিলেন। আরবের আর কোন বংশে পরপর চারপুরুষ এতদীর্ঘ জীবন লাভ করেননি। হাস্‌সান (রা.)-এর প্রপিতামহ হারাম, পিতামহ আল-মুনজির, পিতা ছাবিত এবং নিজে একশ বিশ বছর বেঁচে ছিলেন।[253] তবে ইব্‌ন আবী খায়ছামা বলেন: হাস্‌সান (রা.)-এর ইন্তিকাল ১০৪ বছর বয়সে হয়।[254] বিভিন্ন গবেষকদের বর্ণনাগুলোকে একত্র করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হাস্‌সান (রা.)-এর মৃত্যু মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে (৫৪/৬৭৪) সালে হয়েছে মনে হয়।[255]

---

251 ইব্‌ন আল-আছীর, *উসদ আল-গাবা ফী মা'রিফাহ্ আল-সাহাবা* (বৈরূত:দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি), পৃ. ৫।

252 তাহযীব আল-তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১।

253 *উসদ আল-গাবা ফী মা'রিফাহ আল-সাহাবা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

254 ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইছাবা ফী তামঈয আল-সাহাবা* (বৈরূত : দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫/১৯৯৫), খ. ২, পৃ. ৫৬-৫৭; আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৯।

255 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১৫৩; তু. ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
গঠনশৈলী ও স্বভাব চরিত্র

সবযুগের কবিগণ সাধারণতঃ প্রফুল্ল মনের অধিকারী হতেন। হাস্‌সান (রা.) ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি যে কোন ব্যক্তির বক্তব্য কিংবা কবিতার প্রত্যুত্তর তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপনে সক্ষম ছিলেন। হাস্‌সান (রা.)-এর জিহ্বার ব্যাপারে একটি চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে। তাঁর জিহ্বা খুব লম্বা ছিল। নাকের অগ্রভাগে প্রলম্বিত করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি বলতেন:[256]

والله ما يسرني به مقول ما بين بصره وصنعاء والله لو وضعته على صخر لفلقه

"বসরা থেকে সান'আ-এর মধ্যবর্তী আরবের কোন মিষ্টভাষী আমাকে তুষ্ট করতে পারবে না। আমি যদি আমার জিহ্বার অগ্রভাগ কোন প্রস্তরের ওপর রাখি তাহলে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আর যদি কারো চুলের ওপর রাখি তাহলে সে কেশহীন মাথায় পরিণত হবে।"

হাস্‌সান (রা.)-এর মাথার অগ্রভাগে এক গোছা চুল ছিল, যা চোখের মাঝে সর্বদা ঝুলিয়ে রাখতেন। তাঁর লম্বা গোঁফ ছিল এবং উভয় পার্শ্বে মেহেদী মাখতেন। তবে দাঁড়িতে মেহেদী দিতেন না। এ ব্যাপারে স্বীয় পুত্র আব্দুর রহমান জানতে চাইলে উত্তরে বলেন:[257]

لا كون كاني اسد والغ في دم

"যেন আমি সিংহের ন্যায় রক্ত পিপাসু হই।"

হাস্‌সান (রা.) বিভিন্ন চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্বভাবের প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত ও সমাদৃত। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার ছাপ তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। তেমনি তাঁর স্বভাবের বৈচিত্রময় ধারা কবিতার ছত্রসমূহে উল্লেখযোগ্য।

সচ্চরিত্র মন ও অভিজাত প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

হাস্‌সান (রা.) ও তাঁর পিতৃবংশ সচ্চরিত্রবান ও অভিজাত শ্রেণীর ছিলেন। তাদের জীবনধারা অতি স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতেন। তিনি আন্তরিকভাবে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ভালবাসতেন। রাসূলুলল্লাহ (সা.)-এর ভালবাসার বিনিময়ে শত্রুর তরবারীকে সহাস্য বদনে গ্রহণ করতে উদগ্রীব ছিলেন।
নিম্নোক্ত শ্লোকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার উচ্ছ্বাস লক্ষণীয়:[258]

فان ابي ووالده وعرضي + لعرض محمد منكم وقاء

"নিশ্চয়ই আমার পিতা, মুহাম্মাদের পিতা ও আমার সম্মান মুহাম্মাদের সম্মানের রক্ষক।"

এ ব্যাপারে দা'ইরাতুল মা'আরিফের বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য:[259]

كان مع فصاحته وبلاغته عفيف النفس شريفها

---

256 আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী* (বৈরূত : দার আল-ছাকাফা ১৪০৬/১৯৮৫), ২৯ সংস্করণ, পৃ. ১৬৬; ইবন কুতায়বাহ, *আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা* (বৈরূত : দার ইহয়া আল-উলূম, ১৪১৪/১৯৯৪), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ১৯২; ইবন আল-আছীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫; আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৮।

257 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪; তু. আল-আগানী, খ. ৪, পৃ. ১৩৬; ড. 'উমার ফাররূখ, *তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।

258 আব্দুর রহমান আল-বরকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

259 মুহাম্মাদ ফরীদ ওয়াজিদী, *দা'ইরাহ আল-মা'আরিফ* (বৈরূত : দার আল-মা'রিফাহ,তা.বি), খ. ৩, পৃ. ৪৪০।

Dhaka University Institutional Repository

"হাস্‌সান (রা.) সুন্দর বাচনভঙ্গীতে ও অলংকারশাস্ত্রে বুৎপত্তি সহ সচ্চরিত্রবান ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব ছিলেন।"

অনন্য সাধারণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

হাস্‌সান (রা.) দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের সময়। মালিক ইব্‌ন 'আমির বলেন: আমাদের মাঝে হাস্‌সান (রা.) একটি চেয়ারে হেলানরত অবস্থায় ছিলেন আর পদযুগল উঁচু জায়গায় "ফারি" নামক স্থানে রেখে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন: চুপ থাক! তোমাদের সামনে কি ঘটছে চিন্তা করবে না? মালিক বললেন, তাতো জানি না, তা আবার কি? হাস্‌সান (রা.) উত্তর দিলেন:[260]

فاخته مرث الساعة بيني وبين فارع

"কবুতরের ফারি' নামক স্থান হতে আমার পর্যন্ত বিচরণ যেন সংঘাতের সংবাদ পরিবেশন করছে।" আমরা বললাম সে কি? তিনি বললেন:[261]

سنا تيكم غدوا احاديث جمة + فاصخوا لها اذ انكم وتسمعوا

"বিভিন্ন দলের মুখোমুখি হয়ে আগামী কাল কাটবে। সে জন্য তোমাদের কর্ণ শ্রবণের জন্য খুলে রাখ।" মালিক বলেন, আমরা ঠিকই আগামীকাল সিফ্‌ফীনের মুখোমুখি হলাম।[262]

উপস্থিত বাকপটুতায় পারদর্শিতা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হাস্‌সান (রা.) পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত এবং কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই তাৎক্ষণিক ভাবে কবিতা রচনা ও কবিতার মাধ্যমে উত্তর প্রদানে পারদর্শী ছিলেন।[263] যিবিরকান ইব্‌ন বাদর যখন স্বীয় গৌরবগাঁথা কবিতা রচনা করেন, যার প্রথম শ্লোক নিম্নরূপ:[264]

ونحن الكرام فلاحى يعادلنا + منا الملوك وفينا يقسم الربع

"আমরা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, আমাদের গোত্র থেকেই নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় আর আমাদের মাঝে মালে গানীমার এক চতুর্থাংশ সম্পদ বন্টিত হয়[265]। আমাদের সমকক্ষ কেউ নেই।"

তখন হাস্‌সান (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা আকস্মিকভাবে আবৃত্তি করতে শুরু করেন:[266]

ان الذوائب من فهر واخوتهم + قد بينوا سنة للناس تتبع

"ফাহার ইব্‌ন গালিব ও তাঁর ভ্রাতাগণ (আনসারীগণ) মিলে মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য একটি আদর্শ উপস্থাপন করেছেন।"

অনুরূপভাবে আবূ সুফয়ান ইব্‌ন আল-হারিছ যখন নিম্নোক্ত শ্লোক রচনা করলেন:[267]

---

260 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, *কিতাব আল-আগানী* (বৈরূত:দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০/১৯৮৯) খ. ৪, পৃ. ১৫৯।

261 প্রাগুক্ত।

262 প্রাগুক্ত।

263 মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আল-জুম'আ, *হাস্‌সান ইবন ছাবিত* (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, তা. বি.), পৃ. ৩৬।

264 'আব্দুর রহমান আল-বরকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮।

265 জাহিলী যুগে শুধুমাত্র সেনাপতির জন্য এক চতুর্থাংশ সম্পদ নির্ধারিত ছিল। দ্র. আব্দুর রহমান আল-বরকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮ (টীকা সহ)।

266 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

الامن مبلغ حسان عنى + خلفت ابى ولم تخلف اباك

"আমার পক্ষ থেকে এ সংবাদ কে পৌছে দিবে! আমার পিতা প্রতিনিধিত্ব করে; অথচ তোমার পিতা করে না।"
তাৎক্ষণিকভাবে হাস্‌সান (রা.) নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে জবাব প্রদান করলেন:[268]

لان ابى خلافته شديد + وان اباك مثلك ما عداك

"কেনান আমার পিতার প্রতিনিধিত্ব খুবই কঠোর, অথচ তোমার পিতা এর আশে পাশেও নেই।"

নিজস্ব স্বকীয়তায় গৌরব প্রকাশ এবং কাব্য রচনার আধিক্যে গর্ববোধ

হাস্‌সান (রা.) নিজস্ব স্বকীয়তায় ও কাব্য রচনায় গর্বিত হতেন।[269] তিনি যখন নিজস্ব ব্যাপারে গর্ব করতেন তখন তাঁর বীরত্ব, তরবারী চালনায় তীক্ষ্নতা, অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্যে বদান্যতা, আপনজনদের চরিত্রবান হওয়ার আলোচনা, গোত্রের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার বর্ণনা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকত। যেমন নিম্নোক্ত শ্লোকে বলেন:[270]

ولقد اريت الركب اهلهم + وهد يتهم بمهامه غبر

و بذلت دارحلى وكنت به + سمحالهم فى العسر واليسر

فاذا الحوادث ما تضعضعنى + ولا يضيق بحاجتى صدرى

"আমরা তাদের গোত্রের দূরবর্তী মরুভূমির কাফিলাকে আশ্রয় ও দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকি। অভাব-অনটন ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের জন্য আমার মালপত্র ব্যয় করি। এহেন দান-দক্ষিণার জন্য আমি দানশীল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি। বিপর্যয় আমাকে নাছিহত করতে পারে না। প্রয়োজন আমার বক্ষকে সংকুচিত করতে পারে না।"

কাব্য রচনায় গর্বিত হওয়ার বেশ কারণও ছিল। তাঁর কবিতায় স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। সম-সাময়িক কবিদের থেকে ধার করা কিংবা অন্যের কবিতা নিজস্ব পংক্তিতে কাটছাঁট করে কিংবা হুবহু চরণের চৌর্যকর্ম পরিহার করে চলতেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি নিজেই ঘোষণা দেন:[271]

لا اسرق الشعراء ما نطقوا + بل لا يوافق شعرهم شعرى

ان ابيلى ذالكم حسبى + ومقالة كمقاطع الصخر

"আমি কাফিরদের কাব্য থেকে চুরি করি না (তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি না), এ কারণে আমার কবিতা ও তাদের কবিতায় মিল নেই। বংশ মর্যাদায় আমার পিতা তোমাদের তুলনায় শীর্ষে রয়েছেন। তাঁর কবিতা যেন শীলালিপির মত অমোচনীয়।"

অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি

হাস্‌সান (রা.)-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁকে কেউ বদান্যতা প্রকাশ করলে তা অকপটে স্বীকার করতেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। অনুগ্রহ ও অনুদানের কথা ভুলে যেতেন না। যেমন: জাবালা ইব্‌ন আল-আয়হামের উপঢৌকন ও হাদিয়া প্রাপ্তিতে স্তুতিমূলক কাব্য রচনা করতেন। একদা হাস্‌সান (রা.)-কে কেউ বলল: তাদের কথা কি আপনার স্মরণ রয়েছে যাদের ক্ষমতা আল্লাহ খর্ব করে দিয়েছেন। হাস্‌সান (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? উত্তরে বলা হল: আল নুযানী। হাস্‌সান (রা.) চিৎকার করে বলে উঠলেন যদি তোমার গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

---

267 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।
268 প্রাগুক্ত।
269 মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আল-জুম'আহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
270 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭।
271 প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সুহবতে ঘনিষ্ঠ না হত তাহলে তোমাকে কবুতরের ন্যায় ফিতা দিয়ে বেঁধে রাখতাম। আমার বন্ধু তো বেঁচে নেই যার সাথে বন্ধুত্ব করব! তিনি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর নিকট হাদিয়া প্রেরণ করতাম এবং সালাম পাঠিয়ে দিতাম।[272]

ভীরুতা

এক শ্রেণীর গবেষক হাস্সান (রা.)-কে কাপুরুষতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। গবেষকদের বক্তব্যের পিছনে বড় মাপের যুক্তি স্থাপন করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কোন যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেননি।[273] গবেষক ইব্ন আল-কালাবী এ অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন, হাস্সান (রা.) বাগ্মী ও বীর ছিলেন। কোন এক রোগে হাস্সান (রা.)-এর ভীরুতা এসে যায়। যার ফলে তিনি যুদ্ধের দিকে তাকাতে পারতেন না এবং কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না।[274] রোগ নির্ণয়ের জন্য আল-ওয়াকিদী এক ধাপ এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন হাস্সান (রা.)-এর বাহুতে আঘাত প্রাপ্ত হলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।[275] রিজাল শাস্ত্রের পন্ডিত 'আল্লামা ইব্ন 'আব্দ আল-বার্র রোগ নির্ণয়ের আরেকটি তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, 'আ'ইশা (রা.)-কে অপবাদের দোষে আরোপিত করায় সাহাবী সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল (রা.) হাস্সান (রা.)-কে হদ কার্যকর করার জন্য তরবারি দিয়ে আঘাত হানেন। যার ফলে হাস্সান (রা.) ভীত ও ভীরু হয়ে যান।[276] তবে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ কোন যুদ্ধের তালিকায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হাস্সান (রা.)-এর নাম না থাকায় এ মত পোষণ করেন যে, সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তালের আঘাতে ভীরুতা এসেছে। অবশ্য এ বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ সাফওয়ানের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার ইতিহাস ইসলামের প্রথম যুদ্ধ থেকেই দেখা যায়। কারণ যাই হোক ভীরুতা কিংবা বার্ধক্যের কারণে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। নিম্নোক্ত শ্লোকে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:[277]

اضر بجسمي مرالدهور + وخان قراع يدى الاكحل

وقد كنت اشهد عين الحروب + ويحمر في كفي المنصل

"যুগের করাল গ্রাসে আমি অন্ধত্ব বরণ করেছি। কালো চোখের সামনে কেশহীনতাকে জায়গা করে নিয়েছি। যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থা আমি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি; আমার হাত রক্তিম আভায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।"

---

272 আবূ আল-ফারাজ আল-ইস্ফাহানী, *কিতাব আল-আগানী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫শ, পৃ. ১৬২।

273 ইব্ন 'আব্দ আল-বার্র, *আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৮; 'আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.)-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, খন্দকযুদ্ধে ফারি' নামক দূর্গে হাস্সান (রা.) মুসলমান শিশু এবং নারীদের নিরাপত্তা ও দেখাশুনার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাঁকে দায়িত্ব দেন। সে দলের মধ্যে রাসূলের (সা.) ফুফু 'আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়্যা (রা.) ছিলেন। একদিন এক য়াহূদীর আগমনের টের পেয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য হাস্সান (রা.)-কে বললে রাজী হননি। অতঃপর ছাফিয়্যা (রা.) য়াহূদীকে একটি তাঁবুর খুঁটি দিয়ে হত্যা করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে হাস্সান (রা.) -কে তাঁর পরিত্যক্ত মাল-সামগ্রী কুড়িয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তু. ইব্ন আল-আছীর, *উসদ আল-গাবা ফী মা'রিফাহ আল-সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭; মুহাম্মাদ ফরীদ ওয়াজিদী বর্ণনা করেন যে, সে দিন রাসূলুলল্লাহ (সা.)-এর সামনে হাস্সান (রা.) স্বীয় ভীরুতা পেশ করে একটি কবিতা রচনা করেন। রাসূলুলল্লাহ (সা.) তা শুনে মুচকি হাসি দিয়েছিলেন। কবিতার শ্লোকটি নিম্নরূপ:

لقد غدوت امام القوم منتطقا + بصارم مثل لون الملح قطاع

تغفر عن نجاد السيف سابغة + فضفاضة مثل لون النهي بالقاعي

দ্র. দা'ইরাহ আল –মা'আরিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।

274 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; আল্লামা যাহাবী, *সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা'*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৩।

275 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; আবূ আল-ফারাজ আল-ইস্ফাহানী, *কিতাব আল-আগানী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৩।

276 ইব্ন 'আব্দ আল-বার্র, *আল ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩৪৮; ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

277 ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, *দীওয়ান হাস্সান ইব্ন ছাবিত* (বৈরূত : দার আল-সাদির, ১০৯৪/১৯৭৪খ), খ. ১, পৃ. ৪৩২।

Dhaka University Institutional Repository

এতদসত্ত্বেও আমরা মনে করি কাব্য যুদ্ধে তার সাহসিকতা, প্রেরণা ও উদ্যম স্পৃহা সবার জন্য অনুসরণযোগ্য। ইব্ন 'আসাকির বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুশরিকদের প্রতিউত্তরের জন্য হাস্সান (রা.)-কে ডাকলেন। তখন হাস্সান (রা.)-এর আগমনের সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তমভাবে পরিবেশন করলেন:[278]

قد أن لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه

"সময় এসেছে সেই বাঘ-কে আহ্বান জানানোর যে লেজ নাড়ছে"। একদা 'উমার (রা.)-এর খিলাফতকালে হাস্সান (রা.)-কে মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেন। তখন 'উমার (রা.) তাঁকে বললেন মসজিদে বসে কবিতা আবৃত্তি করছ? তখন হাস্সান (রা.) তাঁকে বললেন আপনার চেয়ে উন্নত চরিত্রের মানুষের সামনে এখানে বসেই কবিতা আবৃত্তি করেছি।[279] এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'উমার (রা.)-এর মত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তির সামনে এ ধরণের উত্তর মূলতঃ সাহসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।[280]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হাস্সান (রা.)-এর কাপুরুষতার অভিযোগ এনে ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক আল আসমা'ঈ। আর তাঁর অনুসরন করেছেন- ইউরোপীয় ঐতিহাসিক কার্ল ব্রোক্যালম্যান। আধুনিক কালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জুরজী যায়দানও তাঁর কিতাবে একই মত পোষণ করেন। যেমন:[281]

ويقولون ان حسان بن ثابت رض لم يكن رجل حرب فنصر بلسانه فقط

"তারা বলেন যে, হাসসান ইব্ন ছাবিত যোদ্ধা ছিলেন না। বরং রসনা দিয়ে সাহায্য করেছেন।"

বিভিন্ন গ্রন্থকার, গবেষকগণ উক্ত সত্যটিকে অযৌক্তিক ও পরিণামদর্শীতার অভাব বলে ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা হাফিজ আল-যাহাবীর মন্তব্য প্রনিধাণযোগ্য। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর নিকট এসে বলল: অভিশপ্ত হাস্সান (রা.) সিরিয়া থেকে প্রত্যাগমন করেছে। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন:[282] ما هو بملعين لقد نصر رسول الله بلسانه ونفسه "তিনি অভিশপ্ত ছিলেন না, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জীবন ও জিহ্বা দিয়ে সাহায্য করেছেন।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে:[283] وقد جاهد مع رسول الله بنفسه و لسانه "তিনি জীবন ও জিহ্বা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করেছেন"। আল্লামা জাহাবী বলেন: এ থেকে বুঝা যায় তিনি ভীরু ছিলেন না বরং সাহসী যোদ্ধা ছিলেন।[284]

তাহলে কিভাবে হাস্সান (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার অপবাদ আরোপ করা সঠিক হয়। এছাড়া হাস্সান (রা.) কর্তৃক রচিত যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। কারণ শত্রুদের জনবল, অস্ত্র-শস্ত্র ও সঠিক অবস্থানের চিত্র প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ যুদ্ধে বিরত থাকা ব্যক্তির জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন বদরের যুদ্ধের বর্ণনায় তিনি বলেন:[285]

فغادرنا اباجهل صريعا + وعتبة قد تركنا بالجبوب

و شيبة قد تركنا فى رجال + ذوى حسب اذا نسبوا نسيب

---

278 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; তু. ইব্ন আসাকির, খ. ৪, পৃ. ১৮৫।

279 আল-তিবরাণী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর* (বৈরূত:দার ইহয়াহ আল-তুরাছ আল-'আরাবী, ১৪০৫/১৯৮৪), খ. ৪, পৃ. ৪১; দ্র. ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইসাবাহ্ ফী তাম'ইয আল-সাহাবাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬।

280 মাওলানা সা'ঈদ আল-আনসারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০১।

281 জুরজী যায়দান, *তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৩।

282 মুহাম্মাদ ফরীদ ওয়াজিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০; তু. আল-আগানী, খ. ৪, পৃ. ১৩৬।

283 ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, *তাহযীব আল-তাহযীব* (বৈরূত:দার ইহয়া আল-তুরাছ, আল-'আরাবী, ১৪১৩/১৯৯৩), খ.১,পৃ. ৪৭১।

284 আল্লামা জাহাবী, *সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১।

285 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০।

Dhaka University Institutional Repository

يناديهم رسول الله لما + قذفناهم كباكب فى القليب

الم تجدوا حديثى كان حقا + وامر الله يأخذ بالقلوب

فمانطقوا ولونطقوا لقالوا + صدقت وكنت ذا رأى ومعيب

"আমরা আবূ জাহলকে ও 'উতবাকে ধরাশায়ী করে কূপে নিক্ষেপ করেছি। শায়বাকেও, তারা সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় লোক হিসেবে গণ্য হত। যখন বদরের কূপে আমরা নিক্ষেপ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের ডেকে বললেন: আমার কথার সত্যতা পেয়েছ? আল্লাহ তা'আলার আদেশে তোমাদের হৃদয় টেনে বের করা হয়েছে। তারা বাকহীন, যদি কথা বলতে পারত, তাহলে বলত: আপনি সত্য বলেছেন, আর আপনার সিদ্ধান্ত বাস্তবে পরিণত হয়েছে।"

হাস্‌সান (রা.)-এর জীবদ্দশায় কাপুরুষতার কোন সংবাদ প্রকাশ পায়নি। যদি প্রকাশ পেত তাহলে অবশ্যই 'হিজার' মাধ্যমে জবাব দিতেন। তাঁর সাহসিকতা, অশ্বপরিচালনা ও বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে ফুটে উঠেছে:[286]

ويعلم اكفائ من الناس اننى + انا الفارس الحامى الذمار المناجد

وما وجد الاعداء فى غميزة + ولا طاف لى منهم بوحشى صائد

"আমার সমতূল্য কেউ আছে কি? এ বিষয়ে মানুষের জানা আছে। অবশ্যই আমি বীরপুরুষ, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও অপ্রতিরোধ্য সাহসী। আমার ব্যাপারে শত্রুরা কোন দূর্বলতা খুঁজে পায় নি। আর তাদের পক্ষ থেকে কেউ পাশবিকরূপ নিয়ে আমার আশেপাশে বিচরণের সাহস করেনি।"

এতে হাস্‌সান (রা.) তরবারির চেয়ে নিজের রসনাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। যা নিম্নোক্ত শ্লোক হতে বোধগম্য হয়:[287]

لسانى و سيفى صارمان كلاهما + ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودى

"আমার জিহ্বা ও তরবারী উভয়টি ধারালো। তরবারী যেখানে পৌঁছতে পারে না সেখানে জিহ্বা ভেদ করে পৌঁছে যায়।"

হাসসান (রা.) ও ইফকের ঘটনা

রাসূলুলল্লাহ (সা.)-এর বাহিনী হিজরী ৫ম সনে আল-মুরায়সী[288] অথবা হিজরী ৬ষ্ঠ সনে সংঘটিত বনী আল-মুসতালিকের[289] যুদ্ধ হতে ফিরার পথে কতগুলো মুনাফিক 'আ'ইশা (রা.)-এর পূতঃপবিত্র চরিত্রে কলংকের জন্য যিনার অপবাদ আরোপ করে। আর এ ঘটনার নেতৃত্ব দানকারী ছিল মুনাফিক সর্দার 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই। কিছু দূর্বল প্রকৃতির মুসলমান তাদের সঙ্গী হন। পুরুষদের মধ্যে হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.), মিসতাহ্ ইবন উছাছা, মেয়েদের মধ্যে হামনা বিনত জাহাশ প্রমুখ। তখন 'আ'ইশা (রা.)-এর ব্যাপারে পূতঃচরিত্র সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়। যেমন:[290]

ان الذين جاؤوا بالافق عصبة منكم لا تحسبوه شر الكم بل هو خير الكم – لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم –

---

286 প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৬; ড.ওয়ালীদ 'আরাফাত কর্তৃক ব্যাখ্যা গ্রন্থে দ্বিতীয় লাইনে শাব্দিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। وما وجد الاعداء فى غميزة এর স্থলে وان ليس للاعداء عندى غميزة এর উল্লেখ রয়েছে। দ্র. দীওয়ান হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

287 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

288 ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত. পৃ. ১১১।

289 ইবন হিশাম, *আল-সীরাহ আল-নাবভীয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭২।

290 আল-কুর'আন সূরা আন-নূর :১১।

Dhaka University Institutional Repository

"যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; এ কাজকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না। বরং ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। উহাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে কর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে ঐ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছে বা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।"

তখন অপবাদ আরোপকারীদের প্রতি আল-কুরআনের নির্ধারিত দণ্ডবিধি (আশি বেত্রাঘাত) কার্যকর হয়।[291] সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল (রা.) হাস্সান (রা.) কে তরবারী দ্বারা আঘাত হানেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তাকে সান্ত্বনা দানের জন্য শিরীন নামক দাসী হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন, যার গর্ভে 'আব্দুর রহমান ভূমিষ্ট হন।[292]

উক্ত আয়াতে (والذى تولى كبره) এর দ্বারা কেউ কেউ হাস্সান (রা.) কে উদ্দেশ্য করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে অধিকাংশ মুফাসসির 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই-এর নাম উল্লেখ করেন।[293]

তবে পণ্ডিতদের একটি দল হাস্সান (রা.)-এর ইফকের ঘটনায় এবং তার প্রতি দণ্ডবিধি জারির কথা অস্বীকার করেন।[294]

তারা বলেন: ইফকের ঘটনায় আরোপিত অপবাদের সাথে হাস্সান (রা.) আন্তরিক ভাবে জড়িত ছিলেন না বরং 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই এর বক্তব্য সমূহ বর্ণনা করতেন।[295] হাস্সান (রা.) নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:[296]

حصان رزان ما تزن بريبة + وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

حليلة خير الناس دينا ومنصبا + نبى الهدى والمكرمات الفواضل

فان كنت قد قلت الذى قد زعمتم + فلا رفعت سوطى الى انا ملى

হাসসান (রা.)-এর প্রতি 'আ'ইশা (রা.)-এর মনোভাব

সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় যে, ইফকের সাথে হাস্সান (রা.)-এর জড়িত থাকার কারণে 'আ'ইশা (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেন এবং সর্বদা তাঁর মঙ্গল কামনা করেন।

মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা একদা 'আ'ইশা (রা.)-এর সাথে তাওয়াফরত ছিলাম ইত্যবসরে হাস্সান (রা.)-এর নাম এলে আমরা কঠোর সমালোচনা করলাম। 'আ'ইশা (রা.) আমাদের বিরত রাখলেন এবং বললেন, তিনি কি রাসূলুলস্নাহ (সা.)-এর ব্যাপারে নিম্নোক্ত কবিতাগুলো বলেননি?[297]

هجوت محمدا فاجبت عنه + وعند الله فى ذاك الجزاء

اتهجوه ولست له بكفء + فشركما لخيركما الفداء

فان ابى ووالده وعرضى + لعرض محمد منكم الوفاء

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে 'আ'ইশা (রা.)-এর নিকট হাস্সানের দুর্নাম করা হলে তিনি বলেন:[298]

---

291 ইবন আল-আছীর, *উসদু আল-গাবা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

292 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮০।

293 ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

294 ইবন 'আব্দ আল-বায়, *আল ইস্তী'আব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৭।

295 মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আল-জুম'আ, *হাস্সান ইবন ছাবিত* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি), পৃ. ৪১।

296 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, *কিতাবু আল-'আগানী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৭; ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮১।

297 ইউসুফ আল-মাযিয়্যী, *তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা আল-রিজাল* (বৈরূত: মু'আসসাসাহ আল-রিসালাহ: ১৪১৫/১৯৯৪), খ. ৬, পৃ. ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

ذاك حاجز بيننا وبين المنافقين، لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق

"হাস্‌সান (রা.) হচ্ছেন মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যকার প্রতিবন্ধক স্বরূপ। মু'মিন ছাড়া কেউ তাকে ভালবাসবে না আর মুনাফিক ছাড়া কেউ তাকে মন্দ বলবে না।"

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, যখন হাস্‌সান (রা.)-এর লাশ 'আ'ইশা (রা.)-এর সম্মুখ দিয়ে নেয়া হয় তখনও কিছু মহিলা মন্দ বললে 'আ'ইশা (রা.) থামিয়ে দেন এবং বলেন তিনি রাসূলুলল্লাহ (সা.)-এর শানে বলেছিলেন:[299]

فان ابى ووالده وعرضى + لعرض محمد منكم الوقاء

হাস্‌সান (রা.) শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একবার 'আ'ইশা (রা.)-এর গৃহে আসেন। তিনি গদী বিছিয়ে হাস্‌সান (রা.)-কে বসতে বলেন। এমন অবস্থায় 'আ'ইশা (রা.)-এর ভাই 'আব্দুর রহমান (রা.) উপস্থিত হন। তিনি বোনকে লক্ষ্য করে বলেন; আপনি তাঁকে গদির উপরে বসিয়েছেন? তিনি কি আপনার চরিত্র নিয়ে এ সব কথা বলেননি? 'আ'ইশা (রা.) বললেন: তিনি রাসূলল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের জবাব দিতেন। শত্রুদের জবাব দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরে শান্তি দিতেন। এখন তিনি অন্ধ হয়েছেন আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে তাঁকে শাস্তি দিবেন না।[300] জীবনের শেষ প্রান্তে অন্ধ হয়ে যাওয়ার বর্ণনা তাঁর নিম্নোক্ত চরণেও পরিলক্ষিত হয়:[301]

ان يأخذ الله من عينى نورهما + ففى لسانى وقلبى منهما نور

"যদিও আল্লাহ তা'আলা আমার চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতি সংহরণ করেছেন ; তবুও আমার রসনা ও হৃদয়ে (চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতির পরিবর্তে) জ্যোতি রয়েছে।"

---

298 আবূ আল-হাসান 'আলী ইবন হাসান 'আসাকির, *তারীখে দিমাশক* (দিমাশক: ১৩২৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৫।

299 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৫।

300 মুহাম্মাদ 'আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২ খৃ.), খ. ৪, পৃ. ১২৮।

301 'আব্দুর রহমান আল বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) ইন্তিকালের পর হাস্‌সান (রা.)-এর বিরহ বেদনা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর হাস্‌সান (রা.)-এর অবস্থা

সময়ের আবর্তনে দীন ইসলাম পরিপূর্ণ হল। সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা আল-কুরআন প্রতিষ্ঠা লাভ করল। ইহজগত ছেড়ে "রাফীকে আ'লার" সাহচর্যে ধন্য হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। রাসূলের কবি হলেন বেদনাক্লিষ্ট, শোকে মূহ্যমান। কবিতার গতি হয়ে গেল মন্থর। কবিতার জৌলুস বিদায় নিল। হাস্‌সান (রা.) সহ অন্যান্য সাহাবীগণ এক অস্থিরতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেন। কবিতায় বাণীবদ্ধ করলেন তপ্তাশ্রু:[302]

ما بال عينك لا تنام كانما + كحلت ما قيها بكحل الارمد

جزعا على المهدى اصبح ثاويا + ياخير من وطئ الحصى لا تبعد

وجهى يقيك الترب لهفى ليتنى + غيبت قبلك فى بقيع الغرقد

بابى وامى من شهد ت وفاته + فى يوم الاثنين النبى المهتدى

"হে চোখ! তোমার কি হয়েছে যে, ঘুমাচ্ছ না, মনে হচ্ছে যেন তাতে সুরমা লাগানো হয়েছে? আমি অস্থিরচিত্তে তোমার কাছে আশ্রয়কামী হয়েছি। উষার পার্বত্য ভূমির হে শ্রেষ্ঠ বিচরণকারী। তুমি মরো না (অর্থাৎ তুমি অমর ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাক) মাটি যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। হায়! আফসোস আমি তোমার আগে কবরে বিলীন হয়ে যেতাম। তাহলেই ভাল হত! সোমবারের দিন যার মৃত্যু অবলোকন করলাম সে নির্ভূল পথের দিশারী! নবীর উপর আমার পিতা কোরবান হোক।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন এক স্বর্গীয় শুকতারা। তাঁর জন্য কবির অন্তরে ছিল এক অনন্য আসন। তাঁর বিরহে কবি নিজের জন্ম নিয়ে কথা উঠিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর ওফাত দিবসের প্রভাতটি কবির নিকট ছিল কালো বিষপানে আত্মহত্যার চেয়ে বেশী বেদনাদায়ক। কবি বলেন:[303]

فظللت بعد وفاته متبلدا + متلد دا يا ليتنى لم اولد

أاقيم بعدك بالمدينة بيتهم + ياليتنى صبحت سم الاسود

"তাঁর বিদায়ের পরে
রয়ে গেনু আমি হয়রান হয়ে বহু বছর ধরে।
কতই ভাল হতো আমার, জন্ম আমার নাই হতো, যদি
আমি রইব নাকো আল-মদীনায়, যেথায় তুমি নাইকো আছো।
আফসোস হায়! সেই প্রভাতে কালো বিষ যদি করতাম আমি পান
কতই ভালো হতো!"

খুলাফা-ই রাশিদীনের যুগে হাস্‌সান (রা.)

আমীর আল-মু'মিনীন আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফত কালে হাস্‌সান (রা.)

আমীর আল-মু'মিনীন আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফত কালে হাস্‌সান (রা.)-এর যথেষ্ট কদর ছিল। তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। হাস্‌সান (রা.)ও তাঁকে সম্মান ও সমীহ করতেন। আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফত কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাস্‌সান (রা.) স্বীয় অস্ত্র নিয়ে হাজির হতেন।

---

302 'আব্দুর রহমান আল বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

303 প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর একদল লোক যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা শুরু করল। আবূ বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন:[304]

والله لو منعوا نى عقالا يودونه إلى رسول صلى الله عليه وسلم لقا تلتهم على منعه

"আল্লাহর শপথ, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে যাকাত দিত (বর্তমানে) যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যদিও একটি রশি পরিমাণ নিসাব হয়ে থাকে।"

বীর কেশরী খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)-কে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতদের জন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়। তদ্রূপভাবে কথিত নতুন নবীর দাবী শুরু হলে আরবের "বনূ সুলায়ম", "বনূ আসাদ" ও তাদের মিত্র বাহিনী এবং বনূ হুযায়ফাগণ এ বক্তব্য প্রচার করতে লাগল: لا نطيع ابا الفضيل (আবূ বকরের (রা.) উপাধি আবুল ফুযায়ল) অর্থাৎ আবূ বকর (রা.)-এর নিয়মনীতি আমরা মানব না। তখন হাস্‌সান (রা.) ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর তেজোদীপ্ত কাব্যের বাণ এভাবে নিক্ষেপ করলেন:[305]

ما البكر ألا كالفصيل وقدترى + ان الفصيل عليه ليس بعار

انا وما حج الحجيج لبيته + ركبان مكة معشر الانصار

"এ মত পোষণ করছ যে, উটের বাচ্চা! এর যাকাত না দেয়া দোষণীয় কিছু নয়। আনসারদের একটি দল মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে অস্বীকার করছে যে, নিশ্চয় আমরা তাঁর ঘরে যেয়ে হজ্জ করব না।"

আমীর আল-মু'মিনীন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফত কালে হাস্‌সান (রা.)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর হাস্‌সানের (রা.) কবিতার তেজস্ক্রিয়া তিমিত হয়ে যায়। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও এ অবস্থা চলতে থাকে। 'উমার (রা.)-এর আমলে বিভিন্ন রাজ্য বিজয় এবং ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পূর্ণরূপে শুরু হয়। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলার ওপর পূর্ণ ভরসা করে হাস্‌সানের (রা.) বীরত্বমূলক কবিতা আওড়িয়ে শত্রুসেনাবাহিনীর মুকাবিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে 'উমার (রা.) জাহিলী যুগের বিদ্বেষমূলক কবিতা আবৃত্তির ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখার আদেশ জারী করেন।[306] কথিত আছে, হাস্‌সান (রা.) একবার মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তি কালে 'উমার (রা.) তাকে বললেন তুমি উটের মত চিৎকার করছ কেন? হাস্‌সান (রা.) উত্তর দিলেন হে 'উমার! একাজে নিবৃত্ত করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই তুমি জান এ মসজিদে তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করেছি কিন্তু তিনি বাধা দেননি। 'উমার (রা.) এর সত্যতা স্বীকার করলেন।[307] এছাড়াও 'উমার (রা.) তাকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন যার বিবরণ "হাস্‌সানের (রা.) বিভিন্ন মনীষা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

আমীর আল-মু'মিনীন 'উছমান (রা.)-এর যুগে হাস্‌সান (রা.)

'উছমান (রা.)-এর দরবারে হাস্‌সান (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁর ভাই 'আউস ইব্ন ছাবিত (রা.)-কে 'উছমান (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ করেন।[308] তখন থেকে তাঁর মর্যাদা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, 'উছমান (রা.) হাস্‌সান (রা.)-এর প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতেন ও যত্ন নিতেন।[309]

এতদসত্ত্বেও 'উছমান (রা.)-এর সম্পর্কে কোন প্রশংসামূলক কাব্য কিংবা উভয়ের মাঝে সম্পর্ক বিদ্যমান হওয়ার কোন সংবাদ হাস্‌সান (রা.)-এর কবিতায় পরিলক্ষিত হয় না। গবেষকগণ মনে করেন: তখন হাস্‌সানের (রা.) বয়স

---

304 ইমাম আবূ আল হুসায়ন মুসলিম ইব্ন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আল-সাহীহ আল-মুসলিম* (ঢাকা : রাশীদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, তা.বি.), কিতাব আল-ঈমান অধ্যায়, খ. ১, পৃ. ৩৭।

305 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২-২৬৩।

306 ড.ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

307 আবূ আল-ফারাজ আল-ইস্‌ফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৪।

308 ড.ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

309 আল-মাসউদী, *মুরাওয়াজ আল-যাহাব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

আশির কোটায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে যেমন কবিতা বলতে সক্ষম ছিলেন এ যুগে তেমনটি ছিলেন না।[310] আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেন: একদা হাস্সান (রা.)-কে ওয়ালিমার জন্য দা'ওয়াত করা হল, তখন হাস্সান (রা.) বললেন:[311] أخرس ام عرس أم اعذار ؟ "এটা কি কারো জন্মোৎসব, নাকি বিবাহ অনুষ্ঠান, নাকি খৎনার অনুষ্ঠান?" মূলতঃ বয়সের আধিক্যের কারণে তার দৃষ্টিশক্তির অবনতি এবং শ্রবণশক্তির খর্বতাই প্রকাশ পায়।[312]

বর্ণিত আছে, 'উছমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে যায়দ ইব্ন ছাবিত আল-আনসারী (রা.)-এর কন্যার ওয়ালিমা উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ আমন্ত্রিত হন। বয়োজ্যেষ্ঠ হাস্সান (রা.)-কে দা'ওয়াত করা হয় তখন তাঁর চক্ষু অন্ধ অথবা শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেয়েছিল। খাদ্য পরিবেশন কালে হাস্সান (রা.) তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন:[313]

اطعام يد ام طعام يدين ؟ فاذا قيل طعام يد اكل واذا قيل طعام يدين امسك

"এক হাতের খাবার না দু'হাতের খাবার? যদি বলা হয় এক হাতের খাবার, তাহলে খাওয়া যাবে। আর দু'হাতের খাবার হলে বিরত থাকতে হবে।" যখন খাবার অনুষ্ঠান শেষ হল তখন একটি (সাংস্কৃতিক) গানের অনুষ্ঠান করা হল। এতে হাস্সান (রা.)-এর কবিতাগুলো আবৃত্তি করা হল। যেগুলো তিনি গাস্সানী রাজদরবারে আবৃত্তি করতেন। হাস্সান (রা.) কবিতাগুলো শুনে মুগ্ধ হলেন এবং কান্না সংবরণ করতে পারলেন না।[314] হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) 'উছমান (রা.)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। 'উছমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধে তিনি অনেক ভূমিকা পালন করেন। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক হান্না আল- ফাখূরীর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য:[315]

انه بعد وفاة محمد اهتم لشؤن الانصار في نزاعهم مع المهاجرين على السلطة الزمنية والد ينية ، وانحاز ألى عثمان بن عفان فند به وحث على الايثار له منها عليا–

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর কতিপয় আনসার ও মুহাজিরের মধ্যে ধর্মীয় ও বৈষয়িক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। 'উছমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে জোটবদ্ধ হয়ে 'আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয়।"

আবূ বকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর যুগে হাস্সান (রা.)-এর কোন রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে 'উছমান (রা.)-এর যুগে তিনি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে আধুনিক যুগের সাহিত্যিক ড. 'উমার ফাররূখ বলেন:[316]

فلما جاء عثمان عادله شيئ من العصبية الجاهلية واصبح عثمانيا يمالئ بني امية على علي ' وقتل عثمان فقال حسان يشير إلى بني هاشم والى على خاصة –

"যখন 'উছমান (রা.) খিলাফত গ্রহণ করেন তখন হাস্সান (রা.)-এর মধ্যে আসাবিয়্যাতের (অন্ধ পক্ষপাতিত্বের) কিছু লক্ষণ দেখা যায়। তিনি 'উছমান (রা.)-এর পক্ষ নিয়ে বনূ 'উমায়্যাকে 'আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। যখন 'উছমান (রা.) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন তখন তিনি বনূ হাশিম বিশেষতঃ 'আলীকে (রা.) কে ইংগিত করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন":[317]

بل ليت شعرى وليت الطير تخبرلى + ما كان شأن على وابن عفانا

لتسمعن وشيكا فى ديارهم + الله اكبر يا ثارات عثمانا

---

310 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

311 প্রাগুক্ত।

312 প্রাগুক্ত।

313 প্রাগুক্ত।

314 আবূ আল-ফারাজ আল-ইস্ফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ১৬৪; ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

315 হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখ আল-আদাব আল 'আরাবী* (মিসর : আল-মাতবা'আ আল-বূলিসিয়্যা, তা.বি), পৃ. ২৩২।

316 ড. 'উমার ফাররূখ, *তারীখ আল-আদাব আল 'আরাবী* (বৈরূত:দার আল-'ইলম লি আল-মালা'ঈন, ১৪০৫/১৯৮৪), ৫ম সংস্করণ, খ.১, পৃ. ৩২৫।

317 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

"হায়! আমি যদি জানতে পেতাম, 'আলী ও ইব্ন 'আফফানের ব্যাপারটি কি ছিল? আর তা কেমন করে জানব, তুমি তো কোন পাখী নও যে, আমাকে অবহিত করবে। তুমি অবশ্যই তাদের আবাসস্থল সমূহের নিকট শুনতে পাবে: আল্লাহু আকবার! হায়, 'উছমানের রক্তের প্রতিশোধ !"

আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.)-এর যুগে হাস্‌সান (রা.)

কথিত আছে যে, 'আলী (রা.) যখন খিলাফাতের মসনদে আরোহন করেন তখন হাস্‌সান (রা.) 'উছমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধের জন্য উঠেপড়ে লাগেন। একপর্যায়ে 'আলী (রা.)-কে হত্যাকারীদের সাথে আঁতাতের অভিযোগ হাস্‌সান (রা.) কর্তৃক উত্থাপিত হয়।[318] তারীখ আল-তাবারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'উছমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর যখন 'আলী (রা.) খালীফা নির্বাচিত হন তখন আনসায়দের সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তবে হাস্‌সান (রা.), কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) ও আল নু'মান ইব্ন বশীর (রা.) বায়'আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।[319] আবূ আল ফারাজ আল-ইস্‌ফাহানী বর্ণনা করেন, যখন 'আলী (রা.) খিলাফাতের মসনদের জন্য লোকদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করছেন এ সংবাদ হাস্‌সান (রা.) কা'ব ইব্ন মালিক ও আল-নু'মান ইব্ন বশীর (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে এ বলে মন্তব্য করলেন:[320] الشام خير من المدينة এবং তারা আলী (রা.)-এর দরবারে পৌঁছে 'উছমান (রা.)-এর প্রতিশোধ নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি করেন। এমতাবস্থায় 'আলী (রা.) তাদের বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তারা আর 'আলী (রা.)-এর দরবারে যাননি বরং মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট আসেন। মু'আবিয়া (রা.) হাস্‌সান (রা.) ও কা'ব ইব্ন মালিক (রা.)-কে একহাজার দীনার দেন, আর নু'মান ইব্ন বশীর (রা.)-কে গভর্ণর নিযুক্ত করেন।[321] অনির্ভরযোগ্য সূত্রে একটি বর্ণনা আবূ মিখনাফ থেকে পাওয়া যায় যে, 'উছমানের (রা.) প্রতিশোধ গ্রহণে বাদীদের মধ্যে হাস্‌সান (রা.), কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) ও আল-নু'মান ইব্ন বশীর (রা.) একদা 'আলী (রা.)-এর দরবারে এসে প্রতিশোধ সংক্রান্ত অনেক বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হন এবং পরে 'আলী (রা.)-এর হতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[322]

হাস্‌সান (রা.)-এর বিভিন্ন মনীষা

আল-কুরআন বিষয়ে তাঁর অবদান

হাস্‌সান (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আল-কুরআন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। আল-কুর'আনে বর্নিত বিভিন্ন আয়াতের রুপালংকার তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেন। স্বীয় রচিত কবিতায় আল-কুর'আনের ছোঁয়ায় কবিতাকে আরও সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছেন। হাস্‌সান (রা.)-এর কবিতায় আল-কুর'আনের প্রভাব কি পরিমাণে স্থান পেয়েছে তার একটি বর্ণনা আমরা মুহাম্মাদ রাহাতউল্লাহ খান রচিত اثر القرأن فى الشعر العربى গ্রন্থে দেখতে পাই।[323]

ইলম আল-হাদীসে তাঁর অবদান

কবি হাস্‌সান (রা.) রীতিমত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে যাতায়াত করতেন। তাঁর হাদীস চর্চা অব্যাহত ছিল। তাঁর বর্ণিত অল্প সংখ্যক হাদীস বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে ও জীবনীগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। হাদীস রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত অপঠিত বাণী। এ সত্যনিষ্ঠ বক্তব্যটি হাস্‌সান (রা.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে পরিলক্ষিত হয়।[324] যেমন:

كان جبرئيل ينز ل على النبى صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينز ل عليه بالقرأن

---

318 ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, আল-'ইকদ *আল-ফারীদ* (মিশর:১৩৬১/১৯৪০), খ. ৪, পৃ. ২৯৬।

319 ড.ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭; তু. আল-তাবারী, খ. ৪, পৃ. ৪২৯।

320 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

321 আবূ আল-ফরাজ আল-ইস্‌ফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ২৩৩; ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮।

322 আল-মাস'উদী, *মুরাওজ আল-যাহাব* (কায়রো : ১৩৪৬/১৯২৭), খ. ২, পৃ. ২৬২; ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

323 কার্ল ব্রোকালম্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

324 ইবন আল-'আছীর, *উসদ আল-গাবা ফী মা'রিফাহ আল-সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

"জিব্রাঈল (আ.) হযরতের নিকট সুন্নাত বা হাদীস নিয়ে নাজিল হতেন। যেমন নাজিল হতেন আল-কুর'আন নিয়ে। হাসসান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস নিম্নরূপ:[325]

عن عبد الرحمن بن حسان عن ابيه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور –

"রাসূলুল্লাহ (সা.) মহিলাদের কবর জিয়ারতের জন্য অভিসম্পাত দিয়েছেন।"

অনুরূপভাবে হাস্‌সান (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের কবিতার প্রতিউত্তরের জন্য নির্দেশ দেন। যে হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ সূত্র হচ্ছে:[326]

حدثنى البراء قال سمع حسان بن ثابت يقول : قال لى رسول الله صلعم : اهجهم او هاجهم يعنى المشركين فان جبرئيل معك

"হাসসান (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন, তাদের কুৎসা রটনা কর, অর্থাৎ মুশরিকদের। জিবরীল তোমার সাথে রয়েছেন।"

উক্ত হাদীসের ভাবার্থটি অন্যসূত্রে যেমন:[327]

حدثنى عدى بن ثابت عن البراء قال قال رسول الله صلعم لحسان : إن روح القدس معك ما ها جيتهم –

"রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসসানকে বলেছেন কুৎসা রটনায় সাহায্যের জন্য জিবরীল তোমার সাথে রয়েছেন।"

হাস্‌সান (রা.) থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন: আল-বারা ইব্‌ন 'আমির, খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছাবিত, সাঈদ ইব্‌ন আল-মুসায়্যিব, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন হাস্‌সান, ইয়াহয়া ইব্‌ন 'আব্দির রহমান ইব্‌ন হাতিব, আবূ সালামা ইব্‌ন 'আব্দির রহমান,ইব্‌ন 'আউফ প্রমুখ।[328] হাদীস বর্ণনায় ক্ষেত্রে ইব্‌ন সা'দ হাস্‌সান (রা.)-কে দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে গণ্য করেছেন।[329]

ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অবদান

হাস্‌সান (রা.)-এর কবিতা যখন পাঠ করা হয় তখন দেখা যায় যে, বিগত দিনের কলহ, জাহিলী যুগের বিভিন্ন ঘটনাবলী। যেমন বু'আছের দিবস, আল-দারাক দিবস, সুমায়হার দিবস,আল-রাবী' দিবস ও আল-বাকী দিবস ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে।[330] আধুনিক কালের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক বুটরুস আল-বুসতানী বলেন: হাস্‌সান (রা.)-এর কবিতার বিশেষত্ব কেবল তাঁর মাদাহ ও হিজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁর রয়েছে এক বড় ধরনের বিশেষত্ব। আর তা হচ্ছে, তার সময়ের ঘটনাবলীর একজন বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকের বিশেষত্ব। কারণ, তিনি বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিভিন্ন ঘটনাবলী। এ সকল যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং বিরোধী পক্ষে যারা নিহত হয়েছে তাদের অনেকের নাম তিনি কবিতায় ধরে রেখেছেন। আমরা যখন তাঁর কবিতা পাঠ করি তখন মনে হয় ইসলামের প্রথম পর্বের ইতিহাস পাঠ করছি।[331]

সমালোচনা বিষয়ে তাঁর অবদান

প্রত্যেক কবি ও সাহিত্যিক সমালোচনা শাস্ত্রের বুৎপত্তি অর্জন করেন। সমালোচনা তাদের উত্তম মানের গুনাগুণের মূল উৎস। স্বীয় সমালোচনার মধ্য দিয়ে কিছু সংযোজন, বিয়োজন, সংক্ষিপ্তকরণ, সংশোধন ইত্যাদির মাধ্যমে উত্তম মানের ভাব প্রকাশ পায়। এ সমালোচনা মনের অলক্ষ্যেও হতে পারে। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার ইব্‌ন আল-খাত্তাব (রা.) প্রাচীন ও সমসাময়িক সাহিত্যের নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ এবং প্রশংসা, প্রেরণা দানের জন্য খ্যাতিলাভ

---

325 প্রাগুক্ত, আল-মু'জাম আল-কাবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

326 মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৪১৮/১৯৯৭), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৬১; হাফিজ আবূ আল-কাসিম সুলায়মান ইবন মুহাম্মাদ আল-ত্বিবরানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪২; ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইসাবাহ ফী তাম'ঈয আল-সাহাবাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬।

327 ইব্‌ন আল-আছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

328 ইউসুফ আল-মাদিয়্যী, তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা আল-রিজাল, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭।

329 প্রাগুক্ত।

330 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭ (ভূমিকা দ্র.)।

331 মুহাম্মাদ 'আব্দুল-মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি হাস্‌সান (রা.)-এর শরণাপন্ন হতেন। একদা হুতায়্যা ও যিবারকান কবি দ্বয়ের মধ্যে হিজা বিষয়ক কাব্য যুদ্ধ তীব্ররূপ পরিগ্রহ করে। এ একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কবি নাজ্জাশী ও বানী 'আজলানের মধ্যে। 'উমার (রা.) এ জাহিলিয়্যাহ পদ্ধতি উৎখাতের দিকে দৃষ্টি দেন। উপস্থিত হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হাস্‌সান (রা.)-এর নিকট। হাস্‌সান (রা.) তাদের কবিতা সমালোচনা ও পর্যালোচনা করলেন। কবি হুতায়্যা ও নাজ্জাশীর ব্যঙ্গ কাব্যকে অত্যন্ত অশ্লীল বলে রায় দেন। 'উমার (রা.) কবির সমালোচনার ওপর আস্থা অর্জন করলেন।[332] একদা কবি হাস্‌সান (রা.)-কে প্রশ্ন করা হল, শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি বললেন: ইমরাউল কায়স। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ খবর শুনে বললেন: হাস্‌সান (রা.) ঠিকই বলেছেন। দুনিয়াতে সে শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেলেও আখিরাতে তাঁর কোনই মর্যাদা নেই।[333]

সমালোচকদের দৃষ্টিতে কবি হাস্‌সান (রা.)

তদানীন্তন আরব প্রধাণতঃ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। গ্রাম্য ও শহুরে। মক্কা, মদীনা, তা'য়িফের অধীবাসীদেরকে শহুরে বলা হত। অবশিষ্ট সকল অঞ্চলের লোকজনকে গ্রাম্য হিসাবে পরিগণিত হত। শহুরে কবিদের মধ্যে হাস্‌সান (রা.) কে প্রাধান্য দেয়া হত। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক আরবী সাহিত্য সমালোচক আবূ 'উবায়দা সকল গবেষকদের মতামত পর্যালোচনা করে হাস্‌সান (রা.)-কে শহুরে কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন:[334]

اتفقت العرب على ان اشعر اهل المدر اهل يثرب ، ثم عبد القيس ، ثم ثقيف ، و على ان اشعر اهل يثرب حسان بن ثابت

"আরবরা ঐকমত্য পোষণ করেন যে, শহর, নগর, পল্লী কবিদের মধ্যে য়াছরিবের কবিরাই সর্বোত্তম। এর পরের স্থান আব্দুল কায়স অতঃপর ছাকীফ গোত্রের কবি। হাস্‌সান (রা.) য়াছরিবের মধ্যে সর্বোত্তম কবি।" এ সম্পর্কে আবূ 'উবায়দা আরও বলেন:[335]

شاعر الانصار فى الجاهلية وشاعر النبى صلى الله عليه وسلم فى النبوة شاعر اليمن كلها –

"জাহিলী যুগে আনসারদের, নুবুয়্যাতের যুগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর, আর ইসলামের যুগে সমগ্র ইয়ামনের কবি।"

আবূ 'উবায়দার সাথে একমত পোষণ করে গবেষক ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমাহী বলেন: মদীনা, মক্কা, তায়িফ, য়ামামা ও বাহরায়নের গ্রামে অনেক কবি ছিলেন। মদীনার গ্রাম ছিল কবিতার জন্য শীর্ষে। এ স্থানের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন পাঁচজন। খাযরাজের তিনজন: হাস্‌সান (রা.) ইব্‌ন ছাবিত, কা'ব ইব্‌ন মালিক ও 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা। আউসের দু'জন হলেন: কায়স ইব্‌ন আল-খুতায়ম ও আবূ কায়স ইব্‌ন আল- আসলাত। এদের মধ্যে হাস্‌সান (রা.) শ্রেষ্ঠ।[336]

ড. নজীব কিলানী বলেন: হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) কাব্য জগতে সুবহি সাদিকের মুখপাত্র ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। তার কবিতার বিষয় ছিল স্বচ্ছ আকীদা, নবী চরিত্র, মুমিনদের আনুগত্য, মুমিনদের পারস্পরিক শীশাঢালা সম্পর্ক প্রভৃতি। তাঁর গানের সুর ছিল আল-কুর'আনের আয়াত, আল্লাহর পথে জিহাদ, দুর্বলদের পবিত্র জীবনের হক সংরক্ষণ, অশ্লীলতা থেকে পবিত্র থাকা ইত্যাদি। তিনি তুলে ধরেছেন নতুন জীবনের বৈশিষ্ট্য, নতুন সংস্কৃতি যা জ্ঞান ও আত্মার দুয়ারে কড়া নাড়ায়। বাতিল জাহিলী সমাজের মিথ্যা প্রমানাদির বুকে এঁকেছেন পদচিহ্ন।[337]

ড. ইহসান আল-নাস বলেন, "নিঃসন্দেহে হাস্‌সান (রা.) ব্যঙ্গ কাব্যে ও বীরত্ব গাঁথায় সার্থক কবি ছিলেন।"

তিনি অন্যান্য বিষয়েও কবিতা লিখেন, তবে বেশী সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হননি। তিনি ইসলামের সাবলীল 'আকীদা বিশ্বাসকে কবিতার ছন্দে প্রকাশ করেছেন। এদিক থেকে তিনি ইসলামী কবি। কাব্য দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ

---

332 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

333 অধ্যাপক মুহাম্মাদ নজিউর রহমান, *সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী (সা.)*, ছাত্র সংবাদ (ঢাকা : ছাত্র সংবাদ ২০০৩খৃ.), খ.১, পৃ.৭৫; তু. শায়াহ শাওয়াহিদ আল-মুগনী, খ. ১, পৃ. ২৩।

334 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯; তু. আবূ আল-ফারাজ আল-ইস্‌ফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪১।

335 প্রাগুক্ত; আবূ আল-ফরাজ আল-ইস্‌ফাহানী-এর গ্রন্থে শাব্দিক পরিবর্তন সহ নিম্নরূপ:

كان شاعر الانصار فى الجاهلية وشاعر النبى صـــ فى النبوة وشاعر اليمن فى الاسلام দ্র. আল-আগানী, পৃ. ১৪১।

336 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯; তু. *তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৫।

337 মুহাম্মাদ আবুল কাসেম ভূঞা, *সাহাবীদের (রা.) কাব্যচর্চা* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৪১৮/১৯৯৭), পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

(সা.)-এর পক্ষে গড়ে তুলেছেন এক দূর্বার প্রতিরোধ। এজন্য তিনি রাসূল (সা.)-এর কবি। দ্বীন ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য অংগ, তার বহু কবিতায় এ সত্য উদ্বেলিত। এ দিক থেকে তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কবিতার প্রতিষ্ঠাতা।[338]কবি আল-হুতায়্যা হাস্‌সান (রা.)-এর পূর্ণ কবিত্বের স্বীকৃতি প্রদানকারী ছিলেন। তিনি বলেন:[339]

ابلغوا الانصار ان شاعرهم اشهر العرب

"আনসারদের এ সংবাদ পৌছে দাও যে, তাদের কবি আরবের প্রসিদ্ধ কবি।" আল-হুতায়্যাহ এ বক্তব্য বলে হাস্‌সানের (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করেন।[340]

يغشون حتى ما تهر كلا بهم + لا يسألون عن السواد المقبل

"তাদের গৃহে সব সময় অতিথিদের এত ভিড় থাকে যে, তাঁদের কুকুরগুলিও তা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন তারা অন্ধকার রাত্রে নতুন আগন্তুককে দেখে ঘেউ ঘেউ করে না।"

---

338 ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯-৯০।

339 *দীওয়ান হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত আল-আনসারী* (বৈরূত: দার আল-নাফা'ইস, ১৪১৮/১৯৯৭), পৃ. ৬।

340 প্রাগুক্ত; 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বে আরবী কবিতার বিষয়বস্তু

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ : জাহিলী যুগ নির্ণয় ও কবিতার বিষয়বস্তু
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বে আরবী কবিতায় নৈতিকতা বর্জিত বিষয়সমূহ
- ✓ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বে আরবী কবিতায় নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
জাহিলী যুগ নির্ণয় ও কবিতার বিষয়বস্তু

জাহিলী যুগের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বের যুগ নির্ণয়ের সময়সীমা বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। উক্ত সাহাবীদ্বয়ের পূর্বের যুগ অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে শুরু করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ সময়কে জাহিলী যুগ বলা হয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আর.এ. নিকলসন বলেন[341]- "Mohammedans include the whole period of Arabian history from the earliest times down to the establishment of Islam in the term al-Jahiliyya."

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, জাহিলী যুগ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম জাহিলী যুগ ও দ্বিতীয় জাহিলী যুগ।[342] প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ কালকে প্রথম জাহিলী যুগ বলা হয়।[343] প্রথম জাহিলী যুগ (الجاهلية الاولى)-এর উল্লেখ আল-কুর'আনে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে:[344] ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى "তোমরা প্রথম অজ্ঞতার যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না।"

দ্বিতীয় জাহিলী যুগ-আরবী সাহিত্যের গবেষকগণ মনে করেন যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির প্রায় ১০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কাল (৫২৫-৬২২খৃ.) আরবী সাহিত্যের জাহিলী যুগ বা দ্বিতীয় জাহিলী যুগ।[345] এ জাহিলী যুগকে আরবী কবিতার স্বর্ণযুগ বলা হয়। আরব উপদ্বীপের প্রায় অসংখ্য কবি এসময় জন্মেছেন, যাদের মধ্যে বেশ কিছু কবি ছিলেন সত্যিই প্রতিভাবান।[346]

الجاهلية শব্দটি الجهل ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ অজ্ঞতা, মূর্খতা। الجهل শব্দটি العلم (জ্ঞান, বিদ্যা)-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও এটি الحلم শব্দের বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[347] الحلم শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও ভদ্রতা।

প্রাক ইসলামী যুগের লোকজন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সাথে পরিচিত ছিলেন। যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, পদচিহ্নবিদ্যা ইত্যাদি। তদ্রূপ তাদের সাহিত্য সমকালীন বিশ্বে এমনকি বর্তমানেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত চাষাবাদ, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রীড়া-কৌতুক, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পূজা-অর্চনা, চারু ও কারুকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি উন্নত মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সুপরিচিত ছিলেন। এসব কিছু সত্ত্বেও তারা বিশ্বাসে ও কর্মে নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছে। ফলে সে কালের জন্য জাহিলিয়্যাহ বিশেষণ সমীচীন ও সঙ্গত হয়েছে।[348]

এ বিষয়ে ইব্‌ন মানযূর-এর বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:[349]

---

341 R. A. Nicholson, *A literary history of the Arabs* (Cambridge University Press, 1969) p.30.

342 জুরযী যায়দান, *তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ* (বৈরূতঃ মাকতাবাহ বাহুছ ওয়া আল-দিরাসাত ফী দার আল-ফিকার, ১৪১৬/১৯৯৬), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৭।

343 আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২/১৯৮২), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৬।

344 আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব: ৩৩। এই প্রথম অজ্ঞতার যুগ নূহ (আ.)-এর সময় হতে পূর্ববর্তী একহাজার বছর পর্যন্ত, ভিন্নমতে ইব্রাহীম (আ.)-এর সময় হতে ঈসা (আ.)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। আর এক মতে মুহাম্মাদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বের যুগ। তু. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ (টীকা দ্র.)।

345 P.K. Hittri, *History of Arabs* (London, 1960), পৃ. ৮৭।

346 আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

347 আল-হামাস আল-মাদায়িনী (মৃ.২২৫/৮৩৯) বলেছেন: المؤمن حليم لا يجهل وان جهل عليه মু'আবিয়া (রা.) বলেন- ان لاستحى من ربى ان يكون جهل اكبر من حلمى। এখানে جهل শব্দের বিপরীত অর্থে الحلم শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। দ্র. ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহ, *আল-'ইকদ আল-ফারীদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৮।

348 আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৬।

349 ইব্‌ন মানযুর, *লিসান-আল আরব*, (মিশর:বুলাক,১৩০০হি.), খ. ১, পৃ. ৫২৪।

Dhaka University Institutional Repository

هى الحال التى كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله سبحانه تعالى و رسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالانساب والكبر والتجبر وغير ذالك.

পবিত্র আল-কুর'আনে الجهل শব্দটির ব্যবহার একাধিকস্থানে পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[350]

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية

"আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মত।"[351]

افحكم الجاهلية يبغون

"তারা কি জাহিলিয়্যাত আমলের ফায়সালা কামনা করে?"[352]

قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين

"মূসা (আ.) বললেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থণা করছি।"

একদা বিশিষ্ট সাহাবী আবূযর গিফারী (রা.) কোন এক ব্যক্তিকে তার ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করে গালি দেন। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:[353] إنك إمرؤ فيك الجاهلية "তুমি এমন এক ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে জাহিলিয়্যাতের অভ্যাস রয়েছে।

'উমার (রা.)-এর শাসনামলে আল-আহ্নাফ ও 'আমর আল-আহ্তাম-এর মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্ক হয়। 'উমার (রা.) এক পর্যায়ে আল-আহ্নাফকে লক্ষ্য করে বললেন:[354]

انا كنا وانتم فى دار الجاهلية ، فكان الفضل لمن جهل فسفكنا دماؤكم و سبينا نسائكم وانا اليوم فى دارالسلام والفضل فيها لمن حلم-

"আমরা ও তোমরা উভয়ে একটি জাহিলী গৃহে আবদ্ধ ছিলাম। তখন সম্মান ও মর্যাদা ছিল তাদের যারা জাহিলী স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হত। সে সময় আমরা তোমাদের রক্ত ঝরাতাম, তোমাদের নারীদের বন্দী করতাম। এখন আমরা ইসলামের গৃহে; এখানে সম্মান ও মর্যাদা তাদের, যারা ইসলামী নৈতিকতার ক্ষেত্রে অগ্রণী।"

الجاهلية শব্দটির অর্থ যাই হোক না কেন, এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে আরব উপদ্বীপের একটি সময়ের নামে পরিচিত হয়ে হয়ে গেছে। الجاهلية নামটি ইসলামী আমলেই সৃষ্টি হয়েছে। ইব্ন খালাওয়ায়হি (মৃ. ৩৭০/৯৮০) এ কথাই বলেছেন:[355] ان الجاهلية اسم حدث فى الاسلام للزمن الذى كان قبل الاسلام "আল-জাহিলিয়্যাহ একটি নামবাচক শব্দ যা ইসলাম পূর্ব সময়কালকে বুঝানোর জন্য ইসলামী যুগে সৃষ্টি হয়েছে।"

আরবী কাব্যসাহিত্যের সূচনাকাল নির্ণয়ে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রয়েছে। গবেষকগণ পঞ্চম শতাব্দীকে আরবী কাব্য সাহিত্যের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এর পূর্বের কবিতাগুলো সামঞ্জস্যহীন। পঞ্চম শতকের শেষপ্রান্তে ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত নানকারা ইয্দী (মৃ.৫১০খৃ.), তা'আব্বাত শাররান (মৃ.৫৩১খৃ.),আল-মুহাল্হিল ইব্ন রাবী'আহ্ (মৃ. ৫৩১ খৃ.), ইমরু'উল কায়স (মৃ. ৫৪০ খৃ.), তারাফাহ্ ইব্ন 'আবদ (মৃ. ৫৬৪ খৃ.), মহিলা কবি যথাক্রমে লায়লা 'আক্বীক্বাহ (মৃ. ৪৮৩ খৃ.) এবং জালীলাহ্ বিনত মুররাহ্ আল-শায়বানী (মৃ. ৫৩৮ খৃ.) প্রমুখদের কবিতা খুবই উচ্চাঙ্গের। সুতরাং সব সূচনার মূলেই অপরিপক্কতা ও অস্বচ্ছতা বিরাজমান। এতদসত্ত্বেও

---

350 আল-কুর'আন, সূরা আলে-ইমরান : ১৫৪।
351 আল-কুর'আন, সূরা আল-মা'ইদাহ : ৫০।
352 আল-কুর'আন, সূরা আল-বাক্বারাহ : ৬৭।
353 আল-সাহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭।
354 ইব্ন 'আবদ রাব্বিহ, *আল-ইক্দ আল-ফারীদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৪।
355 আহমাদ আমীন, *ফাজর আল-ইসলাম* (বৈরূতঃ দার আল-কুতুব আল-'আরাবী, ১৯৬৯খৃ.) ১০ম সংস্করণ, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত কবিদের কবিতার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার পেছনে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন স্তর ও ধাপের অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জড়িত রয়েছে। তাই বলা যায় কবিতার প্রথম পদক্ষেপ হল মিলযুক্ত গদ্য। সেখান থেকে রাজায ছন্দের প্রচলন। এরপর খন্ড কবিতার বহিঃপ্রকাশ, এরপর কাসীদা রচনা লেখার প্রচলন তৈরী হয়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আরব কবিদের কাজের পরিধি বেড়ে যেত। তারা যেমন ছিলেন গোত্রের প্রত্যাদেশবাহী, দিশারী, প্রবক্তা ও মুখপাত্র, তদ্রূপ তাদেরকে যুদ্ধ ও শান্তিকালীন সময়ে অনেক ভূমিকা পালন করতে হত। প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হওয়ার জন্য গোত্রের লোক কাহিনী, অতীত গৌরব ও কর্মদক্ষতা, অধিকার ও অনধিকার বিষয়াবলী, অধিকন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রকে ঘায়েল করার জন্য ব্যক্তি ও গোত্রগত দুর্বলতা এবং অতীত অকৃতকার্যতা সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল হতে হত। তাই আরব ঐতিহাসিকগণ বলেছেন الشعر ديوان العرب "প্রাচীন আরবী কবিতা আরবদের ঘটনাপঞ্জী।" নিত্য জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ঠাট্টা-বিদ্রূপ তথা জীবন চলার পথের সমস্ত অনুভূতি তাদের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন আরবী কাব্য যেহেতু বেদুঈন যাযাবরদের সৃষ্টি, তাই তাদের জীবন প্রবাহের গতি-প্রকৃতি, "হুদা" ও কাসাস বা গীতি কবিতা প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রাচীন আরবী কাব্যের বিষয়বস্তু

প্রাচীন আরবী কাব্যের বিষয়বস্তু নিরূপণে মনীষীদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যার কিয়দাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

আরবী সাহিত্যের অন্যতম গবেষক ইবন রাশীক তাঁর আল-'উমদাহ্ গ্রন্থে আরবী কাব্যের বিষয়বস্তু নিরূপণে ৯টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন:[356]

১. النسيب (প্রণয় গীতি), ২. المديح (স্তুতিবাদ) ৩. الافتخار (গৌরবগাঁথা) ৪. الرثاء (শোকগাঁথা) ৫. الاستنجار والاستنجار (প্রয়োজনীয়তা ও অনুভবসূচক বাক্য) ৬. العتاب (ভর্ৎসনা) ৭. الوعيد والانذار (ভীতিপ্রদর্শনমূলক কাব্য), ৮. الهجاء (ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কাব্য), ৯. الاعتذار (ক্ষমা প্রদর্শনমূলক কাব্য)।

প্রখ্যাত কাব্য সমালোচক কুদামা ইবন জা'ফর তাঁর "নাকদ আল-শি'র" গ্রন্থটিতে আরবী কাব্যের ৬টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যথা:[357] ১. المديح (স্তুতিবাদ), ২. الهجاء (ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কাব্য), ৩. النسيب (প্রণয় গীতি), ৪. المراثى (শোকগাঁথা), ৫. الوصف (বর্ণনা বিষয়ক), ৬. التشبيه (উপমা বিষয়ক)।

আবূ হিলাল আল-'আসকারী জাহিলী যুগের কবিতায় বিষয়বস্তু হিসেবে ৫টি বিষয়ের উল্লেখ করেন।[358] ১. المديح (স্তুতিবাদ), ২. الهجاء (ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কাব্য), ৩. الوصف (বর্ণনা বিষয়ক), ৪. التشبيه (উপমা বিষয়ক), ৫. المراثى (শোক গাঁথা)। এর সাথে কবি আল-নাবিঘা আরেকটি বিষয় জুড়ে দেন। তা হলো: الاعتذار (ক্ষমাসুলভ কাব্য)।

'আব্দুল 'আযীয ইবন আবী আল-আসবাগ দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণা করে জাহিলী যুগের কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর বর্ণনা দেন। যথা:[359] ১. الغزل (প্রেমমূলক), ২. الوصف (বর্ণনা বিষয়ক), ৩. الفخر (গৌরবগাঁথা), ৪. المدح (স্তুতিবাদ), ৫. الهجاء (ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কাব্য), ৬. العتاب (তিরস্কার), ৭. الاعتذار (ক্ষমাসুলভ কাব্য), ৮. الادب (শিষ্টাচার), ৯. الخمريات (মদ সম্পর্কীয়) ১০. الاهدبات (উপদেশমূলক), ১১. المراثى (শোকগাঁথা), ১২. البشارة (সুসংবাদ বিষয়ক), ১৩. التهانى (শুভেচ্ছা বিষয়ক), ১৪. الوعيد (ভীতি প্রদর্শনমূলক) ১৫. التحذ ير (সতর্কীকরণ), ১৬. التحريض (উৎসাহব্যঞ্জক) ১৭. الملح (রসিকতা), ১৮. باب مفرد للسؤال والجواب (প্রশ্নোত্তরের বিচ্ছিন্ন অধ্যায়)।

---

356 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৫।

357 প্রাগুক্ত।

358 প্রাগুক্ত।

359 মুস্তফা সাদিক আল-রাফি'ঈ, *তারীখ আদাব আল-আরব* (বেরূত: দার আল-কুতাব আল-'আরাবী, ১৩৯৪/১৯৭৪), খ. ৩, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলী ও অন্যান্য যুগের কবিতার তুলনামূলক গবেষক শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলক আবূ তাম্মাম (মৃ.২৩১/৮৫০) স্বীয় দীওয়ান আল-হামাছা গ্রন্থে ১০টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।[360]

১. الحماسة (মনোবল/বীরত্ব), ২ المراثى (শোকগাঁথা), ৩. الادب (শিষ্টাচার), ৪. النشيب (প্রণয় গীতি), ৫. الهجاء (ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কাব্য), ৬. الاضافات (আতিথেয়তা), ৭. الصفات (বর্ণনা বিষয়ক), ৮. السير (ভ্রমণ), ৯. الملح (রসিকতা), ১০. معرفة النساء (নারী গঞ্জনা)।

[360] মুস্তফা সাদিক আল-রাফি'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বে আরবী কবিতায় নৈতিকতা বর্জিত বিষয়সমূহ

প্রাক ইসলামী যুগে বিভিন্ন কবিদের কাব্যে অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল:

ডাকাতির বর্ণনা

প্রাচীন আরবের কবি তা'আব্বাতা শাররান[361] (মৃ. ৫৩০ খৃ.) যিনি দুর্ধর্ষ ও দরিদ্র (صعلوك) কবি হিসেবে খ্যাত। তাঁর প্রকাশিত দীওয়ান নাই বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে আরবী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থে তাঁর কিছু কবিতা রয়েছে। হান্না আল-ফাখূরী রচিত "আল-মু'জায ফী আল-আদাব আল-আরাবী ওয়া তারীখিহ্" নামক গ্রন্থে তাঁর কবিতা সমূহের উদাহরণ হিসেবে ان بالشعب لقتيلا , اذا المرء لم يحتل এবং الغول নামক শিরোনামে তিনটি বিষয়ে কবিতার উল্লেখ করেছেন।[362] আল-মুফাদ্দালিয়্যাত গ্রন্থে তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা উল্লেখ রয়েছে। তা'আব্বতা শাররান-এর সমসাময়িক শানফারী ও 'আমর ইব্‌ন বুরাকের সাথে চুরি ও ডাকাতির কার্যাদি করতেন যার বর্ণনা নিম্নের কবিতায় পাওয়া যায়। যথা:[363]

ليلة صاحواغروا بى سراعهم + بالعيكتين لدى معدى ابن براق

كانما حثحثوا حصا قوا دمه + او امّ خشف بذى شثٍّ وطُبَاق

لا شئ اسرع منى ليس ذاعذر + وذاجناح بجنب الريد حفاق

حتى نجوت ولما ينز عوا سلبى + بواله من قبيض الشد غيداق

"এমন অনেক রাত্র অতিবাহিত হয়েছে যাতে শত্রুবাহিনী বিলাপ ও আর্তনাদ করেছে এবং মা'দা ইব্‌ন যায়রাক-এর নিকট 'আয়কাতায়ন নামক স্থানে তাদের তড়িৎগতি আমাকে প্রতারণা করেছে। শত্রু-বাহিনী পাথরের নুড়িকে উড়িয়ে দিল, কিংবা তারা যেন বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হরিণ শাবকদল। আমার চেয়ে অধিক দ্রুতগামী কোন বস্তু নেই। সে

---

[361] তা'আব্বাতা শাররান একজন প্রাচীন জাহিলী কবি। তাঁর প্রকৃত নাম ছাবিত ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন সুফয়ান আল-ফাহমী, হাবশী বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ কবি নিজের মায়ের মতই কৃষ্ণকায় ছিলেন। কবি একদা বগলে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কবি সম্পর্কে তার মাতাকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে বললেন- لا ادرى إله تابط شراوخرج "জানিনা অমঙ্গল একটা বগলদাবা করে বেরিয়ে গেছে।" দ্র. হান্না আল-ফাখূরী, আল-মু'জায ফী আল-আদব আল-আরাবী ওয়া তারীখিহ (বৈরুত ঃ দার আল-জায়ল, ১৪১১/১৯৯৯), ২য় খ. ১. পৃ. ৯৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪; তু. ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭। উক্ত গ্রন্থে ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তন রয়েছে। যেমনঃ اذ تسابط سيفا و خرج তিনি লুণ্ঠন করে দিনাতিপাত করতেন। পদযুগল প্রাণীদের মধ্যে তিনি দ্রুতবেগে দৌড়াতে সক্ষম ছিলেন। ক্ষুধা পেলে হরিণের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন। হাতের নাগালে পেলে বগল থেকে তরবারি বের করে জবেহ্ করতঃ আগুনে পাকিয়ে ভক্ষণ করতেন। দ্র. আবূ আল-ফারাজ আল ইস্‌ফাহানী, *কিতাব আল-আগানী*, (বৈরূতঃমু'আসসাসাহ ইযয আল-দীন, তা.বি), খ. ৬, পৃ. ২১০। উক্ত কবি তা'আব্বাতা শাররান-এর কবিতাগুচ্ছ আল-আগানী-এর খ.১৮-এর ২০৯পৃষ্ঠায়, ইব্‌ন কুতায়বার ১৭৪ পৃষ্ঠায়, *বিদ্যালাহ আল-আদব*গ্রন্থ ১ম খণ্ডের ৭৭পৃষ্ঠায় রচিত, আল-তাম্মাম রচিত *আল-হামাসাহ*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ *শারহ্ শাওয়াহিদ আল- মুগনী* এর ১৯, ৪৩, ৮২ পৃষ্ঠায়, আল-মাসউদী রচিত *মুয়াওয়াজ আল-যাহাব* খন্ড ৩-এর ১০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়াও দা'ইরাহ আল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া ও আল-বুস্তানী রচিত الشعر والفرسان অধ্যায়ে উক্ত কবির কিছু কবিতা পরিলক্ষিত হয়।

[362] হান্না আল ফাখূরী, *আল-মু'জায ফী আল-আদাব আল- আরাবী ওয়া তারীখিহি* (বৈরূত : দার আল-জায়ল, ১৪১১/১৯৯১), ২য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ১১৫-১১৮।

[363] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, আল-আসর আল-জাহিলী* (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, তা.বি), ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৩৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

অনুযোগকারীও নয় এবং পাহাড়ের বহিঃস্থ বাহুবিশিষ্ট পতপতকারীও নয়। অবশেষে মুক্তি পেলাম তবুও তারা আমার ঘোড়া ও ছিনতাইকৃত সম্পদ কেড়ে নিতে পারেনি।"

চুরি ও গুপ্ত হামলার বর্ণনা

কবি শানফারা আযদী[364] (মৃ. ৫১০খৃ.) জাহিলী যুগের একজন বেদুঈন ও ভিক্ষু (صعلوك) কবি। ভাকু দলের একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে সেকালেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কবিতায় গৌরব ও হামাসাহ্ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। শত বাধা-বিপত্তি ও অন্ধকারের অমানিশা সত্ত্বেও চুরির কার্য সম্পাদনে ত্রুটি করেননি।
চোরা গোপ্তা হামলার বর্ণনা তাঁর নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে ফুটে উঠেছে:[365]

درعت على غطش وبغش وصحبتى + سعاروأرزبزو وجرو افكل

فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة + وعدت كما أبدأت والليل أليل

"ঘোর অন্ধকার ও হাল্কাবৃষ্টির মধ্যে আমি রওয়ানা হলাম। আর আমার সঙ্গী ছিল তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা, হাঁড় কাঁপানো শীত, ভয় ও ত্রাসে মূহ্যমান। অতঃপর আমি বহু মহিলাকে বিধবা, সন্তান-সন্ততিকে ইয়াতীম বানিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে এলাম, যেমনভাবে যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম; আর রাত্র তখনও ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল।"

শানফারা আল-আযদী-এর কবিতাগুচ্ছ আল-আগানীর ২১শ খণ্ডের ৮৭ পৃষ্ঠায়, ইব্ন কুতায়বাহ-এর আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায়, খিযানাহ্ আল-আদব-এর ২য় খণ্ডের ২১ পৃষ্ঠায় এবং আল-কালী রচিত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও আবূ তাম্মাম-এর হামাসাহ গ্রন্থে ও দা'ইরাহ আল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যায় বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা ৬৮ শ্লোক বিশিষ্ট লামিয়াতুল আরবে (অন্ত্যমিলে "ل" যুক্ত কবিতা) আরব বেদুঈনের বীরত্ব, সাহস ও কার্য ক্ষমতার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর দীওয়ান কায়রোস্থ مجموعة الطرائف الادبية নামক সংস্থা প্রকাশ করেছে।[366]

অশ্লীলতার বর্ণনা

প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ কবি সম্রাট ইমরু'উল কায়স[367] (৫০০-৫৪০খৃ.)-এর কবিতায় ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা, উপমা, উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব, ছন্দের পরিপাট্য আর সর্বোপরি জীবনবোধের এক অপূর্ব দ্যোতনা

---

364 কবি শানফারা আল-আযদীর প্রকৃত নাম ছাবিত ইব্ন আউস আল-ইয়ামানী। তিনি যাযাবর বেদুঈন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কিংবদন্তী রয়েছে। শৈশবে বানূ সালামানের দস্যুরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। বড় হয়ে নিজের পরিচয় সমূহ জানতে পেরে স্বগোত্রে ফিরে আসেন এবং বানূ সালামানের একশত লোককে হত্যা করার শপথ নেন। শপথ অনুযায়ী নিরানব্বই জনকে হত্যা করেন। অবশেষে উসাইদ ইবন জাবির কর্তৃক ধৃত ও অবশেষে নিহত হন। তাঁর কর্তিত মাথার খুলিতে এক ব্যক্তি লাথি মারার কারণে পায়ে জখম হয় অবশেষে সেও নিহত হয়। এভাবে একশত লোককে হত্যা করার শপথ পূর্ণ হয়। দ্র. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১২২।

365 শানফারা আযদী, *লামিয়াহ আল-আরব*, ড. 'আব্দুল হালীম হাফনী সম্পাদিত (কায়রো : মাকতাবাহ আল-আদাব, ১৯৮৩খৃ.), পৃ. ৪২-৪৩।

366 জুরজী যায়দান, *তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫১ (টীকা দ্র.)।

367 আরবী সাহিত্যে ইমরু'উল কায়সের তিনটি নামের উল্লেখ রয়েছে। যথা :'হুন্দাজ, 'আদী, মুলাইকা"। কুনিয়ত ও তিনটি যথা- আবূ ওয়াহাব, আবূ যায়দ ও আল-হারিছ এবং লকবও তিনটি যথা- যুল-কুরূহ, আল-মালিক আল-দিল্লীল এবং ইমরু'উল কায়স। দক্ষিণ আরবে অবস্থিত ইয়ামনের অধিবাসী। পিতা হুজর ইব্ন 'আমর আল-কিন্দী। মাতা ফাতিমা যিনত রবী'আহ যিনি কবি কুলায়ব ও আল-মুহালহিলের বোন। পিতা ও পিতামহ উভয়ে গোত্রপতি ছিলেন। তাঁকে মু'আল্লাকার উদ্ভাবক বলা হয়। কারণ এতে তিনি নূতন রীতি-নীতির প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কবিগণ তাঁর অনুসরণ করেন। নূতন নূতন উপমা উৎপ্রেক্ষা দিয়ে প্রাঞ্জল ভাষার মাধ্যমে কাব্য জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। দ্র. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত,খ.১, পৃ.১৭৮;রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রসঙ্গে বলেন- انه يقدم بلواء الشعراء إلى النار لقدمه ق الشعر দ্র. আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, *জামহারাহ আশ-'আয় আল-'আরাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান।[368] তিনি অতি বিশুদ্ধ ভাষায় চরম অশ্লীলতার বর্ণনা কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে সক্ষম ছিলেন। যেমন:[369]

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع + فالهيتها عن ذى تمائم مغيل

اذا ما بكى من خلفها انصرفت له + بشق وتحتى شقها لم يحول

গর্ভবতী দুগ্ধবতী তোমার মতো ঢের রূপসী,
ভুলিয়ে দিয়ে কোলের শিশু ভোগ করেছি ভেরায় পশি।
যখন শিশু উঠতো কেঁদে মুড়িয়ে দিত অর্ধ দেহ,
মত্ত-বিবশ আধেক তখন আমার নীচে নিঃসন্দেহ।[370]

শুধু মু'আল্লাকারই কাব্য নহে, বরং তিনি আরো বহু কবিতা রচনা করেছিলেন যা কালের করালগ্রাসে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও নানা সংকলন গ্রন্থ হতে উৎকলিত তাঁর যে সমস্ত কবিতা একত্রিত করে একটি সঞ্চয়িতায় স্থান দেয়া হয়েছে তা ديوان امرؤ القيس নামে পরিচিত। হাসান আল-সান্দুবী (حسن السندوى) কর্তৃক সংকলিত। ১৩৩৯/১৯৩০ সালে ছোট বড় (৮৪) টি কবিতা সহ মিশর হতে মুদ্রিত হয়।[371] ১২৫৩/১৮৩৭ সালে প্যারিসে; ১৩৩২/১৯১৩ সনে অনুরূপ দীওয়ান ইমরুউল কায়স" নামে বোম্বাইতে প্রকাশিত হয়। নাহুশাস্ত্রবিদ বুতলুয়ুসী (মৃ.৪৯৪/১১০০) কর্তৃক উক্ত দীওয়ানের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। ১৩০৩/১৮৮৫ সালে সেন্টপিটার্সবুর্গে মূল 'আরবী সহ রুশভাষায় একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাপা হয়। এ ছাড়াও আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন কিতাব আল-আগানী-এর ৩য় খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায়, ২য় খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায়, ইবন কুতায়বাহ্-এর আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায়, খিযানাহ আল-আদবের ৩য় খণ্ডের ৫৩২ পৃষ্ঠায়; জামহারাহ আশ'আর আল-'আরব নামক গ্রন্থের ১২৩-১৩৭ পৃষ্ঠায় এবং كتاب الشعراء الستة الجاهلين নামক গ্রন্থে (১২৮৭/১৮৭০ সনে লন্ডনে প্রকাশিত) বিভিন্ন কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়।[372]

সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বিষয়ক বর্ণনা

প্রাচীন যুগের প্রথম শ্রেণীর কবি শানফারা আল-আযদী একজন বেদুঈন ভিক্ষু কবি (صعلوك) ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক তা'আব্বাতা শাররান (মৃ. ৫৩০খৃ.) ও 'উরওয়া ইবন আল-ওয়ারদ (মৃ. ৫৯৬খৃ.) সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কবি শানফারার সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিবরণ নিম্নোক্ত কবিতায় পাওয়া যায়।[373]

وليلة نحس يصطلى القوس ربها + واقطعه اللاتى بها يتنبل

دعست على غطش وبغش وصحبتى + سعار وارزير بروجر وأفكل

فايمت نسوانا أيتمت إلدة + وعدت كما أبدأت والليل أليل

"প্রচণ্ড শীতের রাতে (আগুন পোহাবার জন্য) ধনুকের মালিক যখন তা জ্বালিয়ে দেয় এবং নিক্ষেপ করার মত তীরের বাটি জ্বালিয়ে দেয়, তখন আমি সেই ঘন অন্ধকার ও হাল্কা বৃষ্টির মধ্যে রওয়ানা হলাম। অতঃপর আমি তাদের বহু মহিলাকে স্বামীহারা করলাম এবং শিশুদেরকে ইয়াতীম করে দিলাম। এতকিছু করেও আমি স্বাচ্ছন্দ্যে ফিরে এলাম যেমনভাবে আমি গিয়েছিলাম। আর রাত তখনও ঘোর অন্ধকার।"

---

368 আ.ত.ম মুসলেহউদ্দীন, *আরবী* সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৪১৫/১৯৯৫) ৩য় সংস্করণ,পৃ.৫২-৫৩।

369 মৌলানা নুরুদ্দীন আহমাদ, *'আল-সাব্'উ' আল-মু'আল্লাকাহ,* সম্পাদনা, ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২খৃ.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৮৪।

370 প্রাগুক্ত।

371 প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

372 জুরজী যায়দান, *তারীখ আদাব আল-লুঘাহ আল- 'আরাবিয়্যা,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৫ (টীকা দ্র. সহ)।

373 শানফারা আল-আযদী, *লামিয়াহ আল-'আরাব* সম্পাদিত, ড. 'আব্দুল হালীম হাফনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাভিচারের উল্লেখ করে কবিতা রচনা

দীর্ঘ কাসীদা ও কবিতার বিভিন্ন শাখায় যথা মাদীহ, হিজা, ফখর, ওয়াসফ, খামর ও গযল বিষয়ক কবিতা রচনায় কবি আল-আ'শা (মৃ. ৫৩০-৬২৯ খৃ.)[374]-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনিই প্রথম কবি যিনি কবিতার বিনিময়ে পয়সা-কড়ি অন্বেষণ করেছেন এবং কবিতাকে ব্যবসায় পণ্য হিসেবে গণ্য করে দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন।[375] তাঁর কবিতায় মূর্তিপূজার ইংগিত বহন করে। এছাড়াও বহু গায়িকা (যথা: হুরায়রাহ, কুতায়লাহ ও জুবায়রাহ)-এর উল্লেখ সহ বেশ্যা মেয়েদের আলোচনা করেছেন। ইব্ন সাল্লাম বলেন

وكان من الشعراء من ينأله في جاهلية ويتعفف في شعره ولا يستبير بالفواهش– ومنهم من كان ينعهر ولا يبقى على نفسه ولا يستتر' منهم امرؤ القيس ومنهم الاع

"কবি গোষ্ঠীর মধ্যে এমন কবিও ছিলেন যে, জাহিলিয়্যা যুগে ধর্ম পালন করতেন, কবিতায় নিস্পাপ বিষয় বর্ণনা করতেন এবং অশালীন কথাবার্তা কবিতায় বর্ণনা করতেন না। আবার এমন কবিও ছিলেন যে, অশ্লীল প্রেমবার্তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। যেমন: ইমরু'উল কায়স ও আল-আ'শা।[376]

ব্যভিচারের মত অশ্লীল ও গর্হিত কাজের বর্ণনা দিয়ে কবি আল-আ'শা বলেন:[377]

واقررت عيني من الغا + نيات اما نكاحا واما أزن

"আমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি গায়িকাদের প্রতি, হয়তো বিয়ের মাধ্যমে নতুবা ব্যভিচারের মাধ্যমে।"

কবি আল-আ'শা রচিত একটি দীওয়ান রয়েছে যার অধিকাংশ প্রশংসা বিষয়ক। পাশ্চাত্যের জার্মান লেখক এবুবৎ তাঁর দু'টি কাসীদা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন।[378] প্রথম শ্লোকটি হচ্ছে:[379]

ما بكاء الكبير في الاطلال + وسؤالي وما ترد سؤالي

আর দ্বিতীয় কাসীদার প্রথম পংক্তি হচ্ছে:[380]

---

374 কবি আল-আ'শা জাহিলী যুগের খ্যাতনামা কবিদের অন্তর্গত। তাঁর প্রকৃত নাম মায়মূন ইব্ন কায়স আল-বাকরী। উপনাম আবূ বুসায়র। আরবগণ তাঁকে صناجة العرب (আরবের চারণ কবি) নামে অভিহিত করেন। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়। এজন্য তাঁকে الاعشى (রাতকানা) বলা হত। সৌদী আরবে রিয়াদের দক্ষিণে য়ামামার 'মানফূহা' নামক গ্রামে খৃ. ৫৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৯খৃষ্টাব্দে মারা যান। তিনি ইরাক, সিরিয়া ও আবিসিনিয়া গমন করে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের দরবারে কবিতা রচনা করে জীবিকা উপার্জন করেন। ধ্বনির প্রভাব, গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক, বিদেশী (ফারসী) শব্দের এবং সার্থক প্রভাবপূর্ণ সমাপ্তির ওপর তিনি সমধিক জোর দিয়েছেন। কবি আল-আ'শা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করলে আবূ সুফয়ান কুরায়শ নেতাদের বলল: والله لئن اتى محمدا او أتبعه ليضرمن عليكم نيران العرب بشعره (খোদার শপথ! যদি সে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট যায় অথবা তাঁকে অনুসরণ করে তাহলে সারা আরব তোমাদের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে আগুন জ্বালিয়ে দিবে।)" সুতরাং তাঁকে ১০০ উট দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হওয়া থেকে বারণ কর। কবি তাঁর উষ্ট্রীর পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন ও অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। দ্র.আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূতঃ দার আল-ছাকাফাহ, ১৯৮৫ খৃ.), ২৯তম সংস্করণ, পৃ. ৬৫।

375 মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম,আল-জুমাহী,*তাবাকাত ফুহুল আল-শ'আয়া* (কায়রো:আল-মু'আসসাসাহ আল-সাউদিয়্যাহ, তা.বি), খ.১, পৃ.৬৫।

376 মুহাম্মদ ইবন আল্লাম আল-জুমায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮।

377 ড.'আব্দুল্লাহ আল-হামিদ, *আল-শি'র আল-ইসলামী ফী সাদর আল-ইসলাম* (রিয়াদ : মু'আসসামাহ দার আল-ইসলাহ, ১৪০০/১৯৮০),
১সং, পৃ. ২৩১; *দীওয়ান আ'শা*, সম্পাদিত. জ এবুবৎ (লন্ডন: ১৯২৮খৃ.), পৃ. ৫৯।

378 জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১২।

379 আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী আল-খাত্তাব আল-কারশী, *জামহারাহ আশ'আর আল-'আরাব*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৬।

380 জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১১২; হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২; ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদব আল-'আরাবী (বৈরূতঃ দার আল-'ইলম লি আল-মালা'ঈন, ১৪০৫/১৯৮৪), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ودع هريرة ان الركب مرتحل + وهل تطيق وداعا ايها الرجل

"হুরায়রাকে এ কথা বলে বিদায় জানাও যে, অশ্বারোহী অচিরেই চলে যাবে। হে ব্যক্তি, তুমি কি তাকে বিদায় জানাতে পার?"

উক্ত কাসীদাদ্বয়ের ব্যাখ্যাগ্রন্থ কলেবরে খুব দীর্ঘ এবং বিপুল পৃষ্ঠাব্যাপী। তন্মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম কাসীদার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ২২৩ পৃষ্ঠা। মি. এবুবৎ দীর্ঘ ৪০ বৎসর কঠোর সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে কবি আল-আ'শার উপর গবেষণা করে স্কলারশীপ অর্জন করেন। অভিসন্দর্ভে দু'টি পরিশিষ্ট সংযোগ করেন।

প্রথম. এতে বিভিন্ন আরবী সাহিত্য ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে আল-আ'শার কবিতাসমূহ সংগ্রহের বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয়. এর পরিশিষ্টে আল-আ'শার নামকরণের উৎস বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত গবেষণাধর্মী দীওয়ানটি মুহাম্মাদ ইব্ন হুসায়ন-এর সম্পাদনায় ১৩৪৭/১৯২৮ সালে মিশরে প্রকাশিত হয়।[381]

এছাড়াও ইব্ন সাল্লাম-এর طبقات فحول الشعراء আল-সুয়ূতী কর্তৃক شرح شواهد المغنى লুইস শায়খো-এর شعراء النصرانية; ড. ত্বহা হুসায়ন কর্তৃক গ্রন্থ في الادب الجاهلي এবং دائرة المعارف الاسلامية সহ বিভিন্ন গ্রন্থে কবি আল-আ'শা-এর রচিত কবিতার উল্লেখ রয়েছে।[382]

সতীত্বহরণ বিষয়ক বর্ণনা

আরবের অন্যান্য কবিদের ন্যায় আল-মুছাক্কাব আল-'আবাদী (মৃ.৫৮৭খৃ.)[383] নাদীহ, খমর, ওয়াসফ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেন। কবি নিজস্ব সওয়ারী, সওয়ারীর সুন্দরী আরোহিনী এবং তাদের কর্মতৎপরতা চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। নারীদের সাথে নিজের সম্পর্কের যে চিত্র তার কবিতায় অঙ্কন করেছেন তাতে মনে হয় দৈহিক সম্পর্ক এবং সে সম্পর্কের স্বাদ আস্বাদনই ছিল নারীদের সাথে তাদের সম্পর্কের মূল কথা। কবি মুছাক্কাব আল-'আবাদী নিম্নোক্ত কবিতায় নারীদের সতীত্ববিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত অশালীন ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন:[384]

افا طم قبل بينك منّعينى + ومنعكِ ما سألتُ كان تبينى

فانى لو تخالفنى شمالى + خلافَك ما وصلتُ بها يمينى

"হে ফাতিমা! বিরহের পূর্বে আমাকে তুমি একটু স্বাদ উপভোগ করতে দাও। আর আমি যা চাচ্ছি তা যদি তুমি আমাকে না দাও, তবে নিবারণ করাটাই আমাকে দূরে সরিয়ে দিবে। তুমি যদি আমার চাহিদার বিরোধিতা করে আমাকে বামদিকে ফেলে দাও তাহলে আমি তোমায় ডানদিকে পৌঁছে যাব।"

মুহাম্মাদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আল-য়াসীন-কর্তৃক দীওয়ান আল-মুছাক্কাব আল-'আবদী নামে একটি কাব্যগ্রন্থ খৃ. ১৯৫৬ সালে বাগদাদে প্রকাশিত হয়।[385]

---

381 জুরজী যায়দান, *তারীখ আদাব আল-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১১২।

382 প্রাগুক্ত।

383 তাঁর প্রকৃত নাম 'আইজ ইব্ন মিহসান। আবূ 'আমর তাঁর উপাধি। বাহরায়নের আসাদ গোত্রের অধিবাসী। গোত্রপতি ও বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল-বাসূস যুদ্ধের পর বকর ও তাগলিব গোত্রদ্বয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি স্থাপনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কবি হিসেবে তিনি প্রথম শ্রেণীর ছিলেন। অপরিচিত ও দুর্বোধ্য শব্দ তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। আল-মাদাহ, আল-ফাখার ও আল-হিক্মাহ্ বিষয়ক তাঁর কবিতা রয়েছে। ইব্ন কুতায়বা তাঁর সম্পর্কে বলেন: لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس ان يتعلموه "দ্র. ড. উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬০। কবি আল-মুছাক্কাবের কবিতা ছিল বালাগাহ (অলংকারশাস্ত্র)-এর দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ। অনেক সময় তিনি বিরল ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ বুঝতে অভিধানের শরনাপন্ন হতে হয়। দ্র. *মাওসূ'আহ আল-শি'র আল-জাহিলী*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৭৩।

384 ড.শাওকী দায়ফ, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, আল-'আসর আল-জাহিলী* (কায়রো:দার আল-মা'আরিফ, তা.বি.), ৮ম সংস্করণ, পৃ. ২১৩।

385 ড. উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

জুয়ার উল্লেখ কবিতায়

কবি আল-আ'শা বিভিন্ন রকমের কু-অভ্যাস ও কুরুচির প্রতি আসক্ত ছিলেন। এমনকি কুঅভ্যাসগুলো বংশসূত্রে প্রাপ্ত হন এবং তা পরস্পর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে রীতিমত গর্বের বিষয় হিসেবে বিবেচ্য হত। জুয়া খেলায় তিনি নিজেও অভ্যস্ত ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি অনেক প্রশংসা করেছেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন জুয়া খেলত। নিম্নোক্ত কবিতায় এর প্রমাণ মিলে:[386]

من شباب تراهُم غير ميل + وكهولا مراجحا احلاما

ولقد تُصلق القِداحُ على الذ+ يب اذا كان يسرُ هن غراما

বিবাহিতা পরনারীর সাথে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে

কবি আল-আ'শা প্রেমিকা সম্পর্কে নিজের ভাবাবেগ ও অনুভূতি তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেন। প্রেমঘটিত ব্যাপারে, বিবাহিতা পর-নারীর সাথে গোপনে সাক্ষাৎ ইমরু'উল কায়স-এর মত কবি আল-আ'শা-এর উল্লেখযোগ্য স্বভাবে পরিনত হয়। নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে:[387]

فظللتُ أرعاها وظلّ يحوطُها + حتى دنوتُ اذا الظلامُ دَنَا لها

فرميتُ غفلةَ عينه عن شاته + فاصبتُ حَبّةَ قَلْبه وَطحَا لها

حَفِظَ النهارَ وباتَ عنها غافلاً + فَخَلتَ لصاحب لذّةٍ وخلالها

"আমি তাকে বাধা দিতে থাকলাম, আর সে আমাকে সরিয়ে দিতে থাকল। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আমি তার নিকটবর্তী হলাম। আমি তাঁর অমনোযোগিতার সুযোগে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলাম। অতঃপর তীর তাঁর অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছল। দিবসে তাকে রক্ষা করার জন্য, আর রাত্রে সে অমনোযোগী রইল। আমি তাকে চিত্ত বিনোদনকারী মনে করলাম।"

মদ্যবিষয়ক বর্ণনা

মদ্যবিষয়ক কবিতা রচনায় কবি আল-আ'শা-এর দক্ষতা অনস্বীকার্য। প্রাচীন জাহিলী যুগের কবিদের প্রাধান্যদানের সময় প্রধান প্রধান কবিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনীষীগণ যে মন্তব্য করেন তার থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কবি আল-আ'শা শরাবপানে মাতোয়ারা হলে ভাল কবিতা আবৃত্তি করতেন। আবূ আল-ফারাজ আল-ইস্ফাহানী বলেন:[388]

والبعض يقدمونه (الاعشى)على سائرهم اذا طرب كما يتقدكم وامرؤ القيس اذا غضب والنابغة اذا رهب، وزهير اذا رغب-

"অনেকেই তাঁর সেসব কবিতাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন যখন তিনি শরাব পানে নিমগ্ন থেকে কবিতা রচনা করতেন, যেরূপ রাগান্বিত অবস্থায় ইমরু'ইল কায়স-এর কবিতা রচনাকে শ্রেষ্ঠ অভিহিত করা হয়। আর কবি আল-নাবিঘা-এর

---

386 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮।

387 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১।

388 জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১০; তু. আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৭; তবে জামহারাহ আশ'আর আল-'আরব গ্রন্থকার আল-আসমা'ঈ-এর সূত্রে আরেকটি বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

كذلك من الشعراء اربعة : زهير اذا طرب ، والنابغة اذا رهب ، والاعشى اذا غضب ، و عنترة اذا كلب

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে ঃ

زهير اذا رغب والنابغة اذا رهب والاعشى اذا طرب و عنترة اذا كلب وزاد قوم :

দ্র. আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮ (পাদটীকাসহ)

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা উঁচু মানের হত, যখন তিনি আতংকিত হয়ে কবিতা রচনা করতেন। আর যুহায়র প্রফুল্লতার সময় শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করতেন।"

মদ্যবিষয়ক কবিতায় আল-আ'শা মদ্যপানের পাত্র, তাঁর বিভিন্ন বর্ণ, পানকারীদের স্বভাব ও পানের সময় উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে তাঁর কবিতায় মদের আসর, সে আসরে বিছানো গোলাপ ও ইয়াসমিন ফুল, সুন্দরী সাকী ও গায়িকা, দাসী, গান পরিবেশনের বাদ্যযন্ত্র এবং পরিবেশিত সঙ্গীতের প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন।[389]
তাঁর মু'আল্লাকায় রয়েছে:

وقد غدوتُ ألى الحانوت يتبعنى + شاوٍ مثل شلولٌ شألشلٌ شولُ

فى فتية كسيوف الهند قد علموا + ان ليس يدفع عن ذى الحيلة الحيل

نازعتهم نضب الريحان متكئا + وقهوة مزة راووقها خضل

لا يستقيتونَ منها وهى راهنة + الا بهاتٍ وان علُّوا وان نهلو

يَسْعى بها ذُوزُجاجاتٍ له نطف + مُقَلَّصٌ اسفلَ السربال مُعْتَمِلُ

ومستجيبٍ تخال الصنج يسمعه + اذا ترجع فيه القينه الفضل

والساحبات ذيول الخز أونهُ + والرُّافلاتِ على اعجازها العجلُ

من كل ذالك يوم قد لهوتُ به + وفى التجارب طول اللهو و الغزل

"প্রত্যুষে আমি মদের দোকানে গমন করি, তখন একজন সুন্দরী যুবতী আমার অনুসরণ করে। হিন্দুস্তানী তরবারির ন্যায় যুবতীদের মধ্যে (আমিই গমন করি)। শত্রুরা জানতে পেরেছে যে, কোন টালবাহানাই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি রায়হান বৃক্ষের শাখায় ভর করে তাদের সাথে যুদ্ধ করলাম আর কপি বৃক্ষের সুগন্ধময় শাখার আবরণ মুক্ত সদৃশ। তাদের (আমার মিত্র পক্ষের) অধিকার তারা পুরো না করতেই শত্রু পক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাড়িয়ে থাকে। আর আমার বাহিনী প্রথম এবং দ্বিতীয় যার রক্তপান করে। সেই যুবতীর কাছে এমন কাঁচ পাত্রও নিস্প্রভ হয়ে যায়,যার আবরণ খাঁটি মুক্তা। সেই যুবতীর পরিধেয় বস্ত্রের ঝালর পায়ের নীচে ঝুলতে থাকে। এমন অনেক গায়িকা রয়েছে যাদেরকে তুমি বাদ্যযন্ত্র মনে করবে। যখন শ্রেষ্ঠ গায়িকা তাকে ব্যবহার করবে। সেই গায়িকারা রেশমী কাপড়ের ঝালর তাদের তরবারীর উপর দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে দ্রুত গতিতে চলে। সেই গায়িকার বিভিন্ন গুণে এবং গান ও আনন্দ দানের অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হয়ে আজ আমি তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছি।"
অনুরূপভাবে জাহিলী যুগের অন্যতম কবি 'আমতারা ইব্ন শাদ্দাদ-এর কবিতায় মদ্যপানের উল্লেখ রয়েছে:[390]

فاذا شربت فانى مستهلك + مالى وعرضى وافر لم يكلم

واذا صحوت فما اقصر عن ندى + وكما علمت شما ئلى وتكرمى

"মদ পান করে আমার সম্পদ নষ্ট করায় আমার সম্মান কমবে না বরং বাড়বে। যখন আমি নেশা থেকে মুক্ত হই, তখনই দান-দক্ষিণার কমতি নেই যেমনটি আমার চরিত্র ও মান-সম্মান সম্পর্কে অবগত রয়েছ।"

ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও কুৎসামূলক কবিতা

প্রতিপক্ষকে অভিশাপ, নিন্দাসূচক উক্তি তথা মান মর্যাদাকে ধূলিসাৎ ও ভূলুণ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আরবী কবিতা রচনা করাই হচ্ছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মূল উদ্দেশ্য। যুদ্ধ ও শান্তি সর্বাবস্থায় ব্যঙ্গ (الهجاء) কবিতার প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। সুযোগ পাওয়া গেলে নিন্দিত ব্যক্তি নিন্দুকের জিহ্বা কর্তন এমনকি প্রাণনাশেও দ্বিধা করত না। নিন্দিত ব্যক্তি তাঁর

---

389 ড. মুফতাদা হাসান আযহারী, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, অনুবাদ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (রাজশাহী: মুহাম্মাদী সাহিত্য সংস্থা, ১৪০৬/১৯৮৫), খ. ১, পৃ. ২৩৮-২৪০।

390 আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

নিন্দুককে ক্ষমা করতে না পারলে কিংবা প্রতিশোধ নিতে অক্ষম হলে হিজামূলক কবিতা রচনা করতেন।[391] প্রথমদিকে আরবগণ হিজা কাব্য কোন রূপ অকথ্য, অভদ্র ও অশালীন ভাষা ব্যবহার থেকে সংযত থাকতেন। বরং উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তামাশাচ্ছলে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করতেন। যেমন- কুরায়ত ইব্‌ন উনায়ফ[392] তাঁর জাতিকে ব্যঙ্গ করে বলেন:[393]

ولـكـن قـومـى وان كـانـوا ذووعـدد + لـيـسوا من الشر فى شئ

يجزون من ظلم اهل الظلم + ومن إساءة اهل السؤ احسانا

"কিন্তু আমার গোত্রের জনগণের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয় না। তারা এতটাই ভীরু যে, দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের নিপীড়নের বিনিময় দিয়ে থাকে।"

ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও রসিকতা করে ব্যঙ্গাত্মকভাবে কবি আল-আ'শা বলেন:[394]

اَبْلِغْ يزيد بنى شيبانَ مألكةً + ابا ثبيتٍ اما تنفك تأتِكلُ

الستَ منتهيا عن نحت اَثْلَتِنَا + ولستَ ضائرها ما اطَّتِ الإبلُ

كناطح صخرةً يوماً ليُوهِنَها + فلم يَضُرِهَا واوهى قَرْنَهُ الْوَعِلُ

"আমার পক্ষ হতে য়াযীদ ইব্‌ন শায়বানকে সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, তুমি খণ্ড-বিখণ্ড এবং ভক্ষিত হবে, আমাদের সম্পদ হতে তুমি বঞ্চিত হবে; আর সে জন্য তুমি আমাদের তিল পরিমাণ ক্ষতি সাধনও করতে পারবে না। আর উট ক্লান্ত হয়ে যাবে, তাকে অপমানিত করার জন্য আমরা একদিন পাথর স্পর্শকারী হব; এতে সে কোন ক্ষতি করতে পারবে না বরং তাঁর বাহনের ধারালো শিং দূর্বল হয়ে পড়বে।"

ভর্ৎসনামূলক কবিতা

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কবিতারই একটু কঠোর রূপ হচ্ছে (العتاب) বা ভর্ৎসনা। কবিগণ প্রতিপক্ষের গোত্র সম্বন্ধে বিদ্রূপ ও কুৎসা রটনায় চরমভাবে কবিতার মাধ্যমে রচনা করতেন অনেক সময় তাদের কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করতেন। যেমন জাহিলী যুগের কবি যূ আল-ইসবা' আল-'আদওয়ানী (মৃ.৫৯৫ খৃ.)[395] তাঁর চাচাতো ভাইকে লক্ষ্য করে বলেন:[396]

لاه ابن عمك لا افضلتَ فى حَسَبٍ + عنى ولا انت دَيَانى فتخزونى

ولاَ تَقُوْتُ عيالى يومَ مسغبةٍ + ولا بنفسك فى العَزاء تكفينى

---

391 সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৭/১৯৯৬), খ.২৫, পৃ.৬১৪।

392 কুরায়ত ইব্‌ন উনায়ফ একজন 'আরব কবি। বানুল আম্বার গোত্রে তাঁর জন্ম। শায়বান গোত্রের লোকজন তাঁর ৩০ টি উট ছিনিয়ে নেয়। স্বগোত্রের সহযোগিতা না পেয়ে মাযিন গোত্রে চলে যান। তারা শায়বান গোত্রের ১০০টি উট ছিনিয়ে নিয়ে উক্ত কবিকে দিয়ে দেন। এতে কবি আবেগ আপ্লুত হয়ে যে কবিতা রচনা করেন তার অংশ বিশেষ উক্ত দু'টি বায়ত।

393 আবূ তাম্মাম, *দীওয়ান আল-হামাসা* (দেওবন্দ : ইউ.পি, মাকতাবাহ্ ই'যাযিয়্যাহ, তা. বি), পৃ.১২।

394 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৩৫১।

395 জাহিলী যুগের কবি হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম হুরছান। যু আল-ইসবা' তাঁর উপাধি। ইয়াশকুর ইব্‌ন 'আদওয়ান গোত্রের শাখা বানূ যারব ইব্‌ন 'আমর-এ তার জন্ম। কথিত আছে যে, একদা একটি সাপ তাঁকে দংশন করে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলে। এ জন্য তাকে যু'ল ইসবা' (আঙ্গুলি ধারী) বলা হয়। ভিন্ন মতে,তার পায়ে একটি আঙ্গুল বেশী ছিল এ জন্য তাঁকে উক্ত নামে আখ্যায়িত করা হয়। যু আল-ইসবা' ছিলেন একজন খ্যাতিমান অশ্বারোহী। তার সম্পর্কে বহু বীরত্বপূর্ণ ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। তিনি হি.পূ ২৫/খৃ.৫৯৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই গর্ব, বীরত্ব ও প্রজ্ঞা সম্পর্কিত। দ্র.ড.উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৬৫-১৬৬।

396 ড.উমার ফাররূখ,প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৬; আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

"হে আমার পিতৃব্য পুত্র! (আল্লাহর ওয়াস্তে) একটু চিন্তা কর যে, এ বাড়াবাড়ি কেন করছ? না তুমি বংশ মর্যাদায় আমার উপরে, আর না তুমি আমার প্রভু ও প্রতিপালক যে, তুমি আমাকে অপদস্থ করবে। না তুমি আমার পরিবারবর্গকে ক্ষুধায় সাহায্য দাও, আর না তুমি আমার কোন কঠিন বিপদাপদে সাহায্য কর।"

ভর্ৎসনা প্রসঙ্গে 'আবদ ইয়াগুছ আল-হারিছী (মৃ. ৬১৩ খৃ.)[397] বলেন:[398]

ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا + فما لكما فى اللوم ولا ليا

الم تعلما ان الملامة نفعها + قليل ، وما لومى أخى من شماليا

ফাখর (গৌরবাত্মক) বিষয়ক কবিতা

প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই (ফাখর) নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল কবিতার মাধ্যমে এ ফাখর প্রদর্শন করত। যেই ফাখর (গর্ববোধ) মানুষকে উদ্ধত ও অবজ্ঞাপ্রবণ করে তুলে আল-কুরআনে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[399] ফাখর শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি আত্মশ্লাঘা ও আভিজাত্যের প্রবণতা না থাকে তাহলে শব্দটির প্রয়োগে কোন দোষ নেই। যেমন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন– الفقر فخر لى "দারিদ্র আমার গৌরব"। উক্ত হাদীসে ফাখরকে বিনয়, নম্রতা ও দারিদ্রের সহিত সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কিন্তু আরবগণ প্রথমোক্ত বিষয়ের গৌরব করতেন। যেমন- জাহিলী যুগের প্রথম শ্রেণীর কবি 'আমর ইবন কুলছুম[400] কর্তৃক তাঁর মু'আল্লাকাতে নিম্নোক্ত গৌরবাত্মক কাব্য পাওয়া যায়:[401]

فهل حُدِّثْتَ عن جُشَم بن بكر + بنقصٍ فى الخطوب الاولينا

ورثنا مَجدَ علقمة بن سيفٍ + أباحَ لناحُصُون المجد دينا

---

397 'আবদ ইয়াগুছ ইবন সালা'য়াহ দক্ষিণ আরবের ইয়ামানের অন্তর্গত কাহলান গোত্রের হারিছ ইবন কা'ব এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভদ্র, বীরপুরুষ, অশ্বারোহী ও মোটা দেহের অধিকারী ছিলেন। ইয়াউমুল কুলাব যুদ্ধে কবির গোত্রের লোকজন বনী তামীম গোত্রের বীরপুরুষ আল-নুমান ইবন জাস্সাস সহ কয়েকজনকে হত্যা করেন। বিষয়টি সুরাহার জন্য দিয়াত হিসেবে কবি 'আবদ ইয়াগুছ ১০০টি উট প্রদানের প্রস্তাব দেন। তামীম গোত্রের লোকদের দাবী হল সমমর্যাদার লোকদেরকে হত্যার মাধ্যমে বদলার কাজ হবে। সে হিসেবে বানূ হারিছের বীর কেশরী কবি 'আবদ ইবন ইয়াগুছকে হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা হয়। আল জাহিয তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

ما قرأت فى الشعر كشعر عبد يغوث بن صلاءة الحارثى وطرفة بن العبد وهدبـــة (بن حشرم العذرى) فان شعرهم فى الخوف لا يقصر عن شعرهم فى الأمن ، وهذا قليل جدا

দ্র, ড. উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ.২০৫।

398 আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬-৪৭; ড. উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২০৬।

399 পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্নস্থানে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। যেমন : (সূরা লোকমান:১৮) ولا تصعر خدك للناس ولاتمش فى الارض مرحا "অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না।"

400 কবির নাম 'আমর। উপাধি আবুল আসওয়াদ। তাঁর পিতা কুলছূম গোত্রপতি ছিলেন। মাতা কবি আল-মুহালহিল। (সর্বপ্রথম সুসম্পন্ন কবিতা রচনায় নন্দিত)-এর কন্যা। তাগলিব বংশে তাঁর জন্ম। আরবে এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, لو أبطأ الاسلام لا كلت بنو تغلب الناس "যদি ইসলামের প্রচার কিছুদিন দেরী হত তাহলে তাগলিব বংশের লোকজন অন্যান্য জনসাধারণকে গ্রাস করত"। কবি একজন বাগ্মী ও দুঃসাহসী যোদ্ধা ছিলেন। পনের বছর বয়সেই জনসমাজে একজন মান্যবর্গ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। তাঁর কবিতার ভাষা লাবণ্যতা ও প্রাঞ্জলতায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শৌর্য-বীর্য, গোত্রপ্রীতি, আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাগুলো সহজ সরল অথচ জোরালো ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন। ১০৬টি শ্লোক বিশিষ্ট কাসীদার মাধ্যমে তিনি কাব্যজগতে সুখ্যাতি অর্জন করেন। দীওয়ান 'আমর ইবন কুলছূম নামে ১৯২২ সালে বৈরূতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ পায়। এছাড়াও ديوان عمرو بن كلثوم ও ديوان الحارث بن حلزة দীওয়ানদ্বয় যৌথভাবে مجلة المشرق ২০ শ বর্ষ সংখ্যায় ৫৯১-৬১১ পৃষ্ঠায় খৃ.১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। কবি 'আমর ইবন কুলছুম দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে ৫৭০খৃ. কবিগুরু ইহধাম ত্যাগ করেন। দ্র. ড.'আব্দুল হালীম নদভী, *'আরবী আসলী তারীখ* (দিল্লী : তারাক্কী উর্দূ বোর্ড, তা.বি.) পৃ.২৫৫-২৫৯।

401 আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, *জামহারাহ আশ-'আর আল- আরব* (বৈরূত :দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১২/১৯৯২), পৃ.১৮৯-১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

وَرِثْـتُ مُهَلْهِلاً، والخير منه + زُهيراً، نعم ذُخرُ الذّاخِرِيْنَا
وَعَتَّـا بـاً وكلثوماً جميعاً + بهم نِلْـنَا تُراثَ الاكرمِيْنَا
وذاالبُرةِ الذى حُدِّثتَ عنه + به نحمى و نحمِى المُحْجَزِينَا
ومنّا قِبلة الساعى كُلَيْبُ + فَاَىُّ المجدِ إلا قد ولِينَا ؟

"পেয়েছ কি শুনতে কভু জুশম[402] তনয় বকর কুলে,
কেলেঙ্কারীর খোঁটা কোনো তাদের অতীত পুরুষ তুলে?
সাইফ তনয় আলকামা যে[403] কেল্লা লুটে আসলো গুণের,
লাভ করেছি আমরা সবে মান-মহিমা তাদের খুনের।
মুহালহিলের[404] কীর্তি যশের অধিকারী আমরা এখন,
জোহাইর[405] বটে তারও বাড়া মান-গরবে শ্রেষ্ঠ সে-ধন।
আত্তাবেরই[406] কীর্তি রাশি বিরাজ করে মোদের কূলে,
কুলসুমেরই সব মহিমা সব নিয়েছি মাথায় তুলে।
বীর বুরাতের[407] কীর্তি কথা জানতে তোমায় নেইকো বাকী,
সেই বলেতে আমরা বলী বিপন্নেরে আগলে রাখি।
পূর্বে তারও কুলাইব[408] ছিল মোদের মাঝে যশের খনি,
তাইতো বলি আমরা সবে কোন্ গরবে নইকো ধনী?[409]

---

402 জুশম স্থানের নাম থেকে ব্যক্তির নাম হয়েছে। দ্র. *জামহারাহ আশ- আর আল- আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯ (টীকা দ্র.)।

403 আলকামা ইব্ন সাইফ ইব্ন আত্তাব তাগলিব গোত্রের জনৈক খ্যাতনামা প্রধান, যিনি ঐতিহাসিক বাসূস যুদ্ধের পর জাযিরাতুল 'আরবে বসতি স্থাপন করেন।

404 আল-মুহালহিল, যার প্রকৃত নাম 'আদী ইব্ন রবী'য়াহ ইব্ন মুর্‌রাহ ইব্ন হুবায়র। কবি সম্রাট ইমরুউল কায়স এর মামা। হি.পূ. ১০০ সালে মারা যান।

405 কবির উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের নাম যুহায়র।

406 আত্তাব হচ্ছেন কবির পরদাদা।

407 বুরয়ার প্রকৃত নাম কা'ব ইব্ন যুহায়র ইব্ন তাঈম। তাগলিব গোত্রের সর্দার।

408 কুলাইব হচ্ছে মুহালহিলের ভাই। বাসূস যুদ্ধের জের ধরে জাস্সাস ইব্ন মুররা কর্তৃক নিহত হন।

409 মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, *আস-সব্'উ আল-মু'আল্লাকাত*, সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২খৃ.), পৃ.১৮৬-১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পূর্বে আরবী কবিতায় নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

দানশীলতা সম্পর্কে বর্ণনা

প্রাক ইসলামী যুগে কবিদের কবিতায় শুধু শক্তি ও বীরত্বের আলোচনা করেই থেমে যাননি বরং সাথে সাথে তারা জীবন ও কর্মের উচ্চতর গুণাবলী সম্পর্কেও তাদের কবিতায় স্থান দিয়েছেন। যেমন, দানশীলতা সম্পর্কে রাবীআ' ইব্‌ন মাকরূম বলেন:[410]

وان تسألينى فانى امرؤٌ + أُهين اللئيمَ واحبُوا الكريما

وابنى المعالى بالمكرمات + وأُرْضى الخليل وأُرْوى النديما

ويحمد بذلى له معتفٍ + اذا ذمَّ من يتّقيه اللئيما

"তোমরা যদি আমার প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর তাহলে আমাকে একজন বিনম্র ও ভদ্র ব্যক্তি হিসেবে পাবে। আমি ভদ্র ও দানশীলদের পছন্দ করি, আর ইতরদেরকে তুচ্ছ মনে করি। দান-দক্ষিণার ক্ষেত্রে আমি সর্বাগ্রে রয়েছি এবং আমি বন্ধু বান্ধবদেরকে দানের বারি দ্বারা পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট করি। কোন নিন্দুক যদি আমাকে তিরস্কার করে তখন আমি আমার দান-দক্ষিণার দ্বারা প্রশংসিত হই।"

মর্যাদার উৎস প্রসঙ্গে বর্ণনা

জাহিলী যুগের কবি 'আমর ইব্‌ন আল-আহতাম বিভিন্ন সময়ে নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে সদুপদেশ দিতেন যে উপদেশের মাধ্যমে মর্যাদাবান হওয়া যায়। নিম্নোক্ত পংক্তিতে বিষয়টি ফুটে উঠেছে:[411]

وان المجد اوّلُه وعُور + ومصدر غبّه كرمٌ و خيرُ

"মর্যাদার প্রথম স্তর হচ্ছে লজ্জাশীলতা; আর শেষ ফলের উৎস হচ্ছে দানশীলতা ও মহত্ব।"

আমানত প্রসঙ্গে

প্রাক ইসলামী যুগের ইয়াহুদী কবি আস-সামওয়াল ইব্‌ন গারীয ইব্‌ন 'আদীয়া[412] (মৃ.৫৬০খৃ.) প্রতিজ্ঞা পালন ও আমানত রক্ষাকরণের জন্য প্রাচীন আরবে সবিশেষ সুনামের অধিকারী ছিলেন। এমনকি প্রতিজ্ঞা পালনের ক্ষেত্রে তাঁর নামটি প্রবাদে পরিনত হয়েছিল। আমানাত প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন[413]

ضيق الصدر بالخيانة لاينـ+ قض فقرى أمانتى ما حييت

"বিশ্বাস ভঙ্গের দ্বারা হৃদয় মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। তাই আমি জীবিত থাকাকালীন সময়ে আমার দারিদ্রতা আমার আমানত কিছুতেই ভঙ্গ করতে পারবে না।"

---

410 ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ আল-আদব আল- আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৬।

411 ড.শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮।

412 কবি সামওয়াল মদীনার উত্তরে তায়মা নামক পাহাড়ী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। মূসা (আ.)-এর ভ্রাতা হারূন (আ.)-এর বংশধরদেরও সাথে উক্ত কবিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাদের অন্যতম ছিলেন। কবি সামওয়াল অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তিনি ابلق নামক দুর্গের পার্শ্বে কূপ খনন করে পথিকদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে রাখতেন। কথিত আছে কবিগুরু ইমরুউল কায়স তাঁর শত্রু কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সিরিয়া যাবার পথে স্বল্পকালের জন্য সামওয়ালের আতিথ্য গ্রহণ করেন সেখানে ৫টি বর্ম গচ্ছিত রেখে ইমরুউল কায়স প্রত্যাবর্তন করেন। ইমরুউল কায়স-এর চিরশত্রু হীরা অধিপতি সে বর্মগুলো দাবী করলে কবি সামওয়াল দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এ অস্বীকৃতির জন্য তাঁর ছেলেকে তাঁর সামনেই হত্যা করা হয়, তবুও তার নিকট গচ্ছিত আমানত অন্যের হাতে দেন নি। দ্র. জুরযী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৫; তু. আ.ত.ম মুসলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪। প্রখ্যাত সমাজসেবী এই কবি খৃ.৫৬০ সালে ইহধাম ত্যাগ করেন।

413 মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমাহী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

কবির দীওয়ান বৈরূতে ১৩২৭/১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও কিতাব আল-আগানী-এর বিভিন্ন খন্ডে তাঁর কবিতার বিবরণ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও আল-মুসতাতরিফ খ. ১ এর ১৬২ পৃষ্ঠায় এবং তাবাকাত আল-শু'আরা সহ বিভিন্ন গ্রন্থে তার কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে।[414]

খিয়ানত পরিহার প্রসঙ্গে

নৈতিক গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে খিয়ানত পরিহার করা। জাহিলী যুগের প্রথম শ্রেণীর কবি নাবিঘা আল-যুবয়ানী (মৃ.৬০৪খৃ.)[415] এর কবিতায় খিয়ানত পরিহার বিষয়ক শ্লোক পাওয়া যায়। যেমন-[416]

فألقيت الامانة لم تخنها + كذالك كان نوح لا يخون

"তুমি যার আমানত সযত্নে রেখে দিয়েছ, যার কোনরূপ খিয়ানত তুমি করনি; তেমনিভাবে নূহ ('আ.)ও আমানতের খিয়ানত করতেন না।"

কবি নাবিগা আল-যুবয়ানী-এর "দীওয়ানের প্রাচীনতম সংস্করণ দীরেনবার্গের এশিয়াটিক ম্যাগাজিনে (খৃ.১৮৬৮-১৮৬৯ সালে) ছাপা হয়। এটির ব্যাখ্যা করে ছিলেন আল-শানতামরী। তবে এ সংস্থায় উক্ত দীওয়ান ছাপার মূল উৎস ছিল দু'টি পাণ্ডুলিপি। একটি প্যারিসের, অন্যটি ভিয়েনার। উক্ত ম্যাগাজিনে শিপার থেকে প্রাপ্ত ম্যাগাজিনে দীওয়ানের একটি অভিসন্দর্ভ খৃ. ১৩১৭/১৮৯৯ সালে ছাপা হয়।[417]

ধৈর্য্যধারণ সম্পর্কিত বিষয়

ধর্মমত নির্বিশেষে ধৈর্য ধারণ সবার জন্যই কল্যাণবহ। প্রাক ইসলামী যুগের কবি আল-সামওয়াল ইব্ন 'আদিয়্যা (মৃ.৫৬০খৃ.)-এর কবিতায় এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। কবি আল-সামওয়াল ধৈর্য না থাকাকে মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হিসেবে তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন। যথা-[418]

ان حلمي اذا تغيب عني + فاعلمي انني عظيما رزيت

"আমার ধৈর্য যখন আমা হতে উধাও হয়ে যায়, জেনে রেখ হে প্রিয়তম! তখন আমি বিরাট মুসীবত ও বিপদাপদে নিপতিত হই।"

সন্ধিস্থাপন প্রসঙ্গে

জাহিলী যুগের প্রাচীন কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা (মৃ. ৬০৯ খৃ.) প্রথম শ্রেণীর তিনজন কবির অন্যতম। সাহিত্য জগতে তাঁর কবিতা উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। জাহিলী যুগে অজ্ঞতার কারণে প্রায় যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চলত। তবে সে

---

414 জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

415 প্রাক ইসলামী যুগের খ্যাতিমান শহুরে কবি। তাঁর প্রকৃত নাম যিয়াদ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন সা'দ। মাতা 'আতিকা বিনত উনায়স। নাবিগা তাঁর উপাধি। আরবী সাহিত্যে নাবিগা নামে আরো তিনজন কবির নাম রয়েছে। যথা: নাবিগা আল-জু'দী, নাবিগা আল-শায়বানী ও নাবিগা আল-তাগলিবী। তবে সম্মান মর্যাদায় তিনি সর্বাগ্রে। তিনি পরিপক্ক বয়সে অর্থাৎ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কবিতা রচনা করেন। এজন্য আল-নাবিগা বলা হয়। অন্য বর্ণনামতে তাঁর কাব্য প্রতিভাকে (ماءناغ) পানির স্রোতস্বিণীর ন্যায় প্রবাহিত হওয়ায় তাকে এ উপাধি দেয়া হয়। তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন গোত্রের মাঝে প্রচলিত দ্বন্দ্ব, সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে নেতৃত্ব দান করতেন। উকায মেলায় তাঁর জন্য চামড়ার নির্মিত লাল তাবুতে আসন স্থাপন করা হত। সেখানে বসে তিনি বিভিন্ন কবিদের কাব্যের ভাল-মন্দের যাচাই করতেন। খলীফা 'উমার (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন : هو اشعر شعرا نكم "তোমাদের কবিদের মধ্যে তাঁর অবস্থান সর্বাগ্রে।" দ্র. ড. 'আব্দুল হালীম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩; *জামহারাতু আশ- আর আল-'আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১; ইবন সাল্লামের বর্ণনায় 'উমার (রা.)-এর উক্তি ছিল : هو اشعر هم দ্র. তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা',প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ.৫৬।

416 ড. ইব্রাহীম 'আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ, আল-শি'র আল-জাহিলী : *কাদায়া আল-ফান্নিয়্যাহ ওয়া আল-মাওদূ'ইয়্যাহ* (বৈরূত : দার আল-নাহদাহ আল- 'আরাবিয়্যাহ, ১৪০০/১৯৮০),পৃ.১১৩।

417 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫-২৭৬; তু.ড.'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৮৪।

418 মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, *তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা*,প্রাগুক্ত,খ.১,পৃ.২৮০;মু'জাম আল-শু'আরাই' আল-জাহিলিয়্যীন ওয়া আল-মুখাদরমীন,প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

যুগে কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে প্রাণে শান্তি কামনা করতেন। সন্ধি স্থাপনে সচেষ্ট থাকতেন। যেমনটি কবি যুহায়র-এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। যথা-[419]

يمينا لَنِعم السيدانِ وُجِدتما + على كل حالٍ من سحيل ومُبْرَم

تداركتما عَبْساً و ذبيانَ بعدما + تفانُوا ودقُّوا بينهم عِطرَ مَنْشِمِ

وقد قلتما ان ندرك السلمَ واسعا + بمالٍ ومعروف من الامر نَسْلم

فاصبحتُما منها على خير موطن + بَعِيدَين فيها من عقوق ومأثم

"শপথ করে বলছি তোমরা উত্তম দু'জন নেতাকে পেয়েছ- যারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় তোমাদের পার্শ্বে থাকে। তোমরা পরাজয় বরণ করার পর 'আব্বাস এবং জুবয়ান নামক নেতৃস্থানীয় দু'টি গোত্র পেয়েছ। অথচ তোমরা 'মানশাম' নামক সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলে। হে নেতৃদ্বয়! তোমরা একটি উত্তম কথা বলেছ যে, আমরা সম্পদ ও উত্তম বাক্য দ্বারা নিজেদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে নেই। তবে আমরা নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা পেয়ে যাব। সুতরাং হে নেতৃদ্বয়, তোমরা উক্ত সন্ধি দ্বারা একটি মর্যাদা সম্পন্ন আসন লাভ করলে। আর উহা (সন্ধি) দ্বারা পংকিলতা এবং অবাধ্যতা হতে মুক্তি লাভ করলে।"

বদান্যতা প্রসঙ্গে

মানুষের মাঝে উত্তম আচরণের মাধ্যমে নিজস্ব বংশের মান-সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি ভালবাসা তথা বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ রক্ত প্রবাহের ছাপ ফুটে উঠে। কবি যুহায়র-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে তা ফুটে উঠেছে:[420]

عظيمين فى عليا معدٍ هُدِيتُما + ومَن يُسْتَبِحْ كنزاً من المجد يَعْظُمِ

"তোমরা (হারিছ ইবন 'আউফ এবং হারাম ইবন সিনান) উভয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের পরিবর্তে বদান্যতার দ্বারা মা'আদ ইবন 'আদনান গোত্রের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় হয়ে আছ। (আল্লাহ) তোমাদের মঙ্গল করুন। আর যে, ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে আভিজাত্য লাভ করে, সে মূলতঃ শ্রেষ্ঠত্বই অর্জন করে।"

সদালাপ ও নম্র ব্যবহার প্রসঙ্গে

সদালাপ ও মিষ্ট ব্যবহার না করতে পারলে অপমানের গ্লানিতে ধুকে ধুকে মরতে হয় এমনকি নিজের অঙ্গহানী তথা আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবন বিনাশ করতে হয়। যা যুগ যুগ ধরে অপদস্থদের তালিকায় ইতিহাস হয়ে থাকতে হয়। কবি যুহায়র বলেন:[421]

ومن لم يصانع فى امور كثيرة + يُضَرَّس بانيابٍ و يُوطَأ بِمَنْسِمِ

ومن يجعل المعروف من دون عِرضِه + يَفِره ومن لا يتّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمْ

"স্বভাব যাহার কোমল নহে কর্মে রূঢ় কঠোর অতি,
দীর্ণ হবে দন্তে-দু'পায়ে পিষ্ট হবে তাহার গতি।
বিলায় যে ধন পরের তরে মুক্ত হাতে উদার মনে,
ধরায় তাহার মান মহিমা নিন্দা তাহার নেই ভুবনে।"[422]

---

419 আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।
420 আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।
421 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।
422 মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, *আল-সাব'উ আল-মু'আল্লাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পূর্ণ করা প্রসঙ্গে

কথা,কাজে সর্ব ক্ষেত্রে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা উত্তম মানুষের লক্ষণ। সামান্যতম অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে দেশ ও সমাজে ক্ষণিকের বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। প্রাক ইসলামী যুগে নীতিবান কবি হিসেবে খ্যাত যুহায়র ইব্‌ন আবী সুলমা[423] বলেন:[424]

ومن يوفِ لا يُذممْ ومن يفض قلبُهُ + إلى مطمئن البر لا يَتَجَمْجَمِ

"যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করবে সে নিন্দিত হবে না, আর যার হৃদয়কে (আল্লাহ তা'আলা) হিদায়াতে পরিপূর্ণ করেছেন সে ভাল কাজ করবে,কোন প্রকার সংশয় বা জটিলতা বাধা হয়ে থাকবে না।"

কবি যুহায়ের-এর রচিত দীওয়ানের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ছা'লাব (মৃ.২৯১/৯০৩) কর্তৃক একটি ব্যাখ্যা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা প্রকাশনা থেকে প্রকাশ করেছে। আ'লাম আল-শামতারী (মৃ.৪৭৬/১০৮৩) কর্তৃক টীকা টিপ্পনী সহ কবি যুহায়র এর একটি দীওয়ান طرفا عربيا নামে ১৩০৭/১৮৮৯ সালে সুইডেনের লিভবার্গে প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পর মিসর সহ বিভিন্ন স্থানে লিভবার্গের সংস্করণের ভিত্তিতে আরো কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পন্ডিত আ'লাম আল-বাৎলিউসের বর্ণনার ভিত্তিতে মুস্তফা আল-সাকা কর্তৃক একটি দীওয়ান যা مختار الشعرالجاهلى নামে প্রকাশিত হয়।[425]

---

[423] জাহিলী যুগের বিদগ্ধ প্রথম শ্রেণীর বিখ্যাত কবিত্রয়ের মধ্যে অন্যতম কবি যুহায়র ইব্‌ন আবী সুলমা। মুদার গোত্রের শাখা মুযায়না গোত্রে খৃ. ৫৩০ সালে তাঁর জন্ম। যুহায়র-এর ছেলে কা'ব তাঁর কবিতায় মুযায়নার কথা উল্লেখ করেছেন: هم الاصل مني حيث كنت وانى + من المزنيين المصفين بالكرم "মুযায়না গোত্রের লোকজন আমার বংশধর, তারা বিশুদ্ধতায় অনুপম" অবশ্য গাতফান গোত্রে তিনি লালিত পালিত হন। যুহায়র-এর সাহিত্যজীবন অভূতপূর্ব। তাঁর পিতা আবূ সুলমা (প্রকৃত নাম রাবী'আ) ইব্‌ন রিবাহ ,তাঁর মামা, দু'বোন সুলমা ও খানসা, কবির দু' ছেলে কা'ব ও বুজায়র, তাঁর পিতার মামা বাশামা ইবনুল গাদীর, তাঁর পৌত্র উকবা ইব্‌ন কা'ব ওরফে (المضرب), প্রপৌত্র আল-'আওয়াম এবং আল-'আওয়ামের পাঁচ ছেলে সবাই কবি ছিলেন। দ্র. ইব্‌ন কুতায়বাহ্,*আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬০; ড.'আব্দুল হালীম নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৪। কবি যুহায়র এজন্য জাহিলী যুগে সাহিত্য ও কবিতার আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে আবির্ভূত হয়ে জাযীরাতুল 'আরবকে আলোকজ্জ্বল করেছেন। কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে কবিতার আর্ট ও শিল্প সৌন্দর্য সম্পর্কে কবি যুহায়র অবহিত ছিলেন। এ কারনে তিনি শব্দ বিন্যাসের পরিপাট্য, শিল্প শোভনতা ও ভাবকে সুকুমার ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। কবি যুহায়র ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান কবি ছিলেন। তিনি বলতেন, তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না করতে তবে অবশ্যই আমি সিজদা করতাম সেই সত্তাকে যিনি এ যমীনকে মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করবেন। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁকে আকাশে উঠানো হয়েছে। এত কাছাকাছি যে, তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ করার উপক্রম হলেন। অতঃপর রশিটি ছিড়ে গেল। পরদিন তিনি পুত্রদের ডেকে বললেন, হে পুত্রগণ ! আমি এরূপ স্বপ্ন দেখেছি। অচিরেই আমার পর বড়ধরনের কোন ঘটনা ঘটবে। যে তাঁর অনুসরন করবে সে সফলকাম হবে। সেখান থেকে তোমাদের অংশ নিবে। এরপর সে বেশীদিন বাঁচেন নি। একবছর পার না হতেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাব হয়। দ্র. আবূ যায়দ আল-কুরাশী, জামহারাহ আশ-'আর আল-'আরব, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮। একবার ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) 'উমার (রা.) কে বললেন তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা আবৃত্তি কর। বলা হল, তিনি কে? তিনি উত্তর দিলেন- যুহায়র। আবার বলা হল, কিভাবে তিনি শ্রেষ্ঠ হলেন? তিনি বললেন: لانه لا يعاظل بين الكلا مين ولا يتتبعُ وحشى الكلام ، ولا يمدح احدا بغير ما فيه "তিনি তাঁর কবিতায় একটি বয়ত বুঝতে অন্যটির মুখাপেক্ষী করে রাখেন না। বিরল ও দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগ করেন না এবং যে যতটুকু প্রাপ্য, তার বেশী প্রশংসা করেন না।" দ্র. জামহারাহ্ আশ-'আর আল-আরব, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬-৭৭ (টীকা সহ)। কবি যুহায়র আমলনামায় আস্থা, আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটুট বিশ্বাস , পুনরুত্থান ও জবাবদিহির প্রতি নিষ্ঠা, ইহলোকে সুখ-সমৃদ্ধি ও পরলোকে অনন্ত শান্তি প্রভৃতিতে নির্ভরতা ইত্যাদি ইসলামী বিশ্বাস ও সংস্কারের পূর্বাভাষ, তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে সেক্সপিয়রের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য পড়সরহম বাবহঃং পধংঃ ঃযবরৎ ংযধফড়ংি নবভড়ৎব "অর্থাৎ আসন্ন ঘটনার ছায়া পূর্বগামিনী"- একথা সত্য, ধ্রুবসত্য। কবি যুহায়র খৃ. ৬২৭ সালে ৯৭ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।

[424] আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, দ্র.*জামহারাহ আশ-'আর আল-'আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬।

[425] তু.ড.শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৫; *জুরজী যায়দান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭ (টীকা সহ)।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায় থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে

অন্যায় কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-আচরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যদি অন্যায় আচরণের প্রতি প্রলুব্ধ হয় তাহলে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কবি যুহায়র এর নিম্নোক্ত শ্লোক থেকে বিষয়টি ফুটে উঠেছে:[426]

ومن يعصِ اطراف الزِجاجِ فانه + يطيع العوالى رُكِّبَتْ كلُّ لَهذَم

"উল্টোমুখি বর্শাপাতা
নাফরমানি করলো যে জন,
মানতে হবে শেষে তাহার
বর্শা ফলক তীক্ষ্ম ভীষণ।[427]

উদারতা প্রসঙ্গে

প্রাক-ইসলামী যুগের কবি আল-আ'শা বিভিন্ন জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি, দান-দক্ষিণার প্রতি আসক্তি সহ উদারতার বিষয়টিও নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি কায়স ইব্‌ন মা'দী কারব-এর প্রশংসাচ্ছলে উদারতার প্রসংগে বলেন:[428]

وسعى لِكندة سعىَ غيرِ مواكل + قيسٌ فَضَرَّ عدَوها وبنى لها

واهان صالح ماله لفقيرها + واسى وأصلح بينها وسعى لها

فترى له ضرًا على اعدائه + وترى لنعمته على من نالها

اثرا من الخير المزين اهله + كا لغيث صاب ببلدة فأسالها

"কিন্দা রাজা কায়স ইব্‌ন মা'দী কারব-এর জন্য আমার অক্লান্ত পরিশ্রম উৎসর্গীত হল। তিনি শত্রু বূহ্য ভেঙ্গে চুরমার করেছেন এবং সেথায় নতুন ঘর তৈরী করেছেন। তিনি দানবীর স্বীয় সম্পদ ভিক্ষুকদের জন্য উৎসর্গ করে থাকেন। দানের মাধ্যমে তাদের কল্যাণে নিমগ্ন হন। তিনি রণাঙ্গনে শত্রুদের প্রতি কঠোর এবং উদারতায় দানগ্রহণকারীদের প্রতি সদয়। তিনি স্বীয় পরিবার পরিজনদের প্রতি বৃষ্টির ন্যায় কল্যাণময়ী। উক্ত বৃষ্টি যে শহরে বর্ষিত হয় সে শহর প্লাবিত হয়ে যায়।"

সৎ স্বভাব প্রসঙ্গে

সৎ স্বভাব গুণটি মানুষের ভূষণ। গর্ব করার মত একটি উপাদান। ক্ষণিকের জন্য যদিও অপদস্থ ও লাঞ্ছনার শিকার হয়, তবুও স্থায়ী কৃতিত্ব বিরাজমান। যেমনটি কায়স ইব্‌ন 'আসিম আল-মিনকারী তাঁর রচিত কবিতায় স্বগোত্রীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে বলেন:[429]

انى امر لا يعترى خلقى + دنسٌ يُفَنّده ولا افنٌ

من منقرٍ فى بيت مكرمة + والاصل ينبت حوله الغصن

"আমি এমন এক ব্যক্তিত্ব যে, আমার সৎ-স্বভাব ও সচ্চরিত্রকে কোন অপরাধ কলুষিত করতে পারবে না। যা আমাকে স্বল্প বুদ্ধিতা এবং কম অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত করে দিবে। আমি সম্ভ্রান্ত মিনকার বংশোদ্ভূত। আর এই মিনকার গোত্র সম্মানিত ও মর্যাদাশীল বংশ। এর শাখা গোত্র গুলোও অতি ভদ্র।"

---

426 আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।
427 মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।
428 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।
429 ড.শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১৯; আল-জাহিয, *আল-বয়ান ওয়া আল-তাবয়ীন* (বৈরূত : দার আল-ফিকার,তা.বি),খ.১,পৃ.২১৯।

লজ্জাশীলতা প্রসঙ্গে

জাহিলী যুগের অন্যতম কবি 'আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ (মৃ.৬২৫খৃ.)[430] আরবের অন্যতম সাহসী বীরযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর বাণী ভঙ্গী উদ্দীপনাময়ী, বিষয়বস্তুতে আত্মশ্লাঘার মিশ্রণ আর আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি বিদ্যমান।[431] তিনি লাজুকতা ও লজ্জাবোধের এক দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হঠাৎ করে তাঁর সম্মুখ দিয়ে পরনারী অতিক্রম করলে তিনি লজ্জাবনত হতেন এবং তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সংযত করতেন। এ বিষয়ের শ্লোকগুলো নিম্নরূপ:[432]

ما استمت انثى نفسها فى موطن + حتى أوفى مهرها مولا ها

اغشى فتاة الحى عند حليها + واذا غزا فى الحرب لا اغشاها

واغض طرفى ما بدت لى جارتى + حتى يوارى جارتى مأواها

إنى امرؤسمحُ الخليقة ماجد + لا اتبع النفس اللجوجَ هواها

"কোন দেশের কোন রমণীর মৃত্যু আমি কামনা করতে পারি না যতক্ষণ না তাঁর মনিব তার মোহরানা পরিশোধ করে দেয়। গোত্রের যুবতীকে আমি তার স্বামীর নিকট পরিবেষ্টন করে রাখি। আর যুদ্ধ চলাকালে আমি তাদেরকে পরিবেষ্টিত করি না। আমার প্রতিবেশীনীর নিকট আমার চক্ষু অবনমিত করে রাখি; যতক্ষণ না আমার প্রতিবেশিনী স্বীয় লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখে। আমি ভদ্র, নম্র এবং দানশীল ব্যক্তি। আমি কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ কখনো করি না।"

কবি 'আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ-এর কবিতা বিক্ষিপ্তভাবে আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া খৃ.১৮৯৮ সালে ديوان عنتره নামে কায়রোতে একটি কবিতা ছাপা হয়েছে। ইস্কান্দার আগা কর্তৃক منية النفس فى اشعار عنترة العبسى নামে একটি কাব্যগ্রন্থ খৃষ্টাব্দ ১২৮১/১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত কাব্যগ্রন্থের একটি কপি কায়রোতে ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া মুহাম্মাদ আল-ইন্দানী কর্তৃক প্রান্ত ছত্র সহ دوان عنترة بن شداد নামে

---

[430] অসীম সাহসী ও যোদ্ধা হিসেবে কবি 'আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ কায়স এর 'আবাস গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কুনিয়্যাত আবুল মুগাল্লিস। তার মাতা হাবশার ক্রীতদাস "যুবায়বিয়াহ"। হয়ত এ কারণে তার গায়ের রং ধারণ করায় তাকে اغربة العرب (কাল বর্ণের আরব) নামে অভিহিত করা হয়। দ্র.জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত,খ.১, পৃ.১১৯। জীবনের গোড়ার দিকে তাঁর পিতা তাঁর জন্মগত সম্বন্ধ অস্বীকার করেন। অবশেষে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পেয়ে তার সম্বন্ধ স্বীকার করেন। কথিত আছে যে, একদা এক দস্যুদল 'আবাস গোত্রের উট লুণ্ঠন করেছিল আর কবি পাশেই লুণ্ঠন দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। তাঁর পিতা এ বিপদের দিনে অস্ত্রধারণ করতে বললেন : ! كر يا عنترة (অস্ত্র ধর !) আনতারা উত্তর দিলেন : العبد لا يحسن الكر انما يحسن الحلاب والصر (ক্রীতদাসের কাজ তো কেবল উট দোহন ও উটের স্তন বাধা)। পিতা তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে আবার বলল: كر وانت حر (আক্রমণ কর, আজ হতে তুমি মুক্ত)। তখন আনতারা বীরবিক্রমে আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের ধরাশায়ী করে উট ছিনিয়ে আনলেন। নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে এর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে:

لما رأيت القوم اقبل جمعهم + يتذامرون كررت غير مُذمم

يدعون عنتر ، والرماح كانها + اشطان بئرفى لبان الادهم

সদলবলে সবাই ভেঙ্গে পড়লো যখন আমার পরে,
হয়নি তাতে এমন কিছু , যা দেখে কেউ নিন্দা করে।
ডাকলো তারা হে আনতারা, এ সঙ্কটে তোমায় স্মরি,
অশ্ববুকে বর্শা তখন ঝুলছে যেন কূপের দড়ি।

দ্র. আবু যায়দ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২০। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব, ব্যবহার ও স্বভাব মাধুর্যে এবং কবিতার পরিপক্কতায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কবি আনতারার খ্যাতি শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : ماوصف لى أعرابى قط فاحببت ان اراه إلا عنترةَ আনতারা ব্যতীত অন্য কোন বেদুঈনের আলোচনা কখনও আমার নিকট পরিবিস্তীত হয়নি। যার ফলে তাকে দেখার জন্য আমার ইচ্ছা হয়েছিল। দ্র. মুখতার 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ 'আলী, *আল-তাওযীহাত* (দেওবন্দ: কুতুবখানায়ে ইমদাদিয়্যাহ, তা.বি.) পৃ.১৩৬; মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

[431] আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[432] ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

কায়রোতে পর্যায়ক্রমে ১৩১৫/১৮৯৭ ও ১৩২৯/১৯১১ সনে ছাপা হয়। আল-বাতলুয়ূসী কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত شرح ديوان عنترة بن شداد গ্রন্থটি 'আব্দুল মুন'ঈম শিবলী ও ইব্রাহীম আল-বায়ারী-এর যৌথ সম্পাদনায় কায়রোতে (তা.বি.) প্রকাশিত হয়।

এছাড়া মুহাম্মাদ আবূ হাদীদ কর্তৃক ابو الفوارس عنترة بن شداد নামক কাব্যগ্রন্থ ১৩৬৮/১৯৪৮ সালে কায়রোতে ছাপা হয়। হাসান 'আব্দুল্লাহ আল-কুরাশী কর্তৃক فارس بنى عبس নামকরণে একটি কাব্যগ্রন্থ ১৩৭৭/১৯৫৭ সালে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও 'আনতারা এর নামে কয়েকটি নাটক বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক রচিত হয়। যেমন আহমাদ শাওকী বিরচিত ১৯৩২ সালে কায়রো; শুকরী গানিম কর্তৃক বৈরূতে প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেশীর হক আদায়

প্রাক ইসলামী যুগের দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি আল-মুছাক্কিব আল-'আবদী (মৃ.৫৩০খৃ.)[433]-এর কবিতায় প্রতিবেশীর হক আদায় ও ভক্তি-সম্মানের ব্যাপারে নিজস্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নোক্ত পংক্তিতে বিষয়টি উল্লেখ করা হলঃ[434]

اكرم الجار وارعى حقه + ان عرفان الفتى الحق الكرم

"আমি প্রতিবেশীকে সম্মান করি এবং তাঁর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখি ও তার হিফাজত করি। কেননা যুবকের পরিচিতিই হল অন্যের অধিকারের মর্যাদা প্রদান করা।"

মুহাম্মাদ হুসায়ন ইব্ন আল-ইয়াসীন কর্তৃক ديوان المثقب العبد গ্রন্থটি খৃ. ১৯৫৬ সালে বাগদাদে প্রকাশিত হয়।

---

433 তাঁর প্রকৃত নাম হল আইয ইব্ন মিহসান ইব্ন ছা'লাবা। আবূ 'আমর তাঁর ডাক নাম। মুছাক্কিব তাঁর উপাধি। কেউ কেউ শাস ইব্ন 'আইয ইব্ন মিহসান, আবার কেউ কেউ দাহায় ইব্ন শাস বলে উল্লেখ করেছেন। দ্র. ড.'আফীফ 'আব্দুর রহমান, *মু'জাম আল-শু'আরা' আল-জাহিলিয়্যীন ওয়া আল-মুখাদরমীন* (রিয়াদ : দার আল-'উলূম লি আল-তাবা'আহ ওয়া আল-নাশর, ১৪০৩/১৯৮৩খৃ.), পৃ. ৩২১। ইব্ন কুতায়বা তাঁর নাম মিহসান ইব্ন ছা'লাবা বলে উল্লেখ করেছেন। দ্র. *আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা*, খ.১, পৃ.৩১১। তিনি আসাদ ইব্ন রাবী গোত্রের নুকবা ইব্ন 'আবদ কায়স গোত্রের ছিলেন। তিনি যাহয়ায়ন- এর গোত্রপতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'আমর ইব্ন হিন্দ এর সমসাময়িক। কয়েকজন বাদশাহ আবূ কাবুস (সময়কাল: ৫৮০-৬০২ খৃ.) এর সাহচর্য লাভ করেন। বাসূস যুদ্ধের পর বাকর ও তাগলিব গোত্রের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে যারা কার্যকর ভূমিকা রাখেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি নাবিগার চেয়েও প্রাচীন কবি ছিলেন। (দ্র. ড.'উমার ফাররূখ, *তারীখ আল-আদাব আল 'আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০)। তাঁর কবিতা বালাগা (অলঙ্কার শাস্ত্র) এর দ্বারা প্রভাবিত এবং হিকমাত দ্বারা পরিপূর্ণ। বিরল ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারে পারদর্শী। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন শব্দও ব্যবহার করেছেন যার অর্থ অনায়াসে বোধগম্য হয়। তাঁর প্রশংসায় ইব্ন কুতায়বা বলেন: لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس ان يتعلموه দ্র. 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬০।

434 মুতাসাফাদী ও ইলিয়া জাবী সম্পাদিত, *আল-মাওসূ'আহ আল-শি'র আল-জাহিলী* (বৈরূত : শারিকা খায়্যাত, ১৯৮৪খৃ.), খ.২, পৃ. ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কবি ও কবিতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামী কবিতা রচনার পটভূমি
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে কবিতা রচনা নিষিদ্ধ
- ✓ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে কবিতা রচনার অনুমতি
- ✓ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামে কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধকরণ ও পুরস্কার প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী কবিতার পটভূমি

কবিতা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। তবে বিভিন্ন চড়াই-উৎরাইয়ের পর এটি একটি উন্নত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। যেমন ইংরেজী কবিতা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ্যাংলো স্যাক্সন যুগের ইবড়ষিঃ থেকে শুরু করে শেলী, কীটস, বায়রণ এবং সর্বশেষ টি.এস.ইলিয়ট-এর যুগে এসে পরিপক্কতা লাভ করে। ফার্সী কবিতা সপ্তম শতকে আবুল 'আব্বাস থেকে শুরু হয়ে শেখ সা'দীর যুগে এসে পরিপক্কতা লাভ করেছে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চর্যাপদ-এর মাধ্যমে শুরু হয়ে রবীন্দ্র যুগে এসে বাংলা সাহিত্য উৎকর্ষতার সোপানে পৌঁছে।

তদ্রূপ আরবী কাব্য সাহিত্যের উদ্ভবকালীন সময় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা কষ্টসাধ্য হলেও বিখ্যাত তাঘলিব গোত্রের কবি মুহালহিল ইব্ন রবী'আ (মৃ. আনুমানিক ৫৩১খৃ.) কর্তৃক সর্বপ্রথম আরবী কবিতা রচিত হয়েছিল একথা বলা চলে। আর আসহাবে মু'আল্লাকাত এর যুগ থেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরবী কবিতা যথেষ্ট পরিপক্ক হয়েছে।

প্রাচীন আরবে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের আরবদেশে কবিদের অভাব ছিল না। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিতে আরব কবিগণ কীর্তিমান পুরুষ বটে, তবে সুকীর্তির চেয়ে কু-কীর্তির দিকেই তাদের প্রবণতা ছিল অত্যধিক। প্রাচীন আরবের গোত্রপ্রীতি, বংশ-পরম্পরায় শোনিতাক্ত প্রতিশোধগ্রহণ, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি কুকার্যের জন্য কবিগণ কুখ্যাত ছিলেন। তাদের কবিতায় মদ্যপান, উচ্ছৃংখল জীবন-যাপন, জুয়া, অমিতব্যয়িতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, চৌর্যবৃত্তি, অন্যের বিরুদ্ধে উসকানি ইত্যাদি দোষত্রুটির বিবরণ উল্লেখ রয়েছে।

অশালীন অধ্যায়ে আরো উল্লেখ করতেন প্রেয়সীর শরীর, বক্ষ, গাল, ঘাড়, চক্ষু, মুখ, হাতের কব্জি, পায়ের সাক নামক অংশ, স্তন, কেশর ইত্যাদি। অনেক সময় প্রেয়সীর কাপড়, অলংকার, সুগন্ধময় বস্ত্র, লজ্জা, সতীত্ব ও প্রেয়সীকে সাথে নিয়ে লুটতরাজের মত জঘন্যতম কীর্তিকলাপও তাদের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। যেমন কবি ইমরু'উল কায়স (মৃ. ৫৪০খৃ.)-এর প্রেয়সী ফাতিমা বিনতুল 'উবায়দ আল-উযরিয়্যার সাথে "দারাতুল জুলজুল" নামক মরুদ্যানের আচরণটি তাঁর মু'আল্লাকায় অশ্লীলতার বহিঃপ্রকাশ করেছে।[435]

তদানীন্তন আরব সমাজে মানুষের সৎগুণাবলী ও সুকীর্তির মূল্য না থাকলেও কবির কদর, প্রভাব ও আধিপত্য ছিল সীমাহীন ও সুগভীর। তজ্জন্য কোন গোত্রই কবিহীন ছিল না। সে সময় গোত্রের প্রধান কবি ছিলেন নিজ বংশের মুখপাত্র, শান্তির সময়ে পথ প্রদর্শক এবং যুদ্ধের সময়ের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। কবিতা আরবদের জীবন ধারার প্রকৃতি নির্ণয় করত। তাদের জীবন প্রবাহকে সচল করে রাখত। আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাস-ঐতিহ্য তাদের কাব্যে সংরক্ষিত ছিল। সে জন্য আরব কবিগণের মর্যাদা অতি শীর্ষে ছিল। তখনকার আরবে কবির জন্ম ছিল একটা অসাধারণ ঘটনা। কোন বেদুঈন পরিবারে কবির আবির্ভাব ঘটলে প্রতিবেশীগণ এমনকি দূরবর্তী স্থানের লোকজন কবির আঙ্গিনায় পাড়ি জমাত। তাদের পরম সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করত ও অভিনন্দন জানাত।

এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আচার পর্ব-উৎসবের ন্যায় গীতিবাদ্য, আমোদ-প্রমোদ ও ভোজের আয়োজন করত। আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, কবিগণ গোত্রীয় মর্যাদার রক্ষাকবচ। সুনাম-সুখ্যাতির অফুরন্ত উৎস এবং কীর্তিমালা ও অমরত্ব দান করার একমাত্র উপায়। এসব তোষামোদী আচরণে তদানিন্তন কবিগণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করতেন না। গোত্রে গোত্রে কলহ-বিবাদ জিইয়ে রাখতেন, এ কারণে সমাজে তাদের কদর বাড়ত। তখন তারা ফখর (গৌরব বর্ণনা) করে অথবা শত্রুদের হিজা (কুৎসা) রটনা করে কবিতা বলতেন। এতে গোত্রের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ করার স্পৃহা প্রবল হত। এমনিভাবে মানব চরিত্রের অবনতিতে তাঁদের কবিতায় বিশেষ অবদান রয়েছে।

---

435 প্রেয়সী ফাতেমার ডাকনাম উনায়যা। একদা উনায়যা তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে "দারাতুল জুলজুল" মরুদ্যানের একটি প্রমোদ স্নান-প্রবৃত্তা ছিল। আরবের রীতি অনুযায়ী তারা বিবসনা হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছিল। কবি সরোবরের পাড়ে রাখা ঐ রমণীদের সব কাপড় নিয়ে যান এবং গাছের অড়ালে দাড়িঁয়ে গোপনে তাদের খেলা দেখতে থাকেন। স্নান সেরে রমণীরা কাপড় নিতে গিয়ে কবির এ দুষ্টামি জানতে পারে। অতঃপর কবির কথামত তারা উলঙ্গ অবস্থায় কবির নিকট গিয়ে যার যার কাপড় চেয়ে নেয়। 'উনায়যা প্রথমত আপত্তি করে, কিন্তু উপায় না দেখে তাকেও কবির শর্ত মেনে নিয়ে বস্ত্র ফিরে পেতে হয়। কবি তার একমাত্র বাহন উটনীকে জবাই করে সকলকে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। ফেরার সময় কবির বাহন না থাকায় কবি উনায়যার হাওদায় উঠে পড়েন এবং আমোদ প্রমোদে পথ অতিবাহিত করেন। কবি এ ঘটনাকে স্মরণ করে বলেছেন- ألا رب يوم لك منهن صالح * ولا سيما يوم بدارة جلجل "জীবনের বহুদিন অজস্র নারীর মায়া-জোড়ে নিজেকে বেধেঁছি আমি। কিন্তু সেই জুলজুল দিন সমস্ত দিনের লগ্নে এখনো রঙ্গীন উজ্জ্বল জ্যোতির মত ফুটে আছে স্বর্ণের মুকুর।" দ্র. আ.ত.ম. মুহম্মদ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫/১৯৯৫) ৩য় সংস্করণ. পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের (৬১০ খৃ.) আবির্ভাবের ফলে জাহিলী যুগের সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষাক্ষেত্র এমনকি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ইসলামের স্বচ্ছ দর্পণে আমূল পরিবর্তন এসেছে। ইসলামের অমোঘ বিপ্লবী চেতনার বিরুদ্ধে মক্কার কুরায়শগণ আদাজল খেয়ে মাঠে নামতে শুরু করে। কবিরাও মক্কার লোকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা করেছিল। এদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবন আল্-যিব'আরী, আবূ সুফয়ান ও 'আমর ইবন্ আল-'আছ প্রণিধানযোগ্য।[436]

ইসলামের সূচনালগ্নে কবিতা চর্চার স্পৃহা স্থিমিত ছিল। এ বক্তব্যের পক্ষে কয়েকজন মনীষী নিম্নোক্ত মতামত প্রকাশ করেন। যেমন: 'আব্দুল মালিক ইব্ন কারীব আল-আছমা'ঈ বলেন:[437]

الشعر نكد بابه الشعر فاذا دخل فى الخير ضعف 'هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية ' فلما جاء الاسلام سقط شعره

"কবিতা কঠিন বস্তুর অন্তর্গত, যখনই উৎকৃষ্ট বিষয় প্রবেশ করল তখনই দূর্বল হয়ে গেল। যেমন হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর জাহিলী যুগের কবিতা উচ্চমানের ছিল, ইসলামের আগমনে তাঁর কবিতা বিলুপ্তপ্রায়।" আল-আসমা'ঈ হাস্সান ইব্ন ছাবিত (র.)-এর কাব্যের মূল্যায়ণে আরো বলেন:[438]

ان شعره لم يقوالا فى الشر' فلما جاء الاسلام بالخير ضعف

"তাঁর কাব্য মন্দ বিষয়ের উল্লেখে সবল ছিল। কিন্তু যখন ইসলামের আগমন হল তখন ভাল বিষয়ের উপস্থাপনায় মন্দ বিষয় দুর্বল হয়ে পড়ল।"

উক্ত বক্তব্যকে আরো জোরালো করতে গিয়ে মনীষী 'আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইমরান আল-মারযুবানী বলেন-[439]

الا ترى حسان بن ثابت علافى الجاهلية والاسلام ' فلما دخل شعره فى الاد ب الخير من مراثى النبى صلى الله عليه وسلم و حمزة وجعفر رضى الله عنهما لان شعره ' وطريق الشعر طريق الفحول مثل امرئ القيس ' وزهير' والنابغة من صفات الديار والرحلة والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء ووصف الخمر والخيل الافتخار' فاذا ادخلته فى الخير لان –

"হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবিতা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যখন কবিতায় ইসলামের প্রভাব পড়ল যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.), হামযা (রা.) ও জা'ফর (রা.)-এর শানে শোকগাঁথা কবিতাগুলো অত্যন্ত শিথিলযোগ্য। পক্ষান্তরে ইমরু'উল কায়স, যুহায়র ও আল-নাবীযার বাস্তুভিটা, ভ্রমণ, হিজা, মাদীহা, নারীদের সাথে আমোদ-প্রমোদ বিষয়ক কবিতা, মদের বর্ণনা ও নিজেদের বাহনের বর্ণনা অত্যন্ত উঁচুমানের। যখনই কল্যাণ (ইসলাম) প্রবেশ করল তখনই শিথিল ও স্তিমিত হতে লাগল।"

আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী (মৃ. ৮৪৬খৃ.) আল-আসমা'ঈ-এর বক্তব্য সমর্থন করে বলেন:[440]

فجاء الاسلام وتشاغلت عن الشعر العرب ' وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت (العرب) عن الشعر وروايته' فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر'

"ইসলামের আগমনে কবিতা চর্চা থেকে বিমুখ হয়েছে। জিহাদে লিপ্ত হয়েছে, পারস্য ও রোম বিজয়ে মেতে উঠেছে এবং কবিতা আবৃত্তি ও বর্ণনা থেকে দূরে সরে রয়েছে। ইসলামের আলো যখন বিস্তার লাভ করল, বিভিন্ন বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হল তখন কাব্য চর্চায় মনোনিবেশ করল।

---

436 জুরজী যায়দান, তারীখু *আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ* (বৈরূত: দার আল-ফিকার, ১৪১৬/১৯৯৬), ১ম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ২০৮।

437 ইবন কুতায়বা, আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ ১৯৮২খৃ.), খ. ১, পৃ. ৩০৫; ড. উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত : দার আল-ইলম লি আল-মালাঈন, ১৯৮৪খৃ.), ৫ম সং, খ. ১, পৃ. ৩২৬।

438 আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী (বৈরূত : দার আল-ছাকাফা, ১৯৮৫খৃ.), ২৯তম সং, পৃ. ১৬৬।

439 ড. মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক আল-খাতীবী, হালিশ শি'র তাওয়াক্কুফ ফী ছাদর আল-ইসলাম আম তাতাওউর, আল-মাজাল্লাহ 'আল-আরাবিয়্যাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ম সংখ্যা, ১৪২২, ২০০১, পৃ. ৯৯।

440 ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী* (আল-আছর আল-ইসলামী), (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তা.বি), ১৩ তম সং, পৃ. ৪৩-৪৪; ইবন মাল্লাম আল-জুমাহী-এর গ্রন্থে শাব্দিক পরিবর্তনসহ নিম্নরূপ ঃ

فجاء الاسلام فتشا غلق عنه العرب و تشاغلتوا بالجهاد وغزو فارس والروم . ولهت عن الشعر و روايته الخ .

দ্র. তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা (কায়রো : আল-মু'আসসাসাহ আল-সাউদিয়্যাহ বিমিশর, ১৪০০/১৯৮০), খ. ১, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

মনীষী আবদুর রহমান ইব্ন খালদুন (মৃ. ৮০৯/১৪০৬ ইসলামের প্রাথমিক যুগের কবিত্বের ক্ষেত্রে বিরতি কিংবা দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়টিকে তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় উল্লেখ করেন:[441]

انصرف العرب عن الشعر اول الاسلام بما شغلتهم من امر الدين والنبوة والوحى وما ادهشهم من اسلوب القران ونظمه فاخرسوا عن ذالك وسكتوا عن الخوض فى النظم والنثر زمانا – ثم استقر ذالك وأونس الرشد من الملة ولم ينزل الوحى فى تحريم الشعر وخطره وسمعه النبى صلى الله عليه و سلم واثاب عليه.

"ইসলামের প্রাথমিক যুগে দীনি দা'ওয়াত, নুবুওয়্যাত, ওয়াহী, আল-কুর'আনের অপ্রতিরোধ্য গদ্য ও পদ্য রচনাশৈলীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে কবিতা চর্চা থেকে আরবগণ দূরে থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ আরবী গদ্য ও পদ্যের নিবিষ্টতা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর যখন ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্মের সততার সাথে পরিচিতি হয় এবং নিষিদ্ধ করার কোন প্রত্যাদেশ আসেনি, আর রাসূলুল্লাহ (সা.) কবিতা শুনেছেন ও কবিতা রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।"

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাব্যচর্চার বিরতির বিষয়টি একটি বিশ্লেষণধর্মী। যেমন ইব্ন সাল্লাম আল-যুমাহী তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যটি এভাবে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন যে, "ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব জাতি কবিত্ব পরিত্যাগ করে জিহাদে লিপ্ত হয়েছিল। জিহাদে বিজয় লাভের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে পুনরায় তাঁরা কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।" জিহাদের কারণে আরবের লোকজন কবিত্বকে উপেক্ষা করেছিল এটা বলা যুক্তিগ্রাহ্য। কারণ ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থসমূহ যেমন: আল-আগানী, আত-তাবারী, সীরাত ইব্ন হিশাম, আল-ইসাবা, আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফা আল-আসহাব প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ সে যুগের বিভিন্ন কবিতা লোকমুখে আওড়ানোর ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া আল-আসমা'ঈ-এর আল-মুফাদ্দালিয়্যাত গ্রন্থদ্বয়ে মুখাদরাম কবিদের কবিতা পাওয়া যায়। ইবন কুতায়বা তাঁর আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা ও ইবন সাল্লামের "তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা" গ্রন্থে এ যুগের কবিদের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কবিতা এবং কবিদের নামের উপস্থিতি উল্লেখিত বক্তব্যের প্রতিবাদ করছে।

মনীষী আল-আসমা'ঈ-এর বক্তব্যটি তাঁর অন্য আরেকটি উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করা যেতে পারে। যেমন ড. শাওকী দায়ফ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-[442]

والحق ان شعر حسان الاسلامى كثر الوضع فيه – وهذا هو السبب فيما يشيع فى بعض الاشعار المنسوبة إليه من ركاكه وهلهلة – لا لأن شعره لان وضعف فى الاسلام كما زعم الاصمعى –

"মোট কথা, হাসসান (রা.)-এর ইসলামী যুগের কবিতায় অত্যাধিক প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে এ কারণেই তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত কিছু কবিতা দুর্বল ও নিম্নমানের প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামে দিক্ষীত হওয়ার কারণে কবিতার মান নিম্নমানের হয় যেমনটি মন্তব্য করেছেন আল-আসমা'ঈ।"[443]

আর 'আব্দুর রহমান ইবন খালদূনের উথাপিত দাবীটি ড. 'উছমান 'আলীর একটি প্রতিবাদে বিরোধপূর্ণ বিষয়টির সঠিক সমাধান পেতে পারি। তিনি উল্লেখ করেন:[444]

وبديهى ان قول ابن خلدون هذا لا يتلائم ' والكثرة الكاثرة من الشعر التى نجدها فى دواوين الشعراء الذين واكبوا اول الاسلام ' وفى كتب السير والاخبار التى سجلت احداث الاسلام الاولى وما قيل فيها من اشعار –

"স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে ইব্ন খালদূনের বক্তব্য সঠিক নয়। ইসলামের প্রথম যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কবিতার একটি বিরাট অংশ দীওয়ানে হস্তগত হয়। এছাড়া সিয়ার ও জীবনী গ্রন্থে ইসলামের প্রারম্ভিক কালের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং কাব্যতথ্য সন্নিবেশিত হয়ে রয়েছে।"

তাছাড়া আল-কুর'আনের রচনাশৈলী ও আলংকারিক অভিণবত্বে আরবজগতকে মনোমুগ্ধ ও তাঁর ঔজ্জ্বল্যে সব সাহিত্যকে নিস্প্রভ করে দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, আল-কুর'আনের প্রতি আসক্ত হয়ে কাব্য রচনা পরিত্যাগ করেছে কিংবা বিরতিপর্ব করা হয়েছে। বরং স্বীয় কবিতায় আল-কুর'আনের ষ্টাইল অনুকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল যদিও

---

441 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩।

442 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

443 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১।

444 ড. 'উছমান 'আলী, *ফী আদাব আল-ইসলাম* (বৈরূতঃ দার আল-আওযা'ঈ ১৯৮৬ খৃ.) ২য় সংস্করণ, পৃ.৯৬; ড. মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক আল-খাতীবী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সাহিত্যিকের পক্ষে আল-কুর'আনের সদৃশ কোন রচনা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) আবূ সুফয়ান ইব্‌ন আল-হারিছ-রর ব্যঙ্গ রচনার প্রতিবাদে বলেছিলেন:[445]

اتهجوه ولســت له بكفء + فشركما لخير كما الفداء

"তুমি এমন একজনের কুৎসা রটনা করেছো, যার সমকক্ষ তুমি নও; তোমাদের মন্দজন তোমাদের ভালজনের জন্য উৎসর্গ হোক।"

উল্লেখ্য যে, সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ আল-কুর'আনের রচনাশৈলীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে কবিতা রচনা ছেড়ে দেয়ার উপক্রম হয়েছেন। কথিত আছে যে, মু'আল্লাকার অন্যতম কবি লাবীদ ইব্‌ন রাবী'আ (মৃ.৬৬১খৃ.) তিনি ইসলাম গ্রহণের পর শুধুমাত্র একটি শ্লোক রচনা করেছিলেন। যেমন:[446]

الحمد لله ان لم يأتنى اجلى + حتى لبست من الاسلام سربالا

"আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা; ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি যে আমাকে মৃত্যু দেন নি।"

কেহ কেহ বলেছেন ইসলাম গ্রহণের পর নিম্নোক্ত কবিতাটি তাঁর শেষ কবিতা। যথা-[447]

وما عاتب المرء الكريم كنفسه + والمرء يصلحه الجليــس الصالح

"জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিকে তাঁর বিবেকের ন্যায় আর কিছুই ভর্ৎসনা করে না আর সৎসঙ্গই পারে মানুষকে সংশোধন করতে।"

আমী আল-মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) মুগীরা ইব্‌ন শু'বার (রা.) মাধ্যমে কবি লবীদ (রা.)-কে কিছু কবিতা লিখে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন:[448]

(ইসলাম সম্পর্কে কিছু কবিতা লিখুন) انشدنى ما قلته فى الاسلام তখন তিনি সূরা বাকারার অংশ বিশেষ লিখে পাঠান এবং বলেন: ابدلنى الله هذا فى الاسلام مكان الشعر (কবিতার স্থলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলামে পরিবর্তন করেছেন)।

কবি লাবীদ (রা.) আল-কুর'আনের প্রতি এতই মনোনিবেশ করেন যে, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাঁর কবিতায় আল-কুর'আনের শব্দ ও ভাবার্থ ব্যবহার এবং ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা প্রকাশ করে আনন্দবোধ করতেন।[449] উমার ফররুখ যথার্থই বলেছেন-[450]

بهر العرب ببلاغه القرأن ' وملأت نفوسهم مقائد الاسلام وآدابه وشغلتهم الفتوح فصرفهم ذالك القول الشعر و روايته إلا قليلا عن كله

"আল-কুরআনের আলংকারিক বৈশিষ্ট্যে আরবগণ বিমোহিত। তাদের হৃদয়ে ইসলামী 'আকা'ইদ ও শিষ্টাচারে ভরপুর। আর বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে কবিতা রচনা বা আবৃত্তি কমই হয়েছে।"

---

445 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, *শারাহ দীওয়ানু হাসসান ইবন ছাবিত আল-আনছারী* (বৈরূতঃ দার আল-কুত্তাব আল-'আরাবী, ১৪১০/১৯৯০), পৃ. ৬১।

446 জুরজী যায়দান, *তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ* (বৈরূতঃ মাকতাব আল-বাহুছ ওয়া আল-দিরাসাত ফী দার আল-ফিকর, ১৪১৬/১৯৯৬), ১ সং, খ. ১, পৃ. ১১৪।

447 ইবন কুতায়বা, *আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

448 জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১১৩।

449 আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত تزودوا فان خير زاد التقوى আয়াত এর শব্দসমূহ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যেমন- إن تقوى ربنا خير ومن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له من سبيل الخير اهتدى الخ এর ব্যবহার আল-কুর'আনের এ আয়াতের تقل الخ তদ্রূপ وليا مرشدا থেকে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ আল-কুর'আনের সুরা আল-ফাতিহা ও আল-ইখলাছ থেকে নেয়া হয়েছে। যেমন: الحمد لله فلا ند له দ্র. ড. আনোয়ারুল হক আল-খাতীবী, প্রাগুক্ত,পৃ.১০৮ (পাদটীকা সহ); তু. ফি'য়াতুম-মিনা আল-মুখতাসসীন,আল-আদাব নুসূসহু ওয়া তারীখুহু (সৌদী আরব : আল-মাকালাকাহ আল-'আরাবিয়্যা আল-সা'উদিয়্যা,ওযারাহ আল-মা'আরিফ, ১৯৮৫খৃ) পৃ. ১২৭।

450 ড.উমার ফাররুখ, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী (বৈরুত : দার আল-'ইলম লি আল-মালাঈন, ১৯৮৪ খৃ.), ৫সং, ১খ, পৃ.২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধের কারণে 'আরবী কাব্যচর্চা হ্রাস পেয়েছে, এ যুক্তি ধোপে টেকে না। কারণ সে সময় আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্তুতি ও মু'জিযার বর্ণনা,ইসলামপ্রীতি,শোকগাঁথা মুশরিকদের প্রতি নিন্দাবাদ সহ যুদ্ধ সম্পর্কীয় যাবতীয় কাব্যের সন্ধান মিলে। যেমন- ড.শাওকী দায়ফ কর্তৃক تاريخ الادب العربى (العصر الاسلامى) ড. সামী মাক্কী তাঁর গ্রন্থ الاسلام والشعر , ড. মুক্তাদা হাসান আল-আযহারীর تاريخ الادب العربى হান্না আল-ফাখূরীর تاريخ الادب العربى ড. 'আব্দুল্লাহ আল-হামীদের الشعر الاسلامى فى صدر الاسلام ড. ইয়াহইয়া আল-জাবূরীর الشعر المخضرمين واثرالاسلام فيه মুহাম্মাদ 'উছমান 'আলীর فى ادب الاسلام সহ প্রভৃতি গ্রন্থে ইসলামের সূচনাকালের কবিতা রচনার উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড.ওফা 'আলী সুলায়ম-এর উক্তি প্রনিধানযোগ্য:[451]

لا ريب ان الشعر قد ازدهر بتأثير الاسلام خاصة فى معركة الاسلام مع الوثنين والمرتدين ' بل ان من يقرأ شعر المخضرمين يجد انه يصدرعن قيم الاسلام الروحية التى انبروا للدفاع عنها –

"নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে, ইসলামের প্রভাবে কবিতার মান আরো উন্নত হয়েছে। বিশেষ করে মূর্তিপূজক ও ধর্মত্যাগীদের সাথে মুসলমান বাহিনীর যুদ্ধের মাধ্যমে। বরং মুখাদরাম কবিদের কবিতা পড়লে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটে যা শত্রুপক্ষ প্রতিহত করার জন্য আবৃত্তি করতো।"

ইসলামের সূচনা কালের কবিতা সম্পর্কে ড. শাওকী যথার্থই বলেছেন:[452]

ان الشعر ظل مزدهراً فى صدا الاسلام ، وليس بصحيح انه توقف او ضعف

"ইসলামের সূচনালগ্নে কবিতার বিকাশ অব্যাহত ছিল। কবিতা চর্চার বিকাশ থেমে যাওয়া কিংবা দূর্বল হয়ে যাওয়ার মন্তব্য সঠিক নয়।"

---

451 ওফা 'আলী সুলায়ম,মিন রাওয়া'ই আল-আদাব আল-'আরাবী (আল-কুয়েত : ওকালাহ আল-মাতবূ'আত, ১৯৮২ খৃ.), পৃ.২০।

452 ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামে কবিতা রচনা নিষিদ্ধ

প্রাক ইসলামী যুগের কবিগণ 'উকায[453] সহ বিভিন্ন স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মেলার আয়োজন করতেন। কাব্য প্রতিযোগীদের কাব্য মূল্যায়নের জন্য বিচারকদের মঞ্চ স্থাপন করে সমাসীন করতেন। তাঁরা যাচাই করে উচ্চাঙ্গের কবিতা নির্ণয় করে পুরস্কৃত করতেন। আর অশ্লীলতা, কলহবিবাদ সম্পর্কিত কবিতা উঁচুমানের হত। সাহাবী কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কাব্য সম্পর্কেও মন্তব্য করা হয় যে, ইসলামের ছায়াতলে এসে গর্হিত বিষয় বর্জনের ফলে তাঁর কবিতার মান নিম্নমানের হয়েছে যেমন- আল-আসমাঈ বলেছেন-[454] شعره لان وضعف فى الاسلام

উত্তম কবিতা হল কুরুচি ও অশ্লীলতায় ভরপুর এবং মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী তাঁর আল-মুফরাদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:[455]

ولكون الشعر مقر الكذب– قيل حسن الشعر اكذبه

"কবিতা হচ্ছে মিথ্যার ঘাঁটি। বলা হয়েছে যে, সর্বাধিক উত্তম কবিতা সেটাই, যা সর্বাধিক মিথ্যা।"
তৎকালীন কবিদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-[456]

والشعراء يتبعهم الغاون – الم تر أنهم فى كل واد يهيمون وانهم يقولون مالايفعلون–

"বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখতে পাওনা ওরা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। তদুপরি তারা মুখে যা বলে কাজে তা করে না।"

উক্ত আয়াতে কবিতা চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আয়াতটি নাজিল হলে সাহাবী কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) (মৃ.৫৪/৬৭৪), 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (মৃ.১০/৬৩১) ও কবি কা'ব ইবন মালিক আল-আনসারী (মৃ.৫০/৬৭০) কাঁদতে লাগলেন।[457]

পবিত্র আল-কুর'আনে নিম্নোক্ত আয়াতেও কাব্য রচনার প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন:[458]

وما علمناه الشعر وما ينبغى له

"আমি তাঁকে (রাসূলকে সা.) কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয়।"
ইসলামের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীস তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিধৃত বিভিন্ন বাণী থেকেও বাহ্যত: কাব্যরচনার প্রতি নিরুৎসাহিত করার প্রমাণ মিলে। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) নবী (সা.)-এর বক্তৃতা ইরশাদ করেন:[459]

---

453 উকায খেজুর বৃক্ষে ঘেরা তা'য়িফ ও নাখলাহ নামক স্থানের মধ্যবর্তী এক উপত্যকা। প্রত্যেক জিলকা'দা মাসে এ মেলা অনুষ্ঠিত হত। এতে কবিতার আসর, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের সমাধান, এমনকি ক্ষমতার হাত বদলের মত গুরুত্বপুর্ণ কার্যাবলী সম্পাদিত হত। তাছাড়া হজের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পালন শেষে হজ্বের জন্য 'আরাফা সহ বিভিন্ন স্থানে গমন করতেন। দ্র. মুস্তাফা সাদিক আল-রাফি'ঈ. তারীখ আল-আদাব আল-'আরাব (বৈরুত:দার আল-কুত্তাব আল-'আরাবী, ১৩৯৪/১৯৭৪), ৪র্থ সংস্করণ,খ.১, পৃ.৯৬ (টীকা সহ)। এছাড়া (دومة الجندل) নামক স্থানে রাবী'উল-আউয়ালের দিনে, বাহরায়নে অবস্থিত (هجر) নামক স্থানে রবী'উস সানীতে, জুমাদাল উলার শেষের দিকে বাহরায়নের এক দূর্গে (المشقر) নামক স্থানে, রজব মাসে অনুষ্ঠিত হত (صحار) নামক মেলা। তদ্রূপ 'আম্মানের উপকূল এলাকায় মধ্য শা'বানে (الشحر) নামক স্থানে মেলা বসত। এতদ্ব্যতীত যুল-কা'দা মাসে সহ হাদরা মাউত সহ الحيرة،الانبار ،القه،الابله،حباشة،مجنة،المربد،صنعاء সহ বিভিন্ন আরব অঞ্চলে মেলার আসর বসানো হত। দ্র. মুস্তফা সাদিক আল-রাফি'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫।

454 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১।

455 রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত, شعر শিরো.(বৈরুত: দার আল-মা'আরিফাহ, তা.বি.), পৃ.২৬১।

456 সূরা আল-শু'আরা : ২২৪-২২৬।

457 মুহাম্মাদ 'আলী আল-সাবূনী, মুখতাছার আল-তাফসীর ইবন কাছীর (বৈরুত: দার আল-কুর'আন আল-কারীম, ১৯৮১খৃ.), খ.২, পৃ. ৬৬৩।

458 আল-কুর'আন, সূরা ইয়াছিন: ৬৯। বসরায় প্রখ্যাত নাহবিদ আবু 'আব্দুর রহমান ইউনুছ ইবন হাবিব ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে: ما الذى علمناه شعراً "وما ينبغى له ان يبلغ عنا شعراً তাকে আমি কবিতা শিক্ষা দেইনি, আমার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কাব্য প্রচার করা শোভনীয় নয়। দ্র. আবূ 'আলী আল-হাছান ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী, আল-'উমদাহ্ ফী মাহাসিন-শি'র ওয়া আদাবিহ্ (বৈরুত : দার আল-মা'আরিফ, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃ.৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

لان يمتلئ جوفُ احدِ كم قَيْحًا حتى يَرِيَهُ خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً

"তোমাদের কারো পেটে (এমনি মন্দ) কবিতা থাকার চেয়ে সে পেটে পূঁজ জন্মে তা পঁচে যাওয়া অনেক উত্তম।"

এছাড়া নিম্নোক্ত হাদীসে কবিতার প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন-[460]

عن ابى سعيد الخدرى رض قال بينما نحن سير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج شاعر ينشد فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان او أمسكوا الشيطان ' لان يمتلى احدكم قيحا خير له

"রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- শয়তানকে ধর অথবা বিরত রাখ, কেননা তোমাদের কারো পেটে কবিতা থাকার চেয়ে পুঁজ উত্তম।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশুদ্ধভাষী ও ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। একদা 'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললেন, আমরা একই পিতৃসন্তান অথচ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে আপনি এমন উচ্চাঙ্গের কথা বলেন যা আমরা সহসা বুঝতে সক্ষম নই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন:[461] ادبى ربى فاحسن تأديبى "আমার প্রতিপালক আমাকে ভদ্রতা শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আমার ভদ্রতা উত্তম হয়েছে।"

এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে যখন কবিতা আবৃত্তি করা হত তখন সে কবিতার নিয়মতান্ত্রিক ছন্দ (وزن) পরিবর্তন করে দিতেন। যেমন একদা তরাফা-এর একটি চরণ আবৃত্তি করা হচ্ছিল যেমন:[462]

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا + ويأتيك من لم تزور بالاخبار

"তুমি যে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলে দিবসসমূহ শীঘ্রই সে ব্যাপারে তোমার নিকট প্রকাশ করে দিবে। সে সমস্ত সংবাদ তোমার নিকট এসে পৌঁছবে যাদের সম্পর্কে তোমার ভান্ডারে জানা নেই।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্লোকটি পরিবর্তন করে এভাবে বললেন- ويأتيك بالاخبار من لم تزوّد

অনুরূপ 'আব্বাস ইবন মিরদাসের কবিতা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে পঠিত হল তখন তিনি নিম্নরূপভাবে বলেন:[463]

اتجعل نهى نهب العبيد + د بين الاقرع وعيينه

অথচ উপস্থিত জনসাধারণ কবির সঠিক শ্লোকটি বারবার বলতে লাগল- بين عيينة و الاقرع আর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতে থাকলেন- بين الاقرع وعيينة

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এসব কাব্যশ্লোকের পরিবর্তনেও কবিতার প্রতি অনীহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করে।

পাশ্চাত্য পন্ডিত কার্ল ব্রোকালম্যান[464] ও অন্যান্য সমালোচকগণ বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবিতার প্রতি অনীহা এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কবিতার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। যার কারনে ইসলামের প্রথম যুগে কবি 'আব্দুল্লাহ ইবন যিব'আরী ও হুরায়রা ইবন আবী ওহাবকে হত্যার নির্দেশ জারী করেন। এছাড়া ইসলামের অনুপম ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের পর লাবীদ ইবন রাবী'আ ও সুয়ায়দ ইবন 'আলী সহ বিভিন্ন কবিগণ কবিতা রচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

---

459 ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২-৯৩ ; আল-বুখারী, আল-জামি' আল-সাহীহ , প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ ৯০৯; মুসলিম, আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ.২০৪; আত-তিরমিযী, আল-জামি আল-সাহীহ (দিল্লী : কুতুবখানা রাহীমিয়্যা, তাবি),খ.২,পৃ.১০৮। তবে আহমাদ হাসান আল-যায়্যাতের গ্রন্থে উক্ত হাদীসটির শাব্দিক পরিবর্তন নিম্নরূপ : لان يمتلئ جوف احدكم قيحاً حتى يريه خير له من ان يمتلئ فمه شعراً দ্র.আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত,তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত:দার আল-ছাকাফা, ১৯৮৫খৃ), ২৯তম সং,পৃ.১১৭।

460 ওয়ালীউদ্দীন আল-খাতীব, মিশকাত আল-মাসাবীহ (পাকিস্তান : তা.বি.), পৃ.৪০৯।

461 মুসতফা সাদিক আল-রাফি'ঈ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরব (বৈরূত : দার আল-কুত্তাব আল-'আরাবী, ১৩৯৪/১৯৭৪), ২য় সংস্করণ, খ.২, পৃ.৩১৭।

462 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।

463 প্রাগুক্ত।

464 'আব্দুল হামীদ সলতী, তারীখুল আদাব আল-'আরাবী, উর্দূ (দিল্লী : তারাক্কী উর্দূ বোর্ড, ১৯৮৭ খৃ.),খ.২, পৃ.১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামে কবিতা রচনার অনুমতি

প্রাক ইসলামী যুগের কবিতা যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মিথ্যাচার, গোত্রপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, কলহ-বিবাদ, অশ্লীলতা, যৌনতা ও অশুভ আচরণের মাঝে নিমজ্জিত, তখন ইসলামে কাব্য রচনায় 'আকীদাগত ধ্যান-ধারণায় আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

পবিত্র আল-কুর'আনের যে আয়াতে কবিদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে সে আয়াতের পরবর্তী অংশে কাব্য রচনার অনুমতি দান করা হয়েছে। যেমন : [465]

إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا

"তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) পৃথিবীতে আগমনের পর পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি , বাক্যালাপে, কাজে-কর্মে ও সাহিত্যে চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সৃষ্টিতে সক্ষম হন যা গোটা সমাজের জন্য সুফল বয়ে এনেছিল। মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার জন্য অশ্লীলতা ও কুকর্মকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দেন। জনসাধারণকে কষ্ট দেয়ার মত বিষয়গুলোকে নিষেধ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কবিগণ ভাবাবেগে নিমজ্জিত হয়ে একটি মূল বিষয় প্রকাশ করতে যেয়ে চিন্তার বাহনকে অনেক দূরে পরিচালিত করেন, যার ফলে মূল বিষয় উদঘাটনে বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হয়।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন বিষয় স্পষ্ট করে ব্যক্ত করার জন্য মূল বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন ভাবের কোন ছাপ তার মধ্যে ছিল না।সর্বসাধারণের জন্য ছিল গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য। ইসলাম মূলতঃ ঐ সব কবি ও কবিগণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা উচ্চরণ করেছে যেগুলো মিথ্যাস্তুতি, আত্মগর্ব, দাম্ভিকতা, মূর্তিপূজা গোত্রপ্রীতি এবং ইসলামী ভাবধারার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। এসব কবিতার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। ইবন রাশীক যথার্থই বলেছেন- [466]

فانما هو فيمن غلب الشعر على قلبه' وملكَ نفسه حتى شغله عن دينه واقامةُ فروضه' ومنعه من ذكر الله تعالى' وتلاوة القرأن' والشعر وغيره' مما جرى هذا المجرى من شطرنج وغيره سوا واما غير ذالك ممن يتخذ الشعر ادبا وفكاهة واقامة مروءة فلا جناحَ عليه

"কবিতা যার হৃদয়কে আচ্ছাদিত করে দেয়, কবিতার ব্যাপারে সে এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করে যার ফলে ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়, ফরজ প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহ তা'আলার জিকর, আল-কুর'আন তিলাওয়াত ইত্যাদি বিষয় আদায়ের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। (তাদের হৃদয় এমন পুঁজ জমে থাকা অতিউত্তম বলে ঘোষণা করা হয় তাদের ক্রিয়াকর্ম যেন) জুয়া খেলার ন্যায় নিষিদ্ধ বস্তু। প্রকৃতপক্ষে যে সব কবিতা এ বিষয় থেকে মুক্ত এবং সাহিত্য ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয় সে সব কবিতা চর্চায় কোন অপরাধ নেই।"

তাইতো হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- [467]

الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام

"কবিতা কথার মতই, ভাল কথা যেমন সুন্দর, ভাল কবিতাও তেমনি সুন্দর। আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই।"

অন্য আরেকটি হাদীসে রয়েছে- [468]

انما الشعر كلامٌ مؤلف فما وافق الحق منه هو حسنٌ وما لم يوافق الحق فلا خير فيه

---

465 আল-কুর'আন,সূরা আল-শু'আরা : ২২৭।

466 ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩।

467 জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, হুসনু আল-সাহাবা ফী শারহ আশ'আর আল-সাহাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; অন্য একটি বর্ণনায় 'আ'ইশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- عن عائشة رضـــ قالت ذكر رسول الله صـــ الشعر فقال رسول الله صـــ هو كلام فحسنه حسن وقبيحة قبيح

দ্র. ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪।

468 ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

"নিশ্চয়ই কবিতা সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য, যে সব কবিতা সত্যনিষ্ঠ সে কবিতা সুন্দর। আর যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ নয় সে কবিতায় কোন মঙ্গল নেই।"

এ মর্মে উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা.) বলেন-[469]

الشعر كلام فيه حسن وقبيح ' فخذ الحسن ومدح القبيح

"কবিতা হচ্ছে বাক্য, এতে ভালমন্দ উভয়ই রয়েছে। ভাল বিষয়টি গ্রহণ কর আর মন্দ বিষয়টি পরিহার কর।"

উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখিত والشعراء يتبعهم الغاون..... আয়াত-এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইবন রাশীক বলেন-[470]

لان المقصودين بهذا النص شعراء المشركين الذين تولوا رسول الله ص بالهجاء ومسوه بالاذى ' فاما من سواهم من المؤمنين فغير داخلٍ فى شئ من ذالك-

"উল্লেখিত আয়াতটি সে সমস্ত মুশরিক কবিদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে লেগেই থাকত, বিভিন্ন প্রকার নিপীড়নে ব্যস্ত থাকত। তবে মুমিনদের মধ্য হতে যারা এ সব দোষে দুষ্ট নয় তাঁরা কবিতা রচনায় নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।"

এছাড়া আরবী ব্যকরণের আলোকে إلا (হরফ ইসতিছনা) এর দ্বারা পূর্বের আদেশের বিপরীত অর্থ হিসেবে প্রকাশ করে। যেমন-[471]

إلا الذين أمنوا وعملوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من بعد ما ظلموا-

"উক্ত আয়াত দ্বারা সে সব ঈমানদার কবিদের কবিতা রচনার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করে মক্কার কাফির কবিদের ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার দাঁতভাঙ্গা জবাবদানে নিজেদেরে সঁপে দিয়েছেন তাদেরকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। তন্মধ্যে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) কা'ব ইবন মালিক (রা.) ও 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সহ প্রমুখ সাহাবী কবি।

এ প্রসঙ্গে হযরত কাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত নাজিল হলে ক্রন্দনরত অবস্থায় 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, হাসসান ইবন ছাবিত ও কা'ব ইবন মালিক (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললেন আল্লাহ তো জানেন আমরা কবি অথচ কবিদের নিন্দাবাদ সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হলো। আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি।

তখন তাদের সান্ত্বনাচ্ছলে إلا الذين أمنوا নাজিল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান।[472] আর দ্বিতীয় আয়াত তথা وما علمناه الشعر وما ينبغى له الخ ওয়াহী তথা আল-কুর'আনের আয়াতের সাথে যেন কবিতার মংমিশ্রণ না হয় এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কবিতার ব্যাপারে এহেন উক্তি। এছাড়া আরেকটি বিশেষ হিকমতও এতে নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে, আল-কুর'আন নাজিলের যুগে আরবগণ এধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল যে, গণকদের উপর শয়তান যেভাবে নাজিল হয় সেভাবে কবিদের নিকটও শয়তান নাজিল হয়। এভাবে আল-কুর'আন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তদানীন্তনকালের কবিদের কবিতার সাথে তুলনার মানদণ্ডে দাঁড় করিয়েছিল। এমনকি তারাতো প্রকাশ্যেই দ্বীনী দাওয়াতের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলেই ফেলল-[473]

ويقولون ائنا لتاركوا ألهتنا لشاعر مجنون

"আর তারা (মক্কার কাফিরগণ) বলে, আমরা কি আমাদের ইলাহসমূহকে একজন পাগল কবির কথায় পরিত্যাগ করব?"

মক্কার কাফিরদের এমন ভ্রান্ত ও ধ্বংসাত্মক ধারণার তীব্র প্রতিবাদেই মূলতঃ وما علمناه الشعر وما ينبغى له الخ আয়াতটি নাজিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কবি ছিলেন না। তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে তিনি সে যুগের কিছু কবিতার চরণ বিন্যাসের পরিবর্তন করেছেন এটা কবিতার প্রতি অনীহা নয় বরং তাঁর নিরক্ষরতা ও কবি না হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।

---

469 প্রাগুক্ত।

470 ইবন রাশীক, *আল উমদাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

471 আল-কুর'আন,সূরা আল-শু'আরা : ২২৭।

472 মাহমুদ আলূসী আল-বাগদাদী, *রুহুল মা'আনী* (বেরূতঃ দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি), খ.১৭, পৃ.২৪৮।

473 আল-কুরআন, সূরা আল-সাফফাত ঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

একদা এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির একটি চরণ ছিল- كفى الشيب والاسلام بالمرء ناهيا " বার্ধক্য এবং ইসলাম মানুষকে মন্দ কাজ হতে বিরত রাখতে যথেষ্ট।"

হযরত কবিতাটি পছন্দ করলেন, কিন্তু চরণটির শব্দ-বিন্যাস নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তন করে দিলেন ঃ

كفى الاسلام و الشيب بالمرء ناهيا অর্থাৎ الاسلام কে পূর্বে নিয়ে আসলেন। কিন্তু সাহাবীরা ছন্দ বিনষ্ট হওয়ার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তিনি এভাবে পড়ে যেতে লাগলেন।[474]

কবিতা রচনার প্রতি নিরুৎসাহমূলক হাদীসটিতে (لان يمتلى جوف احدكم قيحا خيرا له من ان يمتلى شعرا) আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কষ্ট ও উৎপীড়নদায়ক কবিতা এবং অশ্লীল ও ব্যাঙ্গাত্মক বিষয়ে রচিত কবিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ঢালাওভাবে সকল বিষয়ে রচিত কবিতা সম্পর্কে নয়। কারণ কবিতার অভিনবত্বকে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আনন্দিত হয়েছেন। আবার অপরাধীকে কবিতা রচনার জন্য ক্ষমাও করে দিয়েছেন। ফিকাহবিদ আবুল লাইছ স্বীয় "বুস্তানু আল-'আরিফীন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত হাদীসটি যখন বর্ণনাকারী সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে 'আ'ইয়শা (রা.)-এর নিকট পৌঁছে তখন তিনি মন্তব্য করেন:[475]

قالت يرحم الله ابا هريرة انما قال النبىص لان يمتلى جوف.....شعراً يريد به الشعر الذى هجيت به يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ উক্ত হাদীসটি ব্যঙ্গ রচনা সম্বলিত কবিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন কোন ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ কবিতার মাধ্যমে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। শি'আবে আবী তালিবে কিছু সংখ্যক গোত্রীয় সদস্যদের নিয়ে দীর্ঘ ৩ বছর অবরুদ্ধ জীবন যাপনের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবূ তালিব একশত বায়াত বিশিষ্ট কবিতা রচনা করেছিলেন। একদা মদীনায় অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি কামনা করে দু'আ করলে তখন বৃষ্টিপাত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন– আল্লাহ তা'আলা আবূ তালিবের মঙ্গল করুন। তিনি বেঁচে থাকলে স্বরচিত কবিতার ফলে আজ তাঁর চোখ শীতল হত। তখন 'আলী (রা.) বললেন আপনি হয়ত এই কবিতাটির কথাই বলতে চাচ্ছেন:[476]

وابيض يستسقى الغمام بوجهه + ثمال اليتمى عصمة للارامل

يلوذ به الهلاك من آل هاشم + فهم عنه فى نعمة وفواضل

كذبتم وبيت الله نبزى محمدا + ولما نطاعن دونه ونناضل

ونسلمه حتى نصرع حوله + ونذهل عن ابنائنا والحلائل

"তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতার দোহাই দিয়ে বৃষ্টি তলব করা হয়। তিনি ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধায়ক, বিধবাদের রক্ষাকবচ। হাশিম বংশের ধ্বংসশীল ব্যক্তিগণ তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছে। বায়তুল্লাহর শপথ, তোমরা মিথ্যা বলছ আর আমরা মুহাম্মাদকে পূতঃপবিত্র মনে করি। আমরা তাঁকে আঘাত করি না এবং তাঁর সাথে ঝগড়া-বিবাদও করি না। তাঁকে নিরাপদে রাখি, নিরাপত্তার জন্য তাঁর আশ-পাশে যুদ্ধ রচনা করে লড়াই করি। এ কাজের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশের ফলে আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ি।"

অনুরূপভাবে বদর যুদ্ধে মক্কার কাফির সর্দারদের মৃতদেহ রাসূলুল্লাহ (সা.) আবূ বকর (রা.)-কে দেখিয়ে বললেন এ মুহূর্তে যদি আবূ তালেব বেঁচে থাকতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, আমাদের তরবারীগুলো তাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ গ্রহণ করেছে। কারণ, তিনি বলেছিলেন:[477]

وانا لعمر الله ان جد ما ارى + لتلبس اسيافنا بالاماثل

"আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি নেতাকে দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের তরবারী তার সমকক্ষ লোকদেরকে নিজের কাছে মিলিয়ে নিচ্ছে।"

---

474 আ.ত.ম মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

475 জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, হুসন আল-সাহাবা ফী শারহ আল'আর আল-সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫।

476 জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১২।

477 জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১২।

Dhaka University Institutional Repository

যুবায়র ইবন বুকার থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবী আবূ বকর (রা.)-কে মক্কার এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় অতিক্রমকারী একব্যক্তি নিম্নোক্ত বিকৃত চরণটি আবৃত্তি করল:[478]

يا ايها الرجل المحول رحله + هلا نزلت بآل عبد الدار

"ওহে আপন সফরের গন্তব্যস্থল ঘুরিয়ে দেয়া লোক! তুমি কেন আব্দুদ-দার বংশের কাছে অবতরণ করলে না?"

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আবূ বকরকে (রা.)-কে বললেন ঃ

ياابا بكر هكذا قال الشاعر قال : لا يا رسول الله ولكنه قال

ওহে আবূ বকর! কবি কি এমনটি বলেছেন? উত্তরে বললেন: না হে আল্লাহর রাসূল (সা.), তবে এমনভাবে বলেছেন।

يا ايها الرجل المحول رحله + هلا سألت عن آل عبد مناف

"হে আপন সফরে ঘুরিয়ে দেয়া লোক! তুমি 'আবদ মানাফ এর বংশ সম্পর্কে কেন জিজ্ঞেস করলে না।? "

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: هكذاكنا نسمعها (আমরা এমনটিই শুনতাম)।

এ ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কবিতা শুনেছেন, কবিতা বলার জন্য নিষেধ করেন নাই বরং অনুমতি দিয়েছেন।"

ইবন 'আবদ রাব্বিহ স্বীয় গ্রন্থে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একদা ইবন 'আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে জাহিলী কবি উমায়্যা ইবন আবিস-সালত[479] (মৃ.৫/৬২৬)-এর নিম্নোক্ত কবিতা শুনে মুচকি হাসলেন।[480]

رجل وثور تحت رجل يمينة + والنيس للاخرى وليس ملبد

والشمس تطلع كل آخر ليلة + فجراو يصبح لونها يتوقد

تأبى فما تطلع لهم فى وقتها + الامعذبة وان لاتجدا

"পুরুষ ও ষাড় রয়েছে ডান পায়ের নীচে। আর আমার পায়ের নীচে রয়েছে শিকারী শকুন ও সেলাই করা কাপড়। সূর্য প্রত্যেক শেষ রাতের উষাকালে উদিত হয়। আর তার রং হয়ে যায় আগুনের মত। (এক সময়) সে সূর্য অস্বীকার করে এবং তাদের জন্য শাস্তিদানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত সময় মত উদিত হয় না।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ মুচকি হাসাটাই কাব্য রচনার অনুমোদন হিসেবে প্রমাণ মিলে।

সাহাবী আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, উমরাতুল কাযার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কায় প্রবেশ করেন। সে সময় 'আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) তাঁর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে চলছিলেন:[481]

خلوا بنى الكفار عن سبيله + اليوم نضربكم على تنزيله

ضربا يزيل الهام عن مقيله + ويذهل الخيل عن خليله

"কাফিরদেরকে তাদের পথ থেকে ছেড়ে দাও। আজ আমরা তাদেরকে এমন শাস্তি দেব যে, দলকে তাদের সর্দার ও নেতাকে তার আরাম করার স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং বন্ধুকে তার বন্ধু থেকে ভুলিয়ে দেবে।"

তখন 'উমার (রা.) তাকে বললেন "হে ইব্ন রাওয়াহা! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে হেরেমের মধ্যে তুমি কবিতা বলছ?" তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, 'উমার থাম! এটা নিশ্চয় তাদেরকে তীর নিক্ষেপের চেয়েও দ্রুত বিদ্ধ করবে।"[482]

---

478 প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

479 উমায়্যা ইবন আবিস-সালত জাহিলী যুগের বিজ্ঞ শ্রেণীর অন্যতম। তাইফ এর অধিবাসী। মদ ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিলো। বদরের যুদ্ধে তার মামাতো ভাই নিহত হলে ইসলামের প্রতি অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় ধর্মের প্রভাব থাকলেও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন آمن لسانه وكفر قلبه মুখে ঈমান এনেছে আর অন্তরে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। দ্র. আহমাদ হাসান আয্-যায়্যাত,প্রাগুক্ত,পৃ.৮৫।

480 ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ (মিসর : মুস্তফা হাম্মাদ,১৩৫৩/১৯৩৫),খ.৩,পৃ.৩৯২।

481 আস-সুনান আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত,খ.২,পৃ.১০৭।

482 আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লম আল-নুবালা (বৈরূত:মু'আসসাসাহ আল-রিসালা ১৩০৬/১৯৮৬),পৃ.২৩৫।

449282
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবিতা আবৃত্তির অনুমোদন মিলে। যদিও কবিতা আবৃত্তির ঘটনা মসজিদে হারামে ঘটেছে।

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মুল মু'মিনীন 'আ'ইয়শা (রা.)-কে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে শুনলেন:[483]

ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه + يوما فتدركه عواقب ماجنى

ى جزيك اويثنى عليك فان من + اثنى عليك بما فعلت كمن جزى

"তোমার দুর্বলতা তুলে নাও, তাঁর দুর্বলতা কোনদিন তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে না যে, তাঁর অপরাধের পরিনাম ফল তুমি ভোগ করবে। কারণ তোমার কর্মের উপর যে লোক প্রশংসা করে সে যেন প্রতিদান দিল।"

এ কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: 'আ'ইয়শা (রা.)! কবি সত্য কথাই বলেছেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর ও শোকর করে না।

ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবী ও সহচরদের মাঝে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে পক্ষাবলম্বন, সমর্থন অনুমোদন করেছেন। তদ্রূপ স্বয়ং তিনিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেও কবিতা আবৃত্তি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো ঃ

অনুপ্রেরণা দান প্রসঙ্গে

যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য কবিতা আবৃত্তি করেছেন। বারা ইব্ন 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র থেকে শত্রুদল কর্তৃক অনবরত তীরের ফলক আসার কারণে কিছু কিছু মুসলিম পিছু হটছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সাদা খচ্চরের ওপর আরোহন করে সাহাবীদের শক্তি সঞ্চারের জন্য বীরত্বের সাথে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন:[484]

انا النبى لا كذب + أنا ابن عبدالمطلب

"আমি নবী, এতে মিথ্যার অবকাশ নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।"

অবসাদ দূরীকরণ প্রসঙ্গে

পরিশ্রম ও ক্লান্তিজনিত স্ফূর্তিহীনতাকে দূরীভূত করার জন্য অনেক সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) অবচেতন মনে কবিতা গেয়েছেন। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন শীতকালে অনুষ্ঠিত খন্দক যুদ্ধে সাহাবীদের নিয়ে পরিখা খনন করেন। ক্ষুধার তাড়নায় অবসাদ হৃদয় সমূহকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলে ফেললেন:[485]

اللهم ان العيش عيش الآخرة + فاغفر للانصار والمهاجرة

"হে আল্লাহ! প্রকৃত সুখ-শান্তিই হল আখিরাতের সুখ-স্বচ্ছন্দ্য। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন।

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ উক্তি শুনে বললেন:

نحن الذين بايعوا محمدا + على الجهاد ما بقينا ابداً

আমরা মুহাম্মাদের (সা.) সাথে জিহাদের বায়'আত করেছি যতদিন আমরা জীবিত থাকি।"

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের জবাবে বলেছিলেন:[486]

اللهم لا خير إلا خيرالا خره + فبارك فى الا نصار والمهاجره

"হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণই একমাত্র কল্যাণ। সুতরাং আপনি মুহাজির ও আনসারদের মাঝে বরকত দান করুন।"

---

483 ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, প্রাগুক্ত,খ.৩,পৃ.৩৮৮।

484 আল-জামি' আল-সাহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৬১৭।

485 প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৮।

486 প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বেদনা লাঘব করা প্রসঙ্গে

আঘাতপ্রাপ্ত হবার পর সে বেদনাবিধূর মনকে হালকা করার জন্য তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। জুনদুব ইবন সুফয়ান (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন এক অভিযানে থাকাকালীন সময়ে তাঁর পাথরের আঘাত লেগে আঙ্গুলি কেটে যায়। তখন তিনি নিম্নোক্ত চরণ আবৃত্তি করেন:[487]

هل انت إلا إصبع دميت + وفى سبيل الله ما لقيت

"তুমি তো একটি অঙ্গুল মাত্র। রক্তাক্ত হয়েছ (তাতে কি হয়েছে)! আল্লাহর রাস্তায়ই তো তুমি এর (আঘাতের) সম্মুখীন হয়েছ।"

কৌতুকোদ্দীপক কবিতা প্রসঙ্গে

ভারসাম্য পরিবেশ বজায় রেখে কৌতুহল মোটেও দূষণীয় নয়। বরং চিত্তবিনোদনের পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও কৌতুক করে কখনো কখনো ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করেছেন। আনাস (রা.)-এর ছোট ভাই আবূ 'উমায়র-এর 'নুগায়র' নামক পোষা পাখি ছিল। একবার পাখিটি মারা গেলে আবূ 'উমায়র খুবই বিষন্ন বদনে দাঁড়িয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার এ বিষন্নতা দূর করার জন্য কৌতুকোদ্দীপক বাক্য ছন্দোবদ্ধভাবে বলেছিলেন-[488]

يا ابا عمير + ما فعل النغير

"ওহে আবূ উমায়ের! কি করল নুগায়ের।"

এরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) কবিতাকে ভাষার অলংকার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ভান্ডার বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন-[489]

إن من البيان لسحراً و ان من الشعر لحكما

"কোন কোন বর্ণনায় যাদু রয়েছে। আর কোন কোন কবিতায় রয়েছে প্রকৃত জ্ঞানের কথা।" রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উল্লিখিত উক্তির আলোকে মনীষী মুহাম্মদ খালিছ ইবন মুহাম্মদ আল-শিরওয়ানী যথার্থই মন্তব্য করেছেন, আরবের ঘটনাপঞ্জী, যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা, কুষ্ঠিত বিদ্যা এমনকি আরবী সাহিত্যের উৎস যেমন ভাষা, ছরফ, নাহু, অলংকারশাস্ত্র। এছাড়া বিভিন্ন উসূল, হাদীস, তাসাউউফ, ফিকহ-এর প্রামাণ্য বিষয়ে আরবী কবিতা দ্বারা দলীল হিসেবে উপস্থাপন করার ইংগিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উক্ত বক্তব্যটি দিক নির্দেশনা প্রকাশ করে।[490] এক বর্ণনায় রয়েছে যে, 'আমর ইবনুল আহতামের আলাপ যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিমোহিত করল তখন উপরোক্ত উক্তির সাথে সাথে ছন্দোবদ্ধভাবে বলে ফেললেন:[491]

لقد خشيت أن تكون ساحراً + رواية مرا ومراشاعرا

"আমি ভয় পাচ্ছি যে, তুমি যাদুকর হয়ে যাবে। কখনো বর্ণনাকারী হবে আর কখনো কবি হবে।"

ইসলাম ধর্মের প্রচারক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘ ২৩ বছরের দা'ওয়াতী পরিবেশে গড়ে তুলেছিলেন এক অনুকরণ প্রিয় দল। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি, আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজেদের প্রিয় জীবনকেও তাঁর জন্যে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ রীতি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে তাঁরা ছিলেন বদ্ধপরিকর। প্রগাঢ় ভক্তি ও আন্তরিকতা সহ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। কাব্য চর্চার ক্ষেত্রেও তাদের ছিল না স্বকীয়তা ও নিজস্ব মতামত বরং রাসূলুল্লাহর (সা.) ধ্যাণ-ধারণা সাবলিলভাবে তাদের কবিতায় ফুটে উঠে।

সাহাবা এবং তাবি'ঈগণ তথা ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ কাব্যচর্চা অ-পছন্দ করতেন না বরং ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত কবিতা ছাড়াও প্রতিপক্ষের ব্যঙ্গ কিংবা গর্বমূলক কবিতার উত্তরদানের জন্য কবিতা রচনা করতেন। এমনকি চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ ব্যতীতও মহিলাদেরকে নিয়ে গজল বা প্রণয়মূলক কবিতা আবৃত্তিকে দূষণীয় মনে করেননি।

---

487 আল-জামি' আল-সাহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৫৮৯, ৯০৮।

488 আল-জামি' আল-সাহীহ, তিরমিযী,প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২০।

489 আবূ দাউদ,আস-সুনান, প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ.৩৪৪; আল-জামী' আল-সাহীহ, তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ.১০৭; দ্র. ইবন রাশীক আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

490 জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী কর্তৃক লিখিত হুসন আল-সাহাবাহ গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত দ্রষ্টব্য।

491 ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৩৯০। তবে উক্ত পংক্তিটি রু'বা ইবন আল-'আজ্জাজ এর। দ্র. ইবন রাশীক আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

জাবির ইব্ন সমুরা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে একশটিরও অধিক বৈঠকে বসেছি। বৈঠকে সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁরা জাহিলী যুগের কোন কোন বিষয় নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতেন (এবং ঠাট্টা করতেন) আর তখন তিনি চুপ থাকতেন আবার কখনো তাদের হাসিতে যোগ দিতেন এবং মুচকি হাসতেন।[492]

আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসলেন তখন, আনসারদের মধ্যে এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে কবিতা বলা হত না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল আপনিও হে আবূ হামযা? তিনি উত্তর দিলেন: আমিও।[493] ফিকাহবিদ আবুল-লায়ছ আস-সামারকান্দী বর্ণনা করেন, একদা আবূদ-দারদা (রা.)-কে বলা হ'ল-كل الانصار يقولون الشعر غيرك (আপনি ছাড়া সকল আনসারই কি কবিতা বলে? فقال وانا اقول أيضا الشعر তিনি বললেন আমিও কবিতা বলি)। এ কথা বলে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:[494]

يريد المرء ان يعطى مناه + ويأبى الله الا ما ارادا

يقول المرء فائدتى ومالى + وتقوى الله افضل ما استفادا

فلا تك يا ابن أدم فى غرور + فقدم قام المنادى صاح نادى

بأن الموت طالبكم فهيوا + لهذا الموت راحلة وزادا

"মানুষ চায় যে, তার কাম্য বস্তু তাকে দেয়া হোক, অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজে যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় দিতে অস্বীকার করেন। মানুষ বলে (দুনিয়ার সামগ্রী) আমার সম্পদ, আমার উপকারে আসবে অথচ আল্লাহ ভীতি সকল বিলাস সামগ্রী থেকে উত্তম। অতএব, হে আদম সন্তান! তুমি ধোকার মধ্যে থেক না। (তোমাকে ডাকার জন্য) আহ্বানকারী প্রস্তুত হয়ে চিৎকার দিচ্ছে যে, মৃত্যুই তোমার (আহ্বানকারী)। সুতরাং এ মৃত্যুর জন্য সওয়ারি তথা যানবাহন ও পাথেয় নিয়ে প্রস্তুত হও।"

কবিতা সম্পর্কে উমার (রা.)-এর কৌতুহল উচ্চাঙ্গের ছিল। একদা কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি কা'ব আল-আহবারকে[495] (রা.) জিজ্ঞেস করলেন:[496]

ياكعب هل تجد للشعراء ذكراً فى التوراة؟ فقال كعب : أجد فى التوراة قوما من ولد اسماعيل انا جيلهم فى صدورهم ينطقون بالحكمة ' ويضربون الامثال لانعلمهم إلاالعرب-

"হে কা'ব তাওরাতে কবিদের বর্ণনা কি রয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন আমি তাওরাতে ইসমা'ঈল (আ.)-এর বংশধর পেয়েছি। আমি তাদের অন্যতম। তারা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেন,সুন্দর সুন্দর উপমা পেশ করেন। এমনটি আরবদের ছাড়া আর কাউকে দেখি নাই।"

'উমার (রা.) কবিতার উপকারিতা সম্পর্কে বলেন:[497]

الشعر جزل من كلام العرب يسكن به الغيظ وتطفأ به الثائرة ويبلغ به القوم فى ناديهم ويعطى به السائل

"কবিতা আরবদের কথামালায় একটি বিনোদনমূলক বিষয়। কবিতার মাধ্যমে ক্রোধ প্রশমিত হয়, উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয়,জাতি এর মাধ্যমে সভায় তাদের আসন করে নিতে পারে এবং প্রার্থীকে এর দ্বারা কিছু দেয়া যেতে পারে।"

তিনি অন্যত্র বলেন:[498] الشعر علم قوم لم يكن لهم علمٌ أعلم منه

"কবিতা হল কোন জাতির এমনই এক জ্ঞান-ভান্ডার,যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন জ্ঞান নেই।"

'উমার (রা.) অন্যত্র আরো বলেন-[499]

---

492 আল-জামি' আল-সাহীহ, তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১০৮।

493 ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৩৯৬।

494 জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২১৯।

495 ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২।

496 তিনি প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ। তাঁর প্রকৃত পরিচয়-ابو اسحاق كعب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى। প্রাক-ইসলামী যুগে ইয়ামনে ইয়াহুদীদের গুরু ছিলেন। আবূ বকর (রা.)-এর শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করেন। 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে মদীনায় আসেন। মদীনার 'হিমস'নামক স্থানে বসবাস করতেন। হিজরী ৩২ সালে ইন্তিকাল করেন। দ্র. ইবন রাশীক, পৃ. ৮২ (পাদটীকা সহ)।

497 ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৩৯৪।

498 ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

افضل صناعات الرجل الابيات من الشعر فيقدمها فى حاجته يستعطف بها الكريم يستميل بها قلب اللئيم

"মানুষের উত্তম শিল্প ও সৃষ্টি হল কবিতা। যা সে প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহার করতে পারে। এর দ্বারা সে মহান ব্যক্তির কৃপা লাভ করতে পারে এবং দুর্বৃত্তের হৃদয় আকৃষ্ট করতে পারে।" অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশিষ্ট খলীফা 'আলী (রা.) বলেন-[500] الشعر ميزان القوم او ميزان القول "কবিতা হল একটি জাতির দাঁড়িপাল্লা অথবা (তিনি বলেন) কথার দাঁড়িপাল্লা।"

দাঁড়িপাল্লা দ্বারা যেমন বস্তু সামগ্রী পরিমাপ করা যায় তদ্রূপ, কোন জাতির শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং নৈতিকতা ও আদর্শের পরিমাপ করা যায় কবিতার মাধ্যমে।

মু'আবিয়া (রা.) সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন। কবিতাকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষয় বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন:[501] يجب على الرجل تاديب ولده ' والشعر اعلى مراتب الادب

"মানুষের উচিত স্বীয় সন্তানদের সাহিত্য শিক্ষা দেয়া। আর সাহিত্যের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের বিষয় হল কবিতা।"

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর-কাব্য প্রীতি সম্পর্কে ইবন রাশীক বলেন:[502]

وكان اذا سئل عن شيئ من القرآن انشد فيه شعراً

"আল-কুর'আনের দুর্বোধ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কবিতা আবৃত্তি করতেন।"

অনুরূপভাবে 'আ'ইয়শা (রা.) কবি লবীদ ইবন রাবী'আ (রা.)-এর বার হাজার কবিতা মুখস্থ করেছিলেন।[503]

প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যাব (রা.) কবিতার প্রতি অনীহা পোষণকারীদের অপছন্দ করতেন। একদা তাকে বলা হল-الشعر يكرهون بالعراق أن قوما ইরাকবাসী কবিতা অপছন্দ করে, তখন তিনি বলেন: نسكوا نسكا أعجميا

স্বপ্নের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (র.) বলেন:[504]

الشعر كلام عُقِد بالقوافى فما حسن فى الكلام حسن فى الشعر

"কবিতা এমন বাক্য যা গঠিত হয় শ্লোকের অন্ত্যমিলের দ্বারা, বাক্যের মধ্যে যা সুন্দর উত্তম তা কবিতার মধ্যেও উত্তম সুন্দর।"

একদা মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ.)-কে রামাদান মাসে মসজিদে কবিতা আবৃত্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একজন বলল: إنها تنقض الوضوء "এতে ওজু নষ্ট হয়ে যায়" তখন ইবন সীরীন নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে রয়েছে প্রণয়মূলক আলোচনা:[505]

نبئت ان فتاه كنت أخطبها + عرقوبها مثل شهر الصوم فى الطول

এরপর তিনি নতুন ওজু ব্যতিরেকে নামাজের ইমামতি করলেন।

কবিতা চর্চা অশ্লীল বাক্য কি না এ ব্যাপারে ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করলেন:[506]

وهن يمشين بناهميسا + ان تصدُقِ الطيرُ نَبِكْ لميسا

এরপর তিনি বললেন মহিলাদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য হচ্ছে অশ্লীল বাক্য।

---

499 ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৩৯০।

500 ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬।

501 প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮।

502 ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১।

503 জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫।

504 ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯।

505 প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

506 প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মুফাদদাল আদ-দাব্বী যথার্থই বলেছেন-[507]

ولم يبق احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال الشعروتمثل به

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে এমন কেউ ছিলন না যে, কবিতা আবৃত্তি করেননি এবং কবিতার মাধ্যমে উপমা পেশ করেননি।

সাহাবী, তাবি'ঈ এবং অন্যান্যদের কবিতা আবৃত্তি জোরালোভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলাম কবিতা রচনার অন্তরায় নয় বরং অনুমোদিত বিষয়।

[507] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধকরণ ও পুরস্কার প্রদান

আরবদেশে ইসলামের আগমনের ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দা'ওয়াতী প্রচারণার ফলে কিছু লোক তো তাঁর অনুসারী ও সহযোগী হলেন। আর একদল তাদের পিতৃপুরুষের পৌত্তলিক ধর্মে অটল রইল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দা'ওয়াতের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল। এতে প্রতিপক্ষের হৃদয়ে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। মুসলমানগণ পরিণত হলেন বিরাগভাজন রূপে। জুলুম,অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু হলেন। আল্লাহর আদেশে হাবশায় ও পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত করেন। শত্রুপক্ষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া এবং সেখানে ক্রমান্বয়ে মান-মর্যাদা বৃদ্ধি ও প্রভাব বিস্তারের ফলে মক্কার পৌত্তলিকদের শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোকাবিলার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে কাব্যবাণ নিক্ষেপ করে মনের আক্রোশ মিটানোর ব্যর্থ প্রয়াস পায়। মক্কার পৌত্তলিকদের এ দলের নেতৃত্বে এগিয়ে আসে আবূ সুফয়ান ইবনুল হারিছ,আল-হারিছ ইব্ন হিশাম,আবূ 'আযযা আল-জুমাহী,আবূ উসামা মু'আবিয়া,ইব্ন যুহায়র,মুসাফি ইব্ন 'আবদ মানাফ ও হুবায়রা ইব্ন ওহাব প্রমুখ কবিগণ।

পৌত্তলিক কবিদের নিক্ষিপ্ত নিন্দামূলক কাব্যের প্রতিউত্তরের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। আর মদীনার মুসলমান কবিদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে কাব্যের মাধ্যমে প্রতিহত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বললেন:[508]

ما ذا يمنع الذين نصروا الله باسلحتهم ان ينصروه بألسنتهم ؟

"যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাহায্য করেছে,তাদেরকে কথা (কবিতা) দ্বারা সাহায্য করতে কে বাঁধা দিয়েছে?"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ ঐতিহাসিক আহ্বানে প্রতিপক্ষের ব্যাঙ্গাত্মক (الهجاء) কবিতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কাফিরদের বাক্যবাণ থেকে রক্ষার জন্য এবং নতুন দ্বীনের দা'ওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নেয়ার জন্য তেজস্বীভাবে এগিয়ে নেতৃত্ব দেন কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)। হাসসান (রা.)-এর নেতৃত্বে সেদিন একদল কবি মক্কার কবিদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ দলটির কয়েকজন হলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, কা'ব ইবন মালিক, 'আলী ইবন আবী তালিব, সুওয়ায়েদ ইবন আস-সামিত, সারামা ইবন আনাস, আবূ সারমা ইবন কায়স, খুবায়ছ ইবন 'আদী ইবন 'আদী, ইবন 'আব্দুল্লাহ, 'আমর ইবন আল-জামূহ, আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির, নাবিগা আল-জা'দী, আল-নামির ইবন তাওলাব, খানসা (রা.) সহ অনেকে।

বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইবন মালিক (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বললেন: আল্লাহ তা'আলা তো কবিদের ব্যাপারে নিন্দাসূচক আয়াত নাযিল করেছেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন:[509]

ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذى نفسى بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل

"নিশ্চয় মুমিন স্বীয় তরবারী ও জবান দিয়ে জিহাদ করে থাকে। সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই তীর দ্বারা শত্রুদের হত্যা করবে।"

এক সাহাবী কাব্য রচনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করলেন[510] ما ذا ترى فى الشعر؟ "কাব্য রচনার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?" قال : ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه "উত্তরে তিনি বললেন: মুমিন স্বীয় তরবারী ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে"।

---

[508] আহমাদ হাসান আল-যয়্যাত, তারীখ আল-আদব আল-'আরাবি (বৈরূতঃ দার আল-ছাকাফা, ১৯৮৫খৃ.), ২৯তম সং, পৃ.১১৮।

[509] ওয়ালী উদ্দীন আল-খাতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১০। 'আ'ইশা (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: اهجوا قريشا فانه اشعر عليهم من رشيق النبل দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কাব্য চর্চাকে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

একদা শারীদ ইবন সুয়াদ আছ-ছাকাফী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাহনের পিছনে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কাছে উমায়্যা ইব্ন আবীস্-সালত-এর কবিতা শুনতে চাইলেন। তখন তিনি কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: هيه هيه (আরো শুনাও) حتى انشدته مأة قافية "এভাবে আমি একশত শ্লোক আবৃত্তি করলাম"[511]। উমাইয়্যা ইবন আবিস-সালত-এর মত মূর্তিপূজকের কবিতা শুনতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইতস্ততঃ করেননি বরং তিনি কবিতা অনুরাগী ছিলেন এবং অন্যকে কবিতা আবৃত্তি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের মহিলা কবি খানসা (রা.) (মৃ.২৪/৬৬৪)স্বীয় গোত্রের সাথে চারপুত্র সহ বনূ সালিম হতে আগমণ করে মদীনায় এসে বৃদ্ধাবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন[512]। ইসলাম গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর কবিতা শুনালে তিনি অতিশয় মুগ্ধ হন এবং অনুরাগ বশতঃ বলেন:[513] هيه يا خناس (হে খুনাস! আরো শুনাও)

'আ'ইয়শা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) জুতা সেলাই করছিলেন আর আমি বসে বসে গযল আবৃত্তি করছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর ললাট থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম বের হচ্ছে যেন সে ঘাম থেকে নূর উৎপন্ন হচ্ছে। আমি কবিতা আবৃত্তি বন্ধ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, আবূ কাবীর আল-হুযালী যদি এ মুহূর্তে আপনাকে দেখতেন তিনি অবশ্যই বুঝতেন যে আপনি তার কবিতায় উপযুক্ত ক্ষেত্র। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, বলতো আয়েশা! আবূ কাবীর আল-হুযালী কি বলেছেন? অতঃপর আমি নিম্নোক্ত শ্লোক দু'টি আবৃত্তি করলাম:[514]

ومبرأ من كل غبر حيضة + وفساد مرضعة وداء معضل

واذا نظرت إلى اسرة وجهه + برقت كبرق العارض المتهلل

"সে যুবক হায়েযের অবশিষ্টাংশ থেকে দুগ্ধদানকারিণী মহিলার অনিষ্ট ও রোগ থেকে এবং গর্ভবতী মহিলার অসুখ ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ। আর তুমি যখন তাঁর সম্ভ্রান্ত মুখ-মণ্ডলের দিকে তাকাবে তখন দেখতে পাবে তা যেন আকাশে মেঘ-মালার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় চমকাচ্ছে।"

'আ'ইশা (রা.) বলেন,অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাতের কাজ রেখে দিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং আমার দুচোখের মাঝখানে চুমু খেয়ে বললেন[515] : جزاك الله خيرا ياعائشة ما سررت منى كسروري منك 'আ'ইয়শা ! আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমি তোমার ওপর যেরূপ সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার প্রতি আমার সেরূপ সন্তুষ্টির কারণে"।

হিজরী ৯ম সালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল আগমণ করত। তাদের সাথে সুদক্ষ বাগ্মী ও এবং কবি থাকত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে এসে তারা বক্তৃতা ও কবিতার মাধ্যমে নিজ গোত্রের প্রাধান্য সম্পর্কে বক্তৃতা ও কাব্য রচনা করত, আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে সেগুলোর উত্তম জবাব দেয়া হত। একদা

---

[510] ওয়ালী উদ্দীন আল-খাতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১০।

[511] যাবী যাদাহ আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩; আ.ত.ম.মুছলেহউদ্দিন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, টীকা দ্র. পৃ.১৪৭; অন্য বর্ণনায় কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: فقال هل معك من شعر امية بن ابي الصلت قلت نعم قال هية' فانشدته بيتا ' فقال هيه ' ثم انشد بيتا فقال هية حتى انشدته مأة بيت দ্র. আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী (বৈরুত:দার আল-কিতাব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৬খৃ.), খ.৪, পৃ.১৪৯।

[512] জুরজী যায়দান, তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৬।

[513] যাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩-১৪।

[514] প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

[515] ইবন হিশাম,আস-সীরা:আল-নববিয়্যাহ (সৌদী আরব : মুআসসাসাত আল-রায়্যান, দারুল মুগনী, ১৪২০/১৯৯৯), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তামীম গোত্রের কবি 'আকরা' ইবন হাবিছ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতিক্রমে স্বীয় গোত্রের গৌরবগাঁথা কবিতা আবৃত্তি করে। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-কে তাঁর কাব্যের জবাব দেয়ার আহ্বান জানান। হাসসান (রা.) সেদিন দীর্ঘ এক কবিতার মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেন যার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:[516]

بنى دارم لا تفخروا ان فخركم + يعود وبالا عند ذكر المكارم

هبلتم علينا تفخرون وانتم + لنا خول ما بين ظئر وخادم

"হে দারিম গোত্র! তোমরা গর্ব করো না। নিশ্চয় উত্তম গুণাবলী উল্লেখের সময় তোমাদের গর্ব খারাপ পরিনতি হয়ে ফিরে আসবে। তোমাদের অমঙ্গল হোক, তোমরা আমাদের ওপর গর্ব করছে অথচ তোমরা তো আমাদের দাস-দাসী ও চাকর-চাকরাণী বৈ কিছু নও!"

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবী কবি 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কবিতা কি? তিনি উত্তরে বললেন,কবিতা সে জিনিস যা আমার অন্তরে উদয় হয় এবং আমার জিহ্বা তা বলে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন তাহলে আমাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শুনাও। অতঃপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার মধ্যে নিম্নোক্ত চরণ শ্লোকটি ছিল:[517]

قبلت لله ما اتاك من حسن + قفوت عيسى باذن الله والقدر

"আপনাকে যে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছেন সে আল্লাহর জন্য আপনাকে গ্রহণ করেছি। আমি ঈসা (আ.)-এর অনুসরণ করেছিলাম আল্লাহর নির্দেশে এবং তাকদীরের লিখন অনুযায়ী।"

শা'বী বর্ণনা করেন, একদা হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আবূ সুফয়ান ইবন হারিছ আপনাকে ব্যঙ্গ করছে আর নওফল ইবন হারিছ তাকে সহযোগিতা করছে। এ মুহূর্তে আপনি অনুমতি দিলে আমি তাদেরকেও ব্যঙ্গ করব। (فقال النبى ص كيف تصنع بى) রাসূলুল্লাহ (সা.) জানতে চাইলেন আমাকে কিভাবে বাঁচাবে? আমিও তো তাদের অর্ন্তগত। তিনি জবাব দিলেন- اسلك منهم كما تسل الشعرةُ من العجين "মথিত আটা থেকে যেভাবে চুল বের করে আনা হয় আমি সেভাবে আপনাকে বের করে আনবো।" আল্লাহর নবী (সা.) তাঁকে বললেন:[518]

اهجهم وروح القدس معك ' واستعن بابى بكر ' فانه علامة قريش بانساب العرب

"তুমি তাদের ব্যঙ্গ কর,রুহুল কুদুস তোমার সাথে রয়েছেন। আর তুমি (কুষ্ঠিবিদ্যার ব্যাপারে) আবূ বকরের সাহায্য নেবে। কেননা তিনি কুরায়শদের নসববিদ্যায় (কুষ্ঠিবিদ্যায়) বিশেষ পারদর্শী।"

অতঃপর হাস্সান (রা.) নওফল ইব্ন হারিছের ব্যঙ্গ রচনায় আবৃত্তি করলেন একটি কবিতা। যার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:[519]

---

[516] শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, (মিসর : মুস্তফা মুহাম্মাদ, ১৩৫৩/১৯৩৫), খ.৩, পৃ.৩৯৩।

[517] শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদুল ফারীদ, (মিসর:মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩/১৯৩৫), ৩খ, পৃ.৩৯৩।

[518] আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আখিল খাত্তাব আল-কুরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬; তবে উল্লেখিত বক্তব্যটি পরিবর্তিতরূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- اهجهم فوالله لهجا وَك عليهم اشد من وقع السهام فى غلس الظلام ' اهجهم ومعك جبرئيل روح القدس- والق ابابكر يعلمك تلك الهنات

দ্র. ইবন রাশীক, আল-'উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২।

[519] আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবিল খাত্তাব আল-কুরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬; তবে 'আব্দুর রহমান আল বারকূকী তাঁর গ্রন্থে উক্ত কবিতাটি আবূ সুফয়ান ইবন হারিছকে ব্যঙ্গ করেছেন বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া শব্দিক পরিবর্তনও লক্ষণীয়। যেমন

وان سنام المجد من آل هاشم + بنو بنت مخزوم ووالدك العبد-

وما ولدت فهراء زهرة منكم + كريما و لم يقرب عجائزك المجد

وانت زنيم نيط فى آل هاشم + كما نيط حلق الراكب القدح الفرد

দ্র. আব্দুর রহমান আল-বারকূকী,শারহু দীওয়ানি হাসসান ইবন ছাবিত আল-আনসারী, (বৈরূত ঃ দার আল-কিতাব আল'আরাবী, ১৪১০/১৯৯০), পৃ.২১২-২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

وان وَّلاةَ المجد من آل هاشم + بنو بنت مخزوم ووالدك العبد

وما ولدت ابناءُ زُهْرَةَ منهم + صميما ولم يلحق مجائزك المجد

فانت لئيم نيط فى آل هاشم + كما نيط خلف فالراكب القدحُ الفرد

'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ বকর (রা.)-এর ব্যাপারে কটাক্ষপূর্ণ বক্তব্য রাসূলুল্লাহ (রা.)-এর কর্ণগোচর হল তখন তিনি মদীনার মসজিদের মিম্বারে আরোহণ করে তাহমীদও তাসবীহ পড়ে জনসাধারণকে সম্বোধন করে বললেন: তোমরা আবূ বকরের মত এমন ব্যক্তিত্বকে অলোচনার পাত্র হিসেবে দাড় করাচ্ছ অথচ তোমাদের মধ্যে তিনিই আমার বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি আরো বললেন-[520]

ايها الناس ! ليس احد منكم امن على ذات يره ونفسه من ابى بكر ، كلكم قال لى كذبت . و قال لى ابو بكر : صدقت ،

فلو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابا بكر

"হে লোক সকল! আবূ বকর (রা.)-এর তুলনায় তোমরা কেউ স্বতস্ফূর্তভাবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করনি। তোমরা সকলে আমাকে মিথ্যা আখ্যা দিয়েছ। আমার ব্যাপারে আবূ বকর সত্যায়ন করেছে। যদি আমি বন্ধু হিসেবে কাউকে গ্রহণ করি তাহলে আবূ বকর (রা.)-কে বন্ধু হিসেবে নির্ধারণ করব।"

অত:পর হাস্সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর দিকে নজর দিয়ে বললেন আমার সম্পর্কে ও আবূ বকর সম্পর্কে কাব্যের মাধ্যমে কিছু বলুন। হাসসান (রা.) বললেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) বলছি। এই বলে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন:[521]

اذا تذكرت شجواً من اخ ثقةٍ + فاذكر اخاكَ ابابكر بما فعلا

والثانى اثنين فى الغار المُنيف وقد + طاف العدوبه اذصعدَ الجبلا

وكان حبُّ رسول الله قد علموا + من البريةِ لم يعدلْ به رجلا

خيرالبرية اتقاها وارافُها + بعد النبى' واوفاها بما حملا

"দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় কোন আস্থাবান ব্যক্তিকে স্মরণ করতে চাইলে আবূ বকরের দায়িত্ববোধের কারণে তাকে স্মরণ করতে পারেন। তিনি ছিলেন উঁচু গুহায় দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় আর সে সময় শত্রুদল পাহাড়ে উঠে গুহার চারপাশে টহল দিচ্ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বন্ধু। লোকজন জানে যে, সৃষ্টিজগতে তাঁর সমমর্যাদায় কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরই তিনি সৃষ্টির উত্তম ব্যক্তি, আল্লাহভীরু ও সহানুভূতিশীল। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ করতে তিনি সচেষ্ট।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এ কবিতা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন এবং আনন্দের আতিশয্যে তিনবার বললেন আমার বন্ধুকে ডাক।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনায় পরিচালিত সাহাবীদের মাঝেও কাব্যচর্চায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। রা'ইসুল মুফাসসিরীন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) একবার নাফি' ইবন আল-আরযাক কর্তৃক আল-কুর'আন বিষয়ক একশত প্রশ্নের উত্তর আরবী কাব্যের মাধ্যমে প্রদান করেছেন।[522] দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা.) কাব্য রচনায়

[520] আবু যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭।

[521] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫২-৩৫৩।

[522] যাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, হুসন আল-সাহাবা গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত মুহাম্মাদ খালিস ইবন মুহাম্মাদ আল-শিরওয়ানীর বাণী।

Dhaka University Institutional Repository

ও আবৃত্তিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। একদা মদীনার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:[523] او يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤف رحيم

তখন উক্ত আয়াতে التخوف শব্দের অর্থ সম্পর্কে উপস্থিত সাহাবাদের নিকট প্রশ্ন ছুড়েন। সবাই চুপ রইলেন।

তখন হুযায়ল গোত্রের এক বয়োবৃদ্ধ দাঁড়িয়ে বললেন:[524] هذه لغتنا يا امير المؤمنين التخوف التنقص–

"হে আমীরুল মু'মিনীন! এটাতো আমাদের ভাষা। التخوف অর্থ হল التنقص অল্প অল্প নেয়া"।

তখন 'উমার (রা.) বললেন:[525] عليكم بديوانكم لا تضلوا "তোমরা তোমাদের দীওয়ান সংরক্ষণ করো, আর গোমরাহ হবে না।" উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন দীওয়ান কি? উত্তরে বললেন:[526]

شعر الجاهلية فان فيه تفسير كتابكم ومعانى كلامكم

"জাহিলী যুগের কবিতা। কারণ তাতে তোমাদের কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যা রয়েছে এবং তোমাদের ব্যবহৃত বাক্যসমূহের অর্থ রয়েছে।"

'উমার (রা.)-এর আরেকটি ঘটনায় কবিতার প্রতি তার আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বর্ণনাকারীকে কবিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এক সফরে 'উমার (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে ইবন 'আব্বাস! আমাকে কিছু কবিতা শুনাও। অতঃপর আমি কিছু কবিতা আবৃত্তি করলাম। যখনই আমি কিছু কবিতা আবৃত্তি করি তখনই তিনি বলছিলেন, আরো শুনাও। এভাবে প্রায় একশত কবিতা শুনালাম। আর যখন ফজরের সময় হল তখন বললেন থাম! আল-কুর'আন তিলাওয়াত কর। আমি তখন অমুক সূরা তিলাওয়াত করলাম। অতঃপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন, আমরাও নামলাম। অবশেষে আমাদের নিয়ে ফযরের জামাত পড়ালেন।[527]

'উমার (রা.) বিভিন্নভাবে সম-সাময়িক লোকদেরকে কবিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কুফার গভর্নর মুগীরা ইবন মুগীরা ইবন শু'বা (রা.)-কে আদেশ দিলেন:[528]

ان استنشد من قبلك من شعراء مصرك ما قالوا فى الاسلام

"তোমার দেশের কবিদের ইসলাম সম্পর্কীয় কবিতাগুলো সংরক্ষণ কর।"

শিশুদেরকে কবিতা শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন:[529]

علموا اولادكم العوم والرماية ومروهم فاليثبوا على الخيل وثباوروهم ما يجمل من الشعر

"তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার এবং তীর নিক্ষেপের জ্ঞান শিক্ষা দাও। আর তাদেরকে নির্দেশ দাও যেন ঘোড়ার ওপর লাফ দিয়ে ওঠে। আর তাদেরকে সুন্দর সুন্দর এবং ভালো কবিতা শিক্ষা দাও।"

'উমার (রা.) থেকে কাব্যপ্রীতি সম্পর্কে আরো বর্ণিত আছে যে,[530]

---

[523] আল-কুর'আন, সূরা আন-নাহল : ৪৭।

[524] যাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত। বৃদ্ধ লোকটি তার বক্তব্যের সমর্থনে আবূ কবীর আল-হুযায়লী রচিত নিম্নোক্ত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন:[524]

تخوف الرحل منها تامكا قرداً + كما تخوف عود النبعة السفن

[525] প্রাগুক্ত।

[526] প্রাগুক্ত।

[527] প্রাগুক্ত।

[528] ড. শাওকী দায়ফ, প্রগুক্ত, পৃ.৯০।

[529] যাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

[530] প্রাগুক্ত, পৃ.১৫।

Dhaka University Institutional Repository

انه كتب إلى أبى موسى الاشعرى رضـ مر من قبلك يتعلم الشعر فانه يدل على معالى الاخلاق وصواب الرأى ومعرفة الانساب

"উমার (রা.) আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে চিঠি লিখলেন যে, তোমার বন্ধু-বান্ধব ও সাথীদেরকে কবিতা শিক্ষার নির্দেশ দাও, কারণ এটা উন্নত চরিত্র, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ লতিকা সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচায়ক।"

মুফাসসিরদের দলপতি 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) জনগণকে কবিতা শিখতে কবিতা অনুসন্ধান করতে নিম্নোক্ত বক্তব্যে অনুপ্রাণিত করেছেন ঃ[531]

اذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى اشعار العرب فان الشعر ديوان العرب

"যখন আল্লাহর কিতাব পড় আর অর্থ না বুঝ, তখন আরবদের কবিতার মধ্যে দুর্বোধ্য শব্দটি অন্বেষণ কর কেননা কবিতা হল আরবদের জীবনালেখ্য।"

কবিতার প্রতি অতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সাহাবীদের মাঝে মু'আবিয়া (রা.)। তিনি বিভিন্ন গভর্ণদেরকে নিম্নোক্ত আদেশের মাধ্যমে কবিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন ঃ[532]

إجعلوا الشعر اكبرهممكم واكثر ادابكم ولقد رآيتنى ليلة الهرير بصفين وقد اتيتُ بفرسٍ اغر محجلٍ بعيد البطن من الارض وانا ارید الهرب لشدة البلوى – فما حملنى على الاقامة إلاابيات عمرو بن الاطنابة

"তোমরা কবিতাকে তোমাদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান দাও এবং তা তোমাদের অভ্যাসে পরিনত কর। কারণ, সিফফীনের যুদ্ধকালে "লায়লাতুল হারীর"-এ আমি সুদর্শন ও শক্তিশালী ঘোড়ার ওপর আরোহন করা সত্বেও বিপদের মুখে পলায়নপর হচ্ছিলাম কিন্তু 'আমর ইবন আল-ইতনাবা-এর কবিতা গুলো আমাকে অটল থাকাতে প্রেরণা যোগিয়েছিল।" কবিতাগুলো নিম্নরূপ:[533]

ابت لى همتى وابى بلائى + واخذى الحمد بالثمن الربيح

واقحامى على المكروه نفسى + وضربى هامة البطل المشيح

وقولى كلما جشأت وجاشت + مكانكِ تُحمدَى او تستريحى

لا دفع عن مآثر لحات + واحمى بعدُ عن عرض صحيح

"আমার শক্তি সাহস আমার পক্ষে কাজ করতে অস্বীকার করছে। (আমাকে ছেড়ে যেতে) আমার বিপদাপদ অস্বীকার করছে আর উত্তম মূল্যের বিনিময়ে আমি প্রশংসা গ্রহণেও অস্বীকার করছি। অনিচ্ছা সত্তেও আমার নফসকে (যুদ্ধের ময়দানে) প্রবেশ করানো এবং সতর্ক বীরের মস্তকে আঘাত করা (আমার কর্তব্য)। যখন যুদ্ধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করছিল এবং আমি ভীত হয়ে গিয়েছিলাম তখন আমার কথা ছিল তোমার স্থানে অটল থাক। তাহলে তুমি প্রশংসা করতে পারবে অথবা শান্তি ও আরাম প্রার্থণা করতে পারবে। যাতে সৎ ও উত্তম কাজের জন্য আমি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। এরপর আমি সঠিক সম্মানের হিফাজত করতে পারি।"

"যুবায়র ইবন বাক্কার[534] (মৃ.২৫৬/৮৭২) বলেন, আমি আল-উমারীকে (মৃ.২৫৯/৮৭২)[535] বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:[536]

---

[531] যাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫; ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০।

[532] ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮।

[533] প্রাগুক্ত।

[534] আবূ 'আব্দুল্লাহ যুবায়র ইবন বাক্কার ইবন আব্দুল্লাহ আল-কুরশী আল-আসাদী আল মাক্কী কুষ্ঠিবিদ্যায় নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আরব ইতিহাস সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখতেন। দ্র. ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত, ২৮ টীকা দ্র.।

[535] আল-উমারীর প্রকৃত নাম 'আব্দুল হামীদ ইবন 'আব্দুল 'আযীয ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ইবনুল খাত্তাব। তিনি একজন বিপ্লবী নেতা, প্রসিদ্ধ 'আবিদ ও ধার্মিক ছিলেন। দ্র. ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত, ২৯নং টীকা দ্র.।

Dhaka University Institutional Repository

رووا اولادكم الشعر ' فانه يحلُّ عقدةَ اللسان ويشجع قلبَ الجبانِ ويطلقُ يد البخيل ويحضه على الخلق الجميل-

"তোমাদের সন্তানদের গল্প শিক্ষা দাও, এতে মুখের জড়তা কেটে যাবে ভীত হৃদয়ে সাহস যোগাবে, কৃপণতা পরিত্যাগ হবে এবং উত্তম চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে।"

আবূ সা'য়িব আল-মাখযূমী (মৃ.৮০/৭০০)[537] যিনি ভদ্রতার অভিজাত্যে, ধর্মীয় জ্ঞানে সুখ্যাত ছিলেন তিনি বলেন:[538]

اما والله لو كان الشعر محرما لوردنا الرحبة [539] فى كل يوم مراراً

"যদি কবিতা আবৃত্তি অপরাধ হতো, তাহলে প্রত্যহ দণ্ডবিধির সম্মুখীণ হতাম।"

কাব্যচর্চা ও কবিতা আবৃত্তি রচনার প্রতি ইসলাম যে বিধি-নিষেধের মানদণ্ড প্রদান করেছে তার আলোকে কাব্যচর্চার প্রতি সকল শ্রেণীর জনগণ উদ্বুদ্ধ করেছে এবং উৎসাহিত করেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

যুগ যুগ ধরে কবিতার মাধ্যমে পারিতোষিক গ্রহণ একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। কবিতার মাধ্যমে আল 'আশা' জনৈক দরিদ্র ব্যক্তির কন্যা সন্তানদেরকে বিবাহ দিতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধের তীব্রতা কবিতার মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। মু'আবিয়া (রা.)-এর মত শক্তিধর ব্যক্তি সিফফীনের যুদ্ধের কঠোরতা দেখে পলায়নের ইচ্ছা পোষণ করলে 'আমর ইবন আতনাব-এর কাব্যমালা তাকে বাধা দিয়েছে।

এমনিভাবে ইসলাম কবিদেরকে তাদের কাব্য প্রতিভার মূল্যায়ণ করেছে। এমনকি পুরস্কৃত করে কাব্যের প্রতি যথার্থ অনুমোদনের বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে উপস্থাপনের জন্যে নিম্নে ক্রমান্বয়ে কিছু বর্ণনা পেশ করা হলো।

শা'বী বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (রা.) ইরশাদ করেন, কে মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে? কা'ব (রা.) বললেন: হে রাসূলুল্লাহ (রা.)! আমি প্রস্তুত। 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) বললেন: আমিও প্রস্তুত। রাসূলের কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বললেন আমিও,হে আল্লাহর রাসূল! তখন নবী (সা.) বললেন, মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করো, জিব্রীল ('আ.) তোমাকে তাদের বিপক্ষে সাহায্য করবেন।[540]

কাফিরদের ব্যাঙ্গ ও তিরস্কারমূলক কাব্যের জবাবে আবূ সুফয়ানকে লক্ষ্য করে হাসসান (রা.) বললেন:[541]

هجوت محمداً فاجبت عنه + وعند الله فى ذاك الجزاءُ

"তুমি মুহাম্মাদ (সা.)-এর দুর্নাম রটিয়েছ, অতঃপর আমি তারপক্ষ থেকে এর জবাব দিচ্ছি। আর আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, এ কাজে আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে (উত্তম) প্রতিদান।"

এ শ্লোক শুনে রাসূলুল্লাহ (রা.) তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করে বললেন:[542]

جزاؤك على الله الجنة يا حسان

"হে হাসসান! আল্লাহর নিকট তোমার পুরস্কার রয়েছে জান্নাত।

---

[536] ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০।

[537] আবূ সা'য়িব আল-হায়িছ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন রাবী'আ আল-মাখযূমী একজন প্রসিদ্ধ তাবি'য়ী ছিলেন। তিনি কুরায়শদের বাগ্মী হিসেবেও খ্যাত ছিলেন এবং আসমাউর রিজাল-এর জ্ঞানে যথেষ্ট পান্ডিত্য অর্জন করেছেন।

[538] ইবন রাশীক,আল-উমদাহ,প্রাগুক্ত,পৃ.৯১।

[539] الرحبة -এর অর্থ আঙ্গিনা মুক্তাঙ্গন। মসজিদের খোলা জায়গাকে الرحبة বলা হয়। 'আলী (রা.) কূফা নগরীতে মসজিদের আঙ্গিনায় লোক-সমাজে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতেন। দ্র. ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত, টীকা দ্র. ৩৫ নং।

[540] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী,কিতাবু আল-আগানী (বৈরূত:দার আল-কিতাব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮৬খৃ.), খ.৪, পৃ.১৪৯।

[541] 'আব্দুর রহমান আল-বায়ক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১।

[542] প্রাগুক্ত, পৃ.৬১ যাযী যাদাহ'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩; তবে আল-উমদাহ গ্রন্থে جزاؤك على الله এর স্থলে جزاؤك عند الله রয়েছে। ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

হাসসান (রা.) আবূ সুফয়ানকে লক্ষ্য করে সেদিন ৩২ লাইনের দীর্ঘ একটি কাসীদা আবৃত্তি করেন। যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি যখন ইসলামের হিফাজতের প্রতি আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন:[543]

فان ابى ووالده وعرضى + لعرض محمد منكم وقاءُ

নিশ্চয় আমার পিতা এবং তার পিতা (আমার দাদা) এবং মর্যাদা তোমাদের অপবাদ ও আক্রমণের বিপক্ষে মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইজ্জতের রক্ষক।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর এ আত্মত্যাগের প্রতি আনন্দিত হয়ে মানুষের কাঙ্খিত নিয়ামত তথা চিরস্থায়ী পুরস্কারে ভূষিত করলেন নিম্নোক্ত বাণী দিয়ে:[544] وقال الله يا حسان حر النار "হে হাসসান! আল্লাহ তোমাকে দোজখের আগুন থেকে হিফাজত করুন।"

আল-আসমা'ঈ থেকে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমি কি আপনার জন্য কবিতা বলব? তিনি বললেন হ্যাঁ। অতঃপর সে নিম্নোক্ত কবিতা বললেন: [545]

تركت القيان وعزف القيان + وادمنت تصلية وابتهالا

وكرالمشقر فى حومة + ونشنى على المشركين القتالا

ايا رب لا اغبنن صفقتى + فقد بعت مالى واهلى بدالا

"আমি গায়িকা ও গায়িকার কণ্ঠস্বর (গান) পরিত্যাগ করেছি এবং সর্বদা কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর কাছে নিবেদন শুরু করেছি। আরো শুরু করেছি বিশাল বালুকাময় স্থানে বারংবার গমন। আমরা মুশরিকদের বারবার আঘাত করি। হে আমার প্রভু! আমি যেন আমার ব্যবসায়ে কখনো ক্ষতিগ্রস্থ না হই। আমি তো আমার সম্পদ ও পরিবার পরিজনকে বিনিময় নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছি।

এ কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে পুরস্কারের কথা জানিয়ে দিলেন,বললেন[546] "সে ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছে, সে ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছে ।"

জাহিলী যুগের বিজ্ঞ কবি হিসেবে খ্যাত যুহায়র ইবন আবী সুলমার পুত্র কা'ব ও বুজায়র ইসলামের প্রচারের ফলে ইসলাম ধর্ম গ্রহনের জন্য আশান্বিত হন। কারণ পিতা যুহায়র ইবন আবী সুলমা মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়্যত করেন, যেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের পর তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। পিতার ওসীয়্যত অনুযায়ী দু'ভাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যাবার জন্য ঘর থেকে বের হন। "আবরাক আল-ইরাক" নামক স্থানে পৌছে বুজায়র কা'বকে সেখানে রেখে পরীক্ষামূলকভাবে নবী (সা.)-এর নিকট যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে কা'ব ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। অবশেষে কা'ব আবূ বকর (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে দুঃখপ্রকাশ করতঃ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। যা তাঁর প্রসিদ্ধ কাসীদা "বানাত সু'আদ"-এর তৃতীয় অংশে স্থান পেয়েছে।[547]

---

[543] উক্ত পংক্তিতে عرض দ্বারা স্বীয় পিতা, পিতামহ, সকল পূর্বপুরুষ-এর মানমর্যাদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে পেশ করা হয়েছে। এটা যেন خاص এর উল্লেখের পর عام হয়েছে। উক্ত ব্যবহার বিধিটি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের অনুরূপ: ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم (সূরা আল হজর : ৮৭) দ্র. আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২ (১নং টীকা সহ)

[544] আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২ (১নং টীকা দ্র.); ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩।

[545] ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ.৩৯।

[546] প্রাগুক্ত; আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬/১৯৯৫), পৃ.১০৬-১০৭।

[547] 'আলী মুহসিন সিদ্দীকী, কা'ব ইবন যুহায়ের আওর কাসীদা বানাত সু'আদ (করাচী : মাকতাবা ইসহাকিয়্যাহ, জুম্মা মার্কেট, ১৯৬৮খৃ), ১সং, পৃ.৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পেশকৃত কবিতা রাসূলুল্লাহ (সা.) শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুদন্ড রহিত করে নিজের গায়ের পবিত্র চাদর তাঁকে পরিয়ে দিয়ে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করেন।[548]

পরবর্তীতে এ চাদরখানি আমীর মু'আবিয়া (রা.) ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে নেন।[549] মুসলিম খলীফাগণ জুমু'আ, ঈদের দিবসে বরকতের জন্য পরিধান করতেন।[550] ইবন রাশীকের উস্তাদ 'আব্দুল কারীম ইবন ইব্রাহীম আন-নাহশালী[551] (মৃ.৪০৫হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) উক্ত চাদর সহ একশত উট প্রদান করে পুরস্কৃত করেন।[552] কা'ব ইবন যুহায়র (রা.)-এর সেদিনের পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ:[553]

انبئتُ ان رسول الله او عدني + والعفو عند رسول الله مأمولُ

مهلا ! هداك اللهُ الذى اعطاك نافلة ال + قران فيها مواعيظُ وتفصيلُ

لا تأخذنّي باقوالِ الوُشاةِ ولم + أذنبْ وان كثرتْ فى قاويل

"আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ধমক দিয়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ক্ষমার আশা করা হয়। অপেক্ষা করুন যে আল্লাহ আপনাকে হিদায়াতপূর্ণ আল-কুর'আন দিয়েছেন, তিনি আমাকে হিদায়াতের কাজে সাফল্য দান করুন। চোগলখোরদের কথামত আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার সম্পর্ক অনেক কথাবার্তা হয়ে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আমি কোন অপরাধ করিনি।"

নাবিঘা আল-জা'দী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে যে কবিতা আবৃত্তি করে জান্নাতে প্রবেশের স্থায়ী ফয়সালার মত মহা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, সে কবিতার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:[554]

اتيت رسول الله اذ جاء بالهدى + ويتلو كتابا كالمجرة نيراً

بلغنا السماء مجدنا و جدودنا + وانا لنرجوا فوق ذالك مظهراً

"আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসেছি যিনি হিদায়াত নিয়ে এসেছেন এবং আকাশের আলোকময় জ্যোতিসদৃশ একখানা গ্রন্থ পাঠ করেছেন। মর্যাদা ও মহিমায় আমরা আসমানে (সুউচ্চে) পৌঁছেছি। আরো আকাংখা করি তারও উর্দ্ধে প্রকাশ পাক (আমাদের বিজয় নিশান)।"

فقال النبى صلى الله عليه و سلم الى اين يا ابا ليلى ؟ فقال الى الجنة يا رسول الله ! قال : نعم ان شاء الله .

"তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তারও উর্দ্ধে দেখবে তোমার বিজয় নিশান! সে কোথায় হে আবু লায়লা? তিনি বললেন জান্নাতে ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! (আপনার সাথে। তার আকাংখা প্রতিফলন ঘটিয়ে পুরস্কারচ্ছলে)। বললেন, হ্যাঁ ইনশা'আল্লাহ জান্নাতে দেখবে একদিন।"[555]

কবি আল-নাবিঘা যখন আরো বললেন:[556]

ولا خير فى حلم اذا لم تكن له + بوا درُ تحمى صفوةَ ان يكدّراَ

[548] ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০।

[549] প্রাগুক্ত।

[550] প্রাগুক্ত।

[551] তিনি সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও কবি ছিলেন। আরবী সাহিত্য সমালোচনায়,ভাষাতত্ত্বে ও ইতিহাসে আফ্রিকায় গণ্যমান্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবন রাশীক স্বীয় আল-উমদাহ গ্রন্থে অধিকাংশ প্রামান্য বক্তব্য তাঁর থেকে সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত (৪১ নং টীকা সহ)।

[552] ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০।

[553] আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯।

[554] ইবন কুতায়বা, আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা (বৈরুত:দার আল-ছাকাফা, ১৯৮০খৃ.), খ.১, পৃ.২০৮-২০৯।

[555] আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯।

[556] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ولا خير فى جهلٍ اذا لم يكن له + حليم اذا ما أورَد الامرَ اصدراً

"ধৈর্য্যের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যখন তাতে এমন শক্তি ও ধারনা থাকে যে, তা তার প্রাণ-প্রিয় বন্ধুকে রাগান্বিত অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে। আর মূর্খতার মাঝেও কোন কল্যাণ নেই, যখন তার জন্য কোন সহিষ্ণু ব্যক্তি না থাকবে যে, যখন সে কোন কাজ শুরু করবে তা সফলভাবে সমাপ্ত করবে।"

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে দু'আর মাধ্যমে পুরস্কৃত করলেন:[557] لا فضّ الله فاك "আল্লাহ তোমার মুখ বিনষ্ট না করুন!" জু'দা গোত্রের লোকজনের বিশ্বাস ছিল যে, যখনই তার কোন দাঁত পড়ে যেত তদস্থলে নতুন দাঁত গজাতো। অবশ্য অন্যান্যদের মতে তিনি একশত তিরিশ বছর বেঁচে ছিলেন তাঁর দাঁত পড়েনি।[558]

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কর্মকাণ্ডে প্রতীয়মান হয় যে, তিনিও কবিতার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। কবিদেরকে মূল্যায়ন করতেন, তাদের আবেদন যথাসম্ভব রক্ষা করতেন তাদেরকে পুরস্কৃত করতেন। উমায়্যা ইবন হিরছানের পুত্র কিলাব যখন বসরায় চলে যান। তাকে পাবার জন্য পিতা উমায়্যা হযরত 'উমার (রা.)-এর দরবারে কবিতা আবৃত্তি করেন। 'উমার (রা.) তার প্রতি খুশী হয়ে পুত্র সন্তানকে ফেরৎ পাঠানোর মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন[559]। কবিতাটি নিম্নরূপ:[560]

سأستعدى على الفاروق ربا + له عمد الحجيج إلى سباق

ان الفاروق لم يردد كلابا + على شيخين ها مها زواقى

"আমি ফারুকের নিকট তার (কিলাব) জন্য একটু বাড়তি সাহায্য প্রার্থণা করছি। আহত ব্যক্তি পট্টির কাছে এসেছে। নিশ্চয় ফারুক কিলাবকে এখনো পিতা-মাতার কাছে ফেরৎ দেয়নি। পুত্রের সৌন্দর্য তাদের ভালবাসার ধন হয়ে রয়েছে।"

"'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে যিবরিকান ইবন বাদর এর কুৎসা রটনায় কবি আল-হুতায়্যা কাব্য রচনা করে। এতে যিবরিকান বেদনাবিধূর হৃদয়ে 'উমার (রা.)-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হলে হাসসান (রা.)-কে ফায়সালার দায়িত্ব দেন। হাসসান (রা.)-এর বিচারমত কবি আল-হুতায়্যাকে কারাদণ্ড প্রদান করেন।[561]

অতঃপর কবি আল-হুতায়্যা 'উমার (রা.)-এর প্রশংসা ও কৃপা ভিক্ষা কামনা করে কবিতা রচনা করেন। এতে 'উমার (রা.) তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমার মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃত করেন।[562] কবিতার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:[563]

ماذا تقول لا فراخ بذى مرخٍ + حمر الحواصل لاماء ولا شجر

القيتَ كاسبهم فى قعر مظلمة + فاغفر عليك سلام الله ياعمر

"নরম গাছের ওপর রেখে পাখীর বাচ্চাগুলো (কবির সন্তান-সন্ততি) সম্পর্কে আপনার মনোভাব কি, যেগুলোর পেটে সবেমাত্র লোম গজাচ্ছে? তাদের (পান করার) জন্য না আছে কোন পানি, আর (আশ্রয়ের জন্য) না আছে কোন শক্ত গাছ। আপনি তাদের উপার্জনকারীকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবদ্ধ রেখেছেন। তাই আপনি ক্ষমা করে দিন। হে 'উমার (রা.) আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক।"

---

[557] প্রাগুক্ত।

[558] প্রাগুক্ত।

[559] ইবন রাশীক, আল-'উমদাহ, প্রাগুক্ত,পৃ.৩১।

[560] প্রাগুক্ত, পৃ.৩১।

[561] ইবন রাশীক, আল-'উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫-৪৬।

[562] প্রাগুক্ত।

[563] জুরজী যায়দান, তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যা (বৈরুত: মাকতাবা আল-বাহুছ ওয়াল-দিরাসাত ফী দার আল-ফিকর, ১৪১৬/১৯৯৬), ১সং, খ. ১, পৃ.১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবন তালিব (রা.)-এর দরবারে একদিন এক বেদুঈন এসে বলল আমার একটি প্রয়োজন আছে যা আপনার নিকট বলার পূর্বে আল্লাহর নিকট পেশ করেছি। যদি আপনার মাধ্যমে প্রয়োজনটি মিটে যায় তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করব আর আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। আর যদি আপনার দ্বারা আমার প্রয়োজনটি পূর্ণ না হয় তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করব আর আপনার ব্যাপারে উজর পেশ করব। আলী (রা.) বললেন:[564]

خطّ حاجتك فى الارض ' فانى ارى الضر عليك তুমি মাটিতে তোমার প্রয়োজনীয় বক্তব্য লিখ। কারণ,আমি দেখতে পাচ্ছি মুখে বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। লোকটি মাটিতে এঁকে দিল। إنى فقير (আমি ফকীর) আলী (রা.) তাঁর খাদেম কানবারকে[565] আদেশ দিলেন, আমার অমুক পোষাকটি তাকে দিয়ে দাও। বেদুঈন লোকটি গ্রহণ করে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করলো:[566]

كسوتنى حلةً تبلى محاسنها + فسوف اكسوك من حسن الثناء حللا

ان الثناء ليحى ذكر صاحبه + كالغيث يحي نداه السهلَ والجبلا

لا تزهد الدهرفى عرفٍ بدأتَ به + فكل عبدٍ سيجزى بالذى فعلا

"আপনি আমাকে সুন্দর চাদর পরিয়েছেন যার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য একদিন ম্লান হয়ে যাবে। অতিসত্বর আমি আপনাকে সুন্দর প্রশংসার চাদর পরিধান করাব। নিশ্চয়ই প্রশংসিত ব্যক্তির স্মরণ জীবিত করে যেমনভাবে বৃষ্টি সমতল নরমভূমি এবং পর্বতকে জীবন্ত করে তোলে। যে দান দক্ষিণা আপনি শুরু করেছেন, তা সম্পাদনের ক্ষেত্রে যুগকে পরিত্যাগ করবেন না। কারণ, প্রত্যেক বান্দাকেই তার কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে।"

আলী (রা.) তাঁর খাদেমকে বললেন[567]

يا قنبر اعطه خمسين ديناراً ' اما الحلة فلمسألتك ' واما الدنانيرُ فلأ دبكَ سمعت رسول الله يقول انزلوا الناس منازلهم

"হে কানবার! তাকে পঞ্চাশ দীনার দাও, পোষাকটি তার চাহিদার জন্য, আর দীনারগুলো তার উত্থাপিত সাহিত্যের (কবিতার) জন্য। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা লোকদেরকে তাদের যোগ্য আসনে সমাসীন করো।"

---

564 ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯।

565. হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে দু'জনের উপাধি "কানবার" ছিল। একজনের নাম احمد بن العباس অন্য জনের নাম احمد بن بشر দ্র. ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত (২৩নং টীকাসহ)।

566 ইবন রাশীক, আল-উমদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯।

567 প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর সম-সাময়িক কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর সম-সাময়িক কবিদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কবিতা
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর সমসাময়িক কবিদের নৈতিকতাবিষয়ক কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর সম-সাময়িক কবিদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কবিতা

আমীর আল মু'মিনীন 'আলী (রা.)-এর জন্ম খৃষ্টীয় ৬০০ সালে এবং মৃত্যু ৪১/৬৬১ সালে হয়।[568] আর সাহাবী কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর জন্ম খৃ. ৫৬৩ সালে[569] এবং মৃত্যু ৫৫/৬৭৪ সালে হয়।[570] শেষোক্ত সাহাবীর সঠিক জন্মতারিখ নিরূপণে বিভিন্ন মতের উল্লেখ হলেও তাঁকে আল-মু'আম্মারীন (দীর্ঘ জীবনপ্রাপ্ত)-এর মাঝে গণ্য করা হয়। তাঁর প্রাপ্ত বয়সের প্রথমার্ধ জাহিলী যুগে অতিবাহিত করেন এবং শেষার্ধ ইসলামের ছায়াতলে কাটান।[571] এজন্য আরবী সাহিত্যের পণ্ডিতগণ তাঁকে আল-মুখাদরামীনদের তালিকায় উল্লেখ করেন। মুখাদরাম 'আরবী (خ-ض-ر-م) শব্দগুচ্ছ থেকে উৎপন্ন। বিভিন্ন অভিধানে উক্ত শব্দটির চারটি অর্থ পরিলক্ষিত হয়:

ক. প্রচুর ও পর্যাপ্ত الكثرة والسعة। ইব্‌ন মানযূর তাঁর লিখিত শব্দকোষে উক্ত শব্দটি আরবদের ব্যবহার সম্পর্কে লিখেন[572] بئر خضرم كثيرة الماء প্রশস্ত কূপ, পর্যাপ্ত পানি।

খ. কর্তন القطع। উক্ত অর্থের ব্যবহার নিম্নোক্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন: ناقة مخضرمة : قطع طرف اذنها কানকাটা উটকে ناقة مخضرمة বলা হয়। জাহিলী যুগে উটকে দাগ দেয়া হত।[573] ভাষাবিদ আল-আসমা'ঈ বলেন:[574]

اسلم قوم على ابل فقطعوا اذانها فسمى كل من ادرك الاسلام والجاهلية مخضرماً

"কিছু লোক কানকাটা উটের পিঠে আরোহন করে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারা জাহিলী ও ইসলামী যুগ পেয়েছেন। এজন্য তাদেরকে মুখাদরাম বলা হয়।"

গ. বংশে সংমিশ্রণ الهجين। 'আরবী পরিভাষায় এর ব্যবহার নিম্নরূপ:[575]

رجل مخضرم : ابوه ابيض وهو اسود

পিতা শুভ্র, আর নিজে কৃষ্ণাঙ্গ।

ঘ. দুই যুগ প্রাপ্ত ব্যক্তি المدرك لعصرين। উক্ত অর্থে আরবদের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। যেমন:[576]

رجل مخضرم اذا كان نصف عمره فى الجاهلية ونصفه فى الاسلام

"এমন ব্যক্তি যার জীবনের অর্ধেক বছর জাহিলী যুগে আর অবশিষ্ট বছর ইসলামের ছায়াতলে কেটেছে।"

উপরোল্লেখিত শাব্দিক বিশ্লেষণগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রথম অর্থ "প্রচুর ও পর্যাপ্ত"। 'আরব ভাষাবিদদের ব্যবহার بئر خضرم كثيرة الماء (প্রশস্ত কূপ, পর্যাপ্ত পানি)-এর সাথে এভাবে সামঞ্জস্য দেয়া যায় যে, উভয় (জাহিলী ও ইসলামী) যুগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যাপক বয়স লাভের অধিকারী হয়েছেন, বিধায় যেন পর্যাপ্ত পানির মতই। আর দ্বিতীয় অর্থ "কর্তন করা"। এর সাথে উভয় যুগ প্রাপ্ত কবিকে এভাবে সামঞ্জস্য দেয়া হয় যে, উক্ত কবি যেন কুফুরী ত্যাগ

---

568 মুহাম্মাদ রিদা, আল-ইমাম 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৮/১৯৩৯), পৃ. ৫।

569 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০০/১৯৮৯), ১ম সংস্করণ, খ. ৪, পৃ. ১৪২।

570 প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১৫৩।

571 মুহাম্মাদ ইব্রাহীম জুমু'আহ, হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তা.বি), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১০।

572 জামালুদ্দীন ইব্‌ন মানযূর, লিসান আল-'আরব (মিসর: বূলাক, ১৩০০/১৮৮২), খ. ১৫, পৃ. ৭৪।

573 প্রাগুক্ত।

574 আবূ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন কুতায়বাহ, আল-মা'আরিফ (দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৩/১৯৩৪ খৃ.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৪৯।

575 ইব্‌ন মানযূর, প্রাগুক্ত। অবশ্য تاج العروس গ্রন্থকার উক্ত مخضرم শব্দটি কর্তাবাচক বিশেষ্য পদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে مخضرم "خ" এর স্থলে "ح" উল্লেখ করেছেন: "الخلط" মিশ্রিত। দ্র. মুহাম্মাদ মুরতাদা আল-হুসায়নী.তাজ আল-'আরুস ফী জাওয়াহির আল-কামূস, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৮০।

576 ইব্‌ন মানযূর, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[577] আর তৃতীয় অর্থ "মিশ্রণ" এর ব্যবহার অতি স্পষ্ট। কারণ উভয় কালের সাথেই তার মিশ্রণ (সম্পর্ক) রয়েছে। এভাবে সবগুলো অর্থই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

মুখাদরাম কবি-এর সংজ্ঞায় ইব্ন কুতায়বাহ বলেন: যে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় ইসলামী যুগ পেয়েছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনিই মুখাদরাম কবি।[578] তাঁর উপরোক্ত সংজ্ঞায় আলোকে লক্ষ্য করা যায় যে, যারা জাহিলী যুগ পেরিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা বাদ পড়ে যায়। অথচ এমন লোকের সংখ্যা অনেক। ইব্ন কুতায়বাহ মূলতঃ মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন ইমাম আল-সুয়ূতী মুখাদরামীনদের সংজ্ঞায় বলেন:[579]

المخضرم فى الاصطلاح اهل الحديث هو الذى ادرك الجاهلية وزمن النبى ص و لم يره

"মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় মুখাদরিমীন হল যিনি জাহিলী যুগ ও রাসূলুলল্লাহ (সা.)-এর যুগ পেয়েছেন অথচ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি।"

আর ভাষাবিদদের নিকট এর সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ[580]

هو الذى عاش نصف عمره فى الجاهلية ونصف فى الاسلام سواء ادرك الصحبة ام لا.

"যিনি জীবনের অর্ধেক বৎসর জাহিলী যুগে কাটিয়েছেন আর অর্ধেক বৎসর ইসলামী যুগে অতিবাহিত করেছেন তাকেই মুখাদরাম বলা হবে। চাই তার সাক্ষাৎ ঘটুক বা সাক্ষাৎবিহীন অতিবাহিত করুক।"

ভাষাবিদদের সংজ্ঞার আলোকে হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) বড়মাপের মুখাদরাম কবি ছিলেন ও দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। সে সুবাদে তাঁর সাথে অনেক কবিদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর সমসাময়িক মদীনার কবিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন: কা'ব ইব্ন মালিক, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা, কায়স ইব্ন আল-খাতীম, আবূ কায়স 'আম্র ইব্ন আল-আসলাত, কা'ব ইব্ন আল-আশরাফ, রাবী' ইব্ন আবী আল-হাকীক প্রমুখ। তদানীন্তনকালে মক্কার কবিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন: আবূ তালিব, আবূ সুফিয়ান ইব্ন আল-হারিছ, দিরার ইব্ন আল-আখতাব, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আল-যিব'আরী, 'আমর ইব্ন আল-'আস, আবূ 'আজ্জা আমর ইব্ন আব্দিল্লাহ আল-জুমাহী, হুরায়রাহ ইব্ন আবী ওহাব, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন খাতাল, মুকাইয়াস ইব্ন সাবাবাহ, যুবায়র ইব্ন 'আব্দিল তালিব, মুসাফির ইব্ন আবী 'আমর ইব্ন উমায়্যাহ এবং 'আব্দুল্লাহ ইব্ন হুযায়ফাহ আল-সাহমী। এদের অধিকাংশই রিসালাত ও ইসলামের বিরোধিতা করে কবিতা রচনা করেছিল।[581] অবশ্য পরবর্তীতে বেশ কিছু কবি ইসলামের ছায়াতলে এসে স্বনামধন্য হয়েছেন।

আর তা'য়িফ কবিদের অন্যতম হচ্ছেন: 'আবাদাহ ইব্ন আল-তাবীব, আবুস-সালত ইব্ন আবী রাবী'আহ, উমায়্যাহ ইব্ন আবূ আল-সালত, আবূ মিহজান ইব্ন হাবীব, গায়লান ইব্ন সালামাহ, কিনানাহ ইব্ন 'আবদ ইয়ালিল, মুযাররিদ ইব্ন দীরার আয-যুবয়ানী, যায়দ আল-খায়ল, মুখবিল আল-সা'দী, 'আমর আল-আহতাম আল-মুনকারী, রাবী'আহ ইব্ন মাকরূম, সুয়াদ ইব্ন আবী কাহিল আল-ইয়াশকারী, 'আউফ ইব্ন 'আতিয়্যাহ, মালিক ইব্ন আল-রায়ব, আল-খানসা, 'আমর ইব্ন আহমার, ওযরা'আ ইব্ন 'আমর, আমির ইব্ন আল-তুফায়ল, হারিছ ইব্ন হিশাম, 'আমর ইব্ন শাস, সালিম ইব্ন দারাহ, গাসসান ইব্ন ওয়াহলাহ, কুরায়সাহ ইব্ন জাবির, 'আতিকা বিনত আব্দ আল-মুত্তালিব, আবু খিরাস আল-হুযালী, দুরায়দ ইবন আল-সাম্মাহ, ইব্ন ইয়াগুছ, নাবিগাহ আল-জু'দী, সালামান আল-জু'ফী, শাম্মাখ, 'আমারাহ বিনত খানসা', মা'আন ইব্ন আউস, আবু তিমহান আল-কায়সী।[582] এছাড়াও লাবীদ ইব্ন রাবী'আহ, কা'ব ইব্ন যুহায়র, হুসায়ন ইব্ন আল-হাম্মাম, আল-'আব্বাস ইব্ন আল-মিরদাস, 'আমর ইব্ন মা'দী কারব সহ অন্যান্য কবিগণ।

---

577 জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবী বাকার আল-সুয়ূতী, আল-মুযহির ফী উলূম আল-লুগাহ (মিশর: দার ইহয়া আল-কুতুব, ১৩২৫/১৯০৭), খ. ১, পৃ. ১৭৩।

578 ইব্ন কুতায়বাহ, আল-মা'আরিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।

579 'আব্দুল কাদির ইব্ন 'উমার আল-বাগদাদী, খিযানাহ আল-আদাব ওয়া লুব্বি লিবাবি লিসান আল-'আরাব (মিসর: হুজরিয়্যাহ আল-মাতবা'আহ আল-আমীরিয়্যাহ, তা.বি), খ. ১, পৃ. ২৪৫।

580 প্রাগুক্ত।

581 মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা' (কায়রো: মাতবা'আ আল-মাদানী, আল-মু'আসসাসাহ আল সা'উদিয়্যাহ বিমিশর, ১৪০০/১৯৮০), খ. ১, পৃ. ২১৬-২৫৭।

582 ড.আব্দুল মুন'ঈম আল-খাফাজী ওয়া সাহিবুহ, আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যাহ ফী 'আসর আল-জাহিলিয়্যাহ ওয়া সাদর আল-ইসলাম (কায়রো: মাকতাবাহ আল-কুল্লিয়াত আল-আযহারিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক যুগের প্রসিদ্ধ কবিদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কবিতাগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলো:

জীবনের উপাদান প্রসঙ্গে

'আবাদা ইবন আত-তাবীব তা'য়িফের একজন মুখাদরাম কবি। ব্যঙ্গ ও নিন্দামূলক কবিতা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতার গাঁথুনি খুবই মজবুত, যা শব্দ বাহুল্য, দোষ বিবর্জিত।[583] তাঁর রচিত (কাসীদায়ে লামিয়্যাহ) "لام" অন্ত্যমিল বিশিষ্ট কাসীদার নিম্নোক্ত শেয়ারে জীবনের উপাদান সম্পর্কে একটি চমৎকার শ্রেণীবিন্যাস করেন। যা সবাইকে হতবাক করার মত। যথা:[584]

والمرء ساع لأمرليس يدركه + والعيش شح واشتقاق وتأميل

"মানুষ অনেক কিছুর জন্য চেষ্টা করে যা সে পায়না। জীবন হল লোভ, দয়া, স্নেহ ও আশা।"

জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রসঙ্গে

মদীনার প্রসিদ্ধ কবি আবূ কায়স 'আমির ইবন আল-আসলাত তাঁর একটি ছন্দে বিচক্ষণতার সংজ্ঞা অতি সুন্দরভাবে এঁকেছেন। যেমন:[585]

الكيس والقوة خير من ال + إشتقاق والفهة والهاع

"দয়া-মমতা, কথা বলার সময় অক্ষমতা ও ভীরুতা অপেক্ষা বিজ্ঞতা বিচক্ষণতা ও শক্তি-ক্ষমতা উত্তম।"

তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে

কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা[586] (মৃ. ৬০৯খৃ.) তাঁর নিম্নোক্ত ছন্দগুলোতে অতি মূল্যবান জ্ঞানগর্ভপূর্ণ আলোচনা করেছেন। যেমন:[587]

وكائن ترى من صامتٍ لك معجبٍ + زيادة او نقصه في التكلم

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده + فلم يبق إلا صورة اللحم والدم

"অনেককে তুমি দেখবে তার নীরবতা তোমাকে হতবাক করে দিবে, যার ভাল-মন্দ তার বাক সঞ্চালনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। যুবকের রসনা ও হৃদয় এর সংমিশ্রণে পূর্ণতা আসে। শরীর যেন মাংসে ও রক্তে গঠিত বাহ্যিক আকৃতি বৈ কিছু নয়।"

সম্পদ পূঞ্জীভূত করার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে

আন-নামির ইবন তাওলাব আল-'আকালী (মৃ.২৫/৬২৪)। "নাজদ" এলাকার খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তাঁর কবিতায় সততা ন্যায়পরায়ণতা ও উন্নত মানসিকতার পরিচয় মিলে। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতায় শব্দচয়ন, ভাব ও বিষয় নির্বাচনে ইসলামের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রকৃত সম্পদ পূঞ্জীভূত করার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তাঁর কবিতায় এভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন:[588]

ترى ان ما أنفقت لم يك ضرني + وان الذى افنيت كان نصيبى

---

[583] ড. 'আব্দুল্লাহ আল-হামিদ, শি'র আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ (রিয়াদ: মু'আসসাসা দার আল-ইসালা, ১৪০৫/১৯৮৫), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫২৮

[584] আল-জাহিয, কিতাব আল-হায়ওয়ান (কায়রো: আল-মাতবা'আহ আল-হুমায়দিয়্যাহ, ১৩৬৮/১৯৪৮) খ. ২, পৃ. ১৩।

[585] আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়া আল-তাব'য়ীন (বৈরূত: দার আল-ফিকর, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২১৪।

[586] নজদের অধিবাসী সপ্তগীতিকার অন্যতম কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা বংশ পরম্পরায় কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

[587] আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, জামহারাহ আশ'আর আল-'আরাব (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১২/১৯৯২), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৪৭।

[588] মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাতু ফুহূল আল-শু'আরা', প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ১৬২। উক্ত শেয়ারটির ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। যেমন: ترى أن ما ابقيت لم اك ربه + وان الذى أمضيت كان نصبى দ্র. ড. নূরী হামূদী আল-কায়সী, শু'আরা ইসলামীয়্যূন (বৈরূত: মাকতাবাহ আল-নাহদাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৯৮৪), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি লক্ষ্য কর, আমি যা অবশিষ্ট রেখেছি তাঁর মালিক আমি নই। আর যা কিছু খরচ করেছি সেটুকুই আমার অংশ।"

উক্ত শ্লোকটিতে মূলতঃ নিম্নোক্ত হাদীসটির প্রভাব বিদ্যমান। যথা:[589]

يقول ابن أدم مالى مالى ' وانما لك من مالك ما اكلت فافنيت ' أو لبست فابليت ' او اعطيت فامضيت –

"আদম সন্তান বলে: আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। আসলে যতটুকু তুমি খেয়েছ অথবা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ অথবা দান করেছ মূলতঃ এগুলোই শুধু তোমার সম্পদ।"

শহীদী প্রেরণা প্রসঙ্গে

'আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) মূতার যুদ্ধে বিকল্প সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম সেনাপতি যায়দ ইব্ন হারিছা (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে পতাকাবাহী 'আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা শত্রুদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন। নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শাহাদাতের শরাব পান করেন:[590]

اقسمتُ بانفس لتنزلنه + لتنزلن او لتكرهن

ان اجلب الناس وشدو الزنه + ما لى اراك تكرهين الجنة

قد طال ما قد كنت مطمئنة + هل انت نطفة فى شنه

يا نفس الاتقتلى تموتى + هذا حمام الموت قد صليت

وما تمنيت فقد أعطيت + ان تفعلى فعلها هديتَ

"হে আমার প্রাণ! আমি শপথ করে বলছি, তুমি অবশ্যই নামবে, তুমি স্বেচ্ছায় নামবে অথবা নামতে বাধ্য করা হবে। মানুষের চিৎকার ও ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, তোমার কি হয়েছে, যে এখনও জান্নাতকে অবজ্ঞা করছ? কতদিন থেকে জান্নাতের প্রত্যাশা করে আছ! পুরানো ফুটো মশকের একবিন্দু পানি ছাড়া তো তুমি আর কিছু নও। হে আমার প্রাণ, আজ তুমি নিহত না হলেও একদিন তুমি মরবে, এই মৃত্যুর হাম্মাম এখানে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তুমি যা কামনা করতে এখন তোমাকে তাই দেয়া হয়েছে, তুমি তোমার সঙ্গীদের কর্মপন্থা অনুসরণ করলে হিদায়াত পাবে।"

কাফিরদের বক্তব্যের অপনোদন প্রসঙ্গে

ধর্মভীরু হিসেবে মদীনার লোকজনই প্রসিদ্ধ ছিলেন না বরং মক্কায় এ ধরনের লোকজনের কমতি ছিল না। তারা হয়ত মদীনা কিংবা হাবশার মুহাজিরীন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রা.)[591] তাদের অন্যতম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একবার তাঁর নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি মুহাজির দলকে রজব মাসের শেষের দিকে ছিপি আটা পত্র (স্থানের নাম উল্লেখ করে) প্রেরণ করেন। তাঁর দলটি আশহুরুল হারামে[592] (যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ মাসসমূহ) "নাখলাহ"[593] নামক স্থানে পৌঁছে। এ দলটি কাফিরদের সাথে এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এতে কাফিরদলের সদস্য 'আমর ইব্ন আল-খাদরামী নিহত হয় ও উছমান ইব্ন 'আব্দুল্লাহ সহ কয়েকজনকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসা হয়।[594] উল্লেখিত নিষিদ্ধ মাসসমূহে বন্দী ও নিহত করার বিধান ইসলাম পূর্ব যুগেও ছিল। এজন্য মক্কার কাফির ও মদীনার ইয়াহুদী সম্প্রদায় ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য (قالت

---

589 ড. নূরী হামূদী আল-কায়সী, প্রাগুক্ত।

590 ইব্ন হিশাম, আল-সীরাহ আল-নববীয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ১০৪৮; ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, শি'রু আল-মুখাদরমীন ওয়া আছর আল ইসলামী ইন (বৈরূতঃ মু'আসসাসাহ আল-রিসালাহ, ১৪১৮/১৯৯৭), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৯৪; অবশ্য তাবাকাত ফহুল আল-শু'আরা গ্রন্থে উপরোক্ত শ্লোকগুলোর প্রথম বায়াতের صدر (ছন্দ শাস্ত্রের প্রথম শ্লোকটিকে ছাদর বলে) অংশ অপরিবর্তিত থাকলেও عجز (ছন্দবিজ্ঞানে শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধকে 'আজয বলে) অংশে পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। যেমন : اقسمت .....+ طائعة اولا ' لتكرهنه মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৬।

591 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রা.) মদীনায় হিজরতের পূর্বে হাবশায় হিজরত করেন। আর মক্কায় অধিবাসী মদীনায় হিজরতকারীদের ক্রমানুসারে তিনি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে হিজরত করেন। তু. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯।

592 জিলকা'দাহ, জিলহাজ্জাহ, মহররম ও রজব মাসকে আশহুরুল হারাম বলা হয়।

593 মক্কা ও তা'ইফের এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

594 ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

قريش قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام.....واسروا فيه الرجال করার সুযোগ আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল। যার প্রেক্ষিতে সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে "আশহুরে হারাম" সম্পর্কে জানতে চাইলে আয়াত নাযিল হয়।[595] কাফিরদের পক্ষ থেকে সম্মানিত মাসকে অবমাননা করলে মুসলমানদের পক্ষ থেকেও তাদের উত্তর প্রদান বৈধ। এ নিয়মের আলোক কাফিরদের বিরূপ মন্তব্যের অপনোদন সম্পর্কে 'আব্দুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা.) কবিতা আবৃত্তি করেন। যার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ:[596]

تعدون قتلا فى الحرام عظيمة + واعظم منه لو يرى الرشد راشد

صدودكم عما يقول محمد + وكفر به والله راء وشاهد

واخراجكم من مسجد الله اهله + لئلا يرى لله فى البيت ساجد

"হারাম মাসসমূহে হত্যা করাকে জঘন্যভাবে দেখছ, অথচ এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির আনিত হিদায়াত গ্রহণ করা। মুহাম্মাদ (সা.) আহ্বান জানালে তোমরা বাধা দিচ্ছ, তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করছ। অথচ আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয় অবলোকন করছেন, প্রত্যক্ষদর্শী। মসজিদ থেকে তার অধিবাসীকে বের করছ যেন আল্লাহর জন্য কোন সিজদাবনত ব্যক্তি না থাকে।"

ইসলামের ছায়াতলে লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি প্রসঙ্গে

আবূ আহমাদ 'আবদ ইব্ন জাহাশ ছিলেন সাহাবী কবি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহাশের ভাই। দৃষ্টিহীনতার কারণে হাবশায় হিজরত করেননি বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহ্বানে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের বর্ণনা, আল্লাহর পথে হিজরতের পুরস্কার, শয়তানের ভাল কাজের প্রতিবন্ধকতা, ইসলাম গ্রহণে লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। যার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ:[597]

فقلت لها بل يشرب اليوم وجهنا + وما يشأ الرحمن فالعبد يركب

إلى الله وجهى والرسول ومن يقم + إلى الله يوما وجهه لا يخيب

طغوا وتمنوا كذبة وازلهم + عن الحق ابليس فخابوا وخيبوا

ورعنا إلى قول النبى محمد + فطاب ولاة الحق منا وطيبوا

"আমি তাকে (আমার মাতাকে) বললাম আজ আমার লক্ষ্য হচ্ছে ইয়াছরিবের দিকে ভ্রমণ। দয়াময়ের ইচ্ছায় বান্দা আরোহণ করবে। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.)-এর দিকে আমার চেহারা নিবদ্ধ করেছি; যে সর্বযুগে আল্লাহ তা'আলার দিকে স্বীয় চেহারা প্রতিষ্ঠিত রাখবে সে ব্যর্থ হবে না। তারা (কাফিররা) বাড়াবাড়ি করেছে, মিথ্যা কামনা করেছে। ইবলীস তাদেরকে সঠিক পথ থেকে দূরে রেখেছে। ফলে নিজেরা ব্যর্থ হয়েছে অপরকে হতাশ করছে। আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাণীর প্রতি প্রত্যাগমন করেছি। সুতরাং আমাদের থেকে সত্যের নেতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাই আনন্দিত হও।"

আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব এ কবিতা শুনে হিংসায় বশবর্তী হয়ে মক্কায় 'আব্দ ইব্ন জাহাশের ঘরবাড়ী বিক্রি করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নালিশ করলে তাঁকে সান্ত্বনা দেন:[598]

الا ترضى يا عبد الله بان يعطيك الله بها دارا خيرا منها فى الجنة ؟ قال بلى –

"হে আব্দুল্লাহ-এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে উত্তম ঘর প্রদান করবেন। এটা তুমি পছন্দ করছ না? তিনি উত্তরে হ্যাঁ বললেন।"

হাবশায় মক্কার নির্যাতন বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে

মক্কার প্রথম যুগের মুসলমান 'আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিছ আল-সাহমী (রা.)। মক্কার কাফিরদের নির্যাতনে হাবশায় হিজরত করেন। বাদশাহ নাজ্জাশীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। যে সব মুসলিম কবি হাবশায় কবিতা রচনা করেন তাদের

---

595 আল-কুর'আন, সূরা আল-বাকারাহ: ২১৭ (يسئلونك عن الشهر الحرام ..... الخ)।

596 ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯।

597 ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭১; ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

598 ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে তিনি অন্যতম। প্রথমে বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রশংসা করেন। অতঃপর মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের বর্ণনা এভাবে কাব্যাকারে আবৃত্তি করেন:[599]

يا راكبا بلغنَ عنى مغلغةً + من كان يرجوا بلاغ الله والدين

كل امرئ من عباد الله مضطهد + ببطن مكة مقهورٍ ومفتون

انا وجدنا بلاد الله واسعة + تنجى من الذل والمخزاة والهون

انا تبعنا رسول الله واطراحوا + قول النبى فى الموازين

"ওহে আরোহী! আমার পক্ষ থেকে খোলা পত্র তার নিকট পৌঁছে দাও যে, আল্লাহর (একত্ববাদকে) ও তাঁর দ্বীনকে প্রচার করতে আশাবাদী, মক্কায় অবস্থিত সে সব আল্লাহর বান্দারা নিপীড়িত, অত্যাচারে উন্মাদপ্রায় ও নির্যাতিত। আমরা আল্লাহ তা'আলার শহরকে প্রশস্ত পেয়েছি যা অবমাননা, লাঞ্ছনা এবং হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে মুক্ত। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করি অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে ও বিচার দিবস সম্পর্কে অবাধ্যতার ভূমিকা রাখে।"

কাফিরদের কর্মকান্ড 'আদ-ছামূদ গোত্রের অনুরূপ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে

কুরায়শদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, একত্ববাদের অস্বীকৃতি, তাদের ধর্ম-বিশ্বাস, কর্মকাণ্ড যেন পূর্ববর্তী আ'দ, মাদয়ান ও ছামূদ সহ অভিশপ্ত জাতির অনুরূপ। মুহাজির কবি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিছ (রা.) এ প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে কবিতায় উল্লেখ করেন। যেমন:[600]

وتلك قريش تجحد الله حقه + كما جحدت عاد ومدين والحجر[601]

فان انالم ابرق[602] فلا يستنى + من الارض برٌ ذو فضاءٍ ولا بحر

"ঐ কুরায়শগণ আল্লাহ তা'আলার হক্বসমূহ অস্বীকার করেছে যেরূপভাবে 'আদ, মাদয়ান ও ছামূদ জাতি অস্বীকার করেছিল। যদি আমি তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন না করি তাহলে সাগর ও ভূ-ভাগের কোন নভোচারীর উদ্যোগকে গ্রহণ করতে পারবেনা।"

কাফিরদের গর্বের প্রতিউত্তর প্রসঙ্গে

মক্কার মুহাজির পুরুষদের মত মহিলারাও কবিতা রচনা করতেন। তারা শহীদের জন্য শোকগাঁথা, মৃত্যুর জন্য বিলাপ মুসলমান আহত সৈনিকদের আঘাত, জখমে আহতদের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিতা লিখতেন। তদ্রূপ কাফির রমনীদের প্রতি উত্তরেও কবিতা রচনা করেন। কাফির থাকাকালীন সময়ে হিন্দা বিন্ত উতবা মুসলিম সৈনিকদের অঙ্গ বিকৃতকারীদের অর্ন্তগত হয়ে যখন গর্বভরে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে:[603]

نحن جزيناكم بيوم بدر + والحرب بعد الحرب ذات سعر

"আমরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি, তেজোদ্দীপ্ত যুদ্ধ একের পর এক আসতেই থাকবে।"

তখন মুহাজির রমনী কবি হিন্দ বিন্ত উছাছা আল-হাশিমিয়্যাহ (রা.) এহেন গর্বের প্রতিউত্তরে দীর্ঘ একটি কাসীদা রচনা করেন। যার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:[604]

خزيت فى بدر وبعد بدر + يابنت وقاع عظيم الكفر

صبحك الله غداة الفجر + ملها شمين الطول الزهر

---

[599] ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮; ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫।

[600] ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৯।

[601] الحجر অর্থ ثمود জাতি, ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৯। (প্রাগুটীকা সহ)

[602] البرق এর অর্থ ভীতি প্রদর্শন। এ পংক্তির জন্য উক্ত কবিতাকে الشاعر المبرق (ভীতি প্রদর্শক কবি) বলা হয়। ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫ (প্রাগুটীকা সহ)।

[603] ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

[604] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

"বদরের পর বদরে (যুদ্ধের পর যুদ্ধে) লাঞ্ছিত হয়েছ; হে কাফিরদের সম্ভ্রান্তব্যক্তি ইতরের মেয়ে আল্লাহ তোমাকে প্রত্যুষে "সুপ্রভাত" দান করুন। দীর্ঘজীবি ও শুভতায় হাশিমীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

ধর্ম ত্যাগের বর্ণনা প্রসঙ্গে

বেদুঈন কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন আল-হুতায়্যাহ। আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রসার ঘটলেও তিনি পিছপা হননি। তার ইসলাম গ্রহণ নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের নিকট বিভিন্নমত রয়েছে। ইব্ন কুতায়বাহ্ বলেন: তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।[605] ইব্ন হাজার আল-আসকালানী বলেন, "সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন।"[606] ধর্মত্যাগীদের উৎসাহ প্রদান এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি কাব্যবাণ নিক্ষেপ করেন। বিশেষ করে আবূ বাকার (রা.)-এর খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেন। যার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:[607]

اطعنا رسول الله اذ كان صادقا + فيا عجبا ما بال دين ابى بكر

أيورثنا بكرا اذا مات بعده + فتلك و بيت الله قاصمة الظهر

"আমরা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছি যখন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। ওহে আল্লাহর বান্দারা! আমাদের ওপর আবূ বকরের কিসের অধিকার? তাঁর মৃত্যুর পর তিনি কি এ খিলাফতকে বকরের উত্তরাধিকার বানিয়ে যাবেন? আল্লাহর ঘরের শপথ! তাহলে সেটা হবে মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী প্রচন্ড আঘাত।"

অবশ্য তিনি অন্যান্যদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কাদেসিয়ার (১৪/৬৩৫) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাকে দুর্বলচেতা মু'মিনদের মধ্যে হিসেবে গণ্য করা হয়।[608]

পক্ষপাতিত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে

চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা.)-এর যুগে বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। 'আলী (রা.) ও মু'আবিয়া (রা.)-এর মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে 'আলী (রা.) মদীনা হতে অন্যত্র চলে যান। আন-নাবিগাহ আল-জা'দী (রা.) 'আলী (রা.)-এর পক্ষাবলম্বন করে মু'আবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন:[609]

قد علم المصران والعراق + آن علينا فحلها العتاق

ان الالى جاروك لا افاقوا + لهم سياق ولكم سياق

قد علمت ذالكم الرقاق + سقتم إلى نهج الهدى وساقوا

الى التى ليس لها عراق + فى ملة عادتها النفاق

"দু'টি শহর (বসরা ও কুফা) এবং ইরাক জানে যে 'আলী (রা.) তাদের সম্মানিত নেতা। যারা আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করছে তারা চেতনা ফিরে পাবে না। তারা স্বীয় পথে চলবে, আর তোমরা নিজেদের পথে পরিচালিত হবে। এসব গোলামেরা জানতো তোমরা হিদায়াতের পথে চলছ আর তারা চলছে গন্তব্যহীন এক পথে। তারা এমন এক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত যার অভ্যাস হচ্ছে কপটতা।

কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র প্রসঙ্গে

বেদুঈন কবি হুসায়ন ইবন আল হুমাম অন্যান্যদের মত ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেরূপভাবে তার কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন আসে তদ্রূপ তাঁর কবিতাতে ইসলামী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

---

605 ইব্ন কুতায়বাহ, আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০২/১৯৮১), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১১০-১১১।

606 ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

607 ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী আল-আস আল-ইসলামী (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৩৮৩/১৯৬৩), ১৩ তম সংস্করণ, পৃ. ৯৬; ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

608 আবূ আল-হাসান 'আলী ইব্ন আল-হুসায়ন আল-মাস'উদী, মুরাওয়াজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জাওহার (মিসর: ১৩৭৮/১৯৫৮), খণ্ড-২, পৃ. ৩৪৪; আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৫-১৯৭।

609 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী 'আকীদা সমূহ বিভিন্নভাবে তিনি প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার নিম্নোক্ত কবিতায় কিয়ামতের হিসাব নিকাশ, ভয়াবহতার চিত্র স্মরণ করতঃ আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেন। যেমন:[610]

اعوذ بربی من المخزيا + تِ يوم ترى النفس اعمالها

وخف المـوازين بالكافرين + وزلزلت الارض زلزالها

ونادى منادٍ باهل القـبور + رِ فهبـوا لتبرز اثقالها

وسعرت النار فيها العذا + بِ وكان السلاسل اغلاها

"আমার প্রভূর নিকট লাঞ্ছনাদায়ক বিষয় থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। যেদিন মানুষ নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলাফল প্রত্যক্ষ করবে। কাফিরদের পাল্লা হালকা হবে এবং পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে। কবরবাসীকে ঘোষক আহ্বান করলে তারা উঠবে, তাদের কার্যকলাপের ফলাফলের ওজন প্রকাশিত হবে। আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে, শাস্তি দেয়া হবে, আরও থাকবে বন্দী করার জন্য শিকল।"

স্বঘোষিত নবীদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর বিভিন্ন গোত্রের লোকজন অশুভ পায়তারা করা শুরু করল। অনেকে এ দাবী করতে লাগল যে, কুরায়শ বংশের মর্যাদা শুধুমাত্র নবীর আবির্ভাবের কারণে হয়েছে। সুতরাং আমাদের গোত্র থেকেও পুরুষ এবং মহিলা নবীর ব্যবস্থা করা হোক। সেমতে হুযায়ফ গোত্রের রবী'আহ (মুসায়লামাতুল কাজ্জাব নামে পরিচিত), য়ামনের আসওয়াদ আল-আনাসী, মুদার গোত্রের সাজাহ বিনত হারিছ প্রমুখ স্বঘোষিত নবী হিসেবে দাবী করে। মুখাদরাম কবি কায়স ইবন 'আসিম (রা.) "সাজাহ" সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে বলেছেন:[611]

اضحت نبيّنا انى نطيف بها + واصبحتْ انبياء الله ذكرانا

"(তার গোত্রের লোকজন বলে) আমাদের মহিলা নবী আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই; অথচ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী হয় পুরুষ।"

কবি কায়স ইবন 'আসিম (রা.) তামীম গোত্রকে ব্যঙ্গ করে আরো বলেন:[612]

اضل الله سعى بنى تميم + كما ضلت بخطبتها سجاح

"আল্লাহ্ তা'আলা তামীম গোত্রের উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। যেরূপভাবে "সাজ্জাহ" (নাম্নি-স্বঘোষিত নবীর) বক্তব্যকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করেছেন।"

জিহাদী চেতনা প্রসঙ্গে

মুখাদরাম কবি নাবিগাহ আল-জা'দী (রা.) জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রাক্কালে স্বীয় স্ত্রীকে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দেন। এমনকি অন্তিমকালে যে সমস্ত ওয়াসিয়্যাত করার রীতি সমাজে চালু ছিল তাও ব্যক্ত করেন। মূলতঃ এ সমস্ত বক্তব্যগুলো তাঁর জিহাদী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। উদাহরণ:[613]

باتت تذكرنى بالله قاعدة + والدمع ينهل من شأنيهما سبلا

يا ابنة عمى كتاب الله اخرجنى + كرها وهل امنعن الله ما فعلا

فان رجعت فرب الناس يرجعنى + وان لحقتُ بربى فابتغى بدلا

ما كنت اعرج او اعمى فيعزرنى + او ضارعا من ضنى لم يستطع حولا

"সে সারারাত বসে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন তার চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। আমি বললাম, হে আমার চাচাতো বোন! আল্লাহর কিতাব আমাকে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করেছে। তুমি

---

610 ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২; আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩১।

611 আবূ আল-হাসান 'আলী ইব্ন আল-হুসায়ন আল-মাস'ঊদী, মুরূওয়াজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জাওহার (মিশর: ১৩৭৮/১৯৫৮), খ. ২, পৃ. ৩১০; ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।

612 আবূ আল-হাসান 'আলী ইব্ন আল-হুসায়ন আল-মাস'ঊদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।

613 ইব্ন কুতায়বাহ, আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা, (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০২/১৯৮১), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর কাজে বিরত রাখতে চাও? আমি যদি ফিরে আসি তবে মানুষের প্রভুই আমাকে ফিরিয়ে আনবেন। আর আমি যদি আমার প্রভুর সাথে মিলিত হই তাহলে আমার বিকল্প অন্য কাউকে খুঁজে নিবে। আমি পঙ্গু, অন্ধ এবং নড়াচড়া করতে অক্ষম এমন রোগগ্রস্থ দূর্বল ব্যক্তি নই যে তিনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

মাদকাসক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে

প্রাক-ইসলামী যুগে তা'য়িফে মদপান, মদের রকমারি পান-পাত্রের ছড়াছড়ি ছিল। এ বিষয় নিয়ে সঙ্গীগণ গর্ববোধ করে কবিতা রচনা করতো। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও সে পুরাতন অভ্যাসের প্রতি কিছু কিছু লোকের প্রবল আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এমন শ্রেণীর একজন কবি আবূ মিহজান 'আমর ইব্ন হাদীদ আল-সাকাফী। (মৃ. ৩০/৬৫০)। তিনি একজন সাহসী, যোদ্ধা ছিলেন[614]। ৯ম হিজরীতে মুসলমান হয়েও মদ্যপানের নেশা থেকে সে পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। যার ফলে খলীফাতুল মুসলিমীন 'উমার (রা.) এর খিলাফাতকালে তিনি মদ্যপানের অভিযোগে আটবার দণ্ডিত হন[615] এবং আমীর আল-মু'মিনীন কর্তৃক পানপাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। এগুলোর বিবরণ নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে:[616]

ضربت فلم اجزع ولم اك جازعا + لحادث دهرة فى الحكومة جائر

رما ها امير المؤمنين بحتفها + فخلانها يبكون حول المعاصر

"প্রহৃত হয়েছি; তবুও অস্থির হইনি। শক্তিশালী শাষকের ক্ষমতার পট পরিবর্তনে মদ্যপান করা থেকে উৎকণ্ঠিত নই। আমীর আল-মু'মিনীন কর্তৃক সে পান-পাত্র নিক্ষেপ করে চুরমার করে দিল, ফলে মদ্যপায়ী বিলাপ শুরু করল।"

মান-মর্যাদা অর্জিত বিষয় নয়

মান-মর্যাদা ক্ষণস্থায়ী হলেও তা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত। অর্জিত বিষয় নয়। মুখাদরাম কবি লাবীদ ইব্ন রাবী'আহ তাঁর একটি লামীয়া কাসীদায় বিষয়টি নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করেছেন।[617]

لله نافية الاجل الافضل + وله العلا واثيث كل مؤثل

لا يستطيع الناس محوكتابه + انى وليس قضاؤه بمبدل

"অতিরিক্ত দান, অনুগ্রহ সবই মহান ও সর্বোত্তম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। উচু মর্যাদা ও সকল সম্ভ্রান্ত এবং মর্যাদাবান ব্যক্তির যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম কেবল তারই। মানুষ তাঁর (আল্লাহর) গ্রন্থকে মুছে ফেলতে পারে না। আর কিভাবে তা সম্ভব? তাঁর সিদ্ধান্ত তো পরিবর্তনীয় নয়।"

দাফনের পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে

কবি লাবীদ ইব্ন রাবী'আহ-এর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তিনি মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে একটি কাসীদায় ভ্রাতুষ্পুত্রকে কিভাবে দাফন-কাফন করতে হবে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। উক্ত কাসীদার একটি শ্লোক নিম্নরূপ:[618]

واذا دفنت اباك فاجـ + ـعل فوقه خشبا وطينا

"যখন তোমার বাবার[619] কবরে দাফন করবে তখন তাঁর কবরের উপর শুকনো কাঠ ও মাটি দেবে।"

তা'য়িফবাসীদের প্রতি দা'ওয়াত প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.) তা'য়িফ অধিবাসীদের নিকট নুবুওয়্যাতের ৮ম সনে ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে হাজির হন। কিন্তু তাঁর অহ্বানে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কবি শাদ্দাদ ইব্ন 'আরিদ আল-জুশামী নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান:[620]

---

614 কবি আবূ মিহজান আল-সাকাফীর দু'ধরনের কবিতা পরিলক্ষিত হয়। এক. মদের বর্ণনা, মদের প্রতি নিমন্ত্রণ প্রভৃতি। দুই. মদের নিন্দাবাদ, মদের অনিষ্টতা ও বিরত থাকার আহ্বান।

615 ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

616 মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, প্রাগুক্ত. খ. ১, পৃ. ২৬৯। (প্রান্তটীকা সহ)

617 ড. ইহসান আব্বাস (সম্পাদিত), দীওয়ান লাবীদ (কুয়েত : ১৩৩২/১৯৬২), পৃ. ২৭১; ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৭।

618 ইবন কুতায়বাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০-১৩১।

619 আরববাসীরা চাচাকে বাবার মর্যাদায় স্থান দেয়, এজন্য এখানে বাবা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

لا تنصروا الات ان الله مهلكها + وكيف ينصرمن هو ليس ينتصر

ان الرسول متى ينزل بلادكم + يظعن وليس بها من اهلها بشرُ

"তোমরা লাত সহ অন্যান্য দেব-দেবীদের সাহায্য করবে না, কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের বিনাশকারী। আর কিভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে যে তারা নিজেই সাহায্য করতে সক্ষম নয়। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদের শহরে পদার্পন করেন (তখন তোমরা দা'ওয়াত গ্রহণ না করায়) তিনি প্রস্থান করেন। কোন মানুষ তাঁর সঙ্গী হিসেবে ছিল না।"

মৃত্যু অবধারিত প্রসঙ্গে

মৃত্যুর ফাঁদ থেকে ধনী-দরিদ্র কেউ রক্ষা পায় না। সবাইকে তার করালগ্রাসে নিপতিত হতে হয়। প্রসিদ্ধ কবি কা'ব ইবন যুহায়র (রা.) এ সত্য বিষয়টি নিম্নোক্ত শ্লোকে ফুটিয়ে তোলেন:[621]

اعلم انى متى ما يأتنى قدرى + فليس يحبسه شح ولا شفقُ

المرء والمال ينمى ثم يذهب هبة + مر الدهور ويفنيه فينسحق

"আমি নিশ্চিতভাবে জানি, যখন আমার নির্ধারিত সময় তথা মৃত্যু এসে যাবে তখন তাকে না কৃপণতা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, আর না ভয়। মানুষ ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অতঃপর কালের করালগ্রাসে তা ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং তা বিলুপ্ত করে দেয়, অবশেষে তা বিলীন হয়ে যায়।"

দেব-দেবীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে

মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে যে তিনজন কবি কুরায়শ ও তাদের স্বগোত্রীয় কবিদের মুকাবিলায় দুর্ভেদ্য ব্যূহ্য রচনা করেন, কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) তাঁদের অন্যতম। তাঁরা ইসলাম বিদ্বেষী কবিদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর কুরায়শদের দেব-দেবীর সমালোচনা করে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। তিনি একটি শ্লোকে বলেছিলেন:[622]

تنسى الات والعزى وودا + ونسلبها القلائد و الشنوفا

"আমরা লাত, উযযা এবং উদ্দাকে ভুলে যাব। তাদের গলার হার ও কানের দুল ছিনিয়ে নেব।"

ইসলাম গ্রহণে সমালোচনা-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে

মক্কার কুরায়শদের প্রথম স্তরের কবি "হুবায়রা ইবন আবূ ওহাব আল-মাখযুমী আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইব্ন সাল্লাম দাবী করেন, তাঁর অনেক কবিতা রয়েছে।[623] তার ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়নি। তার স্ত্রী উম্মু হানী (হিন্দ বিন্ত আবী তালিব) ইসলাম গ্রহণ করলে সে নাজরানে বসে তার সম্পর্কে কটাক্ষ করে দীর্ঘ একটি কবিতা রচনা করে। যার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:[624]

فان كنت قد تابعت دين محمد + وعلقت الارحام منك حبالها

فكوني على أعلى سحيق بهضبة + ململمة غبراء يبس بلالها

"যদি তুমি মুহাম্মাদ (সা.)-এর দ্বীনের অনুসারী হও তাহলে (তাঁর) সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রচিত করলে, এখন তুমি অনুর্বর ধূলিময় গোলাকার পাহাড়ের উঁচু টিলায় দূরের অধিবাসী হয়ে যাও।"

---

620 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.১১৪১।

621 ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

622 ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২।

623 প্রাগুক্ত।

624 ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০; অবশ্য ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা মতে, প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রটি وعلقت الارحام এর স্থলে وقطعت الارحام রয়েছে। দ্র. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

অদৃশ্যের আহবানে ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে

হুনায়ন নামক স্থানের বেদুঈন কবি আল-'আব্বাস ইব্ন মিরদাস আস-সুলামী একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি সুলায়ম গোত্রের সর্দার ছিলেন।[625] শোকগাঁথা রচনায় সুবিখ্যাত মহিলা কবি আল-খানসা (রা.)-এর সাথে সম্পর্কে ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[626] আল-আগানীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার পিতা অন্তিম শয্যায় মূর্তিপূজা সহ বিভিন্ন ধরনের আর্চনার ওয়াসিয়্যাত করেন। তাই আমি দিন-রাত মূর্তির ঘরে যেয়ে অর্চনা করি। আমি একদা গভীর রাতে অদৃশ্যভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান শুনি। বিষয়টি অনেকদিন গোপন রেখে একদিন দলেবলে ইসলাম গ্রহণ করি। এ বিষয়ের শ্লোকগুলো নিম্নরূপ:[627]

قل للقبائل من سليم كلها + هلك الانيس وعاش اهل المسجد

ان الذى ورث النبوة والهدى + بعد ابن مريم من قريش مهتدى

اودى الضمار وكان يعبد مرةً + قبل الكتاب إلى النبى محمد

"সুলায়ম গোত্রের সকলকে বলে দাও; সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ মসজিদের অধিবাসী স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছে। তিনি নবুওয়্যাত ও হিদায়াতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন, যিনি কুরায়শ গোত্র থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত মহামানব ব্যক্তিটি মারয়াম তনয় ('ঈসা আ.)-এর পরে এসেছেন। নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর কিতাব প্রাপ্তির পূর্বে পূজা করে ইবাদত করা হত যা এখন বিনষ্ট হয়েছে।"

বিজয়ের মূল উৎসের বর্ণনা প্রসঙ্গে

বেদুঈন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত কবি বুজায়র ইবন যুহায়র (রা.) হচ্ছেন কা'ব ইবন যুহায়র (রা.)-এর ভাই। তিনি বড়মাপের কোন কবি না হলেও বিষয়ভিত্তিক কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অন্যান্য বেদুঈনদের চেয়ে ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী ছিলেন। হুনায়ন যুদ্ধে কফিরদের শোচনীয় পরাজয় এবং মুসলমানদের বিজয়ের মূল উৎস তথা একত্ববাদে বিশ্বাস এবং আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিম্নোক্ত শেস্নাকে বর্ণনা দেন:[628]

والله اكرمنا واظهر ديننا + وأعزنا بعبادة الرحمن

والله اهلكهم وفرق جمعهم + واذلهم بعبادة الشيطن

"আল্লাহ তা'আলা আমাদের মর্যাদা দান করেছেন; আর আমাদের ধর্মকে প্রকাশ করেছেন। দয়াময়ের ইবাদাতের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হুনায়নে অংশগ্রহণকারী (কাফিরদের) পর্যুদস্ত করেছেন, তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন আর শয়তানের অনুসরণে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে।"

অনুগ্রহের প্রতিউত্তর প্রসঙ্গে

মক্কার ধনাঢ্য পরিবারের কবি 'আমর ইবন 'আব্দুল্লাহ আল-জুমাহী। বদর যুদ্ধে বন্দী হলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সম্মানদের সংখ্যাধিক্য ও ধন-সম্পদের প্রতি বিবেচনা করে পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার শর্তে অনুগ্রহ কামনা করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বন্দীদশা হতে মুক্ত করেন। কিন্তু উহুদ যুদ্ধে আবার কাফিরদের দলভারী হয়ে মুসলমানদের হাতে পুনরায় বন্দী হয়ে পূর্বের ন্যায় আকুতি জানালে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: لا يلدغ من جحر مرتين(কোন মুমিন দু'বার দংশিত হয় না) তাকে হত্যার ফয়সালা করা হল। প্রথম অনুগ্রহ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসায় তার রচিত শ্লোকগুলো নিম্নরূপ ছিল ঃ[629]

الا أبلغا عنى النبى محمدا + بانك حق والمليك حميد

---

625 ড.'আফীফ 'আব্দুর রহমান, মু'জাম আল-শু'আরা আল-জাহিলিয়্যিন ওয়া আল-মুখাদরামীন (রিয়াদ: দার আল-উলূম, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ১০২।

626 'আব্দুল কাদির ইব্ন 'উমার আল-বাগদাদী, খিযানাহ আল-আদাব ওয়া লুব্ব লিবাব লিসান আল-'আরব, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩।

627 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩০২-৩০৩; অবশ্য আল-সীরাহ আল-নবভিয়্যাহ গ্রন্থে প্রথম শেস্নাকে শাব্দিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়: اورى ضمار وعاش اهل المسجد + قل للقبائل ورث النبوة والهدى দ্র. ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯১।

628 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১২০; ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

629 ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৪; ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

وانت امرؤ تدعوا إلى الرشد والتقى + عليك من الله الكريم شهيد

"ওহে! কে আমার পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এ বার্তা পৌঁছে দিবে যে, আপনি সত্যসহ আগমন করেছেন, আর প্রভূ প্রশংসনীয়। আপনি এমন দয়ার্দ্র যিনি মানুষকে সঠিক ও খোদাভীতির পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।"

মর্মস্পর্শী কবিতা প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন আল-হারিছ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে বিগত জীবনের সকল অপরাধ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালে তিনিই হৃদয় বিদারক ও মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা রচনা করেছেন। কবিতার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:[630]

لقد عظمت مصيبتنا وجلت + عشية قيل : قد قبض الرسول

نبي كان يجلو الشك عنا + بما يوحى اليه وما يقول

"আমাদের বিপদ বিরাট আকার ধারণ করেছে সেই সন্ধ্যায় যখন বলা হল: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তিকাল করেছেন। তিনি ছিলেন নবী, যিনি প্রেরিত ওয়াহী এবং তার কথাবার্তা দ্বারা আমাদের থেকে সন্দেহের অপনোদন করতেন।"

মুরতাদদের পরাজয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে

খলীফা আবূ বকরের (রা.) শাসনামলে কবি আওস ইব্‌ন বুজায়র আল-তাঈ (রা.) মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত যুদ্ধের ফলাফল তথা মুরতাদদের পরাজয়ের গ্লানির বর্ণনা কবি আওস এভাবে দেন:[631]

وليت ابابكريرى من سيوفنا + وما نجتلى من اذرع ورقاب

الم تر ان الله لا رب غيره + يصب على الكفار سوط عذاب

"হায় আবূ বকর যদি দেখত আমাদের তরবারীর ঝলক! আর আমাদের হাতের বাজু ও ঘাড় যেভাবে চমকেছিল, তুমি কি দেখনা যে আল্লাহ ব্যতীত কোন রব নেই। তিনিই কাফিরদের প্রতি শাস্তির কষাঘাত হানেন।"

নাকা'ইদ কবিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের পর যেমন মক্কা ও মদীনায় দু'টি দলের সৃষ্টি হয় এবং দু'পক্ষের কবিগণ কবিতার লড়াইয়ে শামিল হন, তদ্রূপ শাম ও ইরাকে দু'পক্ষের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, উছমান (রা.)-এর খিলাফতকালে উত্থিত ফিত্‌নার জন্য হাশিমী বংশকে দায়ী করে ওয়ালিদ ইবন 'উকবাহ (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন:[632]

بني هاشم إيه كما كان بيننا + وسيف ابن هو اروى عندكم وحرائبه

بني هاشم ردوا سلاح بن اختكم + ولا تنهبوه لا تحل مناهبه

عذرتم به كما تكونوا مكانه + كما عذرت يوما بكسرى مرازبه

"হে বনী হাশিম! আরও কিছু বল বা কর, যেমনটি আমাদের মধ্যে। আরওয়ার পুত্রের তরবারী ও যুদ্ধাস্ত্র তোমাদের নিকট রয়েছে। বনী হাশিম! তোমাদের ভগ্নী পুত্রের অস্ত্র ফেরত দাও, তা লুটপাট করে নিও না। যা লুটপাট তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তার সম্পর্কে তোমরা উযর পেশ করছ, যাতে তোমরা তার স্থলাভিষিক্ত হতে পার, যেমনিভাবে একদিন কিসরা সম্পর্কে উযর পেশ করেছিল তার লৌহ শালক।"

---

630 ড. শাওকী দায়ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯; ড. ইউসুফ খুলায়ফ, তারীখ আল-শি'র আল-'আরাবী ফী আল-'আসর আল-ইসলামী (কায়রো: দার আল- ছাকাফাহ, ১৩৯৬/১৯৭৬) ১ম সংস্করণ, পৃ. ২১; ইব্‌ন আব্দ আল-বারর, আল-ইস্তী'আব (কায়রো: মাকতাবাহ আল-দাহদাহ, তা বি) খ. ম৪, পৃ. ১৬৭৬।

631 ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আল-সাহাবাহ (মিশর: মু'আসসাসাহ আল-রিসালাহ, ১৩২৮/১৯১০) ১ম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ১১৪।

632 ড. ইউসুফ খুলায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

তার এ অভিযোগ খণ্ডন করে আল-কাবাল ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন:[633]

فلا تسألوانا سيفكم إن سيفكم + أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه

سلوا اهل مضر عن سلاح بن اختفا + فهم سلبوه سيفه وحرائبه

وكان ولى العهد بعد محمد + على وفي كل المواطن صاحبه

"তোমাদের তরবারী সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস কর না। তোমাদের তরবারী বিনষ্ট হয়ে গেছে। যুদ্ধ ও ভয়ের সময় তা তার মালিক ফেলে দিয়েছে। আমাদের ভগ্নীপুত্রের অস্ত্র-সস্ত্র সম্পর্কে মুদারবাসীদের জিজ্ঞাসা কর। মুহাম্মাদ (সা.)-এর পর যুবরাজ ছিলেন 'আলী (রা.)। আর তিনি ছিলেন সর্বত্র তাঁর সঙ্গী।"

দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে

মুখাদরাম কবি 'উরওয়া ইব্ন যায়দ আল-খায়ল একজন বীর, অশ্বারোহী ছিলেন। পরিণত বয়সে "তাঈ" গোত্রের সাথে পিতাসহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[634] তার কবিতায় জাগতিক দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করার বর্ণনা দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র জ্ঞান এবং জিহাদকেই মূখ্য জ্ঞান করার বিবরণ রয়েছে। যথা:[635]

وكم كربة فرجتها وكريهة + شددت لها ازرى إلى ان تحلت

وقد اضحت الدنيا لدى ذميمة + وسليت عنها النفس حتى تسلت

واصبح همى في الجهاد ونيتى + فلله نفس ادبرت وتولت

"কত দুঃখ-কষ্ট আমি হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছি এবং কত অপছন্দনীয় ও কষ্টদায়ক কাজ যা করতে আমি কোমর বেধে নেমেছি এমনকি এক সময় তা সফলতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দুনিয়া আমার নিকট শিশির সম হয়ে গেছে। আমি আমার নফসকে তা থেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, ফলে সে সান্ত্বনা লাভ করেছে। জিহাদকে কেন্দ্র করেই আমার চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হচ্ছে। তাই আল্লাহর জন্যই কখনও নফস পিছিয়ে আসছে ও ফিরে যাচ্ছে।"

বিয়োগব্যাথার বর্ণনা প্রসঙ্গে

মৃত ব্যক্তির স্বজন হারাবার বিয়োগ ব্যাথায় রচিত হয় শোকগাঁথা। প্রাচীন কবি মুহালহিল ইবন রাবী'আ-এর পরেই এ বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন নজদ এর মুদার গোত্রের মহিলা কবি "খানসা"। ভ্রাতা "সাখর" এর মৃত্যুর স্মরণে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় শোকগাঁথা রচনা করেন। এ বিষয়ে দুটি বয়ত নিম্নরূপ:[636]

اعينى جودا ولا تجمدا + الا تبكيان لصخر الندى

الا تبكيان الجرئ الجميل + الا تبكيان الفتى السيد

"হে আমার চক্ষুদ্বয়! বেশী করে অশ্রু ঝরাও, শুকিয়ে যেয়োনা। দান-দক্ষিণার মূর্ত প্রতীক "সাখার"-এর জন্য কি তোমার অশ্রু প্রবাহিত করবে না? তোমরা কি কাঁদবে না? সুদর্শন বীর যোদ্ধার জন্য? কাঁদবে না যুবক নেতার জন্য?"

আহাজারীর বর্ণনা প্রসঙ্গে

মুখাদরাম কবি তামীম ইব্ন মুকবিল (রা.) কায়স 'আয়লান গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলী যুগ থেকে মু'আবিয়া (রা.)-এর সময়কাল পর্যন্ত তাঁর পদচারণা। ১২০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।[637] মজলুম খলীফা 'উছমান (রা.)-এর শাহাদাতে অন্যান্য বিবেকবানদের মত তিনিও শোক প্রকাশ ও আহাজারী করে বলেন:[638]

قتيل سعيد مؤمن شقيت به + نفوس أعاديه شهيد مطيب

---

633 প্রাগুক্ত।

634 ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭।

635 ড. আব্দুল্লাহ আল-হ্যামীদ, শি'র আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

636 আহমাদ হাসন আল-যায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, পৃ. ১৬৪।

637 ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

638 ইব্ন কুতায়বাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৪; ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

نعاء عر الاسلام والعدل به + نعاء لقد نابت على الناس نوب

" তিনি {'উছমান ইবন 'আফফান (রা.)} নিহত, সৌভাগ্যবান, মুমিন। তাঁর দ্বারা শত্রুদের আত্মা কলুষিত হয়েছে। তিনি তো শহীদ, পবিত্র। ইসলামের কল্যাণ হওয়ার ঘোষণা দাও এবং এরপর ন্যায় বিচারের। ঘোষণা দাও, মানুষের উপরে এসেছে ভীষণ বিপদ।"

আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতের বর্ণনা প্রসঙ্গে

সুদানের নিগ্রো জাতের মুখাদরাম কবি "সুহায়ম"। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার কবিতা আবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার কবিতা শুনে মন্তব্য করেন "সে খুব সুন্দর বলেছে এবং সত্য বলেছে। এ জাতীয় বাক্য দিয়েই আল্লাহর শুকর আদায় করা হয়। সে যদি সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতী হবে।"[639] আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর নি'আমতের কথা ব্যক্ত করে কবি "সুহায়ম" বলেন:[640]

الحمد لله حمدا لا انقطاع له + فليس احسانه عنا يقطوع

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, এমন প্রশংসা যাতে কোন বিরতি নেই। তাই তাঁর অবদানও আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।"

ওজর পেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে

মক্কার প্রথম সারির কবি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আল-যিবা'রা। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছে। কবিতা রচনার মাধ্যমে বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইন্ধন যোগাতেন। বিশেষ করে উহুদ যুদ্ধে মুসলানদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং বহু যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করে।[641] কাব্যের বিচারে তাঁর কবিতাগুলো প্রশংসাসূচক, বিদ্রূপাত্মক, জ্ঞানগর্ভ, রসাত্মক এবং সহজবোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়।[642] সমকালীন কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) তার উদ্দেশ্যে দু'টি শ্লোক রচনা করেন। সে ঐ কবিতা শুনে অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসা ও বিগত জীবনের জন্য ক্ষমা চেয়ে ওজর পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যগুলো কাব্যাকারে নিম্নরূপ পরিলক্ষিত হয়:[643]

يا رسول المليك ان لسانى + رائق ما فتقتُ اذا انا بور

إذا اجارى الشيطانَ فى سننَ الغ + ىَ ومن مال مليه مثبور

أمن اللحم والعظام قد + فنفسى فدى وانت النذير

"হে মালিকের রাসূল! আমার রসনা ভুল করেছে যখন আমি পথভ্রষ্টে ছিলাম, যখন ভ্রান্ত পথে আমি শয়তানকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যে সেদিকে ঝোঁকে, তার সে ঝোঁক বিনষ্ট হয়ে যায়। আপনি যা বলেছেন তার প্রতি আমার গোশত ও হাড় (তথা সর্বাঙ্গ) ঈমান এনেছে। তাই আমার অন্তর আপনার প্রতি নিবেদিত। আপনি তো সতর্ককারী।"

---

639 ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৯-১১০।

640 প্রাগুক্ত; ড. আব্দুল্লাহ আল-হামীদ, শি'র আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

641 ইব্ন আব্দ আল-বায়র, আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব (কায়রো: মাকাতাবাহ আল-নাহদাহ, তা.বি), খ. ১, পৃ. ৩৬৭।

642 ড. উমার ফাররূখ,তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত: দার আল-'ইলম লি আল-মালাঈন, ১৪০৫/১৯৮৪), খ. ১, পৃ. ২৬৮।

643 ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ২৪২; ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯; অবশ্য ইব্ন হিশাম-এর গ্রন্থকার তার গ্রন্থে উক্ত কবিতাটি ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তন সহ বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় শেয়াকে : اذاجارى الشيطان এর স্থলে اذا بات الشيطان এবং তৃতীয় ছত্রে أمن اللحم الخ এর স্থলে ثم قلى الشهيد انت النذير + أمن للحم والعظام لرى

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর সমসাময়িক কবিদের নৈতিকতা বিষয়ক কবিতা

উক্ত পরিচ্ছেদে 'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর সমসাময়িক কবিদের কাব্যে প্রাপ্ত নৈতিকতা বিষয়ক কবিতা সমূহের আলোচনা উপস্থাপিত হবে। নিম্নে বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা দেয়া হল:

আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে

মদীনার বানূ নাজ্জার গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব সিরমাহ ইব্‌ন আনাস আল-আনসারী (রা.)। তিনি জাহিলী যুগে খৃষ্টান পাদ্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আগমণ করলে অতিশয় বৃদ্ধাবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন।[644] তিনি আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম জ্ঞান, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলেন:[645]

سبحوا الله شرق كل صباح + طلعت شمسه وكل هلال

عالم السرو البيان لدينا + ليس ما قال ربنا بضلال

وله الطير تستريد وتأوى + فى وكور من آمنت الجبال

وله الواحش فى الفلاة تراها + فى حقاف وفى ظلال الرمال

"প্রভাতের উদ্ভাসিত সময়ে তোমরা আল্লাহ তা'আলার গুণকীর্তন কর। যখন সূর্য উদিত হয় ও নবচন্দ্র আবির্ভূত হয়। আমাদের নিকট যা প্রকাশ্য ও গোপন সে বিষয়ে পূর্ণ অবগত। আমাদের প্রভু যা বলেছেন তা পথভ্রষ্টতা নয়। তাঁর সৃষ্ট সে সব পক্ষীকূল যা বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ শেষে পাহাড়ের নিরাপদ স্থানে বাসায় ফিরে এসে আশ্রয় নেয়। তাঁরই সৃষ্টি মরুভূমির সেই বন্য জন্তুগুলো যে সবকে তুমি বালুর ঢিবি ও তার ছায়ায় দেখতে পাবে।"

তাকদীরের বর্ণনা প্রসঙ্গে

মুদার গোত্রের মুখাদরাম কবি রাবী'আহ ইব্‌ন মাকরূম আল-দাব্বী। জাহিলী যুগে তিনি পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট গমন করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর কাদিসিয়্যাহ সহ বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[646] "তাকদীরের লিখন না হয় খণ্ডন" এ বিশ্বাসের উপর অটল ও অবিচল থেকে অন্য কাউকে কোন মুসলমান যেন ভয় না করে। নিম্নোক্ত ছন্দগুলোতে উল্লিখিত বিষয়টি চমৎকারভাবে চিত্রিত হচ্ছে:[647]

اصبح ربى فى الامريرشدنى + اذا نويت المصير والطلبا

لا ساغ من سوانح الطيرث + نبى ولاناعب اذا نعبا

"আমার প্রতিপালক সকল কাজকর্মে আমাকে পথনির্দেশ করেন। যখন আমি পথ চলার ও কোন বস্তু অনুসন্ধান করার সংকল্প করি। কোন মঙ্গলবহ ইংগিত বা কাকের কা কা রব (অমঙ্গলবহ ইঙ্গিত) আমাকে ফিরাতে পারে না।"

উপদেশ মূলক বর্ণনা প্রসঙ্গে

আউস গোত্রীয় নেতা আবূ কায়স 'আমির ইব্‌ন আল-আসলাত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর সুপরামর্শই চূড়ান্ত ফায়সালা হিসেবে মেনে নেয়া হত।[648] ধর্মীয় ভাবধারায় আপ্লুত ও নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন কবিতা যা সামাজিক চরিত্রের প্রতি ইংগিত বহন করে এমন ছন্দগুলো নিম্নরূপ:[649]

واتقوا الله فى ضعاف اليتامى + ربما يستحل غير حلال

واعلموا ان لليتيم وليا + عالما يهتدى بغير سوال

---

[644] ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮২-১৮৩; ড. আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

[645] ইব্‌ন কাছীর আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ (মিসর: দার আল-ফিকর আল-'আরাবী, ১৩৫৩/১৯৩২), ১ম সংস্করণ, খ. ৩, পৃ. ১৫৭।

[646] ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২৭।

[647] ড. আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩-৫১৪।

[648] জুরজী যায়দান, তারীখ আল-আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩০।

[649] ইব্‌ন কাছির, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ثم مال اليتيم لا تقربوه + ان مال اليتيم يرعاه وال

واجمعوا امركم على البر والتق + وى وترك الخنا واخذ الحلا

"তোমরা দুর্বল ও ইয়াতীমদের ব্যাপারে আল্লাহতে ভয় করে। অনেক সময় যা হালাল নয় এমন বস্তুকেও হালাল মনে করতে হয়। জেনে রাখ, ইয়াতীমদের একজন বন্ধু রয়েছেন যিনি জ্ঞানী, যাঞ্চনা ব্যতীরেকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং ইয়াতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না; নিশ্চয়ই ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য একজন অভিভাবক আছেন। তোমাদের কর্ম স্থির করে নাও; নেক কাজ, তাকওয়া আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে এবং কটু ও অশ্লীল ভাষা ত্যাগ করার ব্যাপারে।"

যুহদ প্রসঙ্গে

সিরিয়ার প্রখ্যাত মুখাদরাম কবি সাহাম ইবন হানজালাহ (রা.)-এর কবিতায় ইসলামী ভাবধারার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর কবিতায় রয়েছে নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক সদুপদেশ, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ় করণের ভিত সম্পর্কে আলোচনা। সর্বোপরি "যুহদ" অবলম্বনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন:[650]

ويحملنك اقتار على زهد + ولا تزل فى عطاء الله مرتغبا

الله يخلف ما أنفقت محتسبا + اذا شكرت ويؤتيك الذى كتابا

لانك ضبااذا استغنى وأخرولم + يحفل قرابة ذى قربى ولا نسبا

"দুনিয়া ত্যাগের ওপর কৃপণতা যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে; সর্বদা তুমি আলস্নাহ তা'আলার দান সম্পর্কে খুশী ও আগ্রহী থাক। তুমি যা খরচ কর আল্লাহ তা হিসাব করে তোমাকে দিয়ে দিবেন। যখন তুমি শোকর কর আল্লাহ তোমাকে তাই দেবেন যা তিনি লিখে রেখেছেন। তুমি গোপনে সেই রকম হিংসুক হইও না, যে ধনী হলে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে এবং কোন আত্মীয়-স্বজন বা বংশীয় লোককে একত্রিত করে না। (অর্থাৎ কাউকে আহ্বার করায় না।)"

সদাচরণ প্রসঙ্গে

মদীনার সালামা গোত্রের প্রখ্যাত সাহাবী 'উমায়র ইবন হুমাম (রা.)। যিনি আনসারদের মধ্যে প্রথম শহীদ হবার সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হয়েছেন। জান্নাতের সীমাহীন আনন্দ উল্লাসে উদগ্রীব হয়ে হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে কিছু কবিতা রচনা করতে করতে বদর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক কাফিরকে হত্যা করতে করতে নিজেও শহীদ হয়ে যান।[651] তাঁর কবিতার ছন্দগুলো নিম্নরূপ:[652]

ركضنا إلى الله بغير زاد + إلا التقى وعمل المعاد

والصبر في الله على الجهاد + وكل زاد عرضة النفاد

غير التقى والبرو الرشاد

"আমি পাথেয় ছাড়া আল্লাহ তা'আলার পথে দৌড়ে যাচ্ছি। তাকওয়া, পরকালের 'আমল আর জিহাদের জন্য আল্লাহর প্রতি ধৈর্যধারণ ছাড়া উপায় নেই। তাকওয়া, সৎকাজ ও সঠিক পথে চলা ব্যতীত সকল পাথেয়ই বিলীন হয়ে যাবার উপকরণ।"

আল্লাহ ভীতি প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃঢ় আস্থাবান মুমিন স্বীয় অপরাধের কথা স্বীকার করে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা ও ভয় নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চায়। তাই বলা হচ্ছে: الايمان بين الخوف والرجاء "ঈমান হল ভয় ও আশার মধ্যবর্তী

---

650 ড. আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, আল-শি'র আল-ইসলামী ফী সাদর আল-ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

651 ইবন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তামযীয আল-সাহাবাহ, প্রাগুক্ত, খ., ৩, পৃ. ৩১।

652 ইউসুফ কানধালাবী, হায়াত আল-সাহাবাহ (লাহোর: ইদারাহ-ই নাশরিয়্যাত-ই-ইসলামী, তা বি), খ. ১, পৃ. ৪১৭; ইবন কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৭৭; ইবন আব্দ আল-বারর, আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান।" আল-হুতায়্যা (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর একজন ভাল ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হয়েছিলেন। আর তাইতো তিনি আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও ভয়ভীতি মানসপটে জাগরুক রেখে বলেছিলেন:[653]

ولست ارى السعادة جمع المال + ولكن التقى هو السعيد

وتقوى الله خيرالزاد ذخراً + وعند الله للاتقى مزيد

"ধন সম্পদ সঞ্চয় করাকে আমি কোন সৌভাগ্য বলে মনে করি না। বরং আল্লাহ তা'আলাকে যে ভয় করে সেই ভাগ্যবান। আল্লাহ তা'আলার ভয় উৎকৃষ্ট পাথেয় ও সঞ্চয় এবং আল্লাহভীরু লোকদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিরাট ছাওয়াব।"

'আদল প্রসঙ্গে

নাবিগা আল-জা'দী (রা.) জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেন। প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত কোন কবিতা রচনা করতে পারেননি। অবশেষে তাঁর জিহ্বায় কবিতার প্লাবন বয়ে গেল। এ কাজে তাঁর উপাধি হয় 'আন-নাবিগাহ"।[654] কবি নাবিগা উমায়্যা খলীফা ইয়াযিদ ইব্ন মু'আবিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী 'আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.)-এর সাথে মক্কায় দেখা করেন। তার প্রশংসায় যে কাসীদাটি রচনা করেন তাতে উল্লেখিত বিষয় তথা 'আদলের শিক্ষা ছিল। সংশ্লিষ্ট কবিতার কয়েকটি ছন্দ নিম্নরূপ:[655]

حكمت لنا الصديق لما ولينا + وعثمان والفاروق فارتاح معدم

وسويت بين الناس فى العدل فاستووا + فعاد صباحا حالك الليل مظلم

"আপনি যখন আমাদের কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন, তখন আমাদের নিকট আবূ বকর সিদ্দীক, 'উছমান এবং 'উমার ফারূক (রা.)-এর বর্ণনা করলেন আর তাতে এ হতভাগা উৎফুল্ল হল। আপনি সাম্য ও ন্যায়বিচারে মানুষের মধ্যে সমতা বিধান করলেন। ফলে তারা সবাই সমান হয়ে গেল। আর রাতের ঘোর অন্ধকার কেটে গিয়ে প্রভাতের আলো ফুটে উঠল।"

আমানত প্রসঙ্গে

খ্যাতনামা কবি 'আব্বাস ইব্ন মিরদাস-এর চাচা (মতান্তরে চাচাত ভাই) হচ্ছেন "কায়স ইব্ন নুশাবা আল-সুলামী (রা.)। তিনি সুলায়ম গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। ইসলামের পূর্বে তিনি পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করেছিলেন, এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তার নাম রাখেন "বানূ সুলায়ম" এর পণ্ডিত (حبرنى سليم)।[656] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে জটিল কিছু বিষয় যেমন সপ্ত আকাশ, তার অধিকারী ও তাদের খাদ্য-পানীয়, ইবাদাত প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[657] তাঁর কবিতায় অন্যান্য বিষয়সহ ইসলামের নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "আমানত"-এর উল্লেখ রয়েছে। যথা:[658]

تبعت دين محمد ورضيته + كل الرضا لامانتى ولدينى

قد كنت آمله وانظر دهره + فالله قدر انه يهدى

"আমি মুহাম্মাদ (সা.)-এর দীনের অনুসরণ করেছি এবং তাঁর প্রতি আমি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার আমানত ও আমার দ্বীন হিসেবে। আমি তারই আকাঙ্ক্ষা করতাম এবং যুগ যুগ ধরে তারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। অতঃপর আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন যে, তিনিই আমাকে হিদায়াত দান করেছেন।"

শুকর প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর খিলাফতের গুরু-দায়িত্ব বহনের ব্যাপারে বিভিন্ন মতভেদের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন যুক্তি ও অবদানের কথা তুলে ধরে আনসারদের মধ্য থেকে খলীফা হওয়ার অধিক যোগ্যতা তুলে ধরে যোগ্য হিসেবে

---

[653] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৫; ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

[654] ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

[655] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

[656] ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তামযীয আল-সাহাবাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬০-২৬১।

[657] প্রাগুক্ত।

[658] ড. আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, শি'র আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

দাবী করা হল। অপরদিকে মক্কার প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে মুহাজিরদের প্রাপ্যতা ব্যক্ত করা হল। সে দিন আবূ বকর (রা.)-কে খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হলে কবি 'আবূ ইবরাহ আল-কুরাশী" যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন তাতে "শুকর" এর উল্লেখ রয়েছে। যথা:[659]

شكرا لمن هو بالثناء حقيق + ذهب اللجاج وبويع الصديق

"কৃতজ্ঞতা তাঁর জন্য যিনি বাস্তবে প্রশংসার দাবীদার। সকল পীড়াপীড়ির অবসান হয়েছে, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বায়'আতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন।"

তাওয়াক্কুল প্রসঙ্গে

খ্যাতিমান সাহাবী কবি কা'ব ইব্ন মালিক (রা.)। মদীনায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনালগ্নেই তিনি মুসলমান হন। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল গর্বমূলক, নিন্দামূলক এবং প্রশংসামূলক। যার পুরোটাই ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট। তাঁর কবিতায় শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল। তাঁর বর্ণনারীতি অত্যন্ত সহজ সরল যা আল-কুর'আনের শব্দ ও ভাব দ্বারা প্রভাবিত। কোথাও কোথাও শব্দ আবার কোথাও কোথাও হুবহু বাক্য আল-কুর'আন থেকে চয়ণকৃত। হুবায়রা ইব্ন ওহাব-এর কাব্যের প্রতিউত্তরে কা'ব ইবন মালিক (রা.) যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে তাওয়াক্কুলের শিক্ষা লক্ষ্য করা যায়। যেমন:[660]

كونوا كمن يشر الحياة تقربا + إل ملك يحيا لديه ويرجع

ولكن خذوا اسيافكم وتوكلوا + على الله إن الامر لله اجمع

"তোমরা আত্মোৎসর্গ করে তাদের মত হয়ে যাও, যারা নিজেদের জীবন বিক্রয় করে এমন মালিকের নৈকট্য অর্জন করেছেন, যার নিকট আজীবন থাকতে হবে এবং প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তবে সেজন্য তরবারী ধর (অমুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ কর) এবং আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল কর; সকলকে তাঁর নিকট একত্রিত করা হবে।"

সদয় হওয়া প্রসঙ্গে

মুখাদরাম বেদুঈন কবি আল-হুতায়্যাহ (রা.)। তাঁর পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত থাকায় তিনি কোন বংশের লোক তা সঠিক করে বলা মুশকিল। ছোট বেলা থেকে তিনি ঘৃণা ও অবহেলার মধ্যে বেড়ে ওঠেন। সামাজিকভাবে মর্যাদাহীন থাকার কারণে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার প্রবল ইচ্ছায় তিনি কবিতা রচনা করতেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি মুসলমান হন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি মুরতাদ হয়ে যান। অতঃপর আবার ইসলাম গ্রহণ করেন। 'উমার (রা.)-এর খিলাফতকালে কর আদায়কারী সরকারী কর্মকর্তা যিবরিকান ইব্ন বদরের নিন্দা করে কবিতা রচনা করলে 'উমার (রা.) তাঁকে জেলে পাঠিয়ে দেন। তাঁর নাবালক বাচ্চা ও পরিবার পরিজনের কথা জানিয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কবিতা রচনা করেন, যাতে 'উমার (রা.) তাঁর প্রতি সদয় হয়ে তাকে মুক্তি দেন[661]। কবিতার কয়েকটি শেস্নাক নিম্নরূপ:[662]

تحنن على هداك المليك + فان لكل مقام مقالا

فلا تسمعن لى مقال العدى + ولا تؤكلنى هديت الرجالا

فانك خير من الزبرقان + اشد نكالا وخير نوالا

"আপনি আমার প্রতি সদয় হোন। সব কিছুর মালিক আপনাকে হিদায়াত দান করুন। নিশ্চয় প্রত্যেকটি বিশেষ স্থানের বিশেষ কথা থাকে। আপনি আমার সম্পর্কে আমার শত্রুদের কথায় কান দিবেন না এবং মানুষের হাতেও আমাকে ছেড়ে দিবেন না। আল্লাহ আপনাকে পথ দেখান। আপনি যিবরিকান অপেক্ষা উত্তম। আপনি কঠোর শাস্তি বিধানকারী এবং ভাল দানশীল।"

---

659 ড. আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, শারাহ নাহজ আল-বালাগাহ (আলেপ্পো: দার আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, তা.বি), খ. ৬, পৃ. ৮; ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

660 ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮১৭।

661 জুরজী যায়দান, তারীখ আল-আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

662 ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমা প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবিদের অন্যতম কবি 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় জীবনে অতি মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন।[663] হিজরী ৮ম সনে মূতার যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মদীনা বাসীরা যখন তাঁকে বিদায় জানাতে লাগলেন, তখন 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) পুলসিরাত সম্পর্কিত আয়াতটি পড়লেন:[664]

وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা" এবং কাঁদলেন। তখন লোকজন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মিলিত করবেন। তখন তিনি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ:[665]

ولكنى أسأل الرحمن مغفرةً + وضربةً ذات فرغ تقذف الزبدا

او طعنة بيدى خران مجهزة + بحربة تنفذ الاحشاءُ والكبدا

حتى يقال اذا مروا على جثى + ارشده الله من غازٍ وقد رشدا

"তবে আমি রহমানের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, আর কামনা করছি অসীর অন্তর্ভেদী একটি আঘাত অথবা কলিজা ও নাড়িতে পৌঁছে যায় বর্শার এমন একটি খোঁচা। আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী যেন বলে- হায় আল্লাহ! সে কত ভাল যোদ্ধা ও গাজী ছিল।"

ধৈর্য্য প্রসঙ্গে

মুখাদরাম কবি নাবিগা আল জা'দী (রা.) যেমন গৌরবগাঁথা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শোকগাঁথা নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, তদ্রূপ ইসলামী ভাবধারা ও তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। হিজরী ৯ম সালে স্বীয় গোত্র প্রতিনিধির দায়িত্ব নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে মুসলমান হন। সে সময় তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) মন্তব্য করেন:[666]

فاين المظهر يا ابا ليلى ؟ قال الجنة ' فقال النبى ص قال انشاء الله

"আবূ লায়লা, কোথায় যেতে চাও? তিনি জবাবে বললেন: জান্নাতে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: ইনশা'আল্লাহ যাবে। তখন যে শ্লোকগুলো আবৃত্তি করেন তাতে "ধৈর্য" বিষয়ক শিক্ষার ইংগিত রয়েছে। যেমন:[667]

ولا خير فى حلم اذا لم تكن له + بوادر تحمى صفوة ان يكدر

ولا خير فى جهل اذا لم يكن له + حليم اذا ما اوردك الامر اصدر

"এমন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যদি না তাতে এমন ধার ও শক্তি না থাকে যা তার পরিচ্ছন্নতাকে পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করতে পারে। আর এমন অসহিষ্ণুতার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই- যদি না তার জন্য এমন কোন সহিষ্ণু ও বিচক্ষণ ব্যক্তি থাকে, যে কাজ শুরু করলে সফলভাবে সমাপ্ত করে।"

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা প্রসঙ্গে

কবি কায়স ইব্‌ন 'আমর আল-নাজ্জাশী আল-হারিছী একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁর গায়ের রং হাবশীদের ন্যায় কালো ছিল। এজন্য তাকে আল-নাজ্জাশী বলা হত। 'উমার (রা.)-এর খিলাফতকালে এক প্রতিনিধিদলের সাথে

---

[663] মুহীউদ্দীন ইব্‌ন শরফ আল-নবভী, তাহযীব আল-আসমা ওয়া আল-লুগাহ (মিশর: আল-তিবা'আহ আল-মুনীরিয়্যাহ, তা.বি), খ. ১, পৃ. ২৬৫; আল-যিরিকলী আল-'আলাম (বৈরূত: দার আল-'ইলম লি আল-মালা'ঈন, ১৪০০/১৯৭৯), ৪র্থ সংস্করণ, খ. ৪, পৃ. ২১৭; ইব্‌ন সা'দ, আল-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরূত: দার আল-সাদির, ১৩৭৭/১৯৫৭), খ. ৩, পৃ. ৫২৫।

[664] আল-কুর'আন; সূরা মারয়াম: ৭১।

[665] ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৪৩।

[666] ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

[667] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮৯; তবে খিযানাহ্ আল-আদাব গ্রন্থকার দাবী করেছেন যে, উক্ত কাসীদাটি দু'শো শ্লোক বিশিষ্ট। সম্পূর্ণটিই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে পাঠ করেছিলেন। উক্ত কাসীদাটির প্রথম চরণ নিম্নরূপ: خليلى غضاساعة وهجرا + ولو ما على ما احدث الدهر او ذرا আব্দুল কাদির ইব্‌ন 'উমার আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আগমন করেন এবং কবিতা রচনা করেন। এ সময় তিনি কবি তামীম ইব্ন মুকবিল এর নিন্দায় কবিতা রচনা করেন। উল্লেখিত কবিতায় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। যথা:[668]

اذ الله عادى اهل لوم وذلة + فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل

قبيلة لا يغدرون بذمه + ولا يظلمون الناس حبة خردل

"আল্লাহ তা'আলা যদি কোন হেয় ও নীচ লোকদের শত্রু হন, তাহলে তিনি ইব্ন মুকবিলের গোত্র বানূ আল-'আজলানের শত্রু হবেন। তার গোত্র প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং একটা সরিষার দানা পরিমাণও মানুষের উপর জুলুম করে না।"

অতিথি পরায়ণ প্রসঙ্গে

মু'আল্লাকার অন্যতম কবি লাবীদ ইব্ন রাবী'আহ (রা.)। তিনি মুখাদরাম কবি হিসেবেও সুপরিচিত। তিনি একজন জ্ঞানী, সুশিক্ষিত, দানশীল, অতিথিপরায়ণ ও বীরযোদ্ধা ছিলেন। তিনি অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কবিতায় এসব গুণের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। জাহিলী যুগের কবিতায় প্রশংসা, নিন্দাবাদ ও পূর্বপুরুষদের গৌরব-এর বর্ণনা রয়েছে। আর ইসলামী যুগের কবিতায় রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের উপদেশ, আল্লাহ, কিয়ামত, তাকদীর, হিসাব-নিকাশ, তাক্বওয়া প্রভৃতি বিষয়ে।[669] জাহিলী যুগে স্থানীয় জনগণ ও মুসাফির তথা সর্বস্তরের লোকজন তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করত। খাদ্য পরিবেশনের রীতি খুবই রুচিসম্মত ও উন্নতমানের হত। তাঁর রচিত মু'আল্লাকার এক অংশে এ বিষয়টি ফুঠে উঠেছে:[670]

ادعوبهن لعاقر او مطفل + بذلت لجيران الجميع لحامها

فالضيف والجار الغريب كانما + هبطا تبالة مخصبا اهضامها

"আমি বন্ধ্যা উট কিংবা উন্নতমানের শাবকের মাতা জবাই করে ভূনা মাংস দ্বারা অতিথি আপ্যায়ণ করি। সুতরাং আমন্ত্রিত অতিথি ও পাড়া-প্রতিবেশী এমনভাবে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করে, যেন খাদ্য শষ্যে প্রসিদ্ধ "তাবালাহ" নামক স্থানের শস্য-শ্যামল ভূমিতে ভীড় জমানোর ন্যায়।"

কানা'আত প্রসঙ্গে

কানা'আত তথা অল্পেতুষ্ট একটি উন্নতমানের গুণ। নৈতিকতার এ বিষয়টি কবি লাবিদ ইব্ন রাবি'আহ-এর বিখ্যাত মু'আল্লাকায় এভাবে বিবৃত হয়েছে:[671]

فاقنع بما قسم المليك فانما + قسم الالخلائق بيننا علامها

"মলিক কিসমতে যা বন্টন করেছেন, তা নিয়ে তুষ্ট থাক। কারণ স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে যিনি সবচেয়ে বেশী জানেন, তিনিই তো আমাদের মধ্যে তা বন্টন করেছেন।"

তাকওয়া প্রসঙ্গে

'আবাদহ ইব্ন আল-তাবীব সুদানের তামীম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি একজন মুখাদরাম কবি। জহিলী যুগে তিনি চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলেও ইসলাম গ্রহণের পর অত্যন্ত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করতেন।[672] ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতায় মুনাফিকদের পরিণাম, চোগলখোরদের ভয়াবহ পরিণতি, তাকওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। তাকওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন:[673]

اوصيكم بتقى الاله فانه + يعطى الرغائب من يشاء ويمنع

---

668 ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৮২-৫৮৩।।

669 ইব্ন কুতায়বাহ, আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

670 আবূ যায়দ ইব্ন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, জামহারাহ আশ-আ'র আল-আরব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

671 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

672 ড. আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, শি'র আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮।

673 ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; ড. আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, আল-শি'র আল-ইসলামী ফী সাদর আল-ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন ও তাকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তিনি যাকে ইচ্ছা সৎকাজের আগ্রহ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তা থেকে ফিরিয়ে রাখেন।"

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে

নৈতিক গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। এ প্রসঙ্গে মুখাদরাম কবি 'আবাদাহ ইব্ন আল-তাবীব-এর কাসীদায় উল্লেখ রয়েছে। যথা:[674]

وبر والدكم وطاعة امره + إن الابر من البنين الاطوع

ان الكبير اذا عصاه اهله + ضاقت يداه بامره ما يصنع

"আর তোমাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আদেশ মান্য কর। নিশ্চয় সন্তানদের মধ্যে অধিক সদাচারী সে-ই যে অধিক অনুগত। পরিবারের জেষ্ঠ্যদের ভুল-ত্রুটি হলে তাদের কৃতকর্মের জন্য হস্তদ্বয় সংকুচিত হয়ে যায়।"

তাওবাহ প্রসঙ্গে

ছাকীফ গোত্রের মুখাদরাম কবি আবূ মিহজান আল-ছাকাফী। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তা'ইফ অভিযানের সময় তিনি কফিরদের পক্ষাবলম্বন করেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। তার কবিতা তার জীবনের দুটি স্তরে বিভক্ত: পাপাচারে আসক্ত ও মদপানকালীন সময়ের কবিতা এবং পরবর্তীতে তাওবা অনুশোচনাকালীন সময়ের কবিতা।[675]

তাওবাহ প্রসঙ্গে তাঁর কবিতার শ্লোক নিম্নরূপ:[676]

اتوب الى الله الرحيم فانه + غفور لذنب المرء ما لم يعاود

"দয়াময় আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ করছি যিনি সীমালঙ্ঘন না করলে মানুষের পাপ মার্জনাকারী।"

শালীনতাবোধ প্রসঙ্গে

উমায়্যা ইব্ন আবী আল-সালত তায়িফের নামজাদা কবি ছিলেন। জাহিলী যুগে "হানাফী" নামে অভিহিতদের অন্তর্গত ছিলেন।[677] তিনি ঈর্ষার বশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়্যাতকে স্বীকৃতি দেননি। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সংশ্রবের কারণে তাঁর কাব্যে ধর্মীয় ভাবধারা ফুটে উঠে।[678] ভূ-পৃষ্ঠ ও আসমানের সৃষ্টির বর্ণনা, ফিরিশতাকূল, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরকালের হিসাব-নিকাশের প্রতি তার বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।[679] এতদসত্ত্বেও তাওহীদের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস না থাকার কারণে তাঁর কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) মন্তব্য করেন:[680] آمن لسانه وكفر قلبه (তাঁর অন্তর ঈমান এনেছে আর হৃদয় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে)। বদর যুদ্ধে কাফিরদের শোচনীয় পরাজয় এবং নিহতদের প্রতি শোকগাঁথা কবিতার উল্লেখ রয়েছে। কাব্যের দৃষ্টিতে তাঁর অধিকাংশ কবিতা নিরস,রুক্ষ এবং আনন্দ রস বিবর্জিত। তাঁর কবিতা সম্পর্কে কার্ল ব্রোক্যালম্যান বলেন: উমায়্যা ইব্ন আবী আল-সালত-এর অধিকাংশ কবিতা তাঁর প্রতি আরোপিত হয়েছে।[681] শুধুমাত্র বদরের শোকগাঁথা কবিতা তাঁর নিজস্ব, যেগুলো আবৃত্তি করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন।[682] কুরায়শ নেতা উমায়্যাহ 'আব্দুল্লাহ আল-জুদ'আন আল-তায়মী-এর প্রশংসায় যে কাসীদাটি রচনা করেছিলেন তাঁর কয়েকটি শ্লোকে শালীনতাবোধের ইংগিত রয়েছে। যেমন:[683]

---

[674] ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০-২৫১।

[675] সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৩-১৩৪; আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হ্যামিদ, শি'র আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯।

[676] ড. ইয়াহয়া আল-জাবূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০।

[677] ড. 'আব্দুল মুন'ঈম খাফাজী, আল-গু'আরা আল-জাহিলূন (কায়রো :১৩৬৭/১৯৪৭), পৃ. ৩০৯।

[678] ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৩।

[679] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬২।

[680] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৭।

[681] সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৪৬-৬৪৭।

[682] কার্ল ব্রোকেলম্যান, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, অনু.'আব্দুল হালীম আল-নাজ্জার (মিশর : দায় আল-মা'আরিফ, ১৩৮৮/১৯৬৮), খণ্ড-১, পৃ. ১১৩।

[683] ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, পৃ. ২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

أأذكر حاجتي ام قد كفاني + حياؤك إن شيمتك الحياء

اذا اثنى عليك المرء يوما + كفاه من تعرضه الثناء

"আমি কি আমার অভাব ব্যক্ত করব? না তোমার আত্মসম্মান আমার জন্য যথেষ্ট? কারণ আত্মসম্মান তোমার ভূষণ। যখন কেউ তোমার প্রশংসা করে, তখন তাঁর আর অন্য কোন কিছু বলার অবকাশ থাকে না।"

সংশ্রবের প্রভাব প্রসঙ্গে

মু'আল্লাকার অন্যতম কবি লাবীদ ইব্ন রাবী'আহ (মৃ. ৪১/৬৬১) ইসলাম গ্রহণের পর আল-কুরআনের প্রতি এত আসক্ত হন যে, কবিতা রচনাই পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর জীবনের শেষ কবিতায় সংশ্রবের প্রভাব সম্পর্কে এক নীতিগর্ভ শ্লোক রচনা করেন। যাতে সংশোধনের মূল চাবিকাঠিকে সৎ সঙ্গ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শ্লোকটি নিম্নরূপ:[684]

وما عاتب المرء الكريم كنفسه + والمرء يصلحه الجليس الصالح

"জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিকে তাঁর বিবেকের ন্যায় আর কিছুই ভৎর্সনা করে না। আর সৎসঙ্গই পারে মানুষকে সংশোধন করতে।"

[684] ইব্ন কুতায়বাহ, আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতার বিষয়বস্তু

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতার বিষয়বস্তু
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতার বিষয়বস্তু

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

'আলী (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতার বিষয়বস্তু

চতুর্থ খলীফা আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.)-এর কবিতাগুলো একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এছাড়াও আরবী সাহিত্য, ইতিহাস ও সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর কবিতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতাগুলোতে মূল্যবান কথা, সত্যাশ্রয়ের বাণী, আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য উন্নত উপস্থাপন, হীনমন্যতা ও দোষত্রুটির চিকিৎসা, আল-কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা ও প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতির আলোচনা, হাদীসে নববীর বিভিন্ন বিষয়াবলীর উল্লেখ, 'আলী (রা.)-এর নিজস্ব হিকমাতপূর্ণ বক্তব্য পূর্বসূরীদের থেকে আহরিত উচ্চাঙ্গের নছীহত সহ যুগোপযোগী বিষয়াবলীর স্থান পেয়েছে। নিম্নে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে বিভিন্ন উপ-শিরোনামে তা সন্নিবেশিত করা হল:

জ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কে

মানুষের মাঝে লুকায়িত জ্ঞান সর্বত্রই বিরাজ করছে। কোন পাত্রে বা ভাণ্ডারে বন্ধক রাখার নয়। ব্যক্তির অবস্থান যত দুর্ভেদ্য স্থানে হউক না কেন জ্ঞান তার সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই থাকবে। 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে:[685]

علمی معی اینما قد کنت یتبعنی + قلبی وعاء له لاجوف صندوق

ان کنت فی البیت کان العلم فیه معی + او کنت فی السوق کان العلم فی السوق

"আমি যেথায় থাকি না কেন জ্ঞান-বুদ্ধি আমার অনুসরণ করবেই। আমার অন্তর হচ্ছে জ্ঞানের পাত্র তার জন্য পৃথক কোন পাত্র নেই। যদি আমি ঘরে থাকি জ্ঞানও আমার সাথে তথায় থাকে। আর যদি আমার অবস্থান বাজারে হয় তাহলে জ্ঞানও সেথায় হাজির থাকে।"

অধ্যাবসায়-এর মাধ্যমে জ্ঞানার্জন প্রসঙ্গে

জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিক চেষ্টা সাধনা ও কষ্টের পর মানুষের আয়ত্ত্বে আসে। শুধু অহেতুক আশা-আকাংখা ও কামনা দ্বারা পাওয়া দুষ্কর। 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে:[686]

لو کان هذا العلم یحصل بالمنی + ما کان یبقی فی البریة جاهل

اجهد ولا تکسل ولا تك غافلا + فندامة العقبی لمن یتکاسل

"জ্ঞান যদি আশা-আকাংখার মাধ্যমে অর্জিত হত, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে কেউ অজ্ঞ থাকত না। চেষ্টা চালিয়ে যাও, ক্লান্তি ও অলসতার ছোঁয়া যেন না লাগে। পরিনামে তো সে-ই নিন্দিত, যাকে অলসতার জাল ঘিরে রেখেছে।"

বিদ্বানের মর্যাদা প্রসংগে

ধর্মীয় জ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সমাজ, জাতি তথা দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনে। ভ্রষ্টপথ হতে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। নোংরামী, ভ্রষ্টতা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। তারা দেশের জন্য আলোকবর্তিকা ও মশালরূপে বিবেচিত হন। তাদের সুন্দরতর কৃতকর্মের জন্য আলাদা মূল্যায়নও করা হয়। 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে এ বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে:[687]

ما الفضلُ إلا لأهل العلم انهم + علی الهدی لمن استهد ئی ادلاء

---

[685] মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ 'আলী, আদ দীওয়ান বা'উমদাহ আল- বায়ান (ইন্ডিয়া : কুতুবখানা ইমদাদিয়া, দেওবন্দ, ইউ, পি, তা. বি.), পৃ. ৭৭।

[686] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; ড. 'উমর ফারুক. আল-তাব্বা', দীওয়ান আমীর আল- মু'মিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) (লেবানন : শারিকা দার আল-আরকাম ইবন আবী আরকাম, ১৪১৬/১৯৯৫), পৃ. ২১০। উক্ত শ্লোকগুলো طویل ওজনে নেয়া হয়েছে। গবেষকগণ শ্লোকগুলোর ব্যাপারে 'আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত বলে মন্তব্য করেন।

[687] ড. 'উমার ফারুক. আল-তাব্বা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; তবে মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম রচিত দীওয়ানের ১ম ছত্রে ..... ما الفضل الا এর স্থলে .... لا فضل إلا এর উল্লেখ রয়েছে, পৃ. ৫, শ্লোকদ্বয় ছন্দশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী بسیط ছন্দের ওজনে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

وقدر كل امرئ ما كان يحسنه + وللرجال على الافعال اسماء

"বিদ্বান ব্যতীত মর্যাদা পেতে পারে না। তারা সুপথে অটল থেকে অন্যদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে সক্ষম। প্রত্যেক মানুষের ভাল-মন্দ কাজের উপরই তার মূল্যায়ন হয়। মানুষের কর্মের কারণেই নাম সমুজ্জল হয়ে থাকে।"

অজ্ঞতার অভিশাপ প্রসংগে

অজ্ঞতার অভিশাপ সর্বক্ষেত্রেই স্বীকৃত। অজ্ঞতার কারনে অনেকেই অবমূল্যায়নের পাত্র হয়ে থাকে। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাদের প্রতি আচরণ করা হয়। তারা যেন জীবিত থেকেই পরপারের সাথীদের মত ব্যবহার পাচ্ছে। আলী (রা.)-এর এ জ্ঞান গর্ভ উক্তিটি নিম্নোক্ত শ্লোকে দারুণভাবে শোভা পাচ্ছে:[688]

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله + واجسادُهم قبل القبور قبور

وان امرءً لم يحى بالعلم ميّت + وليس له حتى نشور

"মূর্খ লোকদের মৃত্যু আসার পূর্বেই অজ্ঞতার মাঝে তাদের মৃত্যু হয়। তাদের দেহ কবরে দাফন করার পূর্বই যেন কবরে চলে যায়। জ্ঞানের মাধ্যমে জীবিত না থাকলে সে সত্যিকারে মরদেহ। পুনরুত্থান দিবস অবধি সে প্রাণসহ উঠতে সক্ষম হবে না।"

জ্ঞানের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার মূল্যায়ন সম্পর্কে

জ্ঞানের আধিক্যের কারণে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতার অবস্থা উন্নীত হয়। জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির যাবতীয় কল্যাণ আহরণ করা যায়। আর আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে অকৃজ্ঞতার পথ প্রশস্ত হয়। মাখলূকাতের মধ্যে সবচেয়ে নৈকট্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন নবীগণ; তাই তাঁরা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আর বিধর্মীরা অজ্ঞ থাকার দরুন অকৃতজ্ঞের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। নিম্নোক্ত শ্লোকে 'আলী (রা.) এবিষয়টি স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন:[689]

العلم بالله جماع الشكر + والجهل بالله جماعُ الكفر

"আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই কৃতজ্ঞতার মূল মন্ত্র। আর আল্লাহ সম্পর্কে না জানাই হচ্ছে অকৃজ্ঞতার মূল উৎস।"

সাহচর্যের প্রভাব প্রসঙ্গে

ভাল-মন্দের প্রভাব প্রতিক্রিয়াশীল। নিষ্ঠাবান ও সৎলোকের সাহচর্যে মানুষ সৌন্দর্য ও সম্মান লাভ করে থাকেন। পক্ষান্তরে অসৎ কপট লোকদের সাহচর্যে দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়। বহুল প্রচলিত প্রবাদটি ("সৎ সংগ সর্গবাস, অসৎ সংগ সর্বনাশ") যেন 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল:[690]

ولا تصحب اخا الجهل واياك واياه + فكم من جاهل اردى حكيما حين اخاه

يقاس المرأ بالمرأ اذا هو ما شاه + وللشئ من الشئ مقائيس واشباه

وللقلب على القلب دليل حين يلقاه

---

[688] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮; ড. 'উমার ফারূক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪ । উল্লেখিত শ্লোকগুলো طويل ছন্দের ওজনে এসেছে।

[689] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

[690] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; তবে তারীখ আল-খুলাফা গ্রন্থে একই বিষয়ে কবিতার ছত্রে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন: কবিতার শুরুতেই ولا تصحب এর স্থলে فلا تصحب এবং ২য় ছত্রে اردى حكيما এর স্থলে اردى سليما এর উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রন্থে وللقلب على القلب এর পূর্বে আর একটি পংক্তির (মিসরার) উল্লেখ রয়েছে। সে হিসেবে আমরা উক্ত পংক্তিটি গ্রহণ করলে সম্ভবতঃ উল্লেখিত কবিতায় শ্লোকের পূর্ণতা হিসেবে গণ্য করতে পারি। যেমন: قياس العقل بالعقل اذا ما هو حاذاه + وللقلب على القلب دليل حين يلقاه ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, তারীখ আল-খোলাফা (বৈরূত: দার আল-জায়ল, ১৪১৭/ ১৯৯৭), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

"মূর্খদের সংশ্রবে যাবে না, এর থেকে দূরে থাক ও বেঁচে থাক। অনেক মূর্খব্যক্তি জ্ঞানীদেরকে তাদের সাহচর্যে এনে তাকে বিপথগামী করে ছেড়েছে। যার সাথে চলাফেরা হবে সে তার সমতুল্যই হবে। একটি বস্তু অপরটি পরিমাপ যন্ত্রের মতই হয়। দু'টি ভিন্ন হৃদয় একত্র হলে একের প্রভাবে অন্যে প্রভাবিত হয়।"

চাহিদার পূর্ণতায় জ্ঞান বিকাশ প্রসঙ্গে

নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের পথ পরিক্রমার জন্য প্রয়োজন পাথেয় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এ সুযোগ-সুবিধাগুলো অন্বেষণের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরত। এতে চাহিদার কোন সীমা নেই। প্রয়োজনের তুলনায় চাহিদার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত। মানুষের মাঝে সুস্তজ্ঞান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অন্যতম নি'আমত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে জ্ঞান দ্বারা ভূষিত করাই হচ্ছে চাহিদার পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়া। এ সত্য তত্ত্বটি 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে উত্তমভাবে ফুটে উঠেছে:[691]

وافضل قِسْمِ الله للمرء عقله + فليس من الخيرات شيئ يقاربه

إذا اكمل الرحمن للمرء عقله + فقد كَمُلَتْ اخلاقُه ومارِبه

"মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তম দান হচ্ছে বিবেক বুদ্ধি; উত্তম কোন বস্তু তার সমকক্ষ হয় না। যখন দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জ্ঞানের পূর্ণতা দান করেন তখন বুঝতে হবে যে, তার সমস্ত চরিত্র ও কাংখিত লক্ষ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।"

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অনন্তজীবন লাভ প্রসঙ্গে

বিবেক-বুদ্ধির কারণে মরণশীল মানুষ পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকে। স্বচ্ছ বিবেক প্রশংসার পথ উন্মোচন করে। সঠিক বুদ্ধি স্বল্প হলেও অধিক ভ্রষ্টবুদ্ধির চেয়েও উত্তম। ইবলীস তার অধিক ভ্রষ্টবুদ্ধির কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছিল। 'আলী (রা.)-এর কবিতায় বিষয়টি ফুটে উঠেছে:[692]

يعيش الفتى فى الناس بالعقل انه + على العقل يجرى علمه وتجار به

يزين الفتى فى الناس صحة عقله + وان كان محظورا عليه مكاسبه

يشين الفتى فى الناس قلة عقله + وان كرمت اعراقه ومناصبه

"বুদ্ধির কারণে মানবসমাজে অমর হওয়া যায়। কেননা বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা নির্ভর করে স্বচ্ছ বিবেকের উপর। স্বচ্ছ বিবেক মানুষকে সৌন্দর্যময় করে তোলে যদিও উপার্জনের দ্বারগুলো সীমিত হয়ে আসে। উন্নত বংশ ও মর্যাদাসম্পন্ন সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও বুদ্ধির কারণে কলঙ্কিত হতে হয়।"

প্রকৃত মানবের পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে

পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণীর মত বিচরণশীল মানুষের অভাব নেই, কিন্তু সত্যিকার মানুষ নিরূপণের পরিসংখ্যান খুব কষ্ট এবং সংখ্যায় অতি অল্প। 'আলী (রা.)-এর জ্ঞানের দর্পণে তত্ত্বটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে:[693]

ما اكثر الناس لا بل اَقَلّهم + والله يعلم انى لم اقل فندا

انى لافتح عينى حين افتحها + على كثير ولكن لا ارى احدا

"মানুষের সংখ্যা তো অনেক। নাহ্ বরং খুবই কম। আল্লাহই ভাল জানেন এ ব্যাপারে আমি মিথ্যা বলছি না। চোখ খুললে তো অনেককেই দেখি কিন্তু মানুষ হিসেবে কাউকে পাই না।"

মানুষের শ্রেণী বিন্যাস প্রসঙ্গে

---

691 মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫; ড. 'উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬। উক্ত শ্লোকগুলো ছন্দ শাস্ত্রের طويل ছন্দের ওজনে এসেছে।

692 প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬; ড. 'উমর ফারূক, পৃ. ১৭৬। উক্ত শ্লোকগুলো طويل ছন্দের ওজনে এসেছে।

693 প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৭, ড. 'উমার ফারূক আল-তাব্বা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০, উক্ত শ্লোকগুলো بسيط এর ওজনে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে অনেক কামনা-বাসনার বস্তু রয়েছে। সমসরে সকলের বাসনা পূর্ণ হয় না। নশ্বর পৃথিবীতে সত্যিকারভাবে আশা-আকাংখা পূর্ণতার অবকাশও নেই। আখিরাতের কাসনা বামনা পূর্ণতাই হচ্ছে আসল কাম্য। জ্ঞানগর্ভ এ তথ্যটি 'আলী (রা.)-এর কাব্যে নিম্নরূপ ভাবে শোভা পাচ্ছে:[694]

رُبَّ فتى دنياه موفورة + ليس له من بعدها آخره

وآخر دنياه مذمومة + يتبعها آخرة فاخره

وآخر قد حاز كليتهما + قد جمع الدنيا مع الآخرة

وآخر يحرم كليتهما + ليس له الدنيا ولا الآخرة

"অনেক মানুষ এমন রয়েছে দুনিয়াটা যারা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছে; সেজন্য পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। অন্য একটি দল এমন যাদের জন্য দুনিয়াটা বিস্বাদের, কিন্তু আখিরাতে তারা মর্যাদাসম্পন্ন হবেন। তৃতীয় দল উভয়টিই সঞ্চয় করেছে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বয় করেছে। আর চতুর্থ দলটি দু'টো থেকেই বঞ্চিত। তাদের দুনিয়া ও আখিরাত কিছুই নেই।"

প্রকৃত বন্ধু নির্ণয় পদ্ধতি প্রসঙ্গে

কিছু কিছু এমন বিষয় রয়েছে মানুষ যেগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করতে কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। বাহ্যিক আকার এক রকম, কিন্তু তত্ত্বগত বিষয় তার বিপরীত। শত্রু কিংবা বন্ধু নির্বাচনেও একই ত্রুটির সম্মুখীন হতে হয়। পরের কল্যাণ কামনায় যে উদগ্রীব সে-ই প্রকৃত বন্ধু। প্রয়োজনে নিজে ক্ষতি সহ্য করে হলেও পরের উন্নতির জন্য ব্যস্ত থাকে। জ্ঞানানুসীদের জ্ঞান বিতরণের জন্য 'আলী (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে প্রকৃত বন্ধু নির্বাচনের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন:[695]

إن أخاك الصدق من يسعى معك + ومن يضر نفسه لينفعك

ومن اذا عاين امرا قطعك + شتت فيه شمله ليجمعك

"তোমার কল্যাণে যে সচেষ্ট থাকে সে তোমার খাটি বন্ধু এবং সেও যে, তোমার উপকারের জন্য নিজের ক্ষতি সহ্য করে থাকে। সম্পর্ক ছিন্নের অবস্থা যখন অবলোকন করে তখন সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার দল থেকে তোমার পাশে কি ছুটে আসে?"

কৃত্রিম বন্ধুর পরিচয় প্রসঙ্গে

বন্ধুর পরিচয় যেমন দুষ্কর তেমনি খাটি বন্ধুর বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ সুবিধা আদায়ের পর অনেকেই দূরে সরে যায়। উক্ত জ্ঞানগর্ভ বিষয়টির পরিচয় 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে পরিলক্ষিত হয়:[696]

لم يبق لي مؤنس فيؤنسي + الا أنيسٌ اخافُ من أُنسِه

فاعتزل الناس ما استطعت ولا + تركن إلى من تخاف من دنسه

فالعبد يرجو ما ليس يدركه + والموت ادنى إليه من نفسه

"আমাকে আশ্বস্ত দেয়ার মত কোন সান্ত্বনাদাতা নেই; তবে একজন বন্ধু আছে যার বন্ধুত্বকে ভয় করি। সুতরাং মানুষ থেকে যথাসাধ্য দূরে থাক তার কাছেও ঘেঁয়ো না, কারণ সে খুবই নীচু শ্রেণীর। মানুষের আকাংখা সে দিকেই যা পাওয়ার নয়, অথচ মৃত্যু প্রাণের চেয়েও নিকটে।"

---

694 মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত,পৃ.২৫৭।

695 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০, ড. 'উমার ফারূক. আল-তাব্বা কর্তৃক ব্যাখ্যা গ্রন্থে উক্ত বক্তব্যটির শাব্দিক কিছুটা পরিবর্তন রয়েছে কিন্তু অর্থগতভাবে বড় ধরণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। যেমন : প্রথম চরণের ১ম ছত্রটি নিম্নরূপ: وان اخاك الحق من كان سمحا এবং ২য় চরণের ১ম ছত্র নিম্নরূপ: ومن اذا ريبُ الزمان صدعك পৃ. ১০৫। উক্ত শ্লোকগুলো رجز বাহার এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত। গবেষকগণ উক্ত শ্লোককে 'আলী (রা.)-এর প্রতি প্রক্ষিপ্ত মনে করেন।

696 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭, ড. উমার ফারূক আল-তাব্বা', প্রাগুক্ত,পৃ. ১৯৩। উক্ত শ্লোকদ্বয় منسرح বাহরের অধীনে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সকল প্রত্যাশার মূলোৎপাটনকারী প্রসঙ্গে

প্রতিটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। সকল আশা-আকাংখা পূরণের জন্য যাবতীয় শ্রম ব্যয় করা হয়। অথচ যুগই (মৃত্যু) সকল প্রত্যাশার বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী। 'আলী (রা.) একটি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যা জ্ঞানের একটি নির্ঝরিণীর বহিঃপ্রকাশ মাত্র।[697]

كنا كزوج حمامة فى ايكة + متمتعين بصحة وشباب

دخل الزمان بنا وفرق بيننا + إن الزمان مفرق الاحباب

"আমরা জোড়া কবুতরের মত একটি নিভৃত বাসায় স্বাস্থ্য ও যৌবন নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছিলাম। আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে যুগ এসে বিচ্ছেদ ঘটালো, নিঃসন্দেহে যুগ বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটায়।"

বন্ধু ও শত্রুর সাথে ব্যবহার পদ্ধতি প্রসঙ্গে

চিত্ত বিনোদনের জন্য হলেও অশিক্ষিত লোকদের সাথে হাসি তামাশা পরিহার করা উচিত। কারণ সে অবস্থায় সরলতাকে অন্য খাতে ব্যবহার করে অসম্মানের শিকার হতে হবে। সর্বসাধারণের সাথে এমন আচরণ থেকেও বিরত থাকতে হবে যার পিছনে লজ্জাজনক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে 'আলী (রা.) একটি জ্ঞানগর্ভ মূলনীতি নিরূপণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে:[698]

اصحب خيار الناس تنج سالما + ومن صحب الاشرار يوما سيجرح

واياك يوما ان تمازح جاهلا + فتلقى الذى لا تشتهى حين يمزحُ

ولا تك عريضا يشاتم من دنى + فتشبه كلبا بالسفاهة تُنْبَحُ

"ভাল লোকদের সংশ্রব গ্রহণ করলে অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাবে। দুষ্ট লোকদের সংশ্রব নিলে যে কোন দিন আহত হবেই। মূর্খের সাথে হাসি তামাশা পরিহার কর, কারণ তোমার সাথে সে হাসি ঠাট্টা করলে হয়ত তোমার নিকট অপ্রিয় লাগবে। মানুষের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করবে না যাতে নিকট স্বজনেরাও গালমন্দ করে, তাহলে ঘেউ ঘেউ কারী কুকুরের সমতুল্য মূর্খতায় পর্যবসিত হবে।"

শত্রু ও বন্ধুর বর্ণনা প্রসঙ্গে

বন্ধুর আচরণ যেমন সংবেদনশীল, তেমনি শত্রুর বন্ধুর আচরণও প্রতিক্রিয়াশীল। বন্ধুর সুখ-দুঃখে অংশীদার হওয়াই হচ্ছে সত্যিকারের বন্ধুত্বের নিদর্শন। সুতরাং বন্ধুর বন্ধুকে আপন ও নিকটতম ব্যক্তি মনে করতে হবে, তদ্রূপ বন্ধুর শত্রুকে শত্রু ভাবাই হচ্ছে এর দাবী। দাহইয়া কলবী যখন মু'আবিয়া (রা.)-এর দরবার থেকে 'আলী (রা.)-এর নিকট আসেন তখন তিনি নিম্নোক্ত শ্লোকে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেন ঃ[699]

صديق عدوى داخل فى عداوتى + وانى لمن ودّ الصديق ودود

فلا تقربن منى وانت صديقه + فان الذى بين القلوب بعيد

"আমার শত্রুর বন্ধু আমার অবাধ্য হিসেবে সজাগ থাকত। আমি তো ঐ ব্যক্তির বন্ধু যে আমার বন্ধুর হিতাকাংখী। তাই এমন অবস্থায় শত্রুর বন্ধু হয়ে আমার নিকটে আসবে না, কেননা এ রকম ভালবাসা অন্তরে স্থান দিতে চায় না বরং অনেক দূরে অবস্থান করে।"

লাভের জন্য ত্যাগের বর্ণনা প্রসঙ্গে

আলোর সীমা শেষ হলে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসে এটা যেরূপ ধ্রুব সত্য, তেমনি কষ্ট-ক্লেশের পরও আনন্দ ও সুখের আভা প্রকাশিত হয়। তবে নির্দিষ্ট সীমানা পার হতে হবে; ধৈর্য্য ধরতে হবে। জ্ঞানের এ চিরসত্য বক্তব্যটি 'আলী (রা.)-এর কাব্যে শোভা পাচ্ছে ঃ[700]

---

[697] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০।

[698] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

[699] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩। উক্ত শ্লোকগুলো طويل ছন্দের ওজনে এসেছে।

[700] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩। উক্ত শ্লোকগুলো متقارب ছন্দের ওজনে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

اذا النائبات بلغن المدى + وكادت تذوب لهن المهج

وَحَلَّ البلاءُ وبانَ العزاءُ + فعند التناهى يكونُ الفَرَجُ

"যখন বিপদ চরম সীমায় পৌঁছে এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত (বের) হওয়ার উপক্রম হয়, বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ আসে এবং ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই চূড়ান্ত ভাবে স্বাচ্ছন্দ্য হাতের নাগালে আসে।"

জ্ঞানের সৌন্দর্য প্রসঙ্গে

জ্ঞানের আলো যার ভিতর থাকবে, বাহ্যিক অবয়ব কুৎসিত হলেও জ্ঞানের দ্বারা লাবন্যময় হয়ে উঠে। জ্ঞান অন্বেষণে ক্লান্তির ছাপ প্রবেশ করতে পারে না। তন্ময় ও নিবেদিত প্রাণে সচেষ্ট থাকতে হয়। সত্য-ভদ্র ও শিষ্টাচার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। জ্ঞনের সৌন্দর্য প্রকাশ এবং তা অন্বেষণের আহবানে উৎসাহিত কর 'আলী (রা.) বলেন:[701]

العلم زينٌ فكن للعلم مكتسبا + وكن له طالبا ما عِشْتَ مقتبسًا

واركن إليه وثِق بالله وَغْنِ به + وكن حليما رَصِيْنَ العقل محترسًا

لا تسأمن فاما كنت منهمكا + فى العلم يوما واما كنتَ مُنْغمِسًا

"জ্ঞান হচ্ছে সৌন্দর্য, তাই জ্ঞান অর্জন কর, যতদিন বেঁচে থাকবে তালিবে 'ইলম হিসেবেই থাক। আর তা থেকে উপকারী হও। জ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠ হও, আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ ও তাঁরই সাহায্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন কর। সহিষ্ণু হও, বিজ্ঞ বিদ্যান হও ও নিজকে রক্ষা কর। জ্ঞান অন্বেষায় ক্লান্ত হইও না বরং তন্ময় ও আত্মনিবেদনকারী হও।"

বীরত্ব প্রকাশ প্রসঙ্গে

হিজরী সনে ৬২৮ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বরের দূর্গ জয় করার জন্য অভিযান চালালেন। নিজ হাতে পতাকা নিয়ে "না'ঈম" নামক দূর্গ এবং অপর দু'টি দূর্গ সাআব ইবন মা'আয ও কামূস নিজেই জয় করেন। আবূ বকর (রা.)-কে পতাকা দিয়ে তায়জ ও সুলালান দূর্গ জয় করার জন্য প্রেরণ করলে জয় করা হল না। এরপর 'উমর (রা.)-কে পতাকা দিয়ে পাঠালেন একই অবস্থার পুনরাবৃত্ত ঘটল।
অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘোষণা দিলেন:[702]

لا عطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ، ويحب الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه

"আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করব যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন, তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী নয় তার হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন।"
পরদিন প্রত্যূষে বিশিষ্ট সাহাবীগণ পতাকা পাবার আশায় রয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমতাবস্থায় 'আলী (রা.)-এর নাম ঘোষণা করলেন। চোখের রোগে ভূগছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুখের লালা লাগিয়ে দেয়ায় প্রশমিত হয়। পতাকা পাওয়ার আনন্দে 'আলী (রা.) ব্যাকুল হয়ে বলে ফেললেন:[703]

ستشهد لى بالكر والطعن راية + حبانى بها الطهر النبى المهذب

وتعلم انى فى الحروب اذا التظت + بنيرانها الليث الهموس المجرب

ومثلى لا الهلول فى مفظعاته + وقل له الجيشُ الخميس العطبطب

وقد علم الاحياء انى زعيمها + وانى لدى الحرب العذيق المرجب

---

[701] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫; ড. 'উমার ফারূক কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত গ্রন্থে শাব্দিক পরিবর্তন রয়েছে। ২য় ছত্রের ২য় পংক্তিটি নিম্নরূপ: وكن حليما رزين العقل محترسا এবং ২য় ছত্রের ১ম পংক্তিতে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়: لا تسأمن এর স্থলে ......لا تأسن , পৃ. ১৯১। উক্ত শ্লোকগুলো بسيط ছন্দের অন্তর্গত।

[702] ইবন 'আব্দ আল-বার, আল ইস্তী'আ'ব ফী মা'রিফাহ্ আল-আসহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

[703] মুফতী মাওলানা মোঃ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; তবে উক্ত গ্রন্থের উল্লেখিত কবিতার দ্বিতীয় লাইনের ২য় পংক্তিতে الهموس المجرب এর স্থলে الهموس المرحب এবং ২য় লাইনের ২য় পংক্তিতে وقل له এর স্থলে وفلّ له লেখা আছে। উক্ত শ্লোকগুলো طويل এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"আমার বর্শা চালনা ও হামলার ব্যাপারে সেই পতাকাই সাক্ষ্য দেবে যা আমাকে প্রদান করেছেন সুশীল পুতঃপবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার মত বীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে রক্ষা হবে পঞ্চস্তম্ভ।[704] সেনাদলের শক্তি খর্ব হয়ে যায়। গোত্রদল সবাই জানে আমিই তাদের নেতা, ফলদার বৃক্ষের মত আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফলদান করি (যুদ্ধে জয়ী হই)।"

গৌরব গাঁথা প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা হিসেবে 'আলী (রা.) খুবই গর্বিত। এমনকি মুহাম্মাদ (সা.)-এর দৌহিত্রদেরকে নিয়ে গৌরব করতে কসুর করেননি। বিরূপ পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রচারিত দীনের প্রতি আস্থা অর্জন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আকীদা ঈমানের আলো গ্রহণ করে ধণ্য হয়েছেন।'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে এর ভাব চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে:[705]

انا اخوالمصطفى لاشك فى نسبى + معه رُبِّيتُ وسبطاه هما ولدى

جدى وجد رسول الله متحد + وفاطم زوجتى لاقول ذى فند

صدقته وجميع الناس فى ظلم + من الضلالة والاشراك والنكد

الحمد لله فردا لا شريك له + البر بالعبد والباقى بلا امد

"নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে, আমি মুস্তফা (সা.)-এর ভাই। তিনি আমারই বংশের সদস্য। আমি তার অধীনে প্রতিপালিত হয়েছি। তাঁর দৌহিত্রদ্বয় আমার সন্তান, আমার দাদা আর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দাদা একই ব্যক্তি। আর ফাতিমা (রা.) আমার সহধর্মিনী এটা কোন মিথ্যুকের দাবী নয়। আমি তাঁকে সে সময় সমর্থন করেছি যখন মানুষ শিরক, কলুষতা ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। সুতরাং প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার যিনি এক ও অদ্বিতীয়, নেই কোন শরীক তাঁর। যিনি অনন্ত অসীম এবং বান্দার প্রতি অনুগ্রহকারী।"

সিফ্ফীনের যুদ্ধে আমীরে মু'আবিয়া (রা.)-কে অন্বেষণ এবং দীন দুনিয়ার মর্যাদা ও গৌরবের কথা উল্লেখ করে বলেন:[706]

انا على فاسئلونى تخبروا + ثم ابرزولى فى الوغا وادبروا

سيفى حسام وسنانى يزهر + منا النبى الطاهر المطهر

وحمزة الخير وتربى جعفر + له جناح فى الجنان

وفاطم عرسى وفيها مفخر + هذا لهذا وابن هند مجحر

مذبذب مطرد مؤخر

"আমি 'আলী! আমাকে জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর পাবে। যুদ্ধে সামনে আস, তরবারীর চালনায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছু হুটবে। আমার তরবারী তীক্ষ্ম ও বর্শার অগ্রভাগ চাকচিক্যময়। আমাদের বংশেই নবী যিনি তাহির ও মুতাহ্হার। আমাদের বংশে রয়েছেন শার্দুল হামযা ও সমবয়সী জা'ফর, যাদের জন্য জান্নাতে রয়েছে সবুজ পাখা। আর ফাতিমা (রা.) আমার স্ত্রী এটাই আমার গৌরব। আর হিন্দের বংশে (মু'আবিয়া রাা.) সে তো গোপন গর্তে অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী।

---

[704] রণকৌশল নীতি হচ্ছে যুদ্ধ অভিযানে বের হলে সেনাদলকে বিভিন্ন প্লাটুনে বিভক্ত করা। এতে বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়। প্লাটুন গুলো হচ্ছে: المقدمه ' القلب ' الميمنه ' الميسره ' الساقه ড. 'উমার ফারুক আত্তাবা', প্রাগুক্ত, (পাদটীকা সহ), পৃ. ২৭। উক্ত শ্লোকগুলো طويل ছন্দের ওজনে এসেছে।

[705] ড. 'উমার ফারুক আত্তাব্বা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪; মাওঃ মুফতী মাওলানা মোঃ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮। উক্ত শ্লোকগুলো بسيط ছন্দের ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

[706] মুফতী মাওলানা মোঃ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১ ; ড. 'উমর ফারুক' প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২। উক্ত গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ২য় চরণে ثم ابرزوى এর স্থলে ثم ابرزوا الى الوغى এবং ৩য় লাইনের ১ম স্থলে وحمزة الخير وترى جعفر এর স্থলে وحمزة الخير وصنوى جعفر উল্লেখ রয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিই কাছাকাছি। উক্ত শ্লোকগুলো رجز ছন্দের ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে

খলীফাতুল মুসলিমীন আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা.) বিভিন্ন বিষয়ের প্রশংসা সুনিপূণভাবে করেছেন যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হল। আহলে বাইতের প্রশংসায় তিনি বলেন:[707]

قد يعلم الناس انا خيرهم نسبا + ونحن افخرهم بيتا اذا فخروا

رهط النبى وهم ماوى كرامته + وناصروا الدين والمنصورُ من نصروا

والارض تعلم انا خير ساكنها + كما به تشهد البطحاء والمدر

والبيت ذو الستر لو شاء يحدثهم + نادى بذالك ركن البيت والحجرُ

"লোকেরা জানে বংশ লতিকায় আমি সবার শ্রেষ্ঠ, মানুষ যখন বংশ সূত্রে অহংকার করে তখন আমরাই দাবীদার। আমরা নবীর জামাতের এবং এ সমস্ত লোকই নবীর মর্যাদার কেন্দ্রস্থল। সাহায্য-সহযোগিতা যারা করেছেন আমরা-ই সে দলের। পৃথিবী জানে আমরা সেরা অধিবাসী, আর এ সাক্ষাৎ দিবে মক্কা ও আশে-পাশের গ্রামগুলো। লোকজন যদি এ গিলাফ ঘেরা ঘরের সাথে কথা বলতে চায় তাহলে যেন জড় পদার্থ কৃষ্ণ পাথর ও কাবার স্তম্ভকে আহবান করে।"

বর্ণনামূলক কবিতা প্রসঙ্গে

প্রাক ইসলামী যুগের কবিতায় সমাজ, পরিবেশ এমনকি নিজের বাহনের গুণগান প্রভৃতি বর্ণনা পাওয়া যায়। যা পাঠক মনে আবেগ সৃষ্টি হয়, তাতে আরও থাকে রূপক বর্ণনার সংমিশ্রণ যা চিত্তাকর্ষকের পানে পৌছে দেয়। আমীরুল মু'মিনীনের নিম্নোক্ত কবিতা একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে:[708]

السيف والخنجر يحا ننا + اف على النرجس والاس

شرابنا من دم اعدائنا + وكاسنا جمجمة الراس

মোদের সুগন্ধিদ্রব্য অসি ও খঞ্জর
অনীহা নার্গিস ও গোলাপের পর।
আমাদের পানীয় যে শত্রু রুধির
পানপাত্র শত্রু করোটির।[709]

খন্দক যুদ্ধে 'আমর নামক শত্রুর মোকাবিলায় ব্যবহৃত তরবারীর গুণাগুণ প্রসঙ্গে 'আলী (রা.) বলেন ঃ[710]

يا عمر ويحك قد اتاك مجيب صوتك غير عاجز + ذو نية وبصيرة والحق منجى كل فائز

ولقد دعوت إلى البراز فتى يجيب إلى المبارز + يعليك ابيض صارما كالملح حتقا للمناجز

"হে 'আমর! তোমার প্রতি আজ আক্ষেপ হয়, কারণ তোমার আহবানে সেই সাড়া দিল যিনি অক্ষম নয়, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অন্তর্দৃষ্টিময় লোক। আর আল্লাহপাক সর্বকাজে তাদেরকে সাফল্যদান করেন। তুমি মোকাবিলার জন্য এমন ব্যক্তিকে আহবান করলে যে তোমার আহবানে সাড়া দেয় এমন ঝলমলে তরবারী নিয়ে যা নিমিশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লবন যেমন তার আঘাসীর মৃত্যু ঘটায় তদ্রূপ তরবারী এত তীক্ষ্ম ধারালো যা মুহূর্তেই কার্য সম্পাদন করে।"

ভর্ৎসনা মূলক কবিতা প্রসঙ্গে

'আরবদের কবিতায় ভর্ৎসনা বিষয়ক বর্ণনা রয়েছে। প্রতিপক্ষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কীর্তিকলাপের কারণে মুলতঃ এ কবিতার ব্যবহার। আমরা এ বিষয়টি তাঁর কবিতায় পাই। উক্ত কবিতায় সিফফীন যুদ্ধে নিহত আবূ সুফয়ানের কৃতদাস আহমারের হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হওয়ার পর 'আলী (রা.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কবিতাটি রচিত হয়।[711]

---

[707] মুফতী মাওলানা মোঃ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১; ড. 'উমার ফারূক' প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩। উক্ত শ্লোকগুলো بسيط ছন্দের ওজনে এসেছে।

[708] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

[709] ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

[710] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।

[711] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০, ড. 'উমার ফারূক, পৃ. ৮৮। শ্লোকগুলো رمل ছন্দে প্রতিষ্ঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

لهف نفسى وقليل ما اسر + بما اصاب الناس من خير وشر

لم ارد فى يوما حربهم + وهم الساعون فى الشر الشمر

"আফসোস আমার উপর, আমি আনন্দিত কমই হই এ কারণে যে, মানুষের নিকট ভাল-মন্দের স্বাদ পৌঁছে গেছে, তাদের সাথে কখনও আমি যুদ্ধ করতে চাইনি, তারা চরম অন্যায় ও অরাজকতার মধ্যে ডুবে রয়েছে।"

লজ্জা মানুষের ভূষণ। যার অনুপস্থিতি মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। পদে পদে ভর্ৎসনার সম্মুখীন হয়। নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে ভর্ৎসনার বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ রয়েছে:[712]

النار اهون من ركوب العار + والعار يدخل اهله فى النار

والعار فتى رجل يبيت وجاره + طاوى الحشا متمزق الاطمار

والعار فى هضم الضعيف وظلمه + واقامة الاخيار بالاشرار

والعار ان يجدى عليك صنيجة + فتكون عندك سهلة المقدار

العار فى رجل يحيد عن العدى + وعلى القرابة كالهزبر الضارى

والعار ان تلك فى الانام مقدما + وتكون فى الهيجا من الفرار

"লজ্জার বহন থেকে আগুন বহন অতি সহজ, কোন কোন লজ্জাবহনকারীকে লজ্জা জাহান্নামে ঠেলে দেয়। লজ্জা সে ব্যক্তির, যে রজনী কাটায় আনন্দে আর প্রতিবেশী অনাহারেও ছিন্ন কাপড়ে জীবন অতিবাহিত করে। দুর্বলকে যে শোষণ করে আর দুষ্টকে যে লালন করে তার বিষয়টিও লজ্জাজনক। কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকলে তাকে তুচ্ছ মনে করাটাও লজ্জা ভর্ৎসনার কারণ হয়ে দাড়ায়। শত্রুদেরকে এড়িয়ে চলার নীতি এবং আত্মীয়দের প্রতি শিকারী বাঘের মত হামলানীতিও লজ্জার দিকে ঠেলে দেয়। আর এটাও বড় লজ্জার কথা- হচ্ছে, লোক সমাজে অগ্রভাগে থাক আর যুদ্ধ শুরু হলে ভেগে যাও।"

শোকগাঁথা প্রসঙ্গে

আত্মীয়তার বিরহ বিচ্ছেদ তথা স্বজনহারার বেদনা থেকেই মূলতঃ শোকগাঁথার উৎপত্তি হয়। মৃত ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ড, গুণাবলী ও জীবনের বিভিন্ন অংশ নিয়ে এতে আলোচনা হয়। আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.)-এর কবিতায় উক্ত বিষয়গুলোর বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিয়োগ ব্যাথায় তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্ত করেন:[713]

أمن بعد تكفين النبى ودفنه + باثوابه اسى على هالك ثوى

رزينا رسول الله فينا فلن نرى + بذلك عديلا ما حيينا من الردى

وكان لنا كالحصن من دون اهله + له معقل حرز حرير من العدى

وكنا بمراه نرى النورَ والهدى + صباحا مساءً راحَ فينا او اغتدى

لقد غشيتنا ظلمة بعد موته + نهارا فقد زادت على ظلمة الدجى

فياخير من ضم الجوانح والحشا + وياخير ميت ضمه التربُ والثرى

كان امور الناس بعدك ضمنت + سفينة موج رسول الله اذ قيل قد مضى

فقد نزلت بالمسلمين مصيبة + كصدع لا شعب للصدع فى الصفا

ولن يجبر العظم الذى منهم وهى + فلن يستقيل الناس تلك مصيبة

---

[712] ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯ ; মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১-৬২। শ্লোকগুলো كامل ছন্দের অন্তর্গত।

[713] মুফতী মাওলানা মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৪৩ তবে ড. উমর ফারূকের' সংকলিত দীওয়ানের প্রথম লাইনের ২য় ছত্রে ..... باثوابه এর স্থলে نعيش بالاء ونفتح للسلوى লেখাটির উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া ২য় ছত্রের পুরোটাই হেরফের রয়েছে- যেমন : رزئنا رسول الله حقا فلن نرى + بذالك عديلا ما حيينا من الورى এভাবে আরও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পৃ. ১৯-২০। শ্লোকগুলো طويل ছন্দের অন্তর্গত।

Dhaka University Institutional Repository

وفى كل وقت للصلوة يهيجه + وبلال ويدعوا باسمه كلما دعى
ويطلب اقوامُ مواريث هالك + وفينا مواريث النبوة والهدى

পরিহিত জামাসহ দাফনান্তে নবী করীমের
ভূশায়িত করেও কি মর্মাহত হব না শোকের ?
আমরা রাসূল শোকে এতোই ব্যথিত মুহ্যমান
জীবনে পাবো না দুঃখ এ দুঃখ সমান।
তিনি আমাদের জন্য ছিলেন যে দুর্গ দুর্জয়
শত্রুর সামনে যা হতো দৃঢ় শক্ত আশ্রয়।
আমরা তাঁর
দর্শনে পেতাম নূরের হিদায়াত আর
যখন সকাল-সন্ধ্যা সম্মানিত উপস্থিতি
আমাদের মধ্যে ছিল তাঁর
তাঁর ওফাতের পর (আলোকিত) দিনের বেলায়
সর্বগ্রাসী অন্ধকার করেছে আচ্ছন্ন দুনিয়ার
রাতের আঁধার করে ঘনীভূত ঘোর তমাসায় !
হে পাঁজর অস্ত্রধারী লোকদের শ্রেষ্ঠতম, আর
মাটি ও কাদার তলে এ জীবন অতিক্রান্ত শ্রেষ্ঠ সবার
সিন্দুর উত্তলে ঢেউয়ে নিপতিত এমন নৌকায়
মানুষের কর্মক্ষেত্র তরঙ্গে আকাশ ছোঁয়া (হায়!)
যদিও প্রশস্ত ছিল, সংকীর্ণ হয়েছে যমীন
রাসূলের ইন্তেকাল : ঘোষণায় বিদায়ের দিন।
পাষাণে ফাটল যেন- বিপন্ন হলো মুসলমান
লাগবে না জোড়া আর (সে যে ভেঙে যাবে খান খান।)
মানব সন্মান ভাবতে পারে না তুচ্ছ এ বিপর্যয়
তাদের দীর্ণ অস্থি জোড়া দেয়া যাবেনা নিশ্চয়।
আর
প্রতি নামাযের কালে চাঙ্গা করে মুসীবত সেই
হযরত বেলাল তাঁর নাম ধরে ডেকে ওঠে যেই,
সে যখন ডেকে চলে (মুসল্লীকে) আযানের সূরে
সে ডাকছে তাঁর নাম ধরে।[714]
মানুষ মীরাস চায় ফেলে যাওয়া মৃতজনের
আমাদের মীরাস এ নবুওয়ত ও হিদায়াতের।[715]

সময়ানুবর্তিতা প্রসঙ্গে

কাজ সম্পাদনের জন্য সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। যথাসময়ে কাজটি না করা হলে অনেক খেসারত দিতে হয়। এমনকি অতীত সময়ের জন্যও আক্ষেপ করতে হয় অথচ যা কাম্য নয়। তাই সৎকর্ম যথাসম্ভব দ্রুত সম্পাদন করা উচিৎ। অপকর্মেও পুনরাবৃত্তি থেকে দৃঢ় প্রত্যয়ে বিরত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে দিক নির্দেশনা হিসেবে 'আলী (রা.) বলেন:[716]

---

[714] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর বিলাল (রা.) শোকাভিভূত হয়ে সিরিয়া চলে যান। একদা স্বপ্নে নবী (স.) এর আহবানে মদীনায় আসেন। তখন ফাতিমা (রা.) এর ওফাত হয়েছিল। বিলাল (রা.) আকুল হয়ে ক্রন্দন করে বললেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কলিজার টুকরা! আপনি তো সবার আগেই আপন পিতার সাথে মিলিত হয়েছেন। মদীনাবাসী আযান শুনার জন্য পীড়াপীড়ি করলে আযান শুরু করেন। اشهد ان محمد رسول الله ফাতেই বেহুশ হয়ে গেলেন। উপস্থিত সাহাবাগণ কান্নাকাটি করলেন। এ কাব্যাংশটি এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করছে। বিলাল (রা.) পরে সিরিয়া চলে যান।

[715] মো: ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪৩।

[716] ড. 'উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০ ; মুফতী মাওলানা মো: ইব্রাহীম, পৃ. ২০৩। শ্লোকগুলো طويل ছন্দের অন্তর্গত।

Dhaka University Institutional Repository

مضى امسك الباقى شهيدا معدلا + واصبحت فى يوم عليك شهيد

فان كنت بالامس اقترفت اساءة + فثن باحسان وانت حميد

ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد + لعل غدا يأتى وانت فقيد

ويومك ان عاتبته عاد نفعه + اليك وماضى الامس لا يعود

"তোমার বিগত যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তোমার সত্য সাক্ষী হয়ে রয়েছে। আর তুমি এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছ তাও তোমার জন্য সাক্ষী হিসেবে দাড়িয়ে আছে। বিগত দিনে যদি অপকর্ম করে থাক তাহলে তুমি দ্বিতীয়বারে সৎকর্ম করে প্রশংসিত হও। আগামীকালের জন্য কোন কাজ বিলম্বিত করবে না, হয়ত আগামীকাল আসবে আর তুমি মৃত্যুর কোলে থাকবে। যদি আজ তুমি নিজের প্রবৃত্তিকে ভর্ৎসনা কর তাহলে তার উপকার তোমার দিকেই ফিরে আসবে, তবে অতীত আর ফিরে আসার নয়।"

জনসেবায় মর্যাদা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

জনগণের সেবায় নিজের মান সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পরের কারণে স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া একমাত্র মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব। সময়ের প্রয়োজনে নিজের জীবন ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। 'আলী (রা.) নিজেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হিজরতের সময়। তিনি গর্ব করে বলতেন:[717]

وقيت بنفسى خير من وطئ الحصى + ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر

رسول إله الخلق اذ مكروا به + فنجاه ذو الطول الكريم من المكر

وبت اراعيهم متى ينشروننى + وقد وطنت نفسى على القتل والاسر

"আমি নিজেই ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করেছি যিনি ঐ লোকদের চেয়ে অতি উত্তম যারা পাথর কুচি করেছে। এবং যিনি পুরাতন ঘর ও কৃষ্ণ পাথর প্রদক্ষিণ করেছেন। আল্লাহর রাসূলের সাথে তারা প্রতারণা করেছিল আর আল্লাহ্ মেহেরবান তাঁকে ঐ প্রতারণা থেকে রক্ষা করলেন। আমি এমন অবস্থায় নিশীরাত কাটালাম কখন রক্ষীবাহিনী আমার উপর চড়াও হয় আর আমি নিহত ও শৃংখলিত হতে প্রস্তুত ছিলাম।"

ঐতিহাসিক বর্ণনা প্রসঙ্গে

'আলী (রা.)-এর কবিতায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও স্থান পেয়েছে। যেমন মসজিদে নববির ভিত্তি স্থাপন মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। মসজিদ আবাদের ইতিহাসও উল্লেখ করেন এবং মসজিদের স্থানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তিনি বলেন:[718]

لا يستوى من يعمر المساجد + ومن يبيت راكعا وساجدا

يدأب فيها قائما وقاعدا + ومن يكر هكذا معاندا

ومن يرى عن الغبار حائدا

"শত্রুতাবশতঃ পিছু হটে যুদ্ধ থেকে যারা এড়িয়ে চলে তারা তো সমান নয়, যারা মসজিদ আবাদ করে রুকু সিজদায় রজনী কাটিয়ে দেয়, নামাজ পড়ার কষ্ট সহ্য করে দাড়িয়ে কিংবা বসে মসজিদে থাকে।"

এমনিভাবে নবী হুদ (আ.)-এর সম্পর্কেও তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। আবূ তুফায়ল 'আমির ইবন ওয়াছিলা বলেন- একদা আমি 'আলী (রা.)-কে হাজরামউত এর জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি যে, হাজরামউতের অমুক

---

[717] ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১ ; মুফতী মাওলানা মো: ইব্রাহীম, পৃ. ২৭২। শ্লোকগুলো طويل ছন্দের অন্তর্গত।

[718] মুফতী মাওলানা মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫ উক্ত বয়তটি সীরাত ইবন হিশামে এভাবে রয়েছে- لا يستوى من يعمر المساجد + يدأب فيه قائما وقاعدا দ্র. ইবন হিশাম, আল-সীরাহ আল-নবভিয়্যাহ্ (সৌদী আরব: দার আল-মুগনী, ১৪২০/১৯৯৯),১ম প্রকাশ,পৃ. ৪৯৩। ড. 'উমার ফারূক-এর দীওয়ানে ২য় লাইনের ১ম ছত্রে يدأب فيها راكعا و ساجدا উল্লেখ রয়েছে এবং মুফতী ইব্রাহীম ও মুখতার আলী ইবন মুহাম্মদ আলী রচিত আল-দীওয়ান বা'উমদাত আল-বায়ান নামক গ্রন্থে ৩য় লাইনের শুধুমাত্র ২য় ছত্র প্রকাশ করেছে। প্রথমটি হয়ত তাদের নাগালে ছিল না, আমরা ড. উমার ফারূকের দীওয়ানে ৫৯নং পৃষ্ঠায় ৩য় লাইনের পূর্নাঙ্গ পংক্তি খুজে পাই।

যেমন: ومن يرى الغبار حائدا + وقائما طورا وطورا قاعدا । শ্লোকগুলো رجز ছন্দের অন্তর্গত।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানে ঘন বনজঙ্গল রয়েছে তুমি কি চিন? ব্যক্তিটি উত্তরে হাঁ বললেন। 'আলী (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন অমুক স্থানে এই এই জিনিস রয়েছে তুমি কি পরিচিত আছ? ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করল হে আমীরুল মুমিনীন ব্যাপারটি কি একটু খুলে বলুনতো। 'আলী (রা.) বললেন হাজরামাউতের অমুক স্থানে হুদ (আ.)-এর কবর রয়েছে। তাঁর কবরের শিঁউরে একটি বৃক্ষ রয়েছে যা থেকে রক্ত ঝরে একথা বলে নিম্নোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন:[719]

عصت عاد رسولهم ، فاسوا + عطاشا ما تبلهم السماء

"আদ জাতি তাদের রাসূলের বিরোধীতার ফলে এমন পিপাষার্ত হয়েছে যে, তাদের জন্য আকাশ আর বারি বর্ষণ করে নি।"

প্রেম মূলক বর্ণনা প্রসঙ্গে

'আরবী কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু সমূহের মধ্যে একটি হল প্রেম- প্রীতি বিষয়ক কবিতা। প্রাক ইসলামী যুগের কবিতায় প্রেমাসক্তির বর্ণনা, প্রেয়সীকে উত্তেজিত করা কিংবা প্রেমিকা অন্তরে আত্মসম্মান বোধের বীজ বপনের জন্য উক্ত বিষয়ে ব্যবহার লক্ষনীয়। 'আলী (রা.)-এর কবিতা এ ধরনের বিষয় থেকে ভিন্ন। বরং সত্যিকার প্রেমিক কে হবে ও অসতী ছলনাময়ী নারীকে জানার পদ্ধতি কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

সতী নারীর উপভোগের মাধ্যমে ধর্মের অর্ধেক অংশ পূর্ণ হয় এবং নিশ্চিন্ত মনে যাবতীয় কাজ কর্ম আঞ্জামদানে সমর্থ হয়। এ সম্পর্কে 'আলী (রা.) বলেন:[720]

افلح من كان له مزخّه + يزُخُّها ثم ينام فخّه

"ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যার রয়েছে স্ত্রী, সহবাস করে (নিশ্চিন্ত মনে) নাক ডেকে ঘুমায়।"

অসতী নারীর মেকীভাব জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট আলোর ন্যায় প্রকাশ পায়। তাদের চঞ্চলমতি স্বভাবের প্রতি অন্ধ ভাবে আকৃষ্ট যেন না হয় সে দিকে সতর্ক করে 'আলী (রা.) বলেন:[721]

دع ذكر هن فما لهن وفاء + ريح الصبا وعهود هُنّ سواء

يكسرن قلبك ثم لا يجبرنه + وقلوبهن من الوفاء خلاءُ

"ঐ সমস্ত রমনীদের আলোচনা বাদ দাও, যারা ওয়াদা রক্ষা করে না। তাদের অংগীকার যেন প্রভাতের সমীরনের ন্যায়। তারা তোমার হৃদয় ভেঙ্গে দিবে, জোড়া আর লাগবে না। তাদের হৃদয় বিশ্বাস থেকে একেবারে শূন্য।"

অবাধ্য স্ত্রীকে বসে আনার কলা-কৌশলের সফল প্রয়োগ ব্যর্থ হলে পরিস্থিতিই তাকে বিচ্ছেদ হতে বাধ্য করবে এ নিয়ে মাথা ঘামানো বিফল। এ প্রসংগে 'আলী (রা.) বলেন:[722]

الى كم يكون العذلُ فى كل ليلة + لما لا تملين القطيعة والهجرا

رويدك ان الدهر فيه كفاية + لتفريق ذات البين فانتظرى الدهرا

প্রতিয়াতে এ গঞ্জনা কতোদিন আর
জ্বালিয়ে দাওনা কেন অমিল ও বিচ্ছেদ দু'জনার?
তিষ্টক্ষণকাল
ছেদ রেখা টেনে দেবে যুগ: পরম্পর
তাই, একটু সবর।[723]

দুষ্টের দমন প্রসঙ্গে

'আলী (রা.) এর খিলাফত লাভের পর 'আব্দুল্লাহ্ ইবন সাবার ষড়যন্ত্রের দ্বার আরও প্রসারিত হলো। মু'আবিআ (রা.) এর সাথে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিল। 'আলী (রা.) এর অনুসারীদের মাঝে তাঁর অতিভক্তি, অস্বাভাবিক ভালবাসা, অলৌকিক বিশ্বাসের কথা ছড়িয়ে দিল। এ কথাও বলে বেড়াত যে, পৃথিবীতে 'আলী (রা.) হলেন আল্লাহর প্রতিভূ, তাঁর মধ্যে

---

[719] আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবীল আল-খাত্তাব আল কুরাশী, "জামহারাহ আশ'আর আল-'আরব" (বৈরূত : দায় আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১২/১৯৯২), পৃ. ৪১।

[720] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

[721] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ ; ড. 'উমার ফাল্লক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬। শ্লোকগুলো كامل ছন্দের অন্তর্গত।

[722] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭।

[723] মো: ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর রূহ সমাসীন রয়েছে। 'আলী (রা.) তাদেরকে তওবার আহবান জানালে অস্বীকার করায় তাদেরকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া হয়। যেমন কবিতায় উল্লেখ রয়েছে:[724]

لما رأيتُ الامر امرا + اوقدتُ ناراً ودعوت قنبرا

ثم احتفرتُ حفرا و حفرا + وقنبرُ يحْطمُ حطماً منكراً

"যখন আমি ব্যাপারটি অত্যন্ত ভয়ংকর দেখলাম তখন আমার (কৃতদাস) কাম্বরকে আগুন প্রজ্বলিত করার জন্য আদেশ দিলাম। আমি কয়েকটি গর্ত খুড়েছিলাম আর কাম্বর সে গর্তে নির্মমভাবে তাদেরকে ফেলে দেয়"।

অনিবার্য মৃত্যু প্রসঙ্গে

মানুষ মরণশীল। এ দুনিয়ায় ধনী দরিদ্র, রাজা-বাদশাহ, নবী-অলী সবাই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছেন। মৃত্যুর হাত হতে ক্ষণিকের জন্য দূরে থাকলেও একদিন সে মৃত্যুর নাগাল পাবেই। কারো প্রয়োজন পূরণের জন্য মৃত অবকাশ দেয়নি। 'আলী (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে:[725]

الموت لا والدا يبقى ولا ولداً + هذا السبيل إلى ان لا ترى احداً

كان النبى ولم يخلد لا مته + لوخلّد الله خلقا قبله خلدا

للموت فينا سهام غير خاطئة + من فاته اليوم سهم لم يفته غداً

"মৃত্যু পিতা-পুত্র কাউকে ছাড়ে না, এমন নিয়ম আর কোথাও নেই। নবীও ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর উম্মতের জন্য থাকেননি। আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে কাউকে স্থায়ী রাখলে তিনি অবশ্যই থাকতেন। মৃত্যুর তীর আমাদের জন্য কখনও লক্ষ্যচ্যুত হবে না, আজ ভ্রষ্ট হলে কাল অবশ্যই আসবে।"

অবসরে বিনোদন প্রসঙ্গে কবিতা

অবসর জীবন যাপন মানুষের জন্য একটি কর্মক্ষম সুযোগ। কারণ দুনিয়ার জীবন ঈমানদারদের জন্য অবসর জীবন হতে পারে না। দুনিয়া একটি সুন্দর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্থান। চিন্তার ভিন্নতায় অনেকেই গান-বাজনা নৃত্য প্রভৃতিকে অবসরের নিত্য সাথী মনে করে, কেউবা আবার উক্ত সময়টিকে নফল 'ইবাদাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রয়াসী হয়। 'আলী (রা.) এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো অবসরকালীন কর্মসূচী বাতলিয়ে দিচ্ছে:[726]

اغتنم ركعتين زلفى الى الله + اذا كنت فارغاً مستريحا

واذا هممت بالقول فى البا + طل فاجعل مكانه التسبيحا

"অবসরে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করাকে ভাগ্যবান মনে কর। নিরর্থক কথা না বলে তাসবীহ পাঠ কর।"

---

[724] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, পৃ. ২৮০, ড. 'উমর ফারূকের দীওয়ানে ১ম লাইনের ২য় ছত্রে শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে যেমন: ... اوقدتُ ناراً এর স্থলে احججتُ نارى ودعوتُ قنبراً পৃ. ১৮৫। শ্লোকগুলো رجز ছন্দের অন্তর্গত।

[725] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭; ড. 'উমর ফারূক আততাবা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯। শ্লোকগুলো بسيط ছন্দের অন্তর্গত।

[726] মুফতী মাওলানা মোঃ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতার বিষয়বস্তু

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় স্বাতন্ত্র্যবোধ রয়েছে। সকল কিছুতেই স্বাভাবিকতা বজায় রাখা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এজন্য শ্রম ব্যতীত যা মুখে এসে যেত তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। কবি নাবিঘা বা আল-আ'শা-এর ন্যায় কবিতাকে সুন্দর করার জন্য অহেতুক পরিশ্রম করতেন না।
তিনি যে স্বভাব কবি ছিলেন নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে তার ইংগিত বহন করে:[727]

لا اسرقُ الشعراءَ ما نطقوا + بل لا يوافقُ شعرهم شعرى

"কবিরা যা বলছেন তা থেকে আমি চুরি করি না (তাদের পথ অনুসরণ করি না)। সে জন্য তাদের কবিতা ও আমার কবিতায় মিল নেই।"
একদা কবি কা'ব ইব্‌ন যুহায়র (রা.) একটি শ্লোকে গর্ব করে বললেন: কা'বের মৃত্যুর পর ছন্দ ও অন্ত্যমিলের কি দশা হবে? শ্লোকটি শোনার সাথে সাথে তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি শাম্মাখ-এর ভাই তমরূয বলে উঠলেন:[728]

فلست كحسان بن ثابت + ولست كشماخ ولا كلمخبل

"আপনি ছাবিত তনয় হাস্‌সানের মত নন এবং শাম্মাখ ও মুখবিলের অনুরূপ নন।"
যে সব উপাদানে কাব্য জগত সৃজিত সেগুলো কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় বিদ্যমান। গবেষক ইব্‌ন রাশীক বলেন, কবিতার উপাদান নিম্নরূপ:[729]

قواعد الشعر اربعة : الرغبة والرهبة والطرب والغضب

"কবিতার বুনিয়াদ চারটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। কামনা, ভয়ভীতি, বিনোদন, ক্রোধ।" "কামনা"-এর মাধ্যমে প্রশংসা গীতি ও কৃতজ্ঞতা সূচক কবিতার অবতারণা হয়। "ভয়ভীতি"-এর মাধ্যমে কৈফিয়ত ও সহানুভূতি সূচক কবিতার অবতারণা হয়। "বিনোদন"-এর মাধ্যমে প্রেমমূলক কবিতার এবং "ক্রোধ"-এর মাধ্যমে ব্যঙ্গ-ভর্ৎসনামূলক কবিতার অবতারণা হয়। হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) মুখাদরামীন কবিদের মধ্যে অন্যতম।[730] ড. শাওকী বলেন[731]

وكان في الطرف المقابل حسان و كعب وابن رواحة و حسان اشعر الثلاثه

"প্রতিপক্ষের দলে হাস্‌সান,কা'ব ও ইব্‌ন রাওয়াহা ছিলেন। এদের তিনজনের মধ্যে কবি হাস্‌সান শ্রেষ্ঠ।"
মুখাদরামীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁর কবিতা দু'টি সমান্তরালে বিভক্ত। জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবিতা। তাঁর কাব্যগুলো ভিন্নধর্মী অধ্যায়ে সংযোজিত হলেও গুরুত্বের বিবেচনায় একটি অপরটি হতে কোন অংশেই কম নয়। নিম্নে উভয় বিষয়ের উল্লেখ করা হলো ঃ

জাহিলী যুগের কবিতা

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) প্রাক ইসলামী যুগে কাব্য যুদ্ধে ফুরসত পেলেই কবি আল-আ'শা, আল-নাবিঘাহ ও আল-হুতায়্যাহ -এর ন্যায় কবিতাকে জীবিকার উৎস হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন রাজপ্রাসাদে বিচরণ করতেন। প্রাচীন আরবের জিল্লাক ও হীরার রাজপ্রাসাদে যাতায়াত করতেন। তাদের অনেক স্তুতিবাদ গেয়েছেন। এক বছর তাদের দরবারে কাটাতেন আরেক বছর ইয়াছরিবে কাটাতেন।[732] সাহিত্য সমালোচকগণ সে কবিতাগুলোকে হাস্‌সানের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে গণ্য করেন।[733]

---

727 'আব্দুর রহমান আল-বায়কূকী, শারাহ দীওয়ান হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত আল-আনসারী (বৈরূত : দার আল- কিতাব আল-'আরাবী, ১৪১০/১৯৯০, পৃ.২২৭।

728 'আব্দুল হালীম নদভী, আয়যী আদব কী তারীখ (দিল্লী: তারাক্কী উর্দু ব্যোড, ১৯৮৭ খৃ.), খ.২, পৃ. ২৬৯।

729 আল-ইমাম আবী 'আলী-আল-হাসান ইব্‌ন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, আল-উমদাহ ফী মাহাসিন আল-শি'র ওয় আদাবিহ (বৈরূত : দার আল-মা'রিফাহ, ১৪০৮/১৯৮৮), খ.১, পৃ. ১০০।

730 সায়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমী, জাওয়াহির আল-আদাব ফী আদাবিয়্যাত ওয়া ইনশা'ই লুগাহ আল-'আরাব (বৈরূত : মাদরাসাহ আল-মা'আরিফ, তা.বি), পৃ. ১৪১৩।

731 ড.শাওকী দায়ফ, তায়ীখ আল-আদাব আল-'আরাবী,আল-আস আল-ইসলামী (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ,১৯৬৩খৃ.), পৃ.৪৮।

732 ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুল মুন'ঈম খাফাজী, আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যাহ ফী 'আসর আল্লাব আল-ইসলাম (বৈরূত : দার আল-কুত্তাব আল-লুবনানী, ১৪০৪/১৯৮৪০, ৩য় সংস্করণ,পৃ.২০৬।

733 মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী,প্রাগুক্ত, খ.১পৃ.২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাটগণ তাঁর প্রতি যথেষ্ট বদান্যতা প্রকাশ করেছেন। গাস্সান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট জাবালাহ ইব্ন আল-আয়হাম-এর সৌজন্যে "لام" অন্ত্যমিলে অধিকাংশ কাসীদা রচনা করেন। তাঁদের এ সম্পর্ক ইসলামের পরও বিদ্যমান ছিল।[734] তাঁর কবিতায় অভিনব বেশ কিছু ষ্টাইল পরিলক্ষিত হয়। যেমন: উপমার অভিনবত্ব, চমৎকার প্রতীকের ব্যবহার[735], রূপকের অভিনবত্ব, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের সমাহার ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ এবং অতিরঞ্জন ও অতিকথনমুক্ত কবিতা।[736]

হাস্সান (রা.)-এর জাহিলী জীবন হাসি-আনন্দে, চিত্ত বিনোদন, মদ্যপানের আড্ডা ও মদের বর্ণনার কাব্যিক তুলিতে উপস্থাপন করেন। তাছাড়া আউস ও খাজরাজের গোত্রদ্বয়ে যুদ্ধচলাকালীন সময়ে স্বীয় গোত্রের মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আউস গোত্রের প্রতিপক্ষ কবি কায়স ইবন আল- খাতীম ও আবূ কায়স ইবন আল-আসলাত -এর সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কবিতায় জড়িয়ে পরেন।[737] গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত প্রশংসাগীতি, বীরত্ব,গর্বমূলক কবিতা, প্রেম সঙ্গীত এবং শোকগাঁথা তো আছেই। নিম্নে সংক্ষেপে এ বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হলো ঃ

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক কবিতা

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মূলক কবিতা জাহিলী যুগের একটি কাব্যরীতি। আরবদেশে গোত্রে গোত্রে লড়াই লেগে থাকত। সে ক্ষেত্রে গোত্রীয় কবিগণ স্ব স্ব গোত্রের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতেন। হাস্সান (রা.)-এর পূর্বে আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের প্রধান কবি ছিলেন মালিক ইব্ন 'আজলান আল-খাজরাজী, দিরহাম ইব্ন যায়ীদ আল-আউসী ও উহায়হা ইবন আল-জিলাহ আল-আউসী।[738] হাস্সান (রা.) খাযরাজ গোত্রের মুখপাত্র ছিলেন। তাঁর প্রতিপক্ষ আউস গোত্রের প্রধান কবি কায়স ইবন আল-খাতীম, আবূ কায়স ইবন আল-আসলাত এবং 'উবায়দ ইবন নাফিজ প্রমুখের সাথে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত গোত্রীয় ব্যঙ্গ রচনায় লিপ্ত ছিলেন।

হাস্সান (রা.)-এর সমকালীন কবিদের মধ্যে গোত্রীয় বিরোধই ব্যঙ্গ কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে। আর বিরোধপূর্ণ দিবসগুলো ইতিহাস গ্রন্থে "হারব সুমায়" "ইয়াওমু বু'আছ", "ইয়াওম আল-দারাক", "ইয়াওম আল-সারারাহ" এবং "ইয়াওম আর-রবী'ঈ" নামে খ্যাত। এছাড়া চারিত্রিক দুর্বলতা তথা কৃপণতা, কাপুরুষতা, প্রতারণা এবং প্রতিবেশীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কবিতাও স্থান পেয়েছে।

"হারবু সুমায়র" একটি প্রাচীন যুদ্ধ। এতে আউস ও খাজরাজের প্রবীণ কবি যথাক্রমে মালিক ইবন আল-'আজলান এবং দিরহাম ইব্ন ইয়াজিদ নাকাঈদ[739] রচনায় অংশ গ্রহণ করেন[740]। হাস্সান (রা.) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও পরবর্তীতে উক্ত যুদ্ধের শোচণীয় ফলাফল স্মরণ করিয়ে কুৎসা রচনার মাধ্যমে আঘাত হানেন। যথা:[741]

وكم قتلنا من رأس لكم + في فيلق يجندى له التلفُ

ومن لئيم عبد يحالفكم + ليست له دعوة ولا شرف

ان سميرا عبدٌ طغى سفها + ساعده اعبد لهم نطف

"ফায়লাক নামক স্থানে তোমাদের এমন অনেক নেতাকে হত্যা করেছি (আমাদের যোদ্ধাগণ হত্যা করেছে) ধ্বংস তাদেরকে উপহার দেয়া হয়েছে। আর তোমাদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ অনেককে দাসে পরিনত হতে হয়েছে;যারা বেওয়ারিশ ও মর্যাদাহীনরূপে পরিণত হয়েছে। সুমায়র যুদ্ধ নোংরাভাবে দাসে পরিণত করেছে আর মন্থরগতিতে দাসত্ব বানানোর ব্যাপারে সাহায্য করেছে।"

---

734 উমায় ফারুখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বেরুত : দার আল-'ইলম লি আল-মালাঈন, ১৯৮৪খৃ.), ৫ম সংস্করণ, খ.১, পৃ.৩২৫; 'আব্দুর রহমান তাহির সূরতী, তারীখে আদাব আরবী (লাহোর : আঞ্জুমান তারাক্কী আরবী,১৯৬১খৃ.),পৃ.২৬২।

735 আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে 'তাতবী' বা "তাজাওয়ায" নামে এক প্রকার প্রতীকের নাম দেখা যায়। তার অর্থ হল, কবি কোন বিষয়ের আলোচনা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু অকস্মাৎ অতি সচেতনভাবে তা ছেড়ে দিয়ে এমন এক বিষয়ের বর্ণনা করেন যাতে তাঁর পূর্বের বিষয়টি আরো গভিরভাবে ফুটে উঠে। হাসসানের কবিতায় এ জাতীয় প্রতীক বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্র.ড.মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ,আসহাবে রাসূলের কাব্যপ্রতিভা (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ১৪২৪/২০০৩),পৃ.৫৫।

736 লেখকমন্ডলী, আল-আদাব : নুসূসুহু ওয়া তারীখুহু (সৌদী আরব : ওযারাহ আল-মা'আরিফ,১৯৮৫ খৃ.), পৃ.১৬৭।

737 ড. শাওকী দায়ফ,তারীখ আদাব আল-আরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭।

738 ড. ইহসান আন-নাস, হাসসান ইবন ছাবিত:হায়াতহু ওয়া শি'রুহু (দিমাস্ক : দার আল-ফিকার, ১৪০৫/১৯৮৫), পৃ.১৪৩।

739 نقيضة এর বহুবচন হল نقائض । অর্থ হচ্ছে বিপরীত,উল্টো। এক কবি অন্য কবির নিন্দা করে কবিতা রচনার পর নিন্দিত কবি তা খন্ডন করে আরো জোরালো ভাষায় উত্তর প্রদান করে থাকেন। তাই ইহাকে نقائض বলে।

740 'ড.ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪।

741 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

হাস্সান ইবন ছাবিত (রা.) তাঁর প্রতিপক্ষ কবি কায়স ইবন আল-খাতীম ও তাঁর সহযোগী গোত্র আল-নাবীত[742] কে ইয়াওমু বু'আছের উল্লেখ করে গর্ব মিশ্রিত ব্যঙ্গ করে বলেন:[743]

بلغ عنى النبيتَ قافيةً + نُزلهم انهم لنا حلفوا

كنتم عبيداً لنا نخولكم + من جاء نا والعبيدُ تضطعف

هلاَّ غضبتم لاعبد قتلوا + يومَ بعاث اظلهم ظلفُ

"ইয়ামানের শাখা গোত্র "নাবীত"-এর জনসাধারণকে আমার পক্ষ থেকে কাব্যবাণ পৌঁছে দাও। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননা ও লাঞ্ছনা, অথচ তারা আমাদের মিত্র ছিল। তোমাদেরকে আমাদের অধীনস্থ করে দিলাম; ফলে নীচু প্রকৃতির দাসে পরিণত হলে। বলপ্রয়োগ করে কি দাস বানানো হয়নি? "বু'আছ" যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং বিষন্ন তাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে।"

বানূ নাজ্জার[744] ও বানূ খাতমাহ এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধকে ইয়াওম আল-দারাক[745] বলা হয়। এ যুদ্ধে সামান্য হতাহত হয়। কেউ নিহত হয়নি। কবি হাস্সান এ যুদ্ধে গর্বমিশ্রিত ব্যঙ্গ করে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন:[746]

ففدا امى لعوف كلها + وبنى الابيض فى يوم الدرك

منعوا ضيمى بضرب صائب + تحت اطراف السرابيل هتك

"আমার মা আউফ গোত্রের সবার জন্য উৎসর্গ হোক। বিশেষ করে "ইয়াওমুদ্-দারাকে অংশগ্রহণকারী (খাযরাজের সেনাবাহিনী) বানূ আবয়াদের প্রতি। আমরা (প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে) প্রচন্ড ভ্রষ্টহীন আঘাতে বর্ম পার্শ্ব ভেদ করে ইজ্জত লূণ্ঠন সুদৃঢ় করেছি।"

আউস গোত্রীয় কবি কায়স ইবন আল-খাতীম "ইয়াওম আল-সারারাহ"[747] যুদ্ধে খাযরাজকে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করলে প্রতিউত্তরে কবি হাস্সান (রা.) বলেন:[748]

لعمرابيك الخير يا شعثُ مانبا + على لسانى فى الخطوب ولا يدى

لسانى وسيفى صارمان كلاهما + ويبلغُ ما لا يبلغُ السيف مذورى

"তোমার কল্যাণময় পিতার জবানের কসম হে শা'ছ! খারাপ অবস্থা ও বিপদাপদে আমার জিহবা ও তরবারি উভয়টিই তীক্ষ্ণ ধারালো। তরবারি যেখানে পৌঁছতে পারেনা, আমার জিহবা সেখানে পৌঁছানো যায়। (অর্থাৎ আমার জিহবা তরবকারীর চেয়েও ধারালো)।"

হাস্সান (রা.) ও কায়স ইবন আল-খাতীম -এর মধ্যে আরেকটি নাকাঈদ দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয় ইয়াওম আল-রুবাই[749]-এর যুদ্ধে। তখন খাযরাজ কবি হাস্সান ও আ'উস গোত্রীয় কবি কায়স ইবনুল খাতীম উভয়ে দুটি "নূন" বর্ণের অন্ত্যমিলের কাসীদা আবৃত্তির মাধ্যমে পরস্পর নাকা'ঈদের বহি: প্রকাশ ঘটান।
কবি কায়স-এর একটি শ্লোক নিম্নরূপ:[750]

ونحن الفوارس يوم الربيع + قد علموا كيف فرسانها

"ইয়াওম আল- রাবী'তে আমরা অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলাম। জনসাধারণ আমাদের বীরত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

উত্থাপিত কবিতার উত্তরে হাস্সান (রা.) গর্ব ও গালি মিশ্রিত ব্যঙ্গ করে আ'উস ও তার সহযোগী বন্ধু গোত্র নাবীত সম্পর্কে বলেন:[751]

---

742 ইয়ামনের একটি গোত্রের নাম।

743 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৭-৩৩৮।

744 আউস-এর সহযোগী গোত্র "খাতমাহ"। ইহা একটি কূপের নাম। পরবর্তীতে উক্ত নামানুসারে গোত্রের নাম হয়েছে। দ্র. ড. ইহসান আন-নাস,প্রাগুক্ত,পৃ.১৪৮। (প্রান্ত টীকাসহ)।

745 খাযরাজ-এর সহযোগী গোত্র।

746 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯।

747 সারারাহ একটি উপত্যাকার নাম। মদীনার অদূরে অবস্থিত।

748 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

749 ইবনুল আছীর স্বীয় গ্রন্থে ইয়াওমুর রুবাই-এর দু'টো যুদ্ধের উল্লেখ করেন। তবে অন্যান্য উৎসসমূহে একটির উল্লেখ রয়েছে। দ্র. ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

750 ড. নাসির উদ্দিন আল-আসাদ, দীওয়ান কায়স ইবন আল-খাতীম (কায়রো: ১৯৬২খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

ويثرب تعلم انابها + اذا التبسَ الامرُ ميزانها

ويثرب تعلم انابها + اذاقحط القطر نوانها

ويثرب تعلم انابها + اذا خافتَ الاوسَ جيرنها

ويثرب تعلم انايب + تَ عند الهزا هز ذلانها

"ইয়াছরিব-এর জনগণ জানে যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হলে ন্যায়পাল স্থাপন করি। ইয়াছরিব -এর জনসাধারণ অবগত আছে যে, ক্ষরা ও বৃষ্টিহীন হলে আমরা ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে দেই। ইয়াছরিব-এর জনগণ এও জানে যে, আউস গোত্র ভীত সন্ত্রস্ত হলে তাদের পার্শ্বে (আমরা দাঁড়াই)। ইয়াছরিবের মানুষ জানে যে, আউস-এর সহযোগী গোত্র নাবীত-এর জনগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়।"

হাস্‌সান (রা.) তৎকালীন আউসের কবি শুধু কায়স ইবনুল খাতীমের সাথে ব্যঙ্গযুদ্ধ করে ক্ষান্ত হননি বরং সে গোত্রের আরো সমমর্যাদার কবি 'উবায়দ ইব্‌ন নাফিস এবং আবূ কায়স ইবনুল আসলাতের সাথেও বাক্‌যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে[752]। তবে ইব্‌ন কায়স ব্যতীত অন্য কোন কবির সাথে নাকা'ঈদ জাতীয় কাব্যের অবতারণা হয়নি।

ইয়াওম আল-জাসার যুদ্ধে আউস গোত্র প্রতিপক্ষ খাযরাজ গোত্রের হাতে পরাজিত হয়। খাযরাজ গোত্রের লোকদের দাপট ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আউস-এর কুমারী মহিলারাও বন্ধ্যা হয়ে যায় এবং তাদের ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়। হাস্‌সান (রা.) এ বিষয়ে ব্যঙ্গ করে রচনা করেন:[753]

الا ابلغ اباقيس رسولا + اذا القى لها سمعا تبين

نسيت الجسر يوم ابى عقيل + وعندك من وقائعنا يقين

تشيب الناهد العذراء فيها + ويسقط من مخافتها الجنين

"আউস গোত্রীয় নেতা আবু 'আকীলের নিহত হওয়ার ঘটনাটি ভুলে গিয়েছ; অথচ আমাদের সাথে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছ। যুদ্ধের ভয়াবহতায় স্ফীত স্তনবিশিষ্ট কুমারী রমণীও বার্ধক্যে পরিণত হয়ে গেল। আর ভীত বিহ্বল হয়ে ভ্রূণ পড়ে গেল।"

গৌরবগাঁথা প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.)-এর জাহিলীযুগের গৌরবগাঁথা কবিতাগুলো খুবই উন্নতমানের। বিশেষ করে আউস গোত্রীয় কবিদের সাথে খাযরাজ গোত্রের কার্যক্রমকে প্রাধান্য দানে গর্বভরে আবৃতি কবিতাগুলো। তার কবিতাগুলো দু'টি ধারায় প্রবাহিত ঃ[754]

ক. ব্যক্তিগত গৌরব। এ জাতীয় কবিতায় কবি আত্মমর্যাদাবোধ, সম মর্যাদার ব্যক্তিদের মাঝে নিজেকে বড় করে দেখিয়েছেন।

খ. বংশীয় গৌরব। এ ধারার মাঝে স্ব-গোত্র খাযরাজ -এর অন্যান্য নেতৃবর্গ ও কবিদেরকে বড় করে দেখিয়েছেন। স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করা, সম্মাননীয় ব্যক্তিদের সম্মানিত প্রদর্শন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। তবে বিভিন্ন কবিতায় উল্লেখিত দু'টি বিষয় একই সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। ব্যক্তিগত গৌরবগাঁথা শ্লোকের অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:[755]

لسانى وصيفى صارمان كلاهما + ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودى

আর বংশীয় গৌরব বিষয়ক শ্লোক নিম্নরূপ:[756]

قومى بنوا النجار[757] رفدهم + حسن وهم لى خر حاضر والنصر

---

[751] ড. ওয়ালীদ আরাফাত, দীওয়ান হাস্‌সান ইবন ছাবিত (বৈরুত : দার সাদির, ১৯৭৪ খৃ.) খ.১, পৃ.২৪০।

[752] ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৭।

[753] ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭; আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০-৪৭১।

[754] মুহাম্মাদ ইব্রাহীম জুম'আহ, হাসসান ইবন ছাবিত (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তা.বি), পৃ.২৩৮।

[755] ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২।

[756] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

[757] নাজ্জারের ডাক নাম আবূ লায়লা, তায়মূল্লাহ। দ্র. 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, (টীকাসহ), পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

الموت دونى لستُ مهتضما + وذوو المكارم من بنى عمرو

"আমার গোত্র বানূ নাজ্জার (পূর্বপুরুষের নামানুসারে রাখা হয়েছে) অকাতরে দান-দক্ষিণায় অভ্যস্ত। সাহায্য কামনা করা মাত্র আমার জন্য প্রস্তুত থাকে; সত্যিকার তারা উদার ও সাহসী। মৃত্যু আমার অতি নিকটে আমি অত্যাচারিত নই এ জন্য যে, 'আমর গোত্রে ভদ্রোচিত সন্তান রয়েছে।"

আবার কোন সময় পিতৃবংশের পুরুষ ও মাতুল গোষ্ঠীর উল্লেখ করেও গর্ব প্রকাশ করতে দেখা যায়। যেমন:[758]

جدى ابو ليلى ووالده + عمرو واخوالى بنو كعب

"আমার প্রপিতামহ আবূ লায়লা ও তাঁর পিতা "আমর"। আর আমার মাতুল হচ্ছে কা'আবের সন্তানগণ"

জাহিলীযুগে গর্বের উপাদান হিসেবে তিনটি বিষয়কে নির্ধারণ করা হত। ১. বীরত্ব ২. আতিথেয়তা ও ৩. উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন বংশীয় ব্যক্তিত্ব। হাস্‌সান (রা.)-এর কবিতায় এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সংক্ষেপে এ বিষয়ের শ্লোক গুলো উল্লেখ করা হলো:[759]

نبيح حمى ذى العز حين نكيده + ونحمى حمانا بالو شيج المقوم

ونحن اذا ما الحرب حل صرارها + وجادت على الحلاب بالموت والدم

"আমরা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সুনিপূণভাবে আশ্রয় দিয়ে থাকি, ধারালো শক্ত বর্শা দ্বারা রক্ষা করি। (উটের বাধন খুলে দিলে যেমন তার থেকে আনন্দে দুধ সংগ্রহ করা যায়,তদ্রূপ) আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিপতিত হলে প্রচন্ডতার বাঁধ খুলে যায়, ফলে গোয়ালার মত মৃত্যু ও রক্তের সয়লাব বয়ে যায়।"

উল্লেখিত পংক্তিদ্বয়ে গর্বের প্রথম উপাদান প্রকাশ পেয়েছে। আর দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনা নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে শোভা পাচ্ছে।[760]

اذا اغبرآفاق السماء وامحلت + كأن عليها ثوبَ عصب مسهما

وانا لنقرئ الضيف ان جاء طارقا + من الشحم ما امسى صحيحا مسلما

"আকাশ ধূলিময় ও দূর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলে ইয়ামানের বিভিন্ন নকশাযুক্ত কাপড়ের বান্ডিলের মত উপস্থিত হই। অর্থাৎ কাপড় তৈরীর প্রক্রিয়ায় সূতা বুনন,রং করা এরপর পরিধানের উপযোগী করে তোলা যায়। তদ্রূপ দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সমাজে সমতা বিধান করে থাকি। রাতে আগমনকারী কোন অতিথি উপস্থিত হলে অক্ষত নিখুঁত, তাজামোটা চর্বিযুক্ত উট জবাই করে আপ্যায়ন করি।"

তৃতীয় উপাদান তথা আতিথেয়তার বহি: প্রকাশ নিম্নোক্ত শ্লোকে লক্ষ্য করা যায়।[761]

اما سالت فانا معشر نجب + الا زد نسبتنا والماء غسان

"তুমি যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে জানতে পারবে আমরাই আভিজাত্যে গোত্রের জনগণ, আরবের খ্যাত আল-আযদ ও আল-মাউ গাস্‌সান-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে।"

এছাড়াও স্বচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় দান-দক্ষিণা করা, সম্মানীত ব্যক্তিদের সম্মান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গৌরবগাঁথা শ্লোকগুলো হলো নিম্নরূপ:[762]

وبذلت ذا رحلى وكنت به + سمحا لهم فى العسر واليسر

فان الحوادث ما تضعضعنى + ولا يضيق بحاجتى صدرى

"আমি দান-দক্ষিণা করি। আর অভাব-অনটন ও স্বাচ্ছন্দাবস্থায় ব্যয় করার মাধ্যমে বদান্যতা অর্জন করি। দুর্ঘটনা আমাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না। আর আমার প্রয়োজন স্বীয় বক্ষকে সংকুচিত করতেও পারে না। অর্থাৎ দৃঢ় প্রত্যয়কে কাজে পরিণত করাই মূল লক্ষ্য।"

---

758 ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

759 ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

760 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩-৪২৪।

761 প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৬।

762 প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসাগীতি প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.)-এর প্রশংসামূলক কবিতা রচনার জন্য তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কবিদের অর্ন্তভূক্ত করা হয়। ড. উমার ফাররুখ যথার্থই বলেছেন, প্রাক ইসলামী ও ইসলামী উভয়যুগে প্রশংসা মূলক কাব্য রচনায় যারা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন হাস্‌সান তাদের অন্যতম।[763] গাস্‌সানী রাজন্যবর্গের 'আমর ইবন আল-হারিছ ও বিশেষ করে জাবালাহ ইবন আল-আয়হাম-এর প্রশংসায় কাব্য রচনা করেন। সে কারণে উক্ত রাজন্যবর্গ তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁকে উপঢৌকন দিতেন ও তাঁর জন্য বাৎসরিক ভাতার ব্যবস্থা করতেন। এছাড়া হীরার রাজা আবূ কাবস নু'মান-এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। হাস্‌সান (রা.)-এর জাহিলী যুগের প্রশংসাগীতির ষ্টাইল প্রাচীন রীতির ব্যতিক্রম ছিল না। প্রেমাস্পদের বস্তুভিটায় কিছুক্ষণ অবস্থান, আবাসস্থল থেকে প্রস্থানের বিবরণ ও বিভিন্ন সভাস্থলের বর্ণনা তাঁর প্রশংসাগীতিতে রয়েছে।

গাস্‌সান রাজন্যবর্গ সম্পর্কে যে সব প্রশংসাগীতি হাস্‌সান (রা.) রচনা করেন সেগুলোর কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ:[764]

لله درعصابة نادمتهم + يوما بجلقَ فى الزمان الاول

يمشون فى الحلل المضاعف نسجها + مشى الجمال إلى الجمال البزل

والخالطون فقيرهم بغنيهم + والمنعمونَ على الضعيف المر

"আল্লাহ তা'আলা দিমাস্কে অবস্থিত জিল্লাক শহরের অধিবাসীদের শান্ত রাখুন,যাদের সাথে আমার প্রথম জীবনেই সাক্ষাত হয়েছিল। যারা দৃঢ়চেতার অধিকারী জৌলুশ পোষাকে পায়চারি করত তাদের পদচারণা যেন বয়স্ক উটের চলার গতির ন্যায়। তাদের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ নিঃস্বদের সাথে (দ্বিধাহীন চিত্তে) উঠাবসা করেন। দুর্বল, অসহায় ব্যক্তিদের সাথে উত্তম আচরণ করেন।"

জাবালাহ ইবন আল-আয়হাম -এর আবাসস্থল তথা বাড়ীঘরের বর্ণনাসহ কবি হাস্‌সান-এর প্রশংসাগীতি নিম্নরূপ:[765]

لمن الدار اوحشت بمعان + بين اعلا اليرموك فالخمان

قد ارانى هناك حق مكين + عند ذى التاج مجلس ومكانى

"কাদের জন্য জনশূণ্য করা হয়েছে। দামিস্কের পার্শ্বে অবস্থিত গাস্‌সান রাজন্যবর্গের আবাসস্থল ইয়ারমুক, খুম্মান ও মা'আনের জায়গাগুলো? সেথায় ঐশ্বর্যশালী রাজার দরবারে আমাকে সঠিক আসনদানে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে।"

হীরার লাখমী রাজ্যে আল-মুনযির রাজগোষ্ঠীর জন্য হাস্‌সান (রা.) প্রশংসাগীতি রচনা করেন। বিশেষ করে আবুল কাবিস আল-নু'মান ইব্‌ন মুনযির-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন[766]। আল-নু'মান-এর দরবারে হাস্‌সান (রা.)-এর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন:[767]

وانا الصقر عند باب ابن سلمى + يوم نعمانُ فى الكبول مقيم

وابى ووافدٌ اطلقالى + ثم رحنا وقفلهم محطوم

"আমি যখন হীরার লাখমী রাজা ইব্‌ন সুলমা (আল-নু'মান ইবন মুনযির)-এর দরবারে ছিলাম তখন উবাই ইব্‌ন কা'ব, ওয়াফিদ ইবন আমরকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা আমার মাধ্যমেই হয়েছে। আর আমার প্রস্থানের পর তাদের হাতকড়াকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে।"

শোকগাঁথা প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.)-এর প্রাক ইসলামী যুগের কাব্যে অল্পই শোকগাঁথা বিষয়ক কবিতা পরিলক্ষিত হয়। তবে গাস্‌সানী রাজ্যের বিভিন্ন রাজার কিছু শোকগাঁথা তাঁর দীওয়ানে উল্লেখ রয়েছে। সম্রাট হারিছ আল-জুফনী-এর মৃত্যুতে তিনি শোকাহত হন। হাস্‌সান (রা.)-এর অজান্তেই আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো বেরিয়ে আসে:[768]

---

763 'উমার ফাররুক, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৬।

764 'আব্দুর রহমান তাহির সূরতী, তারীখে আদব আরবী (লাহোর : আঞ্জুমানে তারাক্কী 'আরবী, ১৯৬১ খৃ.), পৃ. ২৬৫-২৬৬।

765 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭।

766 মুহাম্মাদ ইব্রাহীম জুম'আহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০; 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৭।

767 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩০।

768 প্রাগুক্ত, পৃ.৮২।

Dhaka University Institutional Repository

انى حلفت يمينا غير كاذبة + لو كان للحارث الجفنى اصحاب

كانوا اذا حضروا شيبَ العقارلهم + وطيفَ فيهم باكواس واكواب

"আমি সংশয়হীন চিত্তে শপথ করছি যে, যদি গাস্সানী সম্রাট হারিছ আল-জুফনী-এর বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত হত তাহলে শরাব মিশ্রিত পানীয় পরিবেশন করা হত। আর পানীয়সমূহ শুভ্র কাঁচ নির্মিত গ্লাসে আপ্যায়িত হত।"

কোন এক যুদ্ধে গাস্সানীর রাজ্যে দুই সেনাপতি আমর ইবন আল-হারিছ ও হাজার ইবন আল-নু'মান ঘোড়া সহ নিহত হন। তাদের সম্পর্কে হাস্সান (রা.)-এর শোকগাঁথা নিম্নরূপ:[769]

من يغر الدهر او يأمنه + من قتيل بعد عمرو و حجر

ملكا من جبل الثلج إلى + جانبى أيله من عبد و حر

ثم كانا خير من نال الندى + سبقا الناس باقساط وبر

"গাস্সানী সম্রাট আমর ইবন হারিছ এবং হুজর ইবন আল-নু'মান-এর নিহত হওয়ার পর কালের আবর্তনে ধোকায় পতিত হওয়া অনুচিত। অথবা নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করবে কে? হিজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান "জাবালে ছালজ" থেকে "আইলা" পর্যন্ত স্বাধীন ও দাস সর্বস্তরের জনগণের জন্য তারা উভয়ে মান্যবর ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সততা,বদান্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে তারা মানুষের মাঝে অগ্রগামী ছিলেন।"

কিসরা কর্তৃক গাস্সানের কোন এক আমীর নিহত হলে তাঁর স্মরণে মারছিয়্যাহ রচনায় হাস্সান (রা.) বলেন:[770]

تناولنى كسرى بيؤسى و دونه + قفاف من الصمان فالمتثلم

ففجعنى لا وفقَ الله امره + بأبيضَ وهاب قليل التجهم

"সম্রাট কিসরা "মুতাছাল্লাম" নামক প্রশস্ত টিলাভূমিতে বেদনাবিধূর হীনতা এনে দিয়েছে। এ সংবাদটি ভীষণ দুঃখ দিয়েছে। অথচ তাকে এ জন্য আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেননি। (গাসসানী রাজা) শুভ্র, অধিক দানশীল ও ভ্রুকুটিহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।"

মদের বর্ণনা প্রসঙ্গে

প্রাক-ইসলামী যুগে হাস্সান (রা.) জাবালা ইবন আল-আয়হাম-এর দরবারে মদ্যপান, মদের মান নির্ণয় ও মদের আড্ডাখানায় বর্ণনা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। আর মদ তো জাহিলী যুগের গর্বের বিষয় ছিল।[771] তাঁর রচিত মদ সম্পর্কীত শ্লোকগুলো নিম্নরূপ:[772]

ولقد شربت الخمر من حانوتها + صهباء صافيه لطعم الفلفل

يسعى على بكأسها متنطف + فيعلى منها ولو لم أنهل

"আমি দোকান থেকে মদ পান করেছি, সে মদ অতিশয় স্বচ্ছ। গোল মরিচের ন্যায় ঝাঁঝ বিশিষ্ট সাকী তাঁর পান পাত্র নিয়ে আমার কাছে এসেছে এবং পুনরায় আমাকে পান করিয়েছে যদিও আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম না।"

মদের তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন:[773]

تدب فى الجسم دبيبا كما + دب دبى وسط رقاق صيام

"তা (সে মদ) শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেই শব্দ করে, যেমনিভাবে শব্দ করে নির্জন মরুভূমির মাঝখানে পতনরত বালুকারাশি।"

---

769 'আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

770 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯ ; ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

771 ড. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৭।

772 হান্না আল-ফাখূরী, আল-মু'জায ফী আদাব আল-'আরাবী ওয়া তারিখীহ্ (বেরুত : দার আল-জায়ল,১৪১১/১৯৯১), ২য় সংস্করণ, খ.১ পৃ.৪৬৪।

773 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমমূলক কবিতা প্রসঙ্গে

জাহিলী যুগে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত-এর প্রেমমূলক কবিতা খুবই চমৎকার। এ ব্যাপারে তাঁর কাব্যিক শ্রেষ্ঠত্বের বেশ কিছু প্রমাণ রয়েছে। তিনি সাধারণতঃ তিনটি মেয়েকে লক্ষ্য করে কবিতা রচনা করেন।[774] ক. শা'ছা বিনত সালাম ইব্‌ন মাশকূম, খ. উমরাহ বিনত ছামিত আল-আউসী এবং গ. লায়লা বিনত আদী। হাস্‌সান (রা.) জাহিলী প্রেমমূলক কবিতা রচনা করতেন। প্রেয়সী শা'ছা বিনত সালাম-এর ভালবাসার বর্ণনা ছাড়াও তাঁর সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রেয়সীর মুখ-মন্ডলকে লালচে মদ মিশ্রিত শীতল চৌবাচ্চার সাথেও উপমা দিয়েছেন, যেমন:[775]

ما هاج حسان رسوم المقام + ومظعن الحى ومبنى الخيام

قد ادرك الواشون ما حاولوا + فالحبل من شعثاء رث الزمام

وكأن فاها ثغب بارد + فى رصف تحت ظلال الغمام

شجت بعهباء لها سورة + من بيت راس متقت فى الخيام

"হাসসানকে প্রেয়সীর বাসভূমির চিহ্ন, গোত্রের প্রস্থান ও তাঁবুর অবস্থান অস্থির করে তোলেনি। কুৎসা রটনাকারীরা যে বিষয়ের উদ্যোগ নিল তা নাগাল পেল। বিচ্ছিন্ন হলেও প্রেমের লাগাম প্রেয়সী শা'ছা-এর হাতেই রয়ে গেল যদিও তা জীর্ণ-শীর্ণ পুরাতন। তাঁর অবয়ব যেন চৌবাচ্চায় ধারণকৃত পানির ন্যায় শীতল (সূর্যের রশ্মি স্পর্শ করেনি) জলাধারে অচ্ছাদনে মসৃণ পাথর বিশেষ। প্রেয়সী যেন জর্দানে অবস্থিত বায়তু রা'সের পুরাতন তাঁবুতে লালচে তেজস্বী সুরা মিশ্রিত।"

শা'ছা এর প্রতি প্রেম নিবেদনে হাস্‌সান আরো বলেন :[776]

فدع هاذا ولكن من لطيف + يورقنى اذا ذهب العشاءُ

لشعثاء التى قد تيمته + فليس لقلبه منها شفاءُ

"রেখে দাও সে সব কথা! কোথায় সে সব স্বপ্ন যা গভীর রাত শেষে আমাকে জাগ্রত করত (ইয়াহুদী সালাম ইব্‌ন মাশকূমের কন্যা শা'ছা, যে তাঁকে (আমাকে) প্রেমাচ্ছন্ন করেছে। এমন প্রেমাসক্তির কারণে তার অসুস্থ হৃদয়ের কোন প্রতিষেধক নেই।"

শিষ্টাচারমূলক কবিতা প্রসঙ্গে

নীতিবাক্য বা শিষ্টাচার মানুষের মজ্জাগত স্বভাবের একটি অংশ। উন্নত অনুভূতি বিকাশের উত্তম মাধ্যম। সুষ্ঠু ও সুন্দর বাক্যগুলো জাহিলী যুগের যুহায়র,নাবিঘাহ,লাবীদ, তারাফাহ প্রমুখ প্রধান কবিদের রচিত কবিতায় বিদ্যমান। তাদের সমসাময়িক হাস্‌সান (রা.)-এরও এ বিষয়ের প্রতি আসক্তি ছিল।[777]

হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর শিষ্টাচারমূলক কবিতায় তাঁর জ্ঞানের পরিধি, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এছাড়াও অনেকদিনের বিভিন্ন স্থানের পরিভ্রমণ ও অগ্রজবন্ধুদের বিকশিত জ্ঞানের লব্ধ অভিজ্ঞতার পরিচয় তার শিষ্টাচার মূলক কবিতায় মিলে। যেমন তিনি বলেন:[778]

وان امرأ يمسى ويصبح سالما + من الناس إلا ما جنى لسعيد

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মানুষের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে শুধু নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে সে সৌভাগ্যবান"। এ কবিতাটি আরবের বিখ্যাত নীতিবাক্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রকৃত বন্ধু নির্বাচন প্রসঙ্গে

---

774 ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, অনুবাদক, ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (রাজশাহী : মুহাম্মাদী প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬ খৃ.) পৃ.৫৩-৫৪; আব্দুর রহমান আল-বারকূকী-এর দীওয়ানে তাঁদের নাম উল্লেখ রয়েছে। যথা : শা'ছা=৫৬, ৭৪, ১৬৩, ১৬৫, ১৮০, ১৯০ এবং ২৫২। উমরাহ= ৮৪,২৫৬,,লায়লা-৪৪৭, পৃ.দ্র.।

775 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৩৩-৪৩৪।

776 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৫।

777 মুহাম্মাদ ইব্রাহীম জুম'আহ, প্রাগুক্ত,পৃ.৬২।

778 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সুসময়ে অনেক বন্ধু-বান্ধব পাওয়া যায় আর দুঃসময়ে সবাই দূরে সরে যায়। দুর্যোগের মুহূর্তের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। হাস্‌সান (রা.)-এর বন্ধু নির্বাচন সম্পর্কীয় জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যটি নিম্নরূপ : [779]

اخلاء الرخاء هم كثير + ولكن فى البلاء هم قليل

فلا يغررك خلةُ من تؤاخى + فما لك عند نائبة خليل

"স্বচ্ছলতার সময় বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অধিক, কিন্তু দুর্যোগের মুহূর্তে এর সংখ্যা নিতান্তই কম। যে বন্ধুসুলভ ভাব দেখায় তার বন্ধুত্বে যেন প্রতারণার শিকার না হও; কারণ বিপদে তোমার প্রকৃত বন্ধু খুঁজে পাওয়া যায়।"

মানুষের মূল্যায়নের মাপকাঠি প্রসঙ্গে

মানুষের মূল্যায়ণ ধন সম্পদের বিপুলতা কিংবা সুদর্শন অবয়ব অথবা স্থূল বদন দ্বারা যথাযথভাবে করা যায় না। বরং ধর্ম ও সদ্বংশ দ্বারাই সম্ভব হয়। হাস্‌সান (রা.)-এর এ দিক নির্দেশনাটি কাব্যাকারে নিম্নরূপ:[780]

وكل اخ يقول انا وفىٌ + ولكن ليس يفعلُ ما يقول

سوى خل له حسب ودين + فذالك لما يقول هوالفعول

"সকল বন্ধুই বলে যে আমি ওয়াদাপূর্ণকারী অথচ বক্তব্যের সাথে কাজের মিল নেই। তবে অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত যে সদ্বংশীয় ও ধার্মিক; তাঁরা যা বলে তা করে থাকে।"

নীতিবাক্য প্রসঙ্গে

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদা হাস্‌সান (রা.) রাত্রে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন: কোথায় আমার গোত্রের লোকজন? তাঁর আহ্বানে আনসারের লোকজন এসে বলল কি হয়েছে তোমার? তখন তিনি বলেন, মনে হয় মৃত্যু সমাগত, তাড়াতাড়ি এ শ্লোকটি লিখে নাও।
এ শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন:[781]

رب حلم اضاعه عدم المال + وجهل غطى عليه النعم

"এমন কত প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি রয়েছেন, যাদেরকে দারিদ্র্য ধ্বংস করে দিয়েছে এবং এমন কত মূর্খ আনাড়িও রয়েছে যাদের মূর্খতা ধনের আবরণে আচ্ছাদিত।"

ইসলামী যুগের কবিতা

জাহিলী যুগের কবিতা থেকে ইসলামী যুগের কবিতায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। জাহিলী যুগের কবিতায় সত্য বাস্তবতা কমই ছিল। কারণ কবিতায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় মিথ্যা ও বানোয়াটের নীতিতে রচিত কবিতায়। ইসলামী যুগের রচিত কবিতার মান নিরূপণে এক প্রশ্নের জবাবে হাস্‌সান (রা.) নিজেই বলেন:[782]

ان الاسلام يحجز عن الكذب والشعر يزينه الكذب

ইসলাম মিথ্যাকে বারণ করে অথচ কবিতা মিথ্যা দ্বারা সুশোভিত হয়।"

ইসলাম সত্যের সন্ধানী এবং বাস্তবতার সাথে মিল রেখেই চলে। উত্তম চরিত্রের কবিতা মৌলিকতা নির্ভর করে সততা ও সত্যবাদিতার উপর। এ সম্পর্কে হাস্‌সান (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে তা শোভা পাচ্ছে : [783]

وانما الشعر لب المرء يعرضه + على المجالس إن كيسا وان حمقا

وان اشعر بيت انت قائله + بيت يقال اذا انشدته

---

779 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩।

780 প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩।

781 প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩১।

782 ড.আব্দুল মুন'ঈম আল-খাফাজী, আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যাহ বা'দা জুহুর আল-ইসলাম (বৈরূতঃ দার আল-কিতাব আল-লুবনানী, তা.বি.), পৃ. ২৫৬।

783 ফি'য়াত আল-মিনাল মুখতাসসীন, আল-আদাব মসূলুহু ওয়া তারীখুহু (সৌদী আরবঃ ওযারাত আল-মা'আরিফ, ১৯৮৫খ.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

"কবিতা মানুষের সুপ্ত বিকাশের মাধ্যম। নির্বোধ কিংবা বুদ্ধিমান তা জনসম্মুখে উপস্থাপন করে থাকে। আপনি যে পংক্তি রচনা করেছেন তা উত্তম কবিতা। আপনাকে বলা হবে বস্তুনিষ্ঠ কবিতা রচনা করেছেন।"

হাস্‌সান (রা.)-এর ইসলামী যুগের কবিতাগুলো অপ্রচলিত শব্দ, দুর্বোধ্য বাক্য ব্যবহারের আধিক্যতা থেকে মুক্ত ছিল।[784] বিশেষ করে ইসলামী চেতনায় উদ্দীপ্ত কবিতা রচনার কারণেই সমসাময়িক মুখাদরাম কবিদের মধ্যে হাস্‌সান (রা.) শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। ইসলাম গ্রহণের দশ বছর অতিক্রান্ত না হতেই আল-কুর'আনের প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার ইসলামের বহু বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্য তুলে ধরে আরবী কবিতায় গতানুগতিকতার বন্ধন ছিন্ন সহ অভিনবত্ব আনয়নের চেষ্টা করেছেন। এ জন্য তাঁকে ধর্মীয় কবিতার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। [785]

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর ইসলামী কাব্যে জাহিলী ধ্যান-ধারণা যেমন অশ্লীল প্রেমমূলক কাব্য, বানোয়াট, গর্ব,গীবতযুক্ত ব্যঙ্গ কবিতা এবং মদের প্রশংসামূলক কবিতা পরিত্যাগ করেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার গুনাবলী, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খুলাফাই রাশীদন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গীকৃত বিভিন্ন সাহাবাদের প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছেন। আর তাঁদের সম্পর্কে রচনা করেছেন শোকগাঁথা। মুসলমানদেরকে সাহসিকতাপূর্ণ আচরণগুলো যুদ্ধমূলক কবিতায় শোভা পাচ্ছে। আর কফিরদের আনীত অভিযোগ খন্ডন করে ব্যঙ্গাত্মক কবিতার জন্য তো তিনি পটু ছিলেন। সাথে সাথে ইসলামের বিভিন্ন বিজয়ে গৌরবাত্মক কবিতা রচনা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পৃথিবীর ছায়াতলে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতাপ্রসু জ্ঞানগর্ব ও নীতিবাক্য তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর ইসলামী যুগে কাব্যের বিষয়বস্তু নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

প্রশংসাগীতি

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে প্রশংসাগীতি রচনা করলেও ইসলামী যুগে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইব্রাহীম জুম'আহ বলেন:[786]

الهجاء والرثاء والفخر والرد على الوفود وكان حين يمدح الرسول تغلب عليه العصبة الدينية والقوة الروحية

"প্রতিপক্ষের ব্যঙ্গ কবিতার উত্তর, শোকগাঁথা, গৌরবগাঁথা এবং বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধিদের কবিতার খন্ডনে রচিত সহ সকলপ্রকার কবিতার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসায় রচিত স্তুতিমূলক কাব্যে আধ্যাত্যিক শক্তি ও ধর্মীয় স্পৃহা সর্বাগ্রে উন্নীত হয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গঠনশৈলী, অবয়ব ও নৈতিক গুণাবলী নিয়ে প্রসিদ্ধ কবি নাবিঘা আল-জু'দী, আল-হুতায়্যাহ, কা'ব ইব্‌ন যুহায়র সহ অন্যান্য কবিগণ প্রশংসা গীতি রচনা করেছেন। তবে হাস্‌সান (রা.) এ বিষয়ের পুরোধা ছিলেন। এ সম্পর্কে ড.'উমার ফাররূখ-এর নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রনিধাণযোগ্য : [787]

وحسان خليق ان يسمى رأس البد يعيين ' فهو الذى بدأفن الشعر فى المديح النبوى

"আর হৃস্‌সান (রা.)-কে যথাযোগ্য প্রবর্তক বলা চলে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসাগীতি রচনার সূচনাকারী।"
আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় হাস্‌সান (রা.) বলেন : [788]

أنت اله الخلق ربى وخالقى + بذالك ما عمرت فى الناس اشهد

تعاليت رب الناس عن قول من دعا + سواك الها انت اعلى وامجدُ

"হে আল্লাহ! তুমি সমস্ত সৃষ্টিকূলের ইলাহ! তুমি আমার প্রতিপালক ও স্রষ্টা। যতদিন আমি জীবিত থাকি মানুষের মাঝে এ স্বাক্ষ্যই দিতে থাকব। যারা আপনাকে ব্যতীত অন্যকে ইলাহ বলে আহ্বান করে তাদের দাবী থেকে আপনি অনেক উর্ধ্বে, আপনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অধিকতর মর্যাদাবান।"
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৈহিক গঠনশৈলী প্রসঙ্গে বলেন : [789]

---

784 ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।
785 প্রাগুক্ত।
786 মুহাম্মাদ ইব্রাহীম জুম'আহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
787 'উমার ফাররূখ,প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩২৬।
788 ড. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬০।
789 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

متى يبد فى الداجى البهيم جبينه + يلح مثلَ مصباح الدجى المتوقد

"ঘোর অন্ধকারে যখন তাঁর ললাট বের করা হয় তখন তা অন্ধকারে প্রজ্বলিত বাতির ন্যায় ঝলমল করে।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিভিন্ন নৈতিক গুণাবলীর বর্ণনা তাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয় :

ক. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দানশীলতা প্রসঙ্গে বলেন : [790]

أنت النبى وخير عصبة آدم + يا من يجود كفيض بحرزاخر

"আপনি নবী এবং আদম (আ.)-এর উত্তম ওয়ারিছ। ওগো সেই মহান সত্তা, যিনি অবিরত দান করেন উদার সমুদ্রের দান করার ন্যায়।"

খ. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাকওয়া প্রসঙ্গে বলেন : [791]

اعنى رسول اله الخلق فضله على البربه بالتقوىوبالجود

"সকল সৃষ্টির প্রভুর রাসূল (সা.)-কেই আমি বুঝাতে চাচ্ছি। যিনি তাঁকে মর্যাদা দিয়েছেন সকল সৃষ্টির ওপর তাকওয়া দ্বারা এবং দানশীলতা দ্বারা।"

গ. রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর বীরত্ব প্রসঙ্গে বলেন : [792]

مستشعرى حلق الماذىّ يقدمهم + جلدُ النحيزة ماض غيرُ رعديد

ماض على الهول ركابٌ لما قطعوا + اذا الكماةُ تحاموا فى الصناديد

"তিনি লৌহবর্ম পরিধানকারী। তিনি তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সাধারণ চামড়া বা শরীর নিয়ে তিনি চলাফেরা ও অতিক্রম করেন; তিনি কাপুরুষ নন। তারা যতটুকু চলছে সেপথ তিনি ভয় ও ত্রাসের ওপর দিয়ে সওয়ার অবস্থায় অতিক্রম করেন, যখন অজ্ঞ লোকেরা বীর যোদ্ধাদের থেকে বিরত থাকে।"

ঘ. রাসূলুল্লাহর (সা.) চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য করে হাস্সান (রা.) আরও বলেন : [793]

اغر عليه للنبوة خاتم + من الله مشهود يلوح ويشهد

وضم الاله اسم النبى إلى اسمه + اذا قال فى الخمس المؤمن اشهد

وشق له من اسمه ليجله + فدوا العرش محمود وهذا محمد

"রবের দেয়া নুবুওয়্যাতের আংটি যার জ্বলছে অতি
স্বাক্ষীটি যার স্বয়ং আল্লাহ
স্বাক্ষ্য হয়ে হরহামেশা হইছে প্রকাশ
দিনে রাতে পাঁচ পাঁচ বার
উদাত্ত কণ্ঠ দরাজ মু'আযযিনের আযানধ্বনি দিচ্ছে প্রমাণ।
স্বয়ং রবের নাম জুড়েছে নামের সাথে
'আরশে তিনি মাহমুদ আর এখানে মুহাম্মাদ। [794]

একদা নবী (সা.) মদীনায় মিম্বারে উঠে আবূ বকর (রা.)-এর সম্পর্কে কিছু বলার জন্য হাস্সান (রা.)-কে নির্দেশ দিলে তিনি বলেন : [795]

اذا تذكرتَ شجواً من اخى ثقة + فاذكر اخاك ابابكر بما فعلا

وكان حب رسول الله قد علموا + من البرية لم يعدل به رجلا

---

[790] আবূ আল-ফাদল আহমাদ ইবন হাজর আল-আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীয আল-সাহাবাহ (মিসর: মু'আসসাহ আল-রিসালাহ, ১৩২৮ হি.), ১ম সংস্করণ, খ.১, পৃ. ২৬৪।

[791] আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

[792] আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৪।

২. জাবী যামাহ 'আলী ফাহমী, হুসন আল-সাহাবাহ্ ফী-শারাহ আশ-'আর আল-সাহাবা (মিসর: ১৩২৪ হি.), খ. ১, পৃ. ২৩৯।

[793] মো. আবূ আল-কাসেম ভূঞা, সাহাবীদের কাব্যচর্চা (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৪১৮/১৯৯৭), ২য় প্রকাশ, পৃ. ৯০।

[794] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫২। পাঁচ শ্লোক বিশিষ্ট কবিতাগুলো শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) আনন্দচিত্তে মন্তব্য করে বললেন: صدقت باحسان দ্র. হাফিয জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, তারীখ আল-খোলাফা' (বৈরূত : দার আল-জায়ল, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

خير البرية اتقاها وارأفها + بعد النبى واوفاها بما حملا

"ব্যাথিতাবস্থায় কোন আস্থাভাজন ভ্রাতাকে স্মরণ করতে চাইলে আপনার ভাই আবূ বকর (রা.)-এর অবদানের কারণে তাকে স্মরণ করুন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বন্ধু। লোকজন (সাহাবীগণ) জানেন যে, সৃষ্টি জগতে তাঁর সমতুল্য কোন ব্যক্তি নেই। নবী (সা.)-এর পরেই তিনি সৃষ্টির উত্তম ব্যক্তি, খোদাভীরু ও সহানুভূতিশীল। তাঁকে যা অর্পণ করা হয় তিনি তা পূর্ণ করতে সচেষ্ট।"

'আ'ইশা (রা.)-এর প্রশংসায় হাস্‌সান (রা.) বলেন : [796]

حصان رزان ما تزن بريبة + وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

فان كنت قد قلت الذى قد زعمتم + فلا رفعت سوطى إلى انا ملى

"তিনি পূতঃপবিত্র, শক্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ভদ্রমহিলা, তাঁর আচরণে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। পরনিন্দা থেকে মুক্ত অবস্থায় তাঁর দিনের সূচনা হয়। তোমাদের ধারণা মতে তাঁর সম্পর্কে আমি কিছু বলেছি, তা যদি সত্য হয় তবে আমার হাত যেন অবশ হয়ে যায়।"

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কবিতা

হাস্‌সান (রা.)-এর দীওয়ানের বিরাট এক অংশ الهجائيه বা বিদ্রূপাত্মক কবিতার বর্ণনা জুড়ে রয়েছে। তাঁর নিন্দাবাদ খুবই তির্যক ও আক্রমণাত্মক; বিষক্রিয়ার মত প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর সম্পর্কে জনৈক মনীষী বলেন:[797]

كان شديد الهجاء حتى قيل لو مزج البر بشعره لمزجه

"ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় পারদর্শী তিনি। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলো সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত হলে তা বিবর্ণে পরিণত হবে।"

হাস্‌সান (রা.)-এর কাব্যিক তীর্যকতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। আল-হারিছ ইব্‌ন 'আউফ আল-মুররী-এর গোত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক মোবল্লিগ প্রেরণ করা হয়। পরিতাপের বিষয় যে, মোবল্লিগ সেখানে গুপ্ত হত্যার শিকার হন। হাস্‌সান (রা.) এ ঘৃণ্য কর্মকান্ডের জন্য নিম্নোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে রোষানলের বাতাস বইয়ে দেন : [798]

ان تغدروا فالغدر منكم شيمة + والغدر ينبت فى اصول السخبر

"প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যদি তোমাদের স্বভাব হয়ে থাকে। তাহলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মূল থেকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ অংকুরিত হয়।"

তাঁর বিদ্রূপাত্মক কবিতা শুনে আল-হারিছ-এর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর দরবারে ছুটে এসে বলেন : [799]

يا محمد انا عائذبك من شره

"হে মুহাম্মাদ! আমি হাস্‌সান (রা.)-এর অনিষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থণা করছি।"

হাস্‌সান (রা.)-এর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তেজস্ক্রিয়া প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীটি প্রসিদ্ধ।

আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাকে কুরায়শ কবিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রত্যুত্তর করতে বললাম। সে সুন্দর উত্তর দিল। আমি কা'ব ইব্‌ন মালিককে বললে সেও উত্তর দিল। এরপর হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতকে বললাম। সে জবাব দিল সে নিজে যেমন পরিতৃপ্ত হল, আমাকেও পরিতৃপ্ত করল।[800]

মক্কার কুরায়শদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ করে কষ্ট দিত তাদের মধ্যে আবূ সুফয়ান ইব্‌ন আল-হারিছ, 'আমর ইব্‌ন আল-'আস, 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আল-জিবারা, দিরার ইবনুল খিতাব,

---

[796] আব্দুর রহমান আল-বারক্‌কী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৭-৩৭৮।

[797] জুরজী যায়দান, তারীখ আল-আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ (বৈরূতঃ মাকতাবাহ আল-বাহুছ লি আল-দিরাসাত ফী আল-ফিক্কায়, ১৪১৬/১৯৯৬), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৬১।

[798] ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আদাব আল-আরাবী, আল-আসর আল-ইসলামী (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৩খৃ.) পৃ. ৭৯।

[799] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬১; মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম কর্তৃক গ্রন্থে শাব্দিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন : يا محمد احرق من شعر حسان فوالله لو مزج به ماء البحر مزجه দ্র. তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা', প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৯।

[800] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৯; ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

হুবায়রা ইব্‌ন আবী ওহাব এবং হিন্দ বিনত উতবাহ প্রসিদ্ধ।[801] হাসসান (রা.) এদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দানে সক্ষম ছিলেন। তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রত্যুত্তর সহ গোত্র বিশেষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উত্তর দানেও সচেষ্ট ছিলেন। যেমন : হুযায়ল, মুজায়নাহ, সুলায়ম, ছাকীফ, হাওয়াজিন, জুযাম গোত্র। এছাড়া ইয়াহুদী গোত্র কুরায়যাহ, বানূ নাদীর, কায়নুকা' প্রমুখ গোত্রের প্রতি উত্তর দিয়েছেন।

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যে গতানুগতিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এর স্টাইল বিদ্যমান থাকলেও অভিনব কিছু পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, একই বংশোদ্ভূত সত্তেও উদ্দীষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত সবাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের থেকে মুক্ত ও নিরাপদ। চারিত্রিক দুর্বলতা, কটু ও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে ব্যঙ্গ করা,গৌরব মিশ্রিত ব্যঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণীয়।

মক্কার কাফির কুরায়শগণ যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ কবিতা রচনা শুরু করল। তখন হাসসান (রা.) এগিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে কুরায়শদের কুষ্ঠিবিদ্যায় (নসবনামায়) পরদর্শী আবূ বকর (রা.)-এর সহযোগিতা নিয়ে কাব্য যুদ্ধে নেমে পড়েন[802]। রাসূলুল্লাহ (সা.) হাশিমী বংশের সদস্য হওয়া সত্তেও তাঁর চাচা আবূ সুফয়ান ও আবূ লাহাব ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব ইসলাম প্রচারের কারনে শত্রুতা পোষণ করতে লাগল। হাস্‌সান (রা.) সুনিপুনভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মথিত আটা থেকে চুল বের করার ন্যায় বের করে আনেন। নিম্নোক্ত কবিতায় আবূ সুফিয়ান ও তাঁর মাতাকে ব্যঙ্গ করে বলেন : [803]

لقد علم الاقوامُ ان ابن هاشم + هو الغصنُ ذوالافنان[804] الا الواجدُ الوغدُ

و إن امرأ كانت سمية امه + دسيراءُ مغلوب اذا بلغ الجهد

"জনগণ অবগত আছেন যে, তিনিই {মুহাম্মাদ (সা.)} হাশিমের বংশধর। ইতর আবূ সুফিয়ান ব্যতীত,কারণ তার মাতা সুমায়্যা (সে তো এমন দাসী যার গর্ভে মনিবের সন্তান হয়েছে) আর তার দাদী সামরা' (সেও উম্মু ওলাদ ছিল) যে দুঃখ কষ্টের সময় পরাভূত হয়।"

উক্ত কবিতা শুনে আবূ সুফিয়ান মন্তব্য করল:[805]

هذا شعر لم يغب عنه ابن ابى قحافة

"এ কবিতা রচনায় কুষ্ঠিবিদ্যা সম্পর্কীয় জ্ঞান বিতরণে আবূ বকরের হাত ছিল।"

সমাজে গতানুগতিক চলে আসা বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে লাঞ্চনার শেষ স্তরে নিক্ষেপ করে প্রতিপক্ষকে সর্ব্বোচ্চ আসনে উন্নীত করা হাস্‌সান (রা.)-এর ব্যঙ্গ কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কুরায়শ নেতা আবূ সুফয়ান সম্পর্কে তিনি আরও বলেন:[806]

اتهجوه ولستَ له بكفء + فشركما لخيركما الفداءُ

هجوتَ مباركا برًا حنيفا + امينَ الله شيمته الوفاء

"তুমি কুৎসা রটনা করছ? অথচ তুমি তো তাঁর সমকক্ষ নও। তোমাদের মন্দজন তোমাদের ভালজনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ হোক। তুমি নিন্দা করছ একজন পবিত্র, পূণ্যবাণ, সত্যপন্থী ব্যক্তির। যিনি আল্লাহর পরম বিশ্বাসী এবং অঙ্গীকার পালন করা যার স্বভাব।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম শত্রু ভাবাপন্ন গোত্র হাওয়াযিন-এর কু-আচরণের জবাবে হাস্‌সান (রা.)-এর ব্যঙ্গমূলক কবিতার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো:[807]

ابلغ هوزانَ اعلاها واسفلها + ان لستُ ها جيها إلا بما فيها

قبيلةُ الامُ الاحياء اكرمها + واغدر الناس بالجيران وافيها

---

801 তবে এদের মধ্যে হুবায়রা ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে সকলেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

802 মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী,আল-জামি' আল-সাহীহ,,(দিল্লী : কুতুবখানা রাহিমিয়্যাহ, তা.বি),খ.২,পৃ.৯০৯।

803 'আব্দুর রহমান আল-বারক্‌কী, প্রাগুক্ত,পৃ.২১২-২১৪।

804 هو الغصنُ ذوالافنان বাক্যটির অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্দীষ্ট করা হয়েছে। الوغد এ শব্দটির উদ্দেশ্য নিকৃষ্ট আবূ সুফিয়ান। আবূ সুফয়ান মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন।

805 'আব্দুর রহমান আল-বারক্‌কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

806 'আব্দুর রহমান আল-বারক্‌কী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১।

807 'আব্দুর রহমান আল-বারক্‌কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

وشر من يحضرُ الامصارَ حاضرها + وشربادية الاعراب باديها

تبلى عظامهم اماهم دفنوا + تحت التراب ولا تفنى مخازيها

"হাওয়াযিন গোত্রের উঁচু নীচু সকল পর্যায়ের লোকদের জন্য এ সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমি কোন উপহাসকারী নই বরং তাদের চরিত্রগুলো উথাপিত করছি মাত্র। সে গোত্রের সম্মানিতজনরা হচ্ছে জীবিতদের জন্য নিকৃষ্টতর। আর অঙ্গীকার পালনকারী প্রতিবেশীদের জন্য বিশ্বাসঘাতক। শহরের আশপাশের ব্যক্তিদের জন্য আর গ্রাম্য বেদুঈনদের জন্যও মন্দতর। মাটির নীচে সমাহিতদের হাত পুরাতন হয়েছে অথচ তাদের লাঞ্ছনা নিঃশেষ হয়নি।"

সমালোচকগণ উক্ত কবিতাকে ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে গণ্য করেন[808]

অনুরূপ "ছাকীফ" গোত্রের ব্যঙ্গ রচনায় হাস্‌সান (রা.) বলেন:[809]

اذا الثقفى فاخركم ففقولوا + هلمّ فعد شان ابى رغال[810]

ابوكم الامُ الاباء قدما + وانتم مشبهوه على مثال

"(হে ছাকীফ গোত্রের জনগণ) নিজেদের নিয়ে বড়াই করছ; আর তোমাদের বলা উচিৎ আমাদের মর্যাদা মূল্যায়ণ কর আবূ রুগাল-এর সাথে। তোমাদের পিতা, পিতামহ এবং পূর্বপুরুষগণ অভদ্র ছিল। তোমাদের অবস্থাও তাদের অনুরূপ।"

হুযায়ল গোত্র কর্তৃক মুসলমানগণ রাজী 'যুদ্ধে নিপীড়নের শিকার হন। তাদের এহেন জঘন্য কর্মকান্ডের প্রতি দারুণ মর্মাহত হয়ে হাস্‌সান (রা.) বলেন:[811]

فلا والله ما تدرى هذيل + أمحض ماء زمزم ام مشوب

وما لهم ان اعتمروا وحجوا + من الحجرين والمعى نصيب

ولكن الرجيع لهم محل + به اللؤم المبين والعويب

هم غروا بذمتهم خبيبا + فبئس العهدهم الكذوبُ

"আল্লাহ তা'আলার শপথ, হুজায়ল গোত্র তো জানেই না যে, তাঁরা যমযম পানির মত বিশুদ্ধ খাঁটি বংশ নাকি মিশ্রিত ত্রুটিপূর্ন। তারা যদি হজ্জ উমরা আদায় করতে গিয়ে কা'বা, মাকামে ইব্রাহীমের পাথর এবং কা'বা ঘরের পাথর স্পর্শ করে, সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করে তবুও প্রতিদানের কোন অংশই পাবে না। আর রাজী নামক স্থানে তাদের জন্য রয়েছে স্পষ্ট লাঞ্ছনা ও অপরাধ। তাদের আশ্রয়ে থাকাকালে খুবায়ব (রা.)-এর সাথে তারা প্রতারণা করেছে। কত নিকৃষ্ট তাদের প্রতিশ্রুতি! তাদের প্রতিজ্ঞা অসত্য।"

ইয়াহুদীগণ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত রাসূল ও আল-কুর'আনকে অস্বীকার করে এবং গোপনে কুরায়শ কাফিরদের সাথে আতাত করে ব্যর্থ হয়। তাদের অপকর্ম প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে হাস্‌সান (রা.) বলেন : [812]

تفاقد معشر نصروا قريشا + وليس لهم ببلدتهم نصير

هم اوتوا الكتابَ فضيعوه + فهم عمى من التوراة بورُ

كفرتم بالقرآن وقد اتيتم + بتصديق الذى قال النذير

وهان على سراة بنى لوىّ + حريقٌ بالبويرة مستطير

"যারা কুরায়শদেরকে সাহায্য করেছিল তারা পরস্পর পরস্পরেক হারাল। তাদের নিজেদের শহরেই তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না। তারা সেই সব লোক তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা তা বিনষ্ট করে ফেলেছে। এখন তাওরাত থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে বসে আছে। তোমরা আল-কুর'আন অস্বীকার করছ অথচ সতর্ককারী যা বলেছিলেন তার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। অতএব বানূ-লআয-এর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জন্য (ইয়াছরিবের) "আল-বুওয়ায়রা" স্থানটি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া সহজ হয়েছে।"

---

808 ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

809 আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

810 প্রাচীন যুগের এক অত্যাচারী ব্যক্তির নাম আবূ রুগাল, মক্কা ও তা'ইফের মধ্যবর্তী স্থানে তার সমাধি রয়েছে। আজও যেখানে লোকজন বারংবার নিক্ষেপ করে আসছে। দ্র. 'আব্দুর রহমান 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী (পাদটীকাসহ), পৃ. ৩৯৪।

811 'আব্দুর রহমান আল-বাবকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০।

812 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ .২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

হাস্‌সান (রা.)-এর ব্যঙ্গ কবিতার অন্যতম বিষয় ছিল চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে উল্লেখ করা। তিনি জনতাকে বিভিন্ন প্রাণীর সাথে তুলনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি বানূ সাহাম গোত্রের উদ্দীষ্ট ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করে বলেন : [813]

والله ما فى قريش كلها نفر + اكثر شيخا جبانا فاحشا غمرا

اذبّ اصلع سفيراً له ذأب + كالقرد يعجمُ وسطَ المجلس الحمرا

"আল্লাহর শপথ! কুরায়শদের অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তি কাপুরুষ, নিকৃষ্ট অনভিজ্ঞ, অদক্ষ। শীর্ণকায় টাকযুক্ত অনুগতদাস ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী; যেন সভাষদের মধ্যস্থলে বোবা বানর।"

বানূ-হুমাসকে কুকুর ও ছাগল-এর সাথে উপমা দিয়ে হাস্‌সান (রা.) বলেন : [814]

كأن ريحهم فى الناس اذبرزوا + ريح الكلاب اذا ما بلها المطر

اولادحام فلن تلقى لهم شبها + الا التيوس على اكتافها الشعر

"জনগণের মাঝে যখন তাদের শ্বাস বের হয় তখন তা যেন কুকুরের ন্যায় বারিধারা সিক্ত করে দেয়। 'হাম-এর বংশোদ্ভূত ছাগলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাদের স্কন্ধে রয়েছে কতগুলো পশম।"

হুযায়ল গোত্রের লোকদেরকে শজারু-এর সাথে তুলনা দিয়ে ব্যঙ্গ কবিতায় হাস্‌সান (রা.) বলেন:[815]

مثل القنافذ تخزىَ ان تقاجئها + شد النهار ويلقى اليلَ ساريها

"হুযায়ল গোত্রের মানুষ যেন সজারু সদৃশ; লাঞ্চনা আর অপমানের তীব্রতায় দিবসে অপ্রত্যাশিতভাবে বিচরণ করে,আর রাতের আঁধারে দ্রুত ভ্রমণ করে।"

ছাকীফ গোত্রকে শিয়াল-এর আচরণের সাথে তুলনা করে ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেন : [816]

ثقيفٌ شرمن ركب المطايا + واشباهُ الهجارس فى القتال

"ছাকীফ গোত্রের লোকজন অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্যের আরোহী। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের আচরণ শিয়াল-এর সাদৃশ্য।" অর্থাৎ শিয়াল যেভাবে কৌশলে পথ পরিবর্তন করে, তদ্রূপ তারাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়।

বানী 'আবিদ ইবন 'আব্দুল্লাহ আল-মাখযূমীকে শূকর-এর সাথে তুলনা করে বলেন : [817]

على ما قام يشتمنى لئيم + كخنزير تمرغ فى رماد

فاشهدُ ان امك ملبغا يا + وان اباك من شر العباد

"কোন ইতর আমাকে তিরস্কার করছে? সে তো শূকর-এর ন্যায় ছাই মাটিতে গড়াগড়ি করছে। আমি প্রত্যক্ষ করছি যে, তোমার মা ব্যভিচারিণী আর তোমার পিতা নিকৃষ্টতম ক্রীতদাস।"

হাস্‌সান (রা.)-এর "হিজা" কাব্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অশ্লীল শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। মুগীরা গোত্রের লোকদের হিজা করতে গিয়ে তাদের মাতা সম্পর্কে যে সব অশ্লীল শব্দের ব্যবহার করেছেন তা সত্যিই স্পর্শকাতর। যেমন : [818]

هلاّ منعتم من المخزاة امكم + عند الثنية من عمرو بن يحموم

اسلمتموها فباتت غيرَ طاهرة + ماءُ الرجال على الفخذين كالموم

"আমর ইব্‌ন ইয়াহমূম ('আমর ইব্‌ন হুম্মামাতুদ্ দাউসী)-এর সরু পথের নিকট যাওয়া থেকে তোমাদের মাতাকে এহেন লজ্জাজনক কাজে বাধা দিলে না? তোমরা তাকে সমর্পণ করছিলে ফলে সে কলুষভাবে রাত্রি যাপন করল পুরুষের দুই উরুর মাঝে পানির মধ্যে, উক্ত পানি যেন মোম সদৃশ।"

হাস্‌সান (রা.)-এর নিন্দাসূচক কাব্যের আয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল "গর্বমিশ্রিত হিজা"। নাকাঈদ জাতীয় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হলে এ প্রকারের কবিতা আবৃত্তি করতেন। এর প্রতিক্রিয়া এমন হত যেন আকাশ থেকে তারকা খসে খসে পড়ত। [819]

---

813 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

814 প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

815 প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮।

816 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

817 প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

818 প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

বানূ সাহমকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ রচনায় হাস্সান (রা.) বলেন : [820]

كم من كريم يعض الكلبُ مئزرهُ + ثم يفرُ اذا القمته الحجراً

لو لا النبيُّ وقولَ الحق مغضبة + لما تركتُ لكم انثى ولا ذكرا

"এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তি রয়েছে কুকুর তার শাল কামড়ে ধরেছে। অতঃপর সে দৌড়ে পলাচ্ছে এমতাবস্থায় তুমি তাকে একটু একটু করে খাদ্য দিচ্ছিলে আর সে নিষেধ করছিল। যদি নবী (সা.) জীবিত না থাকতেন আর সত্য কথা ক্রোধোদ্দীপক না হত; তাহলে তোমাদের কোন মহিলা ও পুরুষকে রেহাই দিতাম না।"

শোকগাঁথা কবিতা

হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর ইসলামী যুগের শোকগাঁথা কবিতাগুলো পর্যালোচনা করলে শোকের বিভিন্ন ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়। সেসব মুসলিম বীর সেনানীদের স্মরণে শোকগাঁথা রচনা করেন যারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। শোকগাঁথার ফিরিস্তে অগ্রণীতে রয়েছেন হামযা (রা.), যিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। সা'দ ইব্ন মা'আয যিনি খন্দক যুদ্ধে শহীদ হন। আরো রয়েছেন যায়দ ইব্ন হারিছা, জা'ফর ইব্ন আবী তালিব ও 'আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ যারা মুতা' অভিযানে শহীদ হয়েছেন।

শোকের অন্যতম ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে যে, পৌত্তলিক কুরায়শ সহ আরবের বিভিন্ন গোত্র কর্তৃক মুসলিম নিধনের প্রক্রিয়া স্বরূপ প্রতারণায় মুসলিম সদস্যগণ নিহত হন। উদাহরণত: আসহাবে রাজী, বি'রে মাউনা-এর সদস্যবর্গ এবং বিশেষতঃ খুবায়র ইব্ন 'আদী আল-আনসারী (রা.)-এর স্মরণে শোকগাঁথা রচনা।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিয়োগ ব্যাথায় রচিত দীর্ঘ কাসীদা ও খন্ড খন্ড কবিতাগুলো তাঁর শোকগাঁথার অন্যতম পরিচ্ছেদ। উছমান (রা.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। তাছাড়া আবূ বকর (রা.) ও উমার (রা.)-এর স্মরণে কয়েকটি শ্লোক রয়েছে।

হাস্সান (রা.)-এর নিকটাত্মীয়দের ইন্তিকালে তেমন শোকের ছাপ কবিতায় পরিলক্ষিত হয়না তবে তাঁর মেয়ের শোকে কয়েকটি শ্লোকের প্রকাশ মিলে। শোকগাঁথা কবিতার দীর্ঘ লেখনীতে শুধুমাত্র একজন পৌত্তলিকের মৃত্যুতে একটি সমবেদনা জ্ঞাপক কবিতা রচনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কা'বা তাওয়াফ করার জন্য আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং শি'আবে আবী তালিব-এর অবৈধ চুক্তিকে নসাৎ করার জন্য তৎপর ছিলেন। তিনি হচ্ছেন মুত'ঈম ইব্ন 'আদী।[821]

হাস্সান (রা.)-এর শোকগাঁথা কবিতাগুলোতে ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ উদ্দীপ্ত, আর আখিরাতের পূণ্য ও অনন্ত কালীণ জান্নাত লাভের আশা উদ্বেলিত। তাঁর শোকগাঁথা কবিতায় কাফির ও পৌত্তলিক কুরায়শ কর্তৃক রোষানল ও বিদ্বেষ প্রত্যাখ্যাত হয়।[822]

হামযা (রা.)-এর শাহাদাতের পর তাঁর মেয়ে পিতার কবর যিয়ারত করতে এলে তাঁকে লক্ষ্য করে শোকবিহ্বল হয়ে হাস্সান (রা.) বলেন:[823]

تسائل عن قرم هجان سميدع + لدى البأس مغوار الصباح جسور

فقلت لها ان الشهادةَ راحةٌ + ورضوانُ ربّ يا امامَ غفور

فان اباك الخيرَ حمزةَ فاعلمى + وزيرُ رسول الله خيرُ وزير

دعاه الهُ الخلق ذوالعرش دعوةً + إلى جنة يرضى بها وسرور

"আকস্মিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সদ্বংশীয় বীরবিক্রমে শুভ সকালে আক্রমণকারী গোত্রপ্রধান সম্পর্কে তুমি জানতে চাচ্ছ? আমি তাঁকে (তাঁর মেয়েকে) বললাম, নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হওয়া আনন্দকর বিষয়, ক্ষমাশীল নেতা ও মহান প্রতিপালকের তুষ্টি। তোমার পিতা হামযাহ্ (রা.) উত্তম, আল্লাহর রাসূলের (সা.) শ্রেষ্ঠতম উযীর। আরশের অধিপতি সৃষ্টজীবের মা'বুদ তাঁকে জান্নাতের দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যপারে সন্তুষ্ট ও খুশী।"

---

819 ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

820 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

821 ড. ইহসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৬; ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮২।

822 প্রাগুক্ত।

823 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী ৪র্থ সনের সফর মাসে 'আযাল ও কারাহ নামক দু'টি প্রসিদ্ধ গোত্রের লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে কিছুসংখ্যক মুবাল্লিগ প্রার্থনা করল যারা তাদের গোত্রে প্রশিক্ষণ দিবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের চাহিদা 'আসিম (রা.)-এর নেতৃত্বে ছয়জন মুহাজির এবং চারজন আনসারের সমন্বয়ে বিশুদ্ধভাবে আল-কুরআন পাঠদানে সক্ষম দশজনের একটি দল প্রেরণ করেন।[824] রাজী[825] নামক স্থানে তাদের সাথে প্রতারণা করে। সাহাবীদের সাতজন প্রতারণার শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করেন। খুবায়ব (রা.) সহ অন্য দু'জন সাহাবী মর্মান্তিক দুঃখ যাতনার পর অবশেষে শাহাদাতের পানি পান করলেন।

তাঁদের মর্মান্তিক ও কাপুরুষোচিত হত্যাকান্ডের কথা স্মরণ করে হাস্‌সান (রা.) বলেন : [826]

صلى الإله على الذين تتابعوا + يومَ الرجيع فاكرموا اثيبوا

رأس الكتيبة مرثد وامیرهم + وابن البكير أما مهم وخبيبُ

وابن لطارق وابن دثنه منهم + وافاه ثم حمامه المكتوبُ

والعاصم المقتولُ عند رجيعهم + كسب المعالى انه لكسوب

"আল্লাহ তা'আলা তাদের রহম করুন, যারা আল-রাজী' এর দিকে অনুগামী হয়েছিলেন। তিনি তাদের সম্মানিত করেছেন ও পূণ্যবাণ করেছেন। তাদের দলনেতা মারছাদ (ইব্‌ন মারছাদ),আল-বাকী-এর ছেলে (খালিদ) এবং যুবায়র (রা.) ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন তারিকের সন্তান (আব্দুল্লাহ আল-আউসী) ও দাছনা তনয় (যায়দ আল-খাজরাযী)। শত্রুদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা সত্ত্বেও নির্ধারিত মৃত্যুর সম্মুখীন হন। রাজী' অভিযানে 'আসিম (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। তাকে হত্যা করার জন্য সকল উপকরণ শত্রুপক্ষ যোগাড় করেছিল।"

খুবায়ব (রা.)-এর শাহাদাতে কাতর কণ্ঠে হাসসান (রা.) আরো শোকগাঁথা রচনা করেন। যেমন : [827]

ما بال عينك لا ترقا مدامعها + سحا على الصدر مثلَ اللؤلؤ الفلق

على خبيب وفى الرحمن مصرعه + لا فشل حين تلقاه ولا نزق

فاذهب خبيب جزاك الله طيبةً + وجنةَ الخلد عند الحور فى الرفق

ما ذا تقولون ان قال النبى لكم + حين الملائكة الابرارُ فى الافق

"তোমার চোখের কি হল যে, অশ্রু থামছেই না। বুকের ওপর দিয়ে অনবরত বেয়ে পড়ছে মুক্তার মত। খুবায়বের শোকে-যিনি সেই যুবকদ্বয়ের অন্যতম যারা জেনেছে আল্লাহর সাথে যখন তুমি মিলিত হবে তখন ব্যর্থতা কিংবা অস্থিরতা থাকবে রা। অতএব হে খুবায়ব! তুমি চলে যাও। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিন। তোমার সাথীদের সাথে হুরদের সাহচর্যে চিরন্তন জান্নাতে বসবাস কর। (হে কুরায়শগণ!) তোমরা কি জবাব দিবে যদি নবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন তোমাদেরকে? যখন পূণ্যবাণ ফেরেশতারা দিকচক্রবালে সমবেত থাকবে।"

হিজরী ৪র্থ সালের সফর মাসে রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর দরবারে আবূ বারা 'আমির ইব্‌ন মালিক স্বীয় গোত্রের তা'লীমের জন্য স্বল্পসংখ্যক মুবাল্লিগ প্রেরণের আবেদন জানায়। রাসূলুল্লাহর (সা.) বলে উঠলেন : انى اخشى عليهم اهل نجد "নজদের দিক থেকে আমার ভয় হয়।" তখন আবূ বারা নিজেই তাদের নিরাপত্তার ঘোষণা দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) অবশেষে রাজী হলেন এবং আল-মুনযির ইব্‌ন 'আমর-এর নেতৃত্বে অত্যন্ত সৎ ও দরবেশ প্রকৃতির সত্তরজন আনসারের একটি দল প্রেরণ করেন।[828] তাদের অধিকাংশ হাফিজে কুর'আন ও আসহাবে সুফফার অন্তর্গত

---

824 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫২।

825 আরব উপদ্বীপে এ নামে দু'টি স্থান রয়েছে। ক.খায়বারের নিকটবর্তী স্থান। যেখানে খায়বার যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। এ স্থানটি মদীনা হতে চারদিনের দূরত্বে অবস্থিত। খ. মক্কা ও তা'ইফের মধ্যবর্তী আল-হাদ'আহ নামক স্থানের নিকটে অবস্থিত। ইমাম বুখারীর বর্ণনামতে মক্কাও 'উসফান এর মধ্যবর্তী বানু হুযায়ল এর কূপ অবস্থিত এবং রাজী'র উসফান হতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৪১৭/১৯৯৬), খ.২২শ, পৃ. ২২৪। এখানে শেষোক্ত স্থানকেই বুঝানো হয়েছে।

826 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

827 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত,পৃ.৮১; ইবন হিশামে ২য় লাইনটি ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন : على خبيب فى القتلى قد علموا দ্র. আল-সীরাহ আল-নববীয়্যাহ, প্রগুক্ত, পৃ.৮৬০।

828 আল্লামা শিবলী নোমানী ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, সীরাতুন নবী (সা.), অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৪১৮/১৯৯৮), পঞ্চম সংস্করণ,পৃ.২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তারা বি'রে মা'উনা[829] নামক স্থানের নিকট পৌছলে হারাম ইব্ন মিলহামকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পত্র সহ গোত্রপতি 'আমির ইব্ন তুফায়েল-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। গোত্রপতি উক্ত দূতকে হত্যা করে এবং পার্শ্ববর্তী রি'আল, যাকওয়া, নউসায়তাহ প্রভৃতি গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে এক বিরাট বাহিনী কর্তৃক উক্ত তাবলীগী প্রতিনিধিদলকে হত্যা করে। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ফজর সালাতে কুনূতে নাযিলাহ পাঠ করেন। হাস্সান (রা.) তাদের শাহাদাতে শোকগাঁথা আবৃত্তি করেন। নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো তারই প্রমাণ বহন করে : [830]

على قتلى معونةَ فاستهلىْ + بدمع العين سحاً غيرَ نزر

على خيل الرسول غداةَ لا قوا + مناياهم ولا قتهم بقدر

أصابهم الفناء بحبل قوم + تخون عَقدُ جبلهم بغدر

"বি'রে মা'উনা-এর ভয়াবহ যুদ্ধে নিহতদের জন্য অকিঞ্চিৎ অশ্রু বর্ষণ কর। প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অশ্ববাহিনী মৃত্যুর সাথে নিয়ম অনুসারে (শত্রুর কবলে পড়ে) মুলাকাত করেছে। আর ঐ গোত্র বিশ্বাস ঘাতকতার মাধ্যমে সন্ধির সাথে খিয়ানত করল।"

আল-মুত'ঈম ইবন 'আদী[831]-এর নিহত হওয়ার সংবাদে হাস্সান (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁর মৃত্যুর প্রতি সমবেদনা নিবেদন করে বলেন:[832]

اعين الا ابكى سيد الناس واسفحى + بدمع فان انزفته فاسكبى الدماء

ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا + من الناس ابقى مجده الدهرَ مطعما

اجرت رسول الله منهم فاصبحوا + عبادك ما لبىْ ملبٍّ واحرما

فلو سئلت عنه معزٌ باسرها + وقحطانُ او باقى بقية جرهما

لقالوا هو الموفى بحفرة جاره + وذمته يوماً اذا ما تذمما

"হে চক্ষু মানুষের নেতার জন্য কেন রোদন করছ না? অশ্রু গড়িয়ে দাও। অশ্রু শুকিয়ে গেলে রক্ত ঝরাও। কারো মর্যাদা যদি যুগ যুগ ধরে চিরস্থায়ী থাকত,তাহলে মুত'ঈম ইব্ন 'আদী স্বীয় মর্যাদা সহ অমর হয়ে থাকতেন। তুমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে তাদের থেকে আশ্রয় দিয়েছ। সুতরাং যতদিন আল্লাহর ডাকে সাড়া প্রদানকারী ইহ্রাম বেঁধে লাব্বাইক বলবে ততদিন তারা তোমার গোলামির শৃংখলে আবদ্ধ থাকবে। যদি তাঁর সম্পর্কে বানূ কাহতান ও বানূ জুরহুম-এর উত্তরসূরীদেরকে জিজ্ঞেস কর। তবে তারা এক কণ্ঠে বলবে : তিনি তাঁর আশ্রিতের অঙ্গীকার পূরণ করেন এবং তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলে তা ভঙ্গ করেন না একদিনের জন্যও।"

খালীফাতুল মুসলিমীন আবূ বকর (রা.)-এর ইন্তিকালে সমবেদনা প্রকাশ করে হাস্সান (রা.) বলেন : [833]

خير البرية اتقاها وأرأفاها + بعد النبى وأوفاها بما حملا

وكان حبُّ رسول الله قد علموا + من البرية لم يعدل به رجلا

"তিনি (আবূ বকর (রা.) নবী (সা.)-এর পর সৃষ্টিকূলের মধ্যে উত্তম, অধিক মুত্তাকী ও দয়ার্দ্র। আর যা তিনি বহন করেছের (আল-কুর'আনুল কারীম) তার অধিক সংরক্ষক। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অধিক প্রিয়পাত্র। সৃষ্টিকূলের সকলেই জানে যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

---

829 মদীনা থেকে পূর্বদিকে বাণী আমীর ও বানী সুলাইম-এর মধ্যবর্তী স্থান।

830 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত,পৃ.২৪১।

831 নুবুয়্যাতের ১০ম সালে হিশাম ইবন 'আমেরী, যুহায়র ইবন আবী উমায়্যাহ, আবুল বুখতারী ইবন হিশাম, এবং যাম'আহ ইবনুল আসওয়াদ-এর সমর্থনে আবূ জাহালের সাথে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে মুত'ঈম ইবন 'আদী শি'আবে আবী তালিবের অবৈধ অন্তরীণ চুক্তিটি স্বহস্তে ছিড়ে ফেলেন। দ্র. ইবন হিশাম,প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০-৩৮২; 'আল্লামা শিবলী নো'মানী ও 'আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত,পৃ.১২৪-১২৫। বর্ণিত আছে যে, আল-মুত'ঈম ইবন 'আদী-এর ছেলে সন্তান ও হিতাকাঙ্খীদের সহযোগিতা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সে দিন তাওয়াফ করার সুযোগ দিয়েছেন। দ্র. 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫০। (টীকাসহ)।

832 'আব্দুর রহমন আল বারকুকী। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১; ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬।

833 ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, দীওয়ানু হাস্সান ইবন ছাবিত (বৈরূত: দার সাদির,১৯৭৪খৃ,), খ. ১, পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

যৌথভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.), আবূ বকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর সম্পর্কে শোকগাঁথা রচনায় হাস্‌সান (রা.) আরও বলেন : [834]

ثلاثة برزوا بسبقهم + نصرهم ربهم اذا نشروا

عاشوا بلا فرقة حياتهم + واجتمعوا فى الممات اذاقبروا

فليس من مسلم له بصر + ينكرهم فضلهم اذا ذكروا

তাঁরা তিনজন প্রাধান্য নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা যখন বিক্ষিপ্ত ছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করেছেন। জীবদ্দশায় তাঁরা অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করেছেন। মৃত্যুর পরও যখন তাঁদের কবর দেয়া হয়েছে তখন তাঁরা একত্রিত হয়েছেন। যে মুসলমানের চোখ ও বিবেক আছে সে তাঁদের মর্যাদাকে অস্বীকার করতে পারে না।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরহে কবি হাস্‌সান (রা.) এত ভগ্ন হৃদয়ের অধিকারী হন যে, সে দিনের প্রভাত যেন কালো বিষপানে অত্মহত্যার চেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। কবির ভাষায়:[835]

فظلتُ بعد وفاته متبلداً + متلدداً ياليتنى لم اولد

أأقيمُ بعدكَ بالمدينة بينهم + ياليتنى صبحتُ سمَّ الاسود

"তাঁর বিদায়ের পরে
রয়ে গেনু আমি হয়রান বহুত বহুর ধরে।
কতই ভাল হতো আমার, জন্ম আমার নাইকো হতো যদি
আমি রইব নাকো আল-মদীনায়, যেথায় তুমি নাইকো আছো
আফসোস হায়!
সেই প্রভাতে কালো বিষ যদি করতাম আমি পান
কতইনা ভাল হত।"[836]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালে তিনি মরছিয়্যা স্বরূপ বলেন:[837]

يا عين جودى بدمع منك اسبال + ولا تملن من سح وإعوال

لا يفقدن لى بعد اليوم دمعكما + إنى مصاب وإنى لست بالسالى

على رسولنا محض ضريبته + سبح الخليفة عف غير مجهال

عف مكاسبه جزل مواهبه + خير البرية سمح غير نكال

"হে নয়ন! তুমি অকৃপণভাবে অশ্রুধারা প্রবাহিত কর এবং অতিরিক্ত প্রবাহের কারণে তুমি কখনো ক্লান্ত হয়োনা। আজকের দিন থেকে তোমার অশ্রু যেন আমার জন্য কখনো নিঃশেষ হয়ে না যায়। আমি যে বিপদগ্রস্থ। আমি আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর (স্বেচ্ছায় অশ্রু) প্রবাহকারী নই। যাঁর স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত খাঁটি, যিঁনি বড়ই দানশীল, অতিশয় পবিত্র,অজ্ঞ ও মূর্খ নন। তাঁর উপার্জন সবই পূতঃপবিত্র। তাঁর দান অঢেল,তিনি সকল সৃষ্টির সেরা, দয়ালু দাতা,শান্তিদাতা নন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বেদনায় তিনি আরও বলেন:[838]

بطيبة رسم للرسول ومعهد + منير وقد تعفوالرسوم وتهمد

معالم لم تطمس على العهدايها + أتاها البلىَ فالاى منها تجدد

عرفت بها رسم الرسول و عهده + وقبرا به واراه فى الترب ملحد

ظللتُ بها ابكى الرسولَ فاسعدت + عيونٌ ومثلاها من الجفن تسعدُ

---

834 ইবন আব্দ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ (মিশর: : মুস্তফা মুহাম্মাদ, ১৩৫৩/১৯৩৫), খ.২, পৃ. ১৯০।

835 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

836 মো. আবুল কাশেম ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

837 'আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, শি'র আল-দাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ (দায় আল-লি আল-ছাকাফাহ্ ওয়া আল-নাশর ওয়া আল-ই'লাম,, ১৪০৫/১৯৮৫), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৯৫।

838 'আব্দর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

اطالت وقوفا تذرف العين جهدها + على طلل القبرالذى فيه احمد

"মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উজ্জ্বল শিক্ষানিকেতন ও স্মৃতি রয়েছে। অথচ সাধারণ নিদর্শন ও স্মৃতিসমূহ বিলীন হয়ে যায়। সেখানে তত্ত্বজ্ঞানের এমনসব কালজয়ী নিদর্শন বিদ্যমান যে তা কালের আবর্তনে বিকৃত হয় না। তা যতই প্রাচীন হয় ততই তা থেকে নতুন তত্ত্ব উদ্গত হয়। আমি যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিহ্ন ও আদর্শের সাথে পরিচিতি লাভ করেছি; আরও জ্ঞাত হয়েছি সেথায় নেরবাবর আছে। আমি তাঁর বিরহের জন্য অশ্রুবিসর্জন দিয়েছি, যার কারণে অনেক চক্ষু আশ্রুপাত করে সৌভাগ্যবান হচ্ছে। দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে আহমাদ (সা.) যে কবরে শুয়ে আছেন তাঁর পার্শ্বে দীর্ঘ সময় অবস্থান এবং অশ্রুপাত করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরহ বেদনায় হাসসান (রা.) মূহ্যমান হয়ে বলেন:[839]

ما بال عينك لا تنامُ كانما + كحلت ما قيها بكحل الارمل

جزعا على المهدى اصبح ثاويا + يا خيرَ من وطئ الحصى لا تبعد

وجهى يقيك الترابَ لهفى ليتنى + غيبتُ قبلك فى بقيع الغرقد

"হে অশ্রু! তোমার কি হয়েছে যে তুমি ঘুমাচ্ছ না? মনে হচ্ছে যেন তাতে সুরমা লাগানো হয়েছে। আমি অস্থির চিত্তে তোমার নিকট আশ্রয়কামী হয়েছি। উষার পার্বত্য ভূমির হে শ্রেষ্ঠ বিচরণকারী! তুমি মরো না (অর্থাৎ তুমি অমর) মাটি যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। হায় আফসোস! আমি যদি তোমার আগে কবরে বিলীন হয়ে যেতাম, তাহলেই ভাল হতো।"

তৃতীয় খলীফা উছমান (রা.)-এর নৃশংস হত্যাকান্ডের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সমবেদনা ও আহাজারী করে হাস্সান (রা.) বলেন:[840]

ماذا اردتم من اخى الخير باركت + يد الله فى ذاك الاديم المقدد

قتلتم ولى الله فى جوف داره + وجئتم بامرجائر غير مهتدى

فهلا رعيتم ذمة الله وسطكم + واوفيتم بالعهد عهد محمد

الم يك فيكم ذا بلاء ومصدق + واوفاكم عهدا لدى كل مشهد

فلا ظفرت ايمانُ قوم تظاهرت + على قتل عثمان الرشيد المسدد

"আমার শ্রেষ্ঠতম ভাইয়ের ব্যাপারে তোমরা কি ইচ্ছা পোষণ করছ? খন্ডিত দেহাবয়বে আল্লাহ বরকত দান করেছেন। ঘরের অভ্যন্তরে আল্লাহর বন্ধুকে হত্যা করেছ। হিদায়াতের পথ থেকে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে এসেছ। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিস্মার সংরক্ষণ কেন হবে না? তিনি ('উছমান (রা.) কি তোমাদের অনুগ্রহ করেন নি? তিনি কি কষ্টি পাথর ছিলেন না? তিনি কি সত্যগ্রহণের ক্ষেত্রে চুক্তি পূর্ণ করেন নি? সঠিক পথে পরিচালিত দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ('উছমান (রা.)-কে হত্যার সহযোগিতার কারণে গোত্রটি ভাগ্যবান হওয়ার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে নি।"

গৌরবগাঁথা

হাস্সান (রা.)-এর গৌরবাত্মক কবিতা ইসলামী যুগে অধিক শক্তিশালী ও প্রাণান্তকর। বিশেষ করে ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান শীর্ষক কবিতাগুলো গৌরবাত্মক কবিতার রূপ নিয়েছে। পৌত্তলিক কুরায়শদের উপযুক্ত জবাব দান যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন ফলপ্রসূ ছিল তেমনিভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ক্ষেত্রে কমতি ছিল না। আনসার ও মুহাজিরদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখতে যে বীরত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাও গৌরবগাঁথায় হাস্সান (রা.) অত্যন্ত সুনিপুণভাবে রচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও দীনের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আনসারদের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ পূর্বক ইসলামী শব্দ ব্যবহার করেও গৌরবগাঁথা রচনায় পারদর্শিতার ছাপ রেখেছেন।

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে কয়েক বছর ব্যয় করেও যেখানে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনা সম্ভব হয় নি সেখানে মাত্র ইয়াছরিব-এর বিভিন্ন গোত্র থেকে হজ্জে গমনকারী কাফিলাদেরকে ইসলামের শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত আনসারদের এ কার্যক্রমেও গর্ববোধ

---

[839] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

[840] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

করে হাস্‌সান (রা.) কলম চালিয়েছেন। মদীনাবাসীদের অতিথিপরায়ণতা, দানশীলতা, বদান্যতা, শৌর্য-বীর্য, ধৈর্য ও ইনসাফের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুহাজিরদের সাথে অনুপম আচরনের উল্লেখ করেও হাস্‌সান (রা.) গৌরববোধ করতে কৃপণতা করেন নি। এছাড়া নিজ বংশীয় সদস্যদের শাহাদাতের শরাব পান করায় গর্ব প্রকাশ করেন। অমুসলিম প্রতিনিধিদলের উত্থাপিত অভিযোগ খন্ডনে হাস্‌সান (রা.) গৌরব মিশ্রিত উত্তর প্রদানে সক্ষম ছিলেন। একই বংশোদ্ভূত বীর সেনানীকে নিয়ে গৌরব প্রকাশ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। উপরোক্ত বক্তব্যগুলো হাস্‌সান (রা.)-এর কাব্যে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হল।

কুরায়শদের ইসলাম গ্রহণে অনীহা ও আনসারদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার বর্ণনায় তিনি বলেন : [841]

ثوى فى قريش بضعَ عشرة حجة + يذكر لو يلقى صديقاً مؤاتياً

ويعرضُ فى اهل المواسم نفسه + فلم يرمن يؤوى ولم يرداعيا

فلما اتانا واطمأنت به النوى + فاصبح مسروراً بطيبة راضياً

"কুরায়শদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.) দশ বৎসর সময়কাল অবস্থান করেছেন। যথাযোগ্য বন্ধুর সাক্ষাৎ হলে তিনি উপদেশ দিতেন। হজ্জসহ অন্যান্য মৌসুমে তিনি নিজেই দা'ওয়াতী কাজ নিয়ে উপস্থিত হতেন। তখন তাঁর অনুকূলে কেউ ছিল না এবং প্রচারক হিসেবে কাউকে দেখা যায় নি। অতঃপর যখন আমরা তাঁর নিকট আসলাম তখন প্রশান্ত ভাবে মনস্থির করলেন এবং আনন্দ ও সন্তুষ্ট হলেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাহায্য সহযোগিতা ও বিভিন্ন সদাচরণের উল্লেখ করে গর্বভরে হাস্‌সান (রা.) বলেন : [842]

وكنا ملوكَ الناس قبل محمد + فلما اتى الاسلامُ كان لنا الفضلُ

واكرمنا الله الذى ليس غيره + ألهٌ بايام مضت ما لها شكل

بنصر الاله للنبى ودينه + واكرمنا بأسم مضى ما له مثل

وقائلهم بالحق اول قائل + فحكمهم عدل وقولهم فضلُ

"মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে আমরা মানুষের শাষক ছিলাম। ইসলামের আগমনে তাঁকে সাহায্য করার মাধ্যমে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন সম্মান দান করলেন যা ইতোপূর্বে এর সদৃশ নেই। তিনি এমন ইলাহ; যুদ্ধের সময় তাঁর সাহায্যের অনুরূপ নেই। নবী (সা.) ও তাঁর দীনকে আল্লাহর রহমতে সাহায্য করার জন্য আমাদেরকে এমন খেতাবে ভূষিত করেছেন ইতোপূর্বে এর তুলনা হয় না। প্রথম থেকেই তাদের (আনসারদের) বক্তব্য সত্য। আর বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা আছে। কথা হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালা।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান রক্ষার্থে নিজের মা-বাবা আত্মীয় স্বজন এমনকি নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হননি। এ মহতী কাজে গর্বভরে হাস্‌সান (রা.) বলেন:[843]

لنا فى كل يوم من معد + سبابٌ او قتالٌ او هجاءٌ

لسانى صارم لا عيب فيه + وبحرى لا تكدره الدلاء

فان ذابى ووالدتى وعرضى + لعرض محمد منكم وقاءُ

"দৈনন্দিন "মা'আদ" বংশের সাথে গালমন্দ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। আমার রসনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারালো, এতে কোন খুঁত নেই। আমার প্রতিরোধের অথৈ সমুদ্রকে বালতি কর্দমাক্ত করতে পারেনা। আমার মাতা-পিতা ও আমার সুনাম সুখ্যাতি মুহাম্মাদ (সা.)-কে উদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট।"

উহুদ যুদ্ধে নিজের ভ্রাতা আউস ইব্‌ন ছাবিত (রা.) শাহাদাত বরণ করলে গর্ব করে তিনি বলেন: [844]

ومنا قتيلُ الشعب اوسُ بن ثابت + شهيدا واسنى الذكرَ منى المشاهد

"এটাও উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, আমাদের বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ (এমনকি আমার ভাই) আউস ইব্‌ন ছাবিত উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।"

---

841 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭৮।

842 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮১-৩৮২।

843 'আব্দুর রহমান তাহির সূরতী, তারীখে আদব আরবী (লাহোর, আঞ্জুমানে তারাক্কী 'আরবী, ১৯৬১খৃ.), পৃ.২৬০।

844 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

আরবের বিখ্যাত গোত্র বানূ তামীমের ৭০ অথবা ৮০ জনের একটি প্রতিনিধিদল (৯/৬৩০ সালে)[845] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে স্বীয় গৌরবকীর্তির বর্ণনা দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশক্রমে হাস্‌সান (রা.) একই ছন্দ ও অন্ত্যমিলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে এক দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে প্রতিউত্তর দানে সক্ষম হন। যার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:[846]

ان الذوائب من فهر واخوتهم + قد بينوا سنة للناس تتبع

قوم اذا حاربوا اضروا عدوهم + او حاولوا النفع فى اشياعهم نفعوا

سجيه تلك فيهم غير محدثة + ان الخلائق ' فاعلم شرها البدع

لا يفخرون اذا نالوا عدوهم + وان اصيبوا فلا خور ولا جزع

اكرم بقوم رسول الله شيعتهم + اذا تفاوتت الاهوا والشيع

"মদীনার মুহাজির কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের ভ্রাতা সমূহ (আনসারগণ) মিলে মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য একটি নিয়ম-পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। তারা এমন সম্প্রদায় যে, যুদ্ধ করলে তাঁদের শত্রুদের ক্ষতি সাধন করেন এবং আপনজনদের উপকার করতে চাইলে তারা উপকার করেন। এটা তাদের জন্মগত স্বভাব,নতুন কোন জিনিস নয়। জেনে রাখ! সৃষ্টির সবচেয়ে খারাপ কর্ম হল গোত্রের অভ্যাসের পরিপন্থি কোন নতুন পদ্ধতি চালু করা। তাদের এমন অভ্যাস শত্রুদেরকে বাগে পেলে গর্ব করেন না। আর তারা আক্রান্ত হলে দুর্বল ও অস্থির হয়ে পড়েন না। তুমি এমন একটি সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর যাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহর রাসূল (সা.), যখন বিভিন্ন জনের কামনা-বাসনা ও বিভিন্ন সাহায্যকারীরা বিভিন্নমুখী হয়ে পড়ে।"

আনসারদের নেতা আমীন আল-মুসলিমীন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা.)[847] ও গাসীল আল-মালা'ঈকা হানজালাহ (রা.)[848] -এর শাহাদাতে গর্ববোধ করে হাস্‌সান (রা.) বলেন :[849]

إذا حاربوا او سالموا لم يشهوا + فحربهم خوفٌ وسلمهم سهلٌ

و منا امينُ المسلمين حيآته + ومن غسلته من جنابته الرسل

"তাদের তুলনাহীন যুদ্ধ কিংবা শান্তি স্থাপন তুলনাহীন। যুদ্ধ তাদের ভয়াবহ আর সন্ধি খুবই সহজ। আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতিতে সা'দ ইব্‌ন মা'আযকে আমীন আল-মুসলিমীন খিতাবে ভূষিত করেন। আরো ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যাকে গোসল দিয়ে পবিত্র করেছেন ফিরিস্তাদের একটি দল।"

হাস্‌সান (রা.) ও যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.)[850] উভয়ে বানূ নাজ্জার-এর সদস্য হওয়ায় গৌরব প্রকাশ করে বলেন:[851]

من للقوافى بعد حسانَ وابنه + ومن للمثانى بعد زيد بن ثابت

"হাসসান ও তাঁর ছেলের পর শ্লোকের অন্ত্যমিল রচনায় কে পারদর্শী আছে? আর যায়দ ইব্‌ন ছাবিত-এর পর আল-কুর'আন সংকলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আর কে আছে?"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতুল বংশ[852] এবং হাস্‌সান (রা.)-এর একই বংশোদ্ভূত হওয়ায় গর্ববোধ করে বলেন :[853]

---

845 উক্ত প্রতিনিধি দলের মধ্যে কবি যিবিরকান ইবন বদর, প্রসিদ্ধ কবি 'উতারিদ ইবন হাজিব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। দ্র. ইবন হিশাম, আল-সীরাহ আল-নবভিয়্যাহ,প্রাগুক্ত, পৃ.১২১৪।

846 ইবন হিশাম, আস-সীরা আল-নবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১২১৪-১২১৫ ; 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০৪।

847 সা'দ ইবন মা'আয আল-আউসী (রা.) খন্দক যুদ্ধে তীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক হিজরী ৫ম সনে বানূ কুরায়যার ইয়াহুদীদের বিচারক নিযুক্ত হন। তাঁর সুচিন্তিত ও চূড়ান্ত ফয়সালা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) মন্তব্য করেছিলেন- لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة "তোমার ফয়সালা সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহর যে ফায়সালা এসেছে তারই অনুরূপ।" বানূ কুরায়যার সমস্যার সমাধানের কিছুদিন পর তাঁর জখমটির হঠাৎ অবনতি ঘটে এবং শাহাদাত বরণ করেন। সা'দ-এর লাশ পেয়ে ফিরিস্তাগণ অত্যধিক আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর ইন্তিকালে আল্লাহ তা'আলার 'আরশ কেঁপে ওঠে। দ্র.ইবন হিশাম,আল-সীরাহ আল-নবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১৯-৯২৮।

848 হানজালাহ ইবন আবী 'আমির (রা.) যখন শুনতে পেলেন উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) শাহাদাৎ বরণ করেছেন তৎক্ষণাৎ তিনি অশুচি অবস্থায় রণাঙ্গণে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর অশুচিতার কারণে ফিরিস্তাগণ তাঁকে গোসলের কার্য সম্পন্ন করেন। দ্র.ইবন হিশাম, আস-সীরাহ আল-নবভিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬২।

849 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮২।

850 প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

851 'আব্দুর রহমান আল বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

ونحن ولدنا من قريش عظيمها + ولدنا نبيٌ الخير من آل ها شم

"আমরা বৃহত্তর কুরায়শ-এর সন্তান; কল্যাণময় নবী (সা.) হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন।"

তিরস্কারমূলক কবিতা

উবায় ইব্ন খালফ একজন কুচক্রী মুশরিক ছিল। একদা একটি পুরাতন হাড় নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে তিরস্কারের সুরে বলতে লাগল: হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা মৃতরক জীবিত করবেন? এ হাড়কেও? তার এহেন অজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তাকে ও তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গ 'উতবাহ ইব্ন রাবী'আহ, শায়বাহ ও আবূ জাহলকে তিরস্কারের ভাষায় হাস্সান (রা.) বললেন : [854]

لقد ورث الضلالة عن ابيه + اُبى يومَ بارزةَ الرسول

اتيتَ إليه تحمل رم عظيم + وتوعده وانت به جهول

وتبٌ ابنا ربيعة اذا طاعاً + ابا جهل لا مهما الهبول

"অবশ্যই উবায় নিজের পিতার পথভ্রষ্টতার উত্তরাধিকারী হয়েছে। যখন সে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে। মুহাম্মাদ (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তুমি তাঁর নিকট পঁচা হাঁড় হিসেবে এসেছ;প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজেই এর তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। আবূ জাহলের আনুগত্য করে রাবী'আহ্-এর পুত্রদ্বয় ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের মা তাদের জন্য ক্রন্দন করে।"

'আব্দুল্লাহ ইব্ন যিব'আরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কুরায়শদের নেতৃস্থানীয় কবি ছিলেন। ঘটনাক্রমে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ইব্ন যিব'আরী এতে মুশরিকদের বিজয় বলে অভিহিত করে কতিপয় অহমিকাপূর্ণ কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের কটাক্ষ করে। হাস্সান (রা.) উহুদ যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করে উত্তর দেন এবং বদর যুদ্ধে কাফিরদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইব্ন যিব'আরাকে নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে তিরস্কার করেন:[855]

ذهبت يا ابن الزبعرى وقعة + كان منا الفضل فيها لو عدل

ولقد نلتم ونلنا منكم + وكذالك الحرب احيانا دول

نضع الاسياف فى اكتافكم + حيث نهوى علا بعد نهل

اذ تولون على اعقابكم + هربا فى الشعب اشباه الرسل

نحن لا امثالكم ولد استها + نحضر الناس اذا البأس نزل

"ইবন যিব'আরী এ লড়াই (উহুদ)-এর অবস্থা খুব ভালভাবেই জানে। যদি সে বাস্তবতাকে ইনসাফের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করে তবে মর্যাদা আমাদেরই প্রাপ্য। অবশ্য তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে খুব প্রতিশোধ নিয়েছি। কখনো কখনো যুদ্ধে এ ধরনের পরিবর্তন হয়েই থাকে। যখন আমরা (বদরের যুদ্ধে) কঠিনভাবে হামলা করলাম,তখন তোমাদেরকে পাহাড়ের নিম্নভূমিতে ঠেলে দিলাম। পরাজিত হয়ে জল-কুকুরের মত পালিয়ে গেলে। আমরা নই তোমরাই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছ। আরো জেনে রাখ,যুদ্ধ যখন তুঙ্গে,আমরা তখন ময়দানে থাকি।"

---

852 যায়দ ইবন ছাবিত আল-আনছারী আল-কুর'আনের জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। ওয়াহী লিখতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে সুরয়ানী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেন। 'উমার (রা.) তাঁকে তিনবার এবং 'উছমান (রা.) একবার মদীনায় স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করেন। কুর'আন সংকলনের দায়িত্ব আবূ বকর (রা.) তাঁকে দেন। মালিক ইবন আনাস মন্তব্য করেন: كان امام الناس عند نا بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت হি. ৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন। মারওয়ান তাঁর জানাজা পড়ান। দ্র. 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২১ (টীকাসহ)।

853 ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৩।

854 রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নানা আব্দুল, মুত্তালিবের মাতা সালমা বিনত 'আমর বানূ নাজ্জারের লোক ছিলেন। দ্র. 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭ (টীকাসহ)।

855 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী ৮ম সনে সংঘটিত হুনায়ন-এর অবশিষ্ট পরাজিত সৈন্য তা'ইফের দুর্গে আশ্রয় নেয়। বিশ দিন যাবৎ অবরোধ অব্যাহত থাকে। কিন্তু নগরদুর্গ অধিকার করা গেল না। এ যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণ প্রতিহত করা। তাই অবরোধ তুলে নিয়ে জি'রানা নামক স্থানে নবী (সা.) প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রচুর গণীমাহ স্তূপীকৃত হলে তা মক্কার অধিকাংশ নওমুসলিম নেতা উপনেতার মধ্যে মধ্যে রক্তনের জন্য বন্টন করে দেন। এতে আনসারগণ মনঃক্ষুণ্ন হলেন।[856] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সিদ্ধান্তকে কষ্টদায়ক মনে করলে হাস্‌সান (রা.) তাদের উদ্দেশ্যে তিরস্কারের সুরে বললেন :[857]

زادت همـوم فـماء العين منحدر + سحا اذا حفلته عبرةٌ درر

وجـدا بـشعثاء اذ شعثاء بهكنه + هيفاء لادنس فيها ولا خور

وأت الرسول فقل ياخير مؤتمن + للمؤمنين اذا ما عدل البشر

"শা'ছার অনুরাগে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেল। চোখের পানি যখন জমতে লাগল তখন অনবরত গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আর শা'ছা তখন ছিপছিপে কোমল দেখাচ্ছিল। আর সে তো সম্ভ্রান্ত বংশের লোক;তাকে অবসাদগ্রস্থ দেখা যাচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিয়ে চল এবং বল হে মুমিনদের আমানতদার! যখন তিনি সমতা রক্ষা করতে চান তখন ইনসাফের সহিত করেন।"

বর্ণনামূলক কবিতা

কোন বস্তুর আসল রুপ,আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে যে কবিতা রচিত হয় তাকে বর্ণনামূলক কবিতা বলা হয়। এ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ বাস্তবভিত্তিক কিংবা রূপক উভয়টিই হতে পারে। নৈসর্গিক বর্ণনা, প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য, লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম তথা উট, ঘোড়ার বর্ণনা প্রভৃতি বিষয় অতি চমৎকারভাবে তুলেছেন কবিগণ তাদের কবিতায়। হাস্‌সান (রা.) ও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই।

হিজরী ৭ম সালে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। উক্ত ভ্রমণের বাহন অশ্ব ও অশ্বারোহী বাহিনীর চমৎকার বর্ণনা হাস্‌সান (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে দিয়েছেন :[858]

عدمنا خيلنا ان لم تروها + تثير النقعَ موعدها كداءُ

يبارينَ الاعنةَ مصعدات + على اكتافها الاسل الظماءُ

تظل جيادنا متمطرات + تلطمهن بالخمر النساء

"আমাদের ঘোড়াগুলো হারিয়ে ফেলেছি তাদেরকে তুমি দেখতে পাবে না। যদি দেখতে চাও তবে মক্কার নিকটস্থ উঁচু ভূমির ধুলোবালি জড়ানো অবস্থায় দেখবে। ঘোড়াগুলোর দেহ মসৃণ, দ্রুতগামী উর্ধ্বরোহী। গ্রীবাদেশ রক্তপিপাসায় প্রবল কামনায় মত্ত। আমাদের উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়াগুলো একে অপরের থেকে দ্রুত চলার জন্য প্রতিযোগিতা করছিল;সেগুলোর মুখমন্ডলে পর্দানশীন ভদ্র মহিলাগণ উড়না দিয়ে আঘাত করছিলেন।"

ঘোড়ার অবয়ব ও সৌন্দর্যের বর্ণনায় হাস্‌সান (রা.) আরো বলেন :[859]

وبكل صافية الاديم كانها + فتخاءُ كاسرة تدفُ تطمح

وطمرة مرطى الجراء كانها + سيدٌ بمقفرة وسهب افيح

"উত্তম জাতের ভদ্র ঘোড়া যেন তার বাহু এমন কোমল যা অনায়াসে ঘূর্ণায়মান এবং ডানা ঝাপটানোর মত পাখা বিছিয়ে বসে থাকে, আর সামনের পদযুগল উপর দিকে উঁচিয়ে রাখে। দ্রুত চলমান ঘোড়াটি যেন সমতল প্রশস্ত তৃণভূমির নির্জন এলাকার নেকড়ে বাঘ।"

রাজনীতি বিষয়ক কবিতা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর প্রথম দুই খালীফা আবূ বকর ও 'উমর (রা.)-এর শাসনামলে হাস্‌সান (রা.)-এর কোন রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায় না। তৃতীয় খলীফার শাসনামলে উছমান (রা.)-এর পক্ষ নিয়ে বানূ

---

856 'আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০-৩৪৩।

857 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫৫-১১৫৬ ; 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-২৫২।

858 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৭-৫৮।

859 প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

উমায়্যাকে 'আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। খলীফা উছমান (রা.) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করলে তিনি বানূ হাশিম বিশেষত 'আলী (রা)-কে ইঙ্গিত করে কিছু কবিতা রচনা করেন।[860] এ বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ :[861]

بل ليت شعرى وليتَ الطيرَ تخبرنى + ما كان شأن على وابن عفانا

لتسمعن و شيكا فى ديارهم + الله اكبر يا ثارات عثمانا

"হায়! আমি যদি জানতে পেতাম,'আলী ও ইব্ন 'আফফান-এর ব্যাপারটি কি ছিল? আর তা কেমন করে জানব, তুমি তো কোন পাখী নও যে আমাকে অবহিত করবে। তুমি অবশ্যই তাদের আবাসস্থল সমূহের নিকট থেকে শুনতে পাবে আল্লাহু আকবার! হায় 'উছমানের রক্তের প্রতিশোধ!"

ইসলামী যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে রচিত কবিতা

হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) ইসলামী যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি সুনিপুণভাবে তাঁর মেধার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের তীক্ষ্ণ তরবারি ও অস্ত্রের মুকাবিলায় তাঁর কবিতা ছিল অপ্রতিরোধ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের কবিতা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও শত্রুদেরকে ঘায়েল করার জন্য খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কবিতা শুনে উক্তি করেছিলেন :[862]

لهذا اشد عليهم من وقع النبل

"এ কবিতা তাদের জন্য তীরের আঘাতের চেয়েও মারাত্মক।" নিম্নে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কিত কবিতাগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

বদর যুদ্ধ

ইসলামী যুদ্ধের তালিকায় বদর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মক্কার নিহত মুশরিকদেরকে একটি কূপে রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) আদেশ দিলেন এবং বললেন:[863]

فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟

"আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কি?"

হাস্সান (রা.) উক্ত ঘটনাটি অতি চমৎকারভাবে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে ফুটিয়ে তুলেছেন:[864]

يناديهم رسول الله لما + قذفناهم كباكب فى القليب

الم تجدوا حديثى كان حقا + وامر الله يأخذ بالقلوب

فما نطقوا ' ولو نطقوا لقالوا + صدقتَ وكنت ذا رأى مصيب

"যখন নিহত কুরায়শ নেতাদেরকে বদরের কূপে নিক্ষেপ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন: আমার বক্তব্য সত্য পেয়েছ কি? আল্লাহ তা'আলার আদেশ অন্তঃকরণে মানার কথা ছিল। মৃত ব্যক্তিগণ কথা বলতে পারে না। যদি তাদের বাকশক্তি থাকত; তাহলে বলতঃ (হে নবী) আপনি সত্য বলেছেন। আপনার মতামতই সঠিক ছিল।"

উহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য তীব্র আকাঙ্খা মক্কার কুরায়শদের মাঝে লালিত ছিল। নিহত আত্মীয়দের ওয়ারিশ আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী রাবী'আহ, ইকরিমা ইব্ন আবী জাহল ও সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যাহ সহ তৎকালীন কুরায়শ নেতা আবূ সুফয়ান-এর নিকট যেয়ে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ঐকমত্য হল। তৃতীয় হিজরীর ১৫ই

---

860 প্রাগুক্ত।

861 ড. 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২৫।

862 আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

863 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

864 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

শাওয়লে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করে আবূ সুফয়ান যে গর্ববোধ করেছিল তার প্রতিউত্তরে হাস্‌সান (রা.) বলেন :[865]

ذكرتَ القرومَ الصيد من آل هاشم + وليستَ لزور قلته بمصيب

اتعجب ان اقصدت حمزة منهم + نجيبا وقد سميته بنجيب

الم يقتلوا شمراً وعتبة وابنه + وشيبةَ والحجاجَ وابن حبيب

"শির উঁচু করে হাশিম বংশের নেতাদের কথা বলছ? অথচ জোর গলায় বলার হিম্মত তোমার নেই তুমি বিস্মিত হচ্ছ, অথচ মুসলমানদের মাঝে হামযাহ (রা.) হলেন লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তীর নিক্ষেপে পটু। তাই তাঁকে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। বদর যুদ্ধে 'আমর, উতবা ইব্‌ন রাবী'আহ,উতবা তনয় শায়বা, ইব্‌ন রাবী'আ,হুজ্জাজ এবং হাবীবকে মুসলমানগণ কি হত্যা করেনি?"

অভিশপ্ত উতবাহ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনের দাঁত উহুদ যুদ্ধে ভেঙ্গে দেয়া হয়। এ জঘন্য কর্মকান্ডের নিন্দাবাদে হাস্‌সান (রা.) বলেন : [866]

فاخزاكَ ربى ياعتيبَ بن مالك + ولقاك قبل الموت احدى الصواعق

بسطت يميناً للنبى برمية + فادميتَ فاهُ قطعت بالبوارق

لقد كان خزياً فى الحياة لقومه + وفى البعث بعد الموت احدى العوالق

"ওহে উতবাহ ইব্‌ন মালিক, আমার প্রভু তোমাকে অপমানিত করুন। মৃত্যুর পূর্বে একটি বজ্রাঘাতের সাথে সাক্ষাৎ করেছ। নবী (সা.)-কে আঘাতের জন্য ডান হাত প্রসারিত করেছ। তাঁর মুখ থেকে রক্ত ঝরালে! বজ্রমেঘে তুমি টুকরা টুকরা হয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আঘাত করা তাঁর জীবদ্দশায় স্বীয় কওমের জন্য অপদস্থতা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে অমঙ্গল ও খারাবী সমূহের অন্যতম।"

খন্দক যুদ্ধ

ইয়াহুদী গোত্র বানূ নাযীর ও বানূ ওয়াইল-এর একটি সম্মিলিত দল মক্কার কুরায়শদের সাথে জোট বেঁধে হিজরী পঞ্চম সনের শাওয়াল মাসে এক যুদ্ধ পরিচালনা করে। এ যুদ্ধে আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করে 'আমর ইব্‌ন আবদ উদ নিহত হয়। 'আমর নিহত হওয়ায় আবূ জাহল তনয় ইকরিমা স্বীয় বর্শা ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।[867] এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বললেন : [868]

فر والقى لنا رمحه + لعلك عكرم لم تفعل

وولیت تعدو كعدو الظلي + م ما ان تجور عن المعدل

ولم تلق ظهرك مستأنسا + كأن قفاك قفافرعل

"সে পালিয়ে গেল আর আমাদের জন্য তাঁর বর্শা ফেলে রেখে গেল। হে ইকরিমা! তুমি এমন ভান করেছ যেন যুদ্ধ কর নি। তুমি নর উটপাখির মত উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছ ভাবখানা এমন যে তুমি রাস্তা থেকেই পৃথক হয়েছ। তুমি আপোষের মনোভাব নিয়ে একটুও পিছনে ফিরে তাকাও নি। (তোমার পালানো দেখে) তোমার পিঠটি যেন হায়েনার পিঠ বলে মনে হচ্ছিল।"

যীকারাদ[869] অভিযান

হিজরী ৫ম সনে উয়ায়নাহ ইব্‌ন হিসন আল-ফাযারী নামক একব্যক্তি মদীনার অদূরে "গাবা" নামক স্থানে বিচরণরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুধালো উট লুণ্ঠন করে নেয়। উটগুলোর সাথে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীও ছিল।

---

865 'আব্দুর রহমান আল-বায়কূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

866 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫।

867 ইবন হিশাম,আল-সীরাহ আল-নবভীয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৬।

868 প্রাগুক্ত।

869 উক্ত অভিযান গাযওয়াহ যীকারাদ এবং গাযওয়াতুল গাবাহ নামে ও পরিচিত। দ্র. ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

তারা ঐ ব্যক্তিটিকে হত্যা করে তাঁর স্ত্রীকে লুণ্ঠিত উটগুলোর সাথে নিয়ে পালিয়ে যায়।[870] রাসূলুল্লাহ (সা.) সা'আদ ইব্ন যায়দ আল-আনসারী (রা.)-এর নেতৃত্বে লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে একটি আট সদস্যের[871] সৈন্যদল প্রেরণ করেন।[872]

হাস্‌সান (রা.) শত্রুদলের নেতা 'উয়ায়নাহ ইব্ন হিসনকে লক্ষ্য করে উচ্চাঙ্গের বক্তব্য কাব্যাকারে বলেন। যার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:[873]

هل سرّ اولاد اللقيطة أننا + سلمٌ غداةَ فوارس المقداد

كنا ثمانيةً وكانوا جحفلا + لجباً فشكوا بالرماح بداد

كنا من الرسول الذين بلونكم + اذ تقذفون عنان كل جواد

"কুড়িয়ে পাওয়া (উয়ায়নার দাদা হুযায়ফাহ এক রাস্তার কুড়ানো মেয়েকে বিবাহ করে) সন্তানদেরকে কি সন্তুষ্ট করেছে? অথচ মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদের অশ্ববাহিনী প্রত্যূষে সন্ধির চেষ্টা করেছে। আমরা ছিলাম মাত্র আট সদস্যের একটি ক্ষুদ্র দল; আর তারা গর্জনকারী বিরাট একটি দল তীর দ্বারা বিক্ষিপ্তভাবে আঘাত হানল। তখন ভালজাতের ঘোড়া দিয়ে মন্থর গতিতে নিক্ষিপ্ত লাগামের তীরের সবগুলোর উত্তর দিয়েছি।"

খায়বারের[874] যুদ্ধ

হিজরী ৭ম সালের মহররম মাসে মুসলমানগণ গাতফান ও ইয়াহুদীদের আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হন। দু'শ অশ্বারোহী সহ মোট ষোল'শ সৈন্য এবং তিনটি পতাকা সহ এ যুদ্ধের সৈন্যদল গঠিত হয়।[875] এ যুদ্ধে ১৫ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। আর ৯৩ জন ইয়াহুদী নিহত হয়।[876]

হাস্‌সান (রা.) নিহত ইয়াহুদীদের ধিক্কার দিয়ে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো রচনা করেন:[877]

بئس ما قاتلت خيابرُ عما + جمعت من مزارع ونخيل

كرهوا الموتَ فاستبيحَ حماهم + وأقاموا فعلَ اللئيم الذليل

أمن الموت ترهبون فان ال + موتَ موتَ الهزال غير جميل

"কত হতভাগ্য নিহত খায়বরবাসী, যারা শষ্যক্ষেত্র ও খেজুর গাছের মালিক ছিল। মৃত্যুকে অপছন্দ করত, অথচ তাদের উষ্ণতা প্রকাশ পেল। আর নিকৃষ্ট ইতরামি কাজ করে বসল। মৃত্যুর হাত থেকে নিরাপদে থাকার জন্য ভেগে থাকত,অথচ তাদের মৃত্যু দারিদ্র ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় খারাপ আকার ধারণ করল।"

মূতার[878] অভিযান

৮ম হিজরী সনে রোম সম্রাটের নামে একটি পত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রেরণ করেন। রোম সম্রাটের অধীনে বালকা এলাকার প্রশাসক শুরাহবীল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পত্রবাহক হারিছ ইব্ন 'উমায়র আল-আযদী (রা.)-কে হত্যা করা হয়।[879] এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁর আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়দ ইব্ন হারিছহ্ (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনহাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ নির্দেশও দিলেন যে, যায়দ ইব্ন হারিছা শহীদ হলে জা'ফর সেনাপতি হবে এবং সেও শহীদ হলে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা সেনাপতিত্ব করবে। ঘটনাক্রমে উক্ত

---

870 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৫৮।

871 আট ব্যক্তি হচ্ছেন : মিকদাদ ইবন 'আমর,'আব্বাদ ইবন বিশর,সা'আদ ইবন যিয়াদ, উসায়দ ইবন যুহায়র, উকাশা ইবন মুহসিন, মুহরিয ইবন নাদলা, আবূ কাতাদাহ হারিছ ইবন রিব'ঈ এবং আবূ আ'য়য়াশ। দ্র. ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫৯।

872 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৯।

873 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২।

874 খায়বার হিব্রু ভাষার শব্দ। এর অর্থ দুর্গ বা কিল্লা। মদীনা থেকে আট মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। আরবের ইয়াহুদীদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র।

875 'আল্লামা শিবলী আ'মানী ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

876 আল্লামা শিবলী নোমানী ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০২।

877 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০।

878 সিরিয়ার অন্তর্গত বলকার পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম মূতা। আরবদেশের বিখ্যাত তলোয়ার এখানেই নির্মিত হত।

879 সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী,নবীয়ে রহমত (সা.), অনুবাদক:আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর 'আলী (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৫/২০০৪), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সেনাপতিবৃন্দ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।[880] তাদের শোকে মূহ্যমান হয়ে হাস্‌সান (রা.) বেদনাবিধূর চিত্তে নিম্নোক্ত কাব্য রচনা করেন : [881]

تأوّبنى ليلٌ بيثربَ اعسرُ + وهمٌ اذا مانوم الناسُ مسهرُ

رأيتُ خيارَ المؤمنينَ تواردوا + شعوبَ وقد خلفتُ فيمن يؤخرُ

فلا يبعدَنْ اللهُ قتلى تتابعوا + بمؤتة منهم ذوالجناحين جعفر

و زيد وعبد الله حين تتابعوا + جميعا واسبابُ المنية تخطر

"মদীনাতে আমি অপেক্ষাকৃত কষ্টদায়ক রজনী কাটিয়েছি। সকল মানুষ যখন ঘুমিয়েছে তখন আমি ঘুমাতে পারি নি। সর্বোত্তম মুসলমানকে দেখলাম পর্যায়ক্রমে দলে দলে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাদের উত্তরসূরীগণও একই পথ অনুসরণ করল। মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী এসব লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা কখনো নৈকট্য লাভে বঞ্চিত করবেন না। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন- দু'ডানাধারী জা'ফর, যায়দ ও 'আব্দুল্লাহ। মৃত্যুর কারণগুলো অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল।"

---

[880] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪২।

[881] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৩; 'আব্দুর রহমান আল-যারকূলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় আল-কুর'আনের প্রভাব

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.)-এর কবিতায় আল-কুর'আনের প্রভাব
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় আল- কুর'আনের প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

'আলী (রা.)-এর কবিতায় আল-কুর'আনের প্রভাব

খলীফাতুল মুসলিমীন আমীরুল মু'মিনীন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ (রা.)-এর কবি হিসেবে খ্যাত হাস্‌সান ইব্ন ছাবিত (রা.) নানাভাবে আল-কুর'আনের প্রভাব তাদের কবিতায় স্থান দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁরা আল-কুরআ'নের শব্দ, বাক্যাংশ ও ভাবকে তাদের কবিতায় নিয়ে এসেছেন। কতকস্থানে আল-কুর'আনের আহকাম, আল-কুর'আন থেকে উৎসারিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিক বিষয়াদি তাঁদের কবিতায় এনেছেন। আল-কুর'আনে উল্লেখিত ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণও তাদের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। কতকস্থানে নামপুরুষ সম্বলিত শব্দের সম্পৃক্ততা উত্তম পুরুষের সাথে করে এক অভিনব ষ্টাইল রচনার অনুসরনের সূত্রপাত করেছেন। এমনিভাবে একই শব্দের প্রথম অর্থ একরকম থাকলেও ক্ষণিক পরে ভিন্ন অর্থ প্রকাশক আল-কুর'আনের অভিনব ব্যবহার বিধি তাঁদের কবিতায় স্থান পেয়েছে। 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) ও হাস্‌সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর আল-কুর'আনের প্রভাবযুক্ত কবিতাগুলো পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলো।

আল্লাহ তা'আলার পরিচয় প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার পরিচয় দেয়ার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য পৃথিবীর সৃষ্টজীবের প্রতিটিই তাঁর অস্তিত্ব ও পরিচয়ের নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের আয়াতসমূহ একই গতিতে প্রবহমান। তদুপরি আল-কুর'আনের সূরাসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়দানের জন্য "সুরাতুল ইখলাস-ই যথেষ্ট। আলী (রা.) তাঁর কবিতায় সূরা ইখলাসের কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করে ভাবধারার সাথে তাল রেখে নিম্নোক্ত শ্লোক রচনা করেন:[882]

الله حى قديم قادر صمد + وليس يشركه فى ملكه احد

আল্লাহ চিরঞ্জীব, অনাদি, স্বনির্ভর, শক্তিমান। রাজত্বে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

উক্ত শ্লোকটি সুরাতুল ইখলাস-এর শাব্দিক ভাবার্থের প্রভাব বিদ্যমান। সূরাটি নিম্নরূপ:[883]

قل هو الله احد – الله الصمد – لم يلد – ولم يولد – ولم يكن له كفوا احد ،

"বলুন হে রাসূল (সা.)! আল্লাহ এক। তিনি পরাক্রমশালী। তিনি কারও জাত নহেন এবং কেউ তাঁর জাত নয়। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।"

উক্ত শ্লোকে الله , صمد , احد শব্দাবলী এবং وليس يشركه فى ملكه احد বাক্যাংশ দ্বারা ভাবার্থ ফুটে উঠেছে।

আল্লাহ তা'আলার অবস্থান প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান। প্রত্যেক জন্তু ও প্রাণী আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বহির্ভূত নয়। সকলের কার্যাবলী তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি খুবই নিকটে এমনকি গ্রীবা ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। শাব্দিক প্রভাব নিম্নোক্ত শ্লোকে লক্ষ্য করা যায়। যেমন:[884]

فادعوا لربك انه ادنى لمن + يدعوه من حبل الوريد واقرب

"তোমার প্রভুকে ডাক, ফরিয়াদকারীর অতি নিকটেই তিনি অবস্থান করেন এমনকি মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।"

আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[885]

---

882 মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০; ড. উমর ফারুক কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত গ্রন্থের দীওয়ানে দ্বিতীয় ছত্রে وليس এর স্থলে فليس রয়েছে। পৃ.৬০। উক্ত শ্লোকটি بسيط ছন্দের অন্তর্ভুক্ত।

883 আল-কুরআন, সূরা আল-ইখলাছ ঃ ১-৪ ।

884 ড. জাফির কুমায়হা, আদাব আল-খোলাফা আল-রাশিদীন (কায়রো : দার আল-কুতুব আল-মিসরী, তা.বি.), পৃ. ৩৯৬; ড. উমর ফারুককর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত গ্রন্থের দীওয়ানে প্রথম ছত্রে শাব্দিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : فادعوا لربك انه ادنى لمن পৃ. ১৭৫। উক্ত শ্লোকগুলোকে 'আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত মনে করেন। দ্র. 'উমার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

885 আল-কুরআন, সূরা কাফ : ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه . ونحن اقرب اليه من حبل الوريد

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কু-চিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তাঁর গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।"

উদ্ধৃত শ্লোকে و نحن اقرب اليه من حبل الوريد দ্বারা আল-কুরআনে ব্যবহৃত حبل الوريد , لمن ادنى এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

স্থিরতা কামনার মূল উৎস প্রসঙ্গে

সকল নৈরাজ্য ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রয়োজন হয় স্থিরতা। অটল, অবিচল ও স্থিরতার স্থল হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্য। সকল আবেদন নিবেদনের উত্তরদাতা আল্লাহ তা'আলা। এ সম্পর্কে আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রনিধানযোগ্য:[886]

يا رب ثبت قدمى وقلبى + سبحانك اللهم انت حسبى

"হে প্রভু! আমার হৃদয় ও পদদ্বয় স্থির রাখ; হে পবিত্র সত্তা, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট।"
উক্ত শ্লোকের ভাবটি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে প্রকাশ পায়। যেমন:[887]

ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদের দৃঢ়পদ রাখ। কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।"

উক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত ثبت قدمى মূলতঃ আল-কুরআনের وثبت اقدامنا এর প্রভাবযুক্ত।

আল্লাহ তা'আলার যৌগিক গুণবাচক নাম ব্যবহার প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার একক ও যৌগিক গুণবাচক নাম উলূম আল-কুর'আনের বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। পবিত্র কুর'আন শরীফেও বিভিন্ন স্থানে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন : "فالق الصباح" (প্রভাত রশ্মির উন্মেষক) এ যৌগিক শব্দটি 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত কবিতাতে ব্যবহার করেছেন। যেমন:[888]

اصول بالله العزيز الا مجد + وفالق الاصباح رب المسجد

"মহাপরাক্রান্ত মহামহিম আল্লাহ তা'আলার নামে আক্রমণ করি, যিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক, মসজিদে হারামের মালিক।"

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলার উল্লেখিত গুণবাচক নামটি নিম্নোক্ত আয়াতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[889]

فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا

"তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের জন্য রেখেছেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে দরূদ পড়া প্রসঙ্গে

নবী (সা.)-এর শানে দরূদ পড়া মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব। হাদীসের ভাষ্যে জানা যায় যে, কৃপণের একটি শ্রেণী হচ্ছে-রাসুল (সা.)-এর নাম শ্রবণের পরও দরূদ পড়া থেকে বিরত থাকা। নিম্নোক্ত শ্লোকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি দরূদ পড়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা মূলতঃ আল-কুর'আনের আয়াতের অনুকরণ:[890]

---

886 মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭, ড. উমর ফারুকের দীওয়ানে প্রথম ছত্রটি নিম্নরূপ: يا رب ثبت قلبى لى قد و قلبى পৃ. ৩৮। শ্লোকটি رجز ছন্দের রচিত।

887 আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৫০ ।

888 মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭, ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬। উক্ত শ্লোকটি رجز ছন্দের ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

889 আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম ৪ ৯৬।

890 মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

فصل على جدك المصطفى + وسلم عليه لطلابها

"হে হুসায়ন! তোমার নানার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর এবং দরূদ সম্বলিত আয়াতের সন্ধানীদেরকেও সালাম পাঠাও।"

উক্ত দরূদ সম্বলিত আয়াত নিম্নরূপ:[891]

ان الله وملائكته يصلون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

"আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের দু'আ কর এবং সালাম প্রেরণ কর।"

উল্লেখিত শ্লোকে فصل ও وسلم মূলতঃ আয়াতে উল্লেখিত يصلون ও وسلوا এর প্রাভাব পরিলক্ষিত হয়।

হিরা গুহায় রাত যাপনের বর্ণনা প্রসঙ্গে

নবী (সা.) ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে, মদীনাকে প্রতিরক্ষার ঘাঁটি বানানোর উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বনের জন্য আল্লাহ তা'আলার হুকুমে মদীনা হিজরত করেন। হিযরতের সময় "غارثور" নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আবূ বকর (রা.) আত্মগোপন করেন। আল্লাহ তা'আলা উভয়কে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন। এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোক প্রনিধানযোগ্য ঃ[892]

وبات رسول الله فى الغار آمنا + موقى وفى حفظ الاله وفى ستر

"রাসূলুল্লাহ (সা.) শান্তিতে গুহায় নিশি যাপন করেন। আল্লাহ তা'আলার হেফাযতে ও তত্ত্বাবধানে পর্দার আড়ালে আশ্রিত হন।"

উক্ত শ্লোকের ভাবার্থটি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে সংগৃহীত:[893]

الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذهما فى الغار

"যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর তবে মনে রেখ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাহায্য করেছিলেন, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন।"

উক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত فى الغار শব্দটি আয়াতে উল্লেখিত اذهما فى الغار এর প্রভাবযুক্ত।

উপদেশ গ্রন্থ প্রসঙ্গে

পবিত্র আল-কুর'আনুল কারীম জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য উপদেশ গ্রন্থ। গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ সকলেই হিদায়াত ও উপদেশ আহরণ করে থাকেন। 'আলী (রা.)-এর কাব্যের নিম্নোক্ত শ্লোকে এ বক্তব্যের সত্যায়ন পরিলক্ষিত হয়:[894]

ابنى ان الذكر فيه مواعظ + فمن الذى لعظاته يتأدب

"ওহে বৎস! নিশ্চয় আল-কুর'আনে উপদেশ রয়েছে, সুতরাং কে আছে এ থেকে উপদেশ নিবে?

পবিত্র কুর'আনে এ বিষয়ে বক্তব্য নিম্নরূপ:[895]

اذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به

"আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর যে কিতাব জ্ঞানের কথা তোমাদের নাযিল করা হয়েছে। যার দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দান করা হয়।"

উক্ত শ্লোকে فيه مواعظ অংশটি يعظكم به এর অনুকরণে নেয়া হয়েছে।

---

891 সূরা আল-আহযাব : ৫৬।

892 মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৩।

893 আল-কুরআন, সূরা আল-তাওবাহ : ৪০।

894 মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০; ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০। উক্ত শ্লোকটি كامل ছন্দে রচিত। গবেষক উক্ত শ্লোকের সম্পর্কে 'আলী (রা.)-এর প্রতি প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। দ্র. ড. উমার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

895 আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

আল-ফুরকান : আল-কুর'আনের একটি নামের বর্ণনা প্রসঙ্গে

পবিত্র কুর'আনের বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে, তন্মধ্যে "আল-ফুরকান" একটি প্রসিদ্ধ নাম। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে এ নামটি ব্যবহৃত হয়। বদরের যুদ্ধে আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা.) কাফিরদের লক্ষ্য করে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি নিরূপণে আল-ফুরকানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:[896]

فجاء بفرقان من الله منزل + مبينة آياته لذوى العقل

"সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী আল-ফুরকান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব যা রাসুল (সা.) নিয়ে এসেছেন। বিজ্ঞজনদের জন্য এ কিতাবের আয়াতগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।"

আল-ফুরকানের ব্যবহার আল-কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[897]

تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

"পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হয়।"

উল্লেখিত শ্লোকে بفرقان শব্দটি আয়াতে বর্ণিত نزل الفرقان এর আলোকে নেয়া হয়েছে।

মসজিদ নির্মাণের মর্যাদা প্রসঙ্গে

পৃথিবীতে সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে মসজিদ। আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দাহ্‌র সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম হচ্ছে মসজিদে 'ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে ধন্য ব্যক্তিদের সুপ্ত কামনা-বাসনার একটি হচ্ছে মসজিদ নির্মাণ। মসজিদ নির্মাণের ছওয়াব ও পূণ্যের ধারা কিয়ামত অবধি বিদ্যমান। যারা এতে রুকূ'-সিজদা করে ছওয়াব অর্জন করে তার একটি অংশ মসজিদ স্থাপনে সহযোগী ব্যক্তি সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কিয়ামত অবধি অব্যাহতভাবে পেয়ে থাকবেন। 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে উক্ত বক্তব্য ফুটে উঠেছে:[898]

لا يستوى من يعمر المساجد + يداب فيه قائما وقاعدا

"যে মসজিদ নির্মাণ করে, দাঁড়িয়ে ও বসে সেখানে ইবাদত করে, তাদের মত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অন্য কেউ নয়।"
মসজিদ নির্মাতাদের প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[899]

انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلوة وآتى الزكوة

উল্লেখিত শ্লোকে يعمر المساجد অংশটি আয়াতে ব্যবহৃত يعمر مساجد এর প্রভাবযুক্ত।

"নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং কায়েম করে নামায ও আদায় করে যাকাত।"

বায়তুল 'আতীকের বর্ণনা

বায়তুল 'আতীক তথা বায়তুল্লাহ্ হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর। পবিত্র আল-কুর'আনের অনুসরণে 'আলী (রা.)-এর শ্লোকে এ যৌগিক শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[900]

وقيتُ بنفسى خير من وطى الحصى + ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر

"আমি নিজেই তাঁকে {রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে} রক্ষা করেছি যিনি ঐ সব লোকের চেয়ে উত্তম যারা পাথর কুচি করেছে এবং যিনি বায়তুল 'আতীক প্রদক্ষিণ করেছেন ও কালো পাথর চুমু দিয়েছেন।"
নিম্নোক্ত আয়াতে বায়তুল 'আতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়:[901]

---

896 ইবন হিশাম, আল-সীরাহ আল নবভিয়্যাহ (রিয়াদ : দার আল-মুগনী, মু'আসসাসাহ আল রায়্যান, ১৪২০/১৯৯৯), পৃ.৭০০।

897 আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান : ১।

898 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯৩, ড. উমর ফারূক কর্তৃক ব্যাখ্যা গ্রন্থে দ্বিতীয় ছত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যেমন : ومن يبيت راكعا وساجدا, পৃ.৫৯; মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম কর্তৃক ব্যাখ্যা গ্রন্থ, পৃ. ২১৫। শ্লোকটি رجز ছন্দে রচিত।

899 আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ্ : ১৮।

900 ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১। উক্ত শ্লোকটি طويل ছন্দে রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق

"তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সমূহের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উপকার। অতঃপর এগুলোকে বায়তুল আতীক পর্যন্ত পৌছাতে হবে।"

মানব সৃষ্টির মূল প্রসঙ্গে

আদম ও হাওয়া (আ.) থেকে মানব সৃষ্টির ক্রমাগত ধারা অব্যাহত। মূলতঃ তারাই হচ্ছেন মূল উৎস। পবিত্র আল-কুর'আনের ভাষ্যের অনুকরণে 'আলী (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোক ঃ[902]

الناس من جهة التمثال اكفاء + ابوهم آدم والام حواء

"মানুষের গঠন ও আকৃতি সম সাদৃশ্য; আদম ও হাওয়া হচ্ছেন মানবকূলের পিতা-মাতা।"

উক্ত বিষয়ে পবিত্র কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[903]

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء-

"হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে স্বীয় সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগনিত পুরুষ ও নারী।"

উক্ত শ্লোকে ابوهم ادم والام حواء কাব্যাংশটি উদ্ধৃত আয়াতে وخلق منها زوجها ..... الخ এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিভিন্ন নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। এতে নি'আমত বৃদ্ধির কথা পবিত্র কুর'আনে রয়েছে। উক্ত বক্তব্যটি 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোক হচ্ছে ঃ[904]

لو شكروا النعمة زادتهم + مقالة لله قد قالها

لئن شكرتم لازيدنكم + لكنما كفرهم غالها

"মানুষ যদি নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা নি'আমত বৃদ্ধি করবেন যেমনটি তিনি ইরশাদ করছেন:لئن شكرتم لازيدنكم কিন্তু অকৃতজ্ঞ হলে হ্রাস করবেন।"

পবিত্র আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[905]

واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد

"যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠোর।"

আরবী বর্ণ কা.ফ ও নূন-এর প্রসঙ্গে

আরবী বর্ণমালা সমূহের মধ্যে "কা.ফ ও নূন " সমন্বয়ে গঠিত শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনার মুখপাত্র। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে "কুন" (হয়ে যাও) শব্দের মাধ্যমে। 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে এর ব্যবহার চমৎকার হয়েছে ঃ[906]

واسترزق الله مما فى خزائنه + فانما الامر بين الكاف والنون

---

[901] আল-কুরআন, সূরা হজ্ব : ৩৩।

[902] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২, ড. উমর ফারুকের দিওয়ানে ১ম শ্লোকে শাব্দিক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : الناس من جهة الاباء اكفاء পৃ. ১৩। উক্ত শ্লোকটি بسيط ছন্দে রচিত।

[903] আল-কুরআন সূরা নিসা : ১, সূরা রূম : ২১, সূরা নজম : ৪৫।

[904] ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২। উক্ত শ্লোকগুলো بسيط ছন্দে রচিত।

[905] আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম : ৭

[906] ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬১ ; মুখতার আলী ইযন মুহাম্মাদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২১। শ্লোকটি بسيط ছন্দে রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ তা'আলার নিকট খাদ্য তলব কর, তিনি রসদভাণ্ডার থেকে বিতরণ করেন। তার আদেশ তো শুধু "কা.ফ ও নূন" এর সমন্বয়ে।" "কা.ফ ও নূন" এর সময়ে সমার্থবোধক আয়াতটি হচ্ছে নিম্নরূপ:[907]

انما امره اذا اراد شيأ ان يقول له كن فيكون

"তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।"

"মান্না ওয়া সালওয়া" এর বর্ণনা প্রসঙ্গে

বণী ইসরাঈল জাতিকে জান্নাত থেকে প্রাপ্ত "মান্না ওয়া সালওয়া" নামক খাদ্য পরিবেশন করা হতো। ধৈর্যহীনতার ফলে খাদ্যের তালিকা পরিবর্তনের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিশেষে অভদ্র ও লাঞ্ছিত জাতিতে পরিনত হয়েছে। এ বিষয়ে 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রনিধানযোগ্য:[908]

واشراف قوم ما ينالوا قوتهم + وقوما لئاما تأكل المن والسلوى

সভ্য ভদ্র তো তারাই, যাদের নিকট খাদ্য ও জীবিকা যা আছে তা নিয়েই পরিতৃপ্ত। আর অভিশপ্ত জাতি তারা, যারা "মান্না ওয়া সালওয়া" খাদ্য ভক্ষণ করে।

"মান্না ওয়া সালওয়া" নামক খাদ্যের বিবরণ নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:[909]

وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى

"আর আমি তোমাদের ওপর ছায়াদান করেছি মেঘমালার দ্বারা আর তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি মান্না ওয়া সালওয়া।"

হিসাব পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে

পৃথিবীর সকল সৃষ্টজীবের একদিন মৃত্যু হবে এবং কৃতকর্মের জন্য হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। আল-কুর'আনের আলোকে 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে এ বিষয়টি শোভা পাচ্ছে:[910]

واخش مناقشة الحساب فانه + لا بد يحصى ما جنيت ويكتبُ

"হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে সচেতন হও, ভীত সন্ত্রস্ত থাক, কেননা তোমার কর্মকান্ডগুলো অবশ্যই লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং গণনা করা হবে।"

হিসাব সম্পর্কে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নিম্নরূপ ঃ[911]

اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

"তুমি পাঠ কর তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।"

উল্লেখিত শ্লোকে يحصى ماجنيت ويكتب কাব্যাংশটি আল-কুরআনে বর্ণিত كتابك এর ভাবার্থ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

রিযক বিতরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে

খাদ্য আল্লাহ তা'আলার দান। এতে মানুষের হাত নেই। রিযক বিতরণের তালিকায় যেরূপ বিতরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে সে মোতাবিক বিতরণ করা হবে। কাউকে নির্দিষ্ট কম অংশের কিংবা বেশী দেয়া হবে না। মানুষের অবস্থান যদিও তা বহু দূর থাকে। রিযক প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের আয়াত সমূহের প্রভাবটি 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে লক্ষ্য করা যায়:[912]

---

[907] আল-কুরআন, সূরা ইয়াছিন : ৮২।

[908] ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬১। মুখতার আলী ইবন মুহাম্মাদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮। উক্ত শ্লোকটি طويل ছন্দে রচিত।

[909] আল-কুরআন, সূরা বাকারাহ : ৫৭।

[910] ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৩, ড, জাবির কুমায়হা, আদাব আল-খোলাফা আল-রাশিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৬। শ্লোকটি كامل ছন্দে রচিত। গবেষকগণ উক্ত শ্লোকটি 'আলী (রা.)-এর প্রতি প্রক্ষিপ্ত বলে মত পোষণ করেন। দ্র. ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

[911] আল-কুরআন, সূরা বানী ইসরাঈল : ১৪। উক্ত শ্লোকটি كامل ছন্দে রচিত।

[912] ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩; মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, পৃ.৭৯। উক্ত শ্লোকটি كامل ছন্দে রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

فليرجعن اليك رزقك كله + لو كان ابعد من مقام الكوكب

"তোমার সমুদয় রিযক অবশ্যই তুমি ফিরে পাবে, যদিও নক্ষত্রের কক্ষপথ বা এর চেয়েও তা দূরে থাকে।"
মূলতঃ উক্ত শ্লোকটি নিম্নোক্ত আয়াতের প্রজ্ঞার পরিলক্ষিত হয় ঃ[913]

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ، نحن نرزقكم واياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا

"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।"

উল্লেখিত فليرجعن اليك و زقك كله বাক্যাংশটি আল-কুরআনের نحن نرزقهم আয়াতাংশের প্রভাবযুক্ত।

মানুষ সৃষ্টির উপাদানের বর্ণনা প্রসঙ্গে

মানুষের সৃষ্টির উপাদান মাটি। সভ্য-ভদ্র, আশরাফ-আতরাফ সকল শ্রেণীর মানুষ একই মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি। প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে সৃষ্টির সূচনার অনুরূপ্ আল-কুর'আনের এ সত্য ও সমুজ্জ্বল বক্তব্যটি নিম্নের কবিতাতে প্রকাশ পায়:[914]

نحن بنو الارض وسكانها + منها خلقنا واليها نعود

والسعد لا يبقى لا صحابه + والنحس تمحوه ليالى السعود

আমরা মাটির সন্তান, মাটির অধিবাসী, মাটি থেকেই আমাদের সৃষ্টি এবং সেদিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সৌভাগ্য তার সঙ্গীদের জন্য স্থায়িত্ব থাকে না, আর কুলক্ষণ সৌভাগ্যের রাত্রকে নস্যাৎ করে দেয়।"
পবিত্র কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে উক্ত শ্লোক দু'টি অর্থ বহন করে। আয়াতটি নিম্নরূপ:[915]

يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب

"হে লোক সকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিহান হও তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি।"

উল্লেখিত শ্লোকের فانا خلقنا كم من تراب শ্লোকটি منها خلقنا واليها فعود এর প্রভাব থেকে নেয়া হয়েছে।

মানুষের জীবন চক্রের সময়সীমা প্রসঙ্গে

মানুষের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা এবং কিছুদিন অস্তিত্বকালীন সময়ে অবস্থানের পর আবার অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া প্রভৃতি চক্রের আলোকপাত নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিদ্যমান। যা মূলতঃ আল-কুর'আনের আয়াতের ইঙ্গিত বহন করে। আলী (রা.)-এর শ্লোকটি নিম্নরূপ:[916]

قد كنت ميتا فصرت حيا + وعن قليل تصير ميتا

تبنى بدار الفناء بيتا + بن لدار البقاء بيتا

"তুমি তো মৃত ছিলে কিছুক্ষণের জন্য জীবিত হলে আবার পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ মৃত অবস্থায় পরিণত হবে। তুমি নশ্বর জগতের জন্য ঘর বানিয়েছ। অতএব পরকালীন জীবনের জন্য ঘর তৈরী করা উচিৎ।"
এ প্রসঙ্গে কুর'আনের আয়াত নিম্নরূপ:[917]

كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون

---

[913] আল-কুরআন, সূরা বানী ইসরাঈল : ৩১, সূরা ইউনুস : ৫৯, সুরা আল-ফজর : ১৬।

[914] ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩। শ্লোকগুলো سريع ছন্দে রচিত। গবেষকগণ আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

[915] আল-কুরআন, সূরা হজ্ব : ৫।

[916] ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯ ; মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম -এর দীওয়ানে উক্ত শ্লোকের ২য় লাইনের প্রথম ছত্রটির শাব্দিক পরিবর্তন রয়েছে। যেমন : عز بدار العناء بيت পৃ. ১৬৮। শ্লোকগুলো بسيط ছন্দে রচিত। গবেষকগণ আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

[917] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা কেমন করে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করছ অথচ তোমরা ছিলে নিস্প্রাণ। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণদান করেছেন আবার মৃত্যুদান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তাঁর প্রতিই প্রত্যাবর্তন করবে।"

যাদুর ফুৎকার প্রসঙ্গে

যাদুর প্রভাব মিথ্যা বা বানোয়াট নয়। এটি প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়। পবিত্র আল-কুর'আনে (نفث) শব্দের অর্থ করা হয়েছে ফুৎকার। 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে উক্ত শব্দ ও সমার্থবোধক বিষয়টি ফুটে উঠেছে :[918]

هى دنيا كحية تنفث السم + وان كانت المجسة لا نت

كم امور لقد تشددت فيها + ثم هو نتها على فهانت

"দুনিয়াটা সাপের মত বিষ ছুঁড়ে, যদিও তার দেহখানা খুব নরম তুলতুলে। অনেক কাজেই কঠোরতা দেখিয়েছি অত:পর আমার নিকট তাকে হাল্কা করে নিয়েছি ফলে হাল্কা হয়ে গেছে।"
আল-কুর'আনে উল্লেখিত শব্দের ব্যবহার নিম্নরূপ:[919]

ومن شر النفثت فى العقد

"গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"

মাকড়সার বর্ণনা প্রসঙ্গে

পৃথিবী নশ্বর, ধ্বংসশীল, চিরস্থায়ী নয়। পৃথিবীর সকল বিষয়কে "আল-'আনকাবূত" তথা মাকড়সার বুননের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।
'আলী (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে পৃথিবীকে একই বিষয়ের সাথে তুলনা দিয়েছে। যেমন ঃ[920]

انما الدنيا فناء + ليس للدنيا ثبوت

انما الدنيا كبيت + نسجته العنكبوت

"দুনিয়াটা অবশ্যই ধ্বংসশীল; কোন স্থায়িত্ব নেই। দুনিয়াটা যেন মাকড়সার ঘরের বুননের ন্যায়। উক্ত "আনকাবূতের" ব্যবহার আল-কুর'আনে নিম্নরূপ:[921]

وان اوهن البويت لبيت العنكبوت ، لو كانوا يعلمون

"আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত।"

আবূ লাহাব-এর ধ্বংস প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবূ-লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীল সাখরা এর অমানুষিক নির্যাতনের ফলে ভর্ৎসনামূলক একটি সূরা নাযিল হয়। 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটিও উক্ত আয়াতের ভাব প্রকাশ করছে ঃ[922]

ابا لهب تبت يداك ابا لهب + وتبت يداها تلك حما لة الحطب

"আবূ-লাহাব! তোমার হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং কাষ্ঠ বহণকারীণীর হাত যুগল ধ্বংস হোক।
উক্ত বিষয়ের ওপর আয়াতটি নিম্নরূপ:[923]

---

[918] ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১। বর্ণিত শ্লোকগুলো خفيف ছন্দে রচিত।

[919] আল-কুরআন, সূরা আল-ফালাক : ৪।

[920] ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭, উক্ত শ্লোকদ্বয় رمل ছন্দে রচিত।

[921] আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত : ৪১।

[922] ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ছত্রে تبت يداها (ها) সর্বনামের ব্যবহার আবূ লাহাবের স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু মুফতী ইব্রাহীম-এর ব্যাখ্যাকৃত দীওয়ানে সর্বনামের পরিবর্তে মূল নাম ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : وصخرة بنت الحرب حما لة الحطب , পৃ.১২৯। উক্ত শ্লোকটি طويل ছন্দে রচিত।

[923] আল-কুরআন, সূরা লাহাব : ১

Dhaka University Institutional Repository

تبت يدا ابى لهب وتب

"আবূ-লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজে।"

লোভাতুর দুনিয়া প্রসঙ্গে

দুনিয়া একটি লোভের বস্তু, একথাটি পবিত্র আল-কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে। এ বিষয়টিকে লোভাতুর (حرص) শব্দ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র আল-কুর'আনের অনুকরণে নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রনিধানযোগ্য ঃ[924]

للناس حرص على الدنيا بتدبير + وصفوها لك ممزوج بتكدير

"বিভিন্ন কলা-কৌশল ও চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ লোভাতুর দুনিয়া পেতে চায় অথচ তোমার পরিচ্ছন্ন পোষাকও দুনিয়ার সাথে মিশে ময়লায় কদর্য হয়ে যায়।"

উক্ত শ্লোকে (حرص)-এর ব্যবহারের সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখযোগ্য:[925]

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

"তোমরা কখনও নারীদেরকে ভারসাম্য পদ্ধতিতে রাখতে পারবে না যদিও এর আকাঙ্খী হও।"

সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে

প্রবাদ হিসেবে কম-বেশী সব ভাষাতেই এ কথাটি রেওয়াজ হিসেবে প্রচলিত "সৎসঙ্গ স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গ সর্বনাশ"। সংশ্রবের ফলে মানুষের উন্নত চরিত্র যেমন হতে পারে তদ্রুপ অবনতিও অনিবার্য। 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য:[926]

فكم من جاهل اردى + حليما حين اخاه

"অনেক মূর্খ ব্যক্তির সংশ্রব, জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ধ্বংসযজ্ঞের লীলাভূমিতে পরিণত করে ফেলেছ।"

উক্ত শ্লোকের প্রথম ছত্রে (اردى) শব্দটি 'ধ্বংস' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র আল-কুর'আনে উক্ত শব্দটি নিম্নোক্ত আয়াতে 'ধ্বংস' এর অর্থ প্রকাশ করেছে:[927]

قال تالله ان كدت لتردين

(জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের পর স্বীয় বন্ধুর সাক্ষাতের জন্য আল্লাহর অনুমতিক্রমে জাহান্নামে উঁকি দিয়ে বলবে) "আল্লাহর কসম! তুমি তো প্রায় আমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিলে।"

উক্ত আয়াতে لتردين শব্দটি (اردى) থেকে এসেছে যার অর্থ প্রকাশ করেছে 'ধ্বংস'।

ধ্বংসযজ্ঞের আলোচনা প্রসঙ্গে

ইসলাম বিদ্বেষী মক্কার নেতৃস্থানীয় কাফির আবূ জাহ্‌ল, 'উত্‌বা শায়বা প্রমুখ কাফিরদের পতনের উল্লেখ করে 'আলী (রা.) বলেন:[928]

فبار ابوحكم فى الوغى + هناك واسرته الارذلون

"(আবুল হিকাম) আবূ জাহ্‌ল ও তার পরিবারের সহচরবৃন্দ পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।"

পবিত্র আল-কুর'আনে ইরশাদ হচ্ছে:[929]

الم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفروا واحلوا قومهم دار البوار

---

924 আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৬, ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১ ; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫১। বর্ণিত শ্লোকটি ছন্দে রচিত।

925 আল-কুরআন, সূরা আল-নিসা : ১২৯।

926 আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তারীখ আল-খোলাফ, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৬ ; ড. উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৮। উক্ত শ্লোকটি كامل ছন্দে রচিত।

927 আল-কুরআন, সূরা আস-সাফফাত : ২৮।

928 আবূ যায়দ ইবন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, জামহারাহ আশ'আর আল-'আরব প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

929 আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা আল্লাহর নি'আমত কুফুরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে?"

উল্লেখিত শ্লোকে ব্যবহৃত (قبار) শব্দটি পবিত্র আল-কুর'আনে ব্যবহৃত (البوار) শব্দের অনুকরণে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে: "ধ্বংস'।

মৃত্যু হতে পলায়ণ প্রসঙ্গে

মৃত্যু হতে পলায়ন সম্ভব নয়। এ সম্পর্কীয় বর্ণনা নিম্নোক্ত শ্লোকে মূলতঃ পবিত্র আল-কুর'আনের আয়াতের প্রভাবে নেয়া হয়েছে। 'আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত শ্লোকটি নিম্নরূপ:[930]

اى يومى من الموت افر + يوم لا يقدر او يوم قدر

"দু'দিনের কোন দিন মৃত্যু হতে করি পলায়ন
যে দিন বরাদ্দ নেই কিংবা তা বরাদ্দ যখন।"

উক্ত বিষয়ে আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ[931]

قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا

"বলুন তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তোমাদেরকে সামান্য মাত্র ভোগ করতে দেয়া হবে।"

বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে

বন্ধু-বান্ধসহ সব বয়সীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। হৃদ্যতার প্রবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য:[932]

واخفض جناحك للصديق وكن له + كاب على اولاده يتحدب

"তোমাদের বন্ধুদের জন্য হৃদয়ের ডানা মেলে দাও, যেরূপ মাতা-পিতা স্বীয় সন্তানদের জন্য মায়া-মমতার ডানা উজাড় করে দেয়।"

উক্ত শ্লোকে واخفض جناحك (ডানা উজাড় করে দাও) বাক্যটি পবিত্র আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রভাবে নেয়া হয়েছে। যেমন:[933]

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين

"আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্য স্বীয় মায়া-মমতার ডানা উজাড় করে দিন।"

দুঃখ কষ্টের সাথে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত প্রসঙ্গে

সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে সুখের পর দুঃখ আসে, আবার দুঃখের পর সুখও উঁকি দেয়। উক্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যটি 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে ফুটে উঠেছে:[934]

اصبر قليلا فبعد العسر تيسير + وكل امر له وقت وتدبير

"স্বল্প সময় ধৈর্য ধারণ কর, কষ্টের পরই আসবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। প্রত্যেক কাজের জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময় ও কর্ম পদ্ধতি।

উক্ত শ্লোকের যথাযথ শব্দাবলী নিম্নোক্ত আয়াত থেকে গৃহীত।[935]

---

930 ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯। উল্লেখিত শ্লোক رمل ছন্দে রচিত।

931 আল-কুরআন, সূরা আর-আহযাব : ১৬

932 ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১; মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৬। শ্লোকটি كامل ছন্দে রচিত। গবেষকগণ উক্ত শ্লোকটি 'আলী (রা.)-এর প্রতি প্রক্ষিপ্ত বলে মতপোষণ করেন। দ্র. ড. উমার ফরূক, পৃ. ১৭১।

933 আল-কুরআন, সূরা আশ-শো'আরা : ২১৫।

934 ড.উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪; মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত,পৃ.২৪৩। উল্লেখিত শ্লোকটি بسيط ছন্দে রচিত।

935 আল-কুরআন, সূরা আল-ইনশিয়াহ : ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا

"নিশ্চয় কষ্টের সাথে শান্তি রয়েছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে।"

অপচয় রোধ প্রসঙ্গে

অপচয় এর আরবী শব্দ হচ্ছে (التبذير)। অপচয়ের আলোচনা আল-কুর'আন, আল-হাদীস সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। পবিত্র আল-কুর'আনের অনুকরণে 'আলী (রা.)-এর রচিত নিম্নোক্ত শ্লোকে এ শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে:[936]

جاهد على طلب الحلال ولا تكن + تغذوه بالاسراف والتبذار

"বৈধ জীবিকা অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও, অপচয় ও অপব্যয়ের মাধ্যমে তা আহরণ ও ভক্ষণ করো না।"
এ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র আল-কুর'আনে নিম্নরূপ:[937]

ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين

"কিছুতেই অপব্যয় করো না, নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই।"

গুণাহ হতে ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গে

গুণাহ থেকে ক্ষমার পদ্ধতি মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল-কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে বাতলিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র আল-কুর'আনের অনুকরণে 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে:[938]

فان عذبتنى فالذنب منى + وان تغفر فانت به جدير

"তুমি যদি শাস্তি দাও তাহলে দিতে পার, কারণ অন্যায় আমার পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি তুমি ক্ষমা কর তাহলে তুমি এর উপযুক্ত বটে।"
উক্ত বিষয়ের আলোচনা আল-কুরআনের নিম্নের আয়াতে:[939]

ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيزالعليم

"যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও, তারা তো তোমার বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও (দিতে পার) নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত মহাবিজ্ঞ।"

মৃত্যু অপ্রতিরোধ বিষয় প্রসঙ্গে

মৃত্যুর জন্য কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। সকল পথ তার জন্য উন্মুক্ত। মানুষের নির্মিত গোপন কুঠুরিতে প্রবেশে বাধা নেই। এ সত্য বক্তব্যটি পবিত্র আল-কুর'আনের আয়াত থেকেই মূলতঃ অনুসরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে 'আলী (রা.)-এর শ্লোক নিম্নরূপ ঃ[940]

واعلم بان سهام الموت نافذة + من كل مدرع ومترس

"জেনে রাখ! মৃত্যুর বর্শা কার্যকর হবেই, ঢাল ও বর্ম ভেদ করে প্রবেশ করবেই।"
পবিত্র আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[941]

اين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة

"তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন; মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরে অবস্থান কর তবুও।"

---

936 মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৩।
937 আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' : ২৬-২৭।
938 মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২।
939 আল-কুরআন, সূরা আ-মা'য়িদাহ : ১১৮।
940 বর্ণিত শ্লোকটি ـــ ছন্দে রচিত। গবেষকগণ শ্লোকটিকে 'আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত মনে করেন। দ্র. ড. উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।
941 আল-কুরআন, সূরা নিসা : ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর থেকে প্রাপ্ত কবিতায় আল-কুর'আনের প্রভাব

খোঁচা দেওয়া প্রসঙ্গে

মক্কার প্রভাবশালী কাফির উমাইয়্যা ইব্‌ন খলফ সহ অন্যান্য সঙ্গীরা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কষ্ট নির্যাতন চালানোর পাঁয়তারা করত। তাঁর আনীত দা'ওয়াতকে অস্বীকার করত এবং বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করত। তাদের প্রসঙ্গেই মূলতঃ সুরাতুল হুমাযাহ নাযিল করা হয়। যেমন:[942]

ويل لكل همزة المزة

"শোচনীয় দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সম্পদ ও ক্ষমতার দম্ভের কারণে অন্যকে) অপমান করে, পেছনে পেছনে তাদের বদনাম করে বেড়ায়।"

উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত "همزة" শব্দটির অনুরূপ অর্থ হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নিম্নোক্ত পক্তিতে পরিলক্ষিত হয়ঃ[943]

همزتك فاختصعت لذل نفس + بقافيه تاجّجُ كالشُّواظ

"আমি তোমাকে খোঁচা দিয়েছি ফলে আমি ঘাড়ের পশ্চাদ্‌ভাগে লাঞ্ছিত হয়েছি; প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে।

সরল পথের নির্দেশনা প্রসঙ্গে

পবিত্র আল-কুর'আনে ব্যবহৃত একাধিক শব্দ হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় পাওয়া যায়। ব্যবহৃত শব্দটি হুবহু সমার্থবোধক। যেমন:[944]

ياويحَ انصار النبى ورهطه + بعد المغيب فى سواء الملحد

"ওহে নবীর সাহায্যকারী দল! অন্তর্ধানের পর কবরে সবার সরল পথ হবে।"

উক্ত কবিতায় سواء السبيل এর অর্থ وسط السبيل (মধ্যম পথ/সরল পথ)। নিম্নোক্ত আয়াতে سواء السبيل এর একই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন:[945]

ام تريدون ان تسألوارسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدلل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل

"ইতোপূর্বে মূসা (আ.) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ) তোমরাও কি তোমাদের রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।"

আল্লাহর রজ্জু ধারণ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম সর্বক্ষেত্রে সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়। তাঁর বিধান আঁকড়ে ধরা সকলের কর্তিত। এ বিষয়ে হাস্মান (রা.) তাঁর কবিতায় আল-কুরআনের প্রভাবে রচনা করেন কবিতা। কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন ঃ[946]

مستعصمين بحبل غير منجزم + متحكم من حبال الله ممدود

فينا الرسول وفينا الحق نتبعه + حتى الممات ونصر غير مردود

"অবিচ্ছিন্ন দড়ির সাথে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে। আল্লাহ তা'আলার রজ্জুসমূহ যেন প্রবলম্বিত সংবিধান। আমাদের মাঝে রয়েছেন সত্যবাদী রাসূল। আমরা মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করব তিনি অসীম সাহায্য করেছেন।"

উক্ত পংক্তিগুলোর প্রথম ছত্রে مستعصمين بحبل বাক্যটি পবিত্র আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে সংগৃহীত। যেমন:[947]

---

[942] আল-কুরআন, সূরা আল-হুমাযাহ : ১

[943] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬১।

[944] প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪০ ; জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭১।

[945] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ১০৮।

[946] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১০ ; ড. শাওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২।

Dhaka University Institutional Repository

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

"আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে সুদৃঢ়হাতে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

গোপনে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গে

মৃত্যুর দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করা ছিল কতিপয় মক্কার কুরায়শদের আচরণ। চুপিসারে হকের দা'ওয়াত থেকে সরে পড়ে। হাসসান (রা.) এ বিষয়টি বুঝাতে এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যার ব্যবহারিক অর্থ আল-কুর'আনের অনুরূপ। যেমন:[948]

وقريش تفرمنا لواذا + ان يقيموا وخفٌ منها الحلوم

"আর কুরায়শ দল আমাদের থেকে চুপিসারে দূরে সরে যায়, যাতে তারা সুপ্ত বাসনা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

উক্ত পংক্তিতে لواذا শব্দটি পবিত্র কুর'আনের প্রভাব। لواذا এর অর্থ হচ্ছে الاستتار بالشئ عند الهرب আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[949]

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا-

"রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহ্বানকে তোমরা একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে।"

শপথ করা প্রসঙ্গে

আরবি ভাষায় শপথ করার অর্থে অনেক প্রতিশব্দ রয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে যে শব্দটি শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে হুবহু ঐ শব্দের ব্যবহার হাসসান (রা.) তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

আল-কুর'আনে الإيلاء শব্দটি শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটি নিম্নরূপ:[950]

للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে শপথ করেছে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে।" এ শব্দটি হাসসান (রা.)-এর শ্লোকে নিম্নরূপ ঃ[951]

آليت ما في جميع الناس مجتهدا + منى أليّةَ برٍّ افناد

"আমার চেয়েও সব মানুষ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উত্তম শপথ করেছে যা বিনষ্ট হবার নয়।"

উক্ত ছন্দে آليت (শপথ অর্থে ব্যবহৃত) উল্লেখিত আয়াতের প্রভাব বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত দুনিয়ার সকলেই অভাবগ্রস্ত, মুখাপেক্ষী। ছোট-বড় চাহিদার জন্য দ্বারস্থ হতে হয়, অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। যেমন ঃ[952]

ويتركوا اللات والعزى بمعزلة + ويسجدوا كلهم للواحد الصمد

"মূর্তি 'লাত' ও 'উযযা' তারা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মুখাপেক্ষীহীন এক আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাকুতি মিনতি করছে।"

উক্ত পংক্তির শেষ ছত্রে الواحد الصمد এর ব্যবহার পবিত্র আল-কুর'আনের সূরা আল-ইখলাছ থেকে গৃহীত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:[953]

---

947 আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১০৩।
948 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯৮।
949 আল-কুরআন, সূরা আল-নূর : ৬৩।
950 আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ২২৬।
951 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত ; জাবী যালাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২।
952 প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

قل هو الله احد – الله الصمد

"হে রাসূল! আপনি বলুন তিনিই আল্লাহ একক, অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

সকল প্রশংসা প্রাপ্যতা প্রসঙ্গে

সকল নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির মালিক আল্লাহ তা'আলা। সকল প্রশংসার দাবীদার তিনিই। সঠিক দিক নির্দেশনার মূল উৎসও তিনি। তাইতো তাঁর নিকট হিদায়াত তলব করা হয়। এ প্রসঙ্গে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[954]

لك الحمد والنعماء والامر كله + فاياك نستهدى واياك نعبد

لان ثواب الله كل موحد + جنان من الفردوس فيها يخلد

"হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, নি'আমতসমূহ তোমারই এবং প্রত্যেক কর্মকাণ্ডের চাবিকাঠি। তাই তোমারই কাছে আমরা হিদায়াত কামনা করি আর তোমারই ইবাদত করি। কায়মনোবাক্যে বিশ্বাসী ব্যক্তির পুরস্কার জান্নাতুল ফিরদাউসে রয়েছে, যা চিরস্থায়ী।"

উক্ত শ্লোকদ্বয়ে প্রথম ছত্রে سورة الفاتحة এর প্রভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান। যেমন:[955]

الحمد لله رب العالمين.....اياك نعبد واياك نستعين– اهدنا الصراط المستقيم ،

"সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের ..... আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে

আল-কুর'আনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনেক বর্ণনা বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে। তন্মধ্য হতে কয়েকটি গুণবাচক শব্দ হাসসান (রা.) ব্যবহার করে আল-কুরআনের প্রভাব ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত শ্লোক উল্লেখ করা হলো ঃ[956]

عزيز عليه ان يحيدوا عن الهدى + حريص على ان يستقيموا ويهتدوا

"এটা তাঁর নিকট খুবই পীড়াদায়ক যে, হিদায়াত থেকে বিমুখ থাকুক এ ব্যাপারে তিনি আগ্রহী যে, তারা ধন্য হোক এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে স্থির থাকুক।"

উক্ত শ্লোকটি যে আয়াত থেকে প্রভাবিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:[957]

لقد جاءكم رسول من انفسكم من عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم –

"তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল আগমন করেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"

দৃষ্টান্তের উদাহরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে

অনেক ব্যক্তির সুন্দর আচরণের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকেন। তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কীর্তি কলাপ মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। এ বিষয়ে হাসসান (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন। যেমন ঃ[958]

---

953 আল-কুরআন, সূরা ইখলাছ ; ১-২।

954 জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

955 আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহা, ১-৫।

956 আস-সিবা'ঈ, তারীখ আল-'আরবী (কায়রো : মাকতাবা আল-ইনজলো আল-মিসরিয়্যাহ ; ১৯৫৮ খৃ.), ২য় সংস্করণ,পৃ. ১৮১; 'আব্দুর রহমান আল-বারকুকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩।

957 আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা : ১২৮।

958 জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

متى يبد في الليل البهم جبينه + يلح مثل مصباح الدجى المتوقد

فمن كان او من قد تكون كاحمد + نظام لحق او نكال لملحد

"অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে তাঁর {রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর} ললাট বের হলে জ্বলন্ত প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ পায়। আহমাদ (সা.)-এর মত এরূপ মহান ব্যক্তি বিগত যুগে লক্ষ্য করা যায়নি আর ভবিষ্যতেও আগমন করবে না। যিনি সত্যবাদীদের জন্য সংবিধানতুল্য এবং অস্বীকারকারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

উক্ত শ্লোকের ২য় লাইনের শেষ ছত্রে نكال শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। অর্থ হচ্ছে 'দৃষ্টান্ত' একই শব্দের হুবহু অর্থের ব্যবহারও নিম্নোক্ত আয়াতে লক্ষ্য করা যায়। যা পরবর্তীতে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) তার কবিতায় গ্রহণ করেছেন।

আল-কুরআনে আয়াতটি নিম্নরূপ:[959]

فجعلناها نكالا لما بين ايديها وما خلفها وموعظة للمتقين

"অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি।"

যৌথ আক্রমণ প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট কুরআন শিক্ষাদানে পারদর্শী ব্যক্তিদের চাহিদা করে। তিনি ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে কারী প্রেরণ করেন ; কিন্তু হুজায়ল[960] নামক স্থানের জনগণ সেদিন রাজী নামক স্থানে তাদের উপর যৌথ আক্রমণ চালায়। হাসসান (রা.) সে ঘৃণ্য আচরণের উল্লেখ করে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো রচনা করেন ঃ[961]

هم غدورا يوم الرجيع واسلمت + اما نتهم ذاعفةٍ ومكارم

رسولَ رسولِ الله غدراً ولم تكن + هذيل توفي منكرات المحارم

ابابيل دبرٍ شمسٍ دون لحمه + حمت لحم شهاد عظام الملاحم

"হুযায়ল গোত্রের জনগণ তাদের সাথে রাজী'-এর দিবসে প্রতারণা করেছে। অথচ তারা স্বীয় উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে নিজেদেরকে পেশ করেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দূতদের (কারীদের) সাথে প্রতারণা করেছে এবং হুযায়লের লোকেরা কৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেনি। ভীমরুলের দল যৌথভাবে তাদের কে প্রতিহত করেছে আর যুদ্ধে তাদের অস্থি ও মাংসগুলোকে ছেঁক দিয়েছে।"

উক্ত কবিতার শেষ লাইনের প্রথম ছত্রে হাস্‌সান (রা.) ابابيل শব্দটি আল-কুর'আনের অনুকরনে ব্যবহার করেছেন। যেমন:[962]

وارسل عليهم طيرا ابابيل

"উহাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে (যৌথভাবে) পক্ষী প্রেরণ করেন।"

সরল মন-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে

মুস্তালিক যুদ্ধে কতিপয় পাপাচারীদের ইন্ধনে হাসসান (রা.) জড়িয়ে পড়েন। সরলমনা 'আ'ইশা (রা.)-কে ব্যভিচারিণীর মত জঘন্য কর্মের অপবাদ দিয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ ত'আলার পক্ষ থেকে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। রটনাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির হুকুম জারি হয়। হাসসানর (রা.) তাঁর এহেন কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে সরলমনা 'আ'ইশা (রা.)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। যেমন ঃ[963]

---

[959] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ৬৬।

[960] আযাল ও কারার গোত্রের শাখা গোত্র হল হুযায়ল। যাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক রয়েছে। হিজরী ৪র্থ সালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে আল-কুর'আন শিক্ষাদানের জন্য কিছু শিক্ষক পাঠানোর আবেদনের প্রেক্ষিতে সাহাবী আসিম (রা.)-এর নেতৃত্বে দশজন সাহাবী প্রেরণ করা হয়। হুযায়ল গোত্র কর্তৃক মক্কা ও উসফানের মধ্যবর্তী রাজী' নামক স্থানে শিক্ষকদলের অন্যতম সদস্য খুবায়ব (রা.) সহ অন্যান্য সাহাবীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

[961] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬৪।

[962] আল-কুরআন, সূরা আল-ফীল, ৩।

[963] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮১।

Dhaka University Institutional Repository

حصان رزانٌ ما تزن بريبة + وتصبح غرثى من لحوم الغوامل

" তিনি {'আ'ইশা (রা.)} পবিত্র, সম্মানিত, সরলমনা, অবৈধকাজের সংশয়ের উর্ধ্ব এবং নারীদের গীবত থেকে বহু দূরে।"

উক্ত শ্লোকের শেষ বাক্যে الغوافل শব্দটি غافلة এর বহুবচন। যার অর্থ ঃ يعنى بها الغافلة القلب عن الشر । আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ শব্দ ব্যবহার করে উক্ত অর্থই বিবৃত হয়েছে। যেমন:[964]

ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والاخرة

"যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত।"

মর্যাদার উৎস প্রসঙ্গে

মক্কা বিজয়ের পূর্বে আবু সুফয়ান দম্ভভরে ইসলাম ও মুসলমান এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) মানহানিকর বক্তব্য প্রদান করে এবং নিজেদেরকে মর্যাদার শীর্ষে স্থান দিতে সচেষ্ট হয়। অথচ মর্যাদার উৎস ও সম্মান দানকারী আল্লাহ তা'আলা। এ বিষয়টি হাসসান (রা.) নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করেন ঃ[965]

تظلُّ جيادُنا مُتَمَطِّراتٍ + تُلَطِّمُهُنَّ بالخُمُرالنساءِ

فاما تعرضوا عنهااعتمرنا + وكان الفتحُ وانكشف الغِطاءُ

والافاصبروا لجلادهم يوم + يُعِزُّ اللهُ فيه من يشاءُ

"আমাদের ঘোড়াগুলোকে আরো দ্রুত পরিচালনার জন্য হাউদাযে উপবিষ্ট পুতঃপবিত্র রমনীগণ স্বীয়গায়ের চাদর দিয়ে ঘোড়ার মুখমণ্ডলে আঘাত করত। যদি মক্কা প্রবেশে বাধা না দাও তাহলে আমরা উমরাহ আদায় করব এবং মক্কা বিজয় হবে আর সব আচরণ প্রকাশ পাবে। আর যদি বাধা হয়ে দাঁড়াও তাহলে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা কর, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন।"

উক্ত কবিতার শেষ চরণে يعزالله فيه من يشاء বাক্যটি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রভাবযুক্ত। হাসসান (রা.)-এর কবিতায় ব্যবহার করে তাঁর কবিতাকে আরো সুশোভিত করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতটি নিম্নরূপ:[966]

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيئ قدير

"আর যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

সংশয় সৃষ্টি প্রসঙ্গে

ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন থেকেই মক্কার কাফিররা ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াতে লাগল। এমনকি বিভিন্ন পেশাজীবিদের সাথে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করতে কসুর করেনি। তাদের এহেন অপকর্মগুলো হাসসান (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোকে উল্লেখ করেছেন ঃ[967]

اموا بغزوهم الرسول والبسوا + اهل القرى وبوادى الاعراب

"রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন আর মক্কার ধনাঢ্য শ্রেণীর লোকজান অসহায় গ্রাম্য দুর্বলদের মাঝে দীন ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করছে।"

উক্ত পংক্তিতে البسوا (সন্দেহ, সংশয়) শব্দটি নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যবহার থেকে তাঁর কবিতায় এনেছেন। আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[968]

وقالوا لو لا انزل عليه ملك ، ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون ، ولو جعلناه ملكا لجعلنه وللبسنا عليهم ما يلبسون

---

[964] আল-কুরআন, সূরা আন-নূর : ২৩।
[965] আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
[966] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ২৬।
[967] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।
[968] আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : ৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

"তারা আরো বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফিরিশতা কেন প্রেরণ করা হলো না? যদি আমি কোন ফিরিশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেতো। অতঃপর তাদেরকে সামান্য অবকাশ দেয়া হতো না। আমি যদি কোন ফিরিশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম তবে সে মানুষের আকারেই হতো, এতেও ঐ সন্দেহই করত, যা এখন করছে।"

প্রবল বাতাস প্রসঙ্গে

মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সত্যের জয় নিশ্চিত। দুশমনদের মুকাবিলায় মুসলিম বাহিনী সোচ্চার ছিলেন। কাফিরদের ভীতিকে উপেক্ষা করে জয়ের মাল্য আনতে সক্ষম হন। এ সম্পর্কে হাসসান (রা.) বলেন ঃ[969]

جيش عيينةُ [971] وابن حرب [970] فيهم + متخمطين بحلية الاحزاب

بهوبٍ مُعْصِفَةٍ تُفَرِّقَ جَمْعَهُم + وَجُنُوْدِ رَبِّكَ سَيِّدِ الأَرْبَابِ

"উয়ায়না ও ইবন হারব-এর বাহিনীদ্বয় আহযাব যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। তখন প্রবল হাওয়া তাদের ঐক্যকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আর অভিভাবকদের নেতা তোমার প্রভু সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করেন।"

উক্ত কবিতার শেষ লাইনে هبوب معصفة বাক্যটি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত ريح جنود এর প্রভাব বিশেষ। যেমন:[972]

يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها –

"হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখ নাই।"

বুহ্য রচনা প্রসঙ্গে

সাহাবীগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। এমনকি নিজেদের জীবনকে তাঁর ভালবাসার জন্য উৎসর্গ করতেন। শত্রুদেরকে তাকে হিফাযত করার জন্য বুহ্য রচনা করতেন। সাহাবীদের এহেন বীরত্বপূর্ণ কর্ম সম্পর্কে হাসসান (রা.) বলেন ঃ[973]

امام محمد قدآزروه + على الاعداء فى لفح الحروب

"মুহাম্মাদ (সা.) কে লেলিহান যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুদের আক্রমণ থেকে হিফাযত করার জন্য সাহাবীগণ (রা.) তাঁর চারদিকে শক্তকরে বুহ্য রচনা করেছিলেন।"

উক্ত পংক্তিতে آزروه শব্দটি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন:[974]

واشدد به ازرى

"তাঁর মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন।"

শত্রুতা পোষণ প্রসঙ্গে

পরশ্রীকাতরতা উত্তম চরিত্রের বিপরীত ধর্ম গুণ, এর থেকে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন। ধীরে ধীরে এ অভ্যাসটি মানুষের মাঝে শত্রুতা পোষণ করে। 'উছমান (রা.)-এর বিরহে শোকগাথায় হাসসান (রা.) উল্লেখ করেন। যথা ঃ[975]

ما نقمتم من ثيابٍ خلفةٍ + و عبيد واماءٍ وذهب

---

969 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫।

970 তাঁর প্রকৃত নাম عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে খন্দক যুদ্ধে গাতফান গোত্রের নেতৃত্ব দেন।

971 ইবন হরব হচ্ছে سفيان بن حرب। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খন্দক যুদ্ধে মক্কার কুরায়শদের নেতৃত্ব দেন।

972 আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব : ৯।

973 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

974 আল-কুরআন, সূরা ত্বহা : ৩১।

975 'আব্দুর রহমান আল-বারক্বূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

উছমান (রা.)-এর বিভিন্ন রকমের পরিচ্ছদ ও বিপুল দাস-দাসী ও স্বর্ণ অলংকারের আধিক্যে তোমরা শত্রুতা পোষণ করনি।"

উক্ত কবিতায় نقمتم (তোমরা শত্রুতা পোষণ করেছ) শব্দটি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত تنقمون এর প্রভাব প্রতীয়মান হয়। যেমন:[976]

قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا إلا ان امنا بالله

"বলুন হে আহলে কিতাবগণ! আমাদের সাথে তোমাদের এ ছাড়া আর কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ তা'আলার প্রতি।"

কোমলতা ও কঠোরতা প্রসঙ্গে

উমার (রা.)-এর চরিত্রে যেরূপ কোমলতা ছিল সেরূপ কঠোরতাও ছিল। তাঁর বিয়োগ ব্যাথায় হাস্‌সান (রা.) অত্যন্ত বঞ্চিত হন। শোকগাথা কবিতায় উমার (রা.)-এর কোমলতা ও কঠোরতা বিবরব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যেমন ঃ[977]

رؤوف على الادنى غليظ على العدا + اخى ثقة فى النائبات نجيب

"অসহায় মুসলিম দরিদ্রদের প্রতি তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী। আর শত্রুদের প্রতি তিনি কঠোর। আমার ভাই উমার (রা.) বিপদাপদে একজন মহৎ সম্ভ্রান্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে পেশ করেন।"

উক্ত শ্লোকে رؤف على الارض غليظ على العداء এ চরিত্র যেন আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিবিম্ব:[978]

والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم

"আর তাঁর {মুহাম্মাদ (সা.)-এর} সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণকীর্তন প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণকীর্তন বিভিন্ন শব্দের বাক্যে এবং বিভিন্ন ভংগিতে যুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে হাসসান (রা.)-এর কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ[979]

فامسى سراجا مستنيرا وهاديا + يلوح كما لاح الصقيل المهند

وانزرنا نارا وبشر جنة + وعلمنا الاسلام فلله الحمد

"তিনি {রাসলুল্লাহ (সা.)} আমাদের জন্য উজ্জ্বল প্রদীপ এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে আবির্ভাব হলেন। তিনি এমন দীপ্তিমান ও প্রজ্বলভাবে আবির্ভূত হয়েছেন যেন উজ্জ্বল চকচকে ভারতীয় তরবারি সদৃশ। তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেন। আর ইসলামের যাবতীয় হুকুম আমাদের শিক্ষাদেন, সুতরাং প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য।"

উক্ত কবিতার প্রথম লাইনে سراجامنيرا গুণবিশিষ্ট বাক্যটি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের অংশ বিশেষ। সেখানেও উক্ত বাক্য ব্যবহার করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গুণকীর্তন করা হয়েছে। যেমন:[980]

وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

"আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে আপনাকে পাঠিয়েছি।"

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.) যখন অদৃশ্যভাবে উম্মু মা'বাদের[981] জীর্ণকুটিরে নবী (সা.)-এর কিছুক্ষণ অবস্থান ও তাঁর মু'জিযা সম্পর্কে কাব্যাকারে বর্ণনা শুনলেন। তখন সাহাবী হাস্‌সান (রা.) সেই শ্রুত কাব্যেও একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন:[982]

---

[976] আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা : ৫৯।
[977] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।
[978] আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতাহ : ২৯।
[979] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩২।
[980] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব : ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

لقد خاب قومُ غاب عنهم نبيهم + وقدّسَ من يسرىْ اليهم ويغتدى

هداهم به بعد الضلالة ربُّهمْ + وارشدَ من يتبع الحقّ يرشد

وهل يستوى ضُلاّل قوم تسفَّهوْ + عمىٍ وهُداةٌ يهتدون بمهتدِ

"মক্কার কুরায়শ বাহিনী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে না পেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আর মদীনার আনসারগণ তাঁরই মাধ্যমে হিদায়াত লাভে ধন্য হয়েছে। তাদের প্রতিপালক তাঁরই মাধ্যমে হিদায়াত দান করেছেন। আর তাঁকে অনুকরণের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। পথভ্রষ্ট জাতি যারা নির্বুদ্ধিতায় অন্ধত্ব বরণ করে নিয়েছে তারা কি সঠিক পথে পরিচালিত হিদায়াত প্রাপ্তদের সমান হতে পারে?"

উক্ত কবিতার শেষের পংক্তিটি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতাংশ هل يستوى الاعمى والبصير-এর সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন:[983]

قل هل يستوى الاعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور

"বলুন, অন্ধ চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলোর সমান হয়?"

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করা প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্বভাব চরিত্র ও তাঁর আচার আচরণ প্রসঙ্গে কবি হাস্‌সান (রা.) বলেন:[984]

عطوف عليهم لا يثنى جناحه + إلى كنف يحنوا عليهم ويمهد

"রাসূলুল্লাহর (সা.) তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর করুণা বিশেষভাবে কারো প্রতি ঝুকে পড়েনি বরং সমভাবে সবার প্রতি দয়াপরবশ হন যার ফলে তাঁরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করতেন।"

উক্ত পংক্তিতে يمهد ক্রিয়াটি নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত সমার্থবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা মূলতঃ আল-কুর'আনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[985]

من كفر فعليه كفره ، ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون

"যে কুফুরী করে তারাই কুফুরীর শাস্তি প্রাপ্য হবে। আর যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদের জন্যই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে করে থাকে।"

ঘৃণা সম্পর্কে বর্ণনা

কবি হাস্‌সান (রা.) এক স্থানে একটি গোত্রের ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে বলেন:[986]

جائت مزينة من عمق لتخرنى + إخسى مزين وفى اعناقكم قدرى

"আমাক শহরের অধিবাসী মুযায়না গোত্রের জনগণ আমাকে সংকটে ফেলতে চায়। হে মুযায়নার লোকেরা! ঘৃণ্য (ধিক্কার) তোমাদের জন্য! আজও তোমাদের গ্রীবাদেশে (লাঞ্চনরা) ফিতা ঝুলে আছে।"

---

[981] উম্মু মা'বাদের প্রকৃত নাম عاتكة بنت خالد بن منقذ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতকালে পথিমধ্যে উক্ত মহিলার গৃহে যেয়ে বরকতময় হাত দিয়ে। ছোট একটি ছাগলের দুধ দোহন করে হিজরতের সাথী অবূ বকর (রা.) উম্মু মা'বাদ-এর সদস্যের জন্য রেখে আসেন। স্বামী ঘরে ফিরে এ অলৌকিক ঘটনায় মুগ্ধ হন। আর মনে মনে উভয়ে (স্বামী স্ত্রী) ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলে অদৃশ্যভাবে নিম্নোক্ত কবিতা শুনতে পান :

جزى الله رب الناس خير جزائه + رفيقين حلا خيمتى ام معبد

هما نزلا بالبر ثم تروحا + فافلح من امسى رفيق محمد

ليهن بنى كعب مكان فتاتهم + ومقعدها للمؤمنين بمرصد

দ্র. জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী. প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯ ; তু.'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫-১৪০ (টীকাসহ)।

[982] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫-১৪১। জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী. প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮।

[983] আল-কুরআন, সূরা আল-রা'আদ : ১৬।

[984] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬।

[985] আল-কুরআন, সূরা আল-রূম : ৪৪।

[986] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

اخسى ক্রিয়াটি خاسئ থেকে উদ্ভূত। নিম্নোক্ত আয়াতে সম অর্থ প্রকাশ করেছে। যা আল-কুর'আনের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। যেমন:[987]

فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

"আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা ঘৃনিত বানর হও।"

সাহিবুল গারের বর্ণনা প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের প্রশংসায় হাস্সান (রা.) বলেন:[988]

وصاحب الغار انى سوف احفظه + وطلحة بن عبيد الله ذوالجويد

"আমি সাহিবুল গার আবু বাকার (রা.)-কে এবং উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর বিশেষ দেহরক্ষী সম্ভ্রান্ত বীরকেশরী তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা.)-কে কাফিরদের রোষানল থেকে অবশ্যই রক্ষা করব।"

উক্ত পংক্তিটি صاحب الغار এর মর্মার্থ হচ্ছে আবূ বকর (রা.)। আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ[989]

الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذهما فى الغار اذيقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا

"যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর তবে স্মরণ কর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন তাঁকে কাফিরগণ বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের একজন। যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল সে তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"

প্রত্যাবর্তনস্থল নির্ধারণ প্রসঙ্গে

হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) তৎকালীন গোত্রপতি 'আবিদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর আল-মাখরামীকে ব্যঙ্গ করে বলেন:[990]

فقبح عابد وبنو اليه + فان معادهم شر المعار

"আবিদ ও তার পিতার বংশ বীভৎস হয়েছে সুতরাং তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।"

উক্ত শ্লোকে উল্লেখিত المعاد শব্দটি আল-কুর'আনে একই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন:[991]

ان الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد

"যিনি তোমার জন্য আল-কুর'আনকে বিধান রূপে দান করেছেন তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তনস্থলে।"

নিকৃষ্ট অর্থে বর্ণনা প্রসঙ্গে

কবি হাস্সান (রা.) ইব্‌ন মাখরামাকে ব্যঙ্গ করে বলেন:[992]

ولا دةُ سؤء من سميّة [993] انها + امية سؤء مجدها شرُّتالدِ

"সুমায়্যাহ-এর আগমন যেন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয় সে অপরাধীদের বংশজাত, যাদের ঐতিহ্য অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের।"

হাস্সান (রা.) উক্ত শ্লোকে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে (سَوْء এবং سُوْء) ব্যবহার করে আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন যেখানে سُوْء এবং بغيا শব্দদ্বয় এর মাধ্যমে কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

---

987 আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ৬৫।

988 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯।

989 আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ্ : ৪০।

990 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৬।

991 আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৮৫।

992 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৯।

993 কায়স ইবন মাখরামের মাতার উপাধী। তার প্রকৃত নাম আসমা বিনত 'আব্দুল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:[994]

ما كان ابوك امرأ سوءَ وما كانت امك بغياً –

"তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।"

মর্মান্তিক শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে

অষ্টম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত মূতার যুদ্ধে শহীদদের উদ্দেশ্যে শোকগাঁথায় হাস্‌সান (রা.) বলেন:[995]

غداةَ غَدَوْا بالمؤمنين يقودهم + إلى الموت ميمونُ النقيبة ازهرُ

اغر كلون البدر من آل هاشم + أبى اذا سيمَ الطلامةَ مجسر

"যুদ্ধক্ষেত্রে ডানদিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার শুভ্র উজ্জ্বল অবয়বের অধিকারী (যায়দ ইব্‌ন হারিছা) মুসলমানদেরকে শত্রুদের মুকাবিলার জন্য অতি প্রত্যুষে বের হয়ে পড়েন। হাশিম বংশের শত্রুদের যুবক যেন পূর্ণিমার চাঁদ, যখন বিপুল শত্রুদের আগমনে যুদ্ধের ময়দান অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখনও তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে মর্মান্তিক শাস্তি দেন।"

উক্ত কবিতায় سيم শব্দটির একই অর্থ নিম্নোক্ত আয়াতের يسومونكم এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[996]

واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم

"স্মরণ কর যখন আমি ফির'আউনী সম্প্রদায় হতে তোমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম যারা তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা আর নারী গণকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত।"

বদর যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে

ইসলামের প্রথম ও প্রধান যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত ঐতিহাসিক বদরে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সাহায্য-সহযোগিতার উল্লেখ করে হাস্‌সান (রা.) বলেন:[997]

ولا يهرب جنابَ الحرب مجلسنا + ونحن حين تلظى نارها سعرُ

وكم رددنا ببدر دون ما طلبوا + اهل النفاق وفينا أُنزل الظفرُ

"আমরা যখন যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থায় উপনীত হই তখন আমাদের সভ্যগণ এ পরিস্থিতিকে সামান্যতম অপছন্দ করে না। মুনাফিকদের তলব করা ব্যতীতই বদর যুদ্ধে কত শত্রুকে প্রতিহত করেছি এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি সাহায্য সফলতা নাজিল হয়েছে।"

বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মদদ দানের বিষয়টি উল্লেখিত শ্লোকগুলোতে ভাবার্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সে বিষয়ের আয়াতটি নিম্নরূপ:[998]

ولقد نصركم الله ببدروانتم اذلة فاتقوالله لعلكم تشكرون

"বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ তো তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"

নমনীয়তা প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.) 'আমরা বিনত সামিতকে বিবাহ করেছিলেন। একদা তাঁর স্ত্রী রাগের বশবর্তী হয়ে কবির মাতুল বংশকে কটাক্ষ করে বক্তব্য দিলে তিনি তাকে তালাক দেন। পরক্ষণে তাঁর এহেন অপকর্মের জন্য নমনীয় হয়ে ক্ষমার আবেদন জানিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেন:[999]

---

[994] আল-কুরআন, সূরা মারয়াম : ২৮।
[995] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৩।
[996] আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ৪৯।
[997] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩।
[998] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

اجمعت عمرة صرما فابتكر + انما يدهن للقلب الحصر

لا يكن حبك حبا ظاهرا + ليس هذا منك يا عمر بسرّ

"হে 'আমরা বিনত সামিত! (আমার কথার কারণে) পরিত্যাগ করাকে বেছে নিলে! তুমি আবার নতুনত্বকে বরণ কর, অবরুদ্ধ হৃদয়কে নমনীয় কর। তোমার ভালবাসা তো (লোক দেখানো) প্রকাশ্য কিছু নয়। হে 'আমর তোমার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে বিচ্ছেদের কামনা করা সমীচীন নয়।"

উক্ত কবিতায় উল্লেখিত (يدهن) ক্রিয়াটি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে একই অর্থ প্রকাশ করছে। যেমন:[1000]

ودوا لو تدهن فيدهنون

"তারা চায় তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।"

অনবহিত বিষয় প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.) তাঁর স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর আক্ষেপের সুরে বলেন:[1001]

سألت حسان من اخواله + انما يسئل بالشئ الغمرُ

"স্ত্রী 'আমরা বিনত সামিত হাস্‌সানকে (রা.) তাঁর মাতুল বংশ সম্পর্কে এমন বিষয়ের জিজ্ঞাসার ইচ্ছা পোষণ করেছে যে বিষয়ে সে অনবহিত ছিল।"

উক্ত শ্লোকে انما يسئل بالشئ الغمرُ এর ব্যবহারটি যেন নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যবহার বিধি মোতাবিক হয়েছে। যেমন আল-কুর'আনে উল্লেখ রয়েছে:[1002]

سأل سائل بعذاب واقع

"এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত।"

সুবিচার প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.) জ্ঞান-গর্ভ আলোচনায় বলেন:[1003]

ثم كانا من نال الندى + سبقا الناس باقساط وبر

"যে বদান্যতা অর্জন করেছে সে কল্যাণ লাভ করেছে। মানুষের মাঝে তারাই সুবিচার ও সততার মাধ্যমে অগ্রবর্তী হয়েছে।"

উক্ত শ্লোকে بالقسط শব্দটি নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত (واقسطوا)-এর একই মূল ধাতু থেকে গঠিত। যেমন:[1004]

واقسطوا ان الله يحب المقسطين

"সুবিচার কর, নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন"

সতর্কবাণী প্রসঙ্গে

বনূ কুরায়যার নিহত অমুসলিম বাহাদুরদের সম্পর্কে হাস্‌সান (রা.) একটি চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করেন যারা যুদ্ধের সূচনাতেই পরাভূত হয়েছিল। যেমন তিনি বলেন:[1005]

فهم صرعى تحوم الطير فيهم + كذالك يُدان ذو الفند الفخور

فاردف مثلها نصحاً قريشاً + من الرحمن ان قبلتَ نذيرى

---

999 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৬।
1000 আল-কুরআন, সূরা আল-কালাম : ৯।
1001 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৭।
1002 আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ : ১।
1003 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৮।
1004 আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত : ৯।
1005 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

"তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী হয়েছে তাদের পরিত্যাক্ত শরীরের মাংস ভক্ষণে পাখির দল উত্তেজিত হয়েছিল। ইতোপূর্বে মক্কার কুরায়শদের ব্যাপারেও রহমানের পক্ষ থেকে এরূপ আহ্বান জানানো হয়েছিল। যদি তারা আমার সতর্কবাণী গ্রহণ করত।"

উক্ত কবিতায় نذيرى এর উৎস হচ্ছে الانذار যার ব্যবহার নিম্নোক্ত আয়াতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[1006]

فستعلمون كيف نذير

"অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী।"

হৃদয় ঝুঁকে যাওয়া প্রসঙ্গে

বনূ সাহাম ইব্ন 'আমর হুসায়স ও 'আমর ইব্ন 'আহ্ ইব্ন ওয়াইল এবং 'আনাযা গোত্রের জনৈকা নারিষা সম্পর্কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে হাসসান (রা.) বলেন ঃ[1007]

ما بال امك زاغت عند ذى شرف[1009] + إلى جزيمة[1008] لما عفّت الاثرا

"হে 'আমর ইবন 'আস ইবন্ ওয়াইল! তোমার মায়ের কি হলো যে তাঁর আবাসভূমির নিদর্শন বিলুপ্ত হওয়ার আগেই যুশারাফ থেকে জাযীমা এর দিকে যাওয়ার জন্য হৃদয় ঝুকে পড়েছে।"

উক্ত পংক্তিতে زاغت এর অর্থ নেয়া হয়েছে مالت عن القصد। নিম্নের আয়াতেও ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الخ এর অর্থ لا تملنا عن الهدى والقصد ; আল-কুর'আনের প্রভাব উক্ত শ্লোকে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আল-কুরআনের আয়াত হচ্ছে ঃ[1010]

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

"হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘন প্রবণ করো না। আর তোমার নিকট হতে আমাদের করুণা প্রদান করো।"

সিজদাহ-এর চিহ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে

তৃতীয় খলীফা 'উছমান (রা.)-এর শোকে মুহ্যমান হয়ে হাস্সান (রা.) বেদনাবিধুর কণ্ঠে বলেন:[1011]

ضحُّوا بأشمط عنوانُ السجود به + يقطّع الليلَ تسبيحاً وَّ قرآنا

"তারা এই শুভ্রকেশধারী, ললাটে সিজদার চিহ্নবিশিষ্ট লোকটিকে হত্যা করে দিল, যিনি তাসবীহ্ পাঠ ও আল-কুর'আন তিলাওয়াতের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করতেন।"

উক্ত পংক্তিতে 'উছমান (রা.)-এর চেহারাকে সিজদার চিহ্নধারী বলেছেন। আল-কু'রআনে সাহাবাদের গুণবৈশিষ্ট্যের বিবরণে বলা হয়েছে (سيماهم فى وجوههم من اثر السجود) সিজদার চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে স্পষ্টতঃ বিদ্যমান। আল-কুরআনের আয়াতটি হচ্ছে ঃ[1012]

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا – سيماهم فى وجوههم من اثر السجود

"তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত থাকতে দেখবে, তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে।"

আল্লাহর বাহিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে

হাস্সান (রা.) ইসলামের দুশমন হুয়ায়রা ইব্ন আবী ওহাব আল-মাখযুমীর প্রতি উত্তরে বলেন:[1013]

1006 আল-কুরআন, সূরা আল-মুলক : ১৭।

1007 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮।

1008 যীশারাফ একটি স্থানের নাম।

1009 একটি স্থানের নাম জাযীমা। মুরাইসি' যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (রা.) ঐ স্থানে কমান্ডপোষ্ট তৈরী করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। দ্র. 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, পৃ.২৭৮, (পাদটীকাসহ)।

1010 আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ৮।

1011 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৩।

1012 আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতাহ : ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

سُقْتُمْ كِنانةَ جهلاً من عداوتكم + إلى الرسول فجند الله مخزيها

اوردتموها حياضَ الموت ضاحية + فالنارُ موعدها والقتلُ لا قيها

"ওহে! আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে কিনানাদেরকে শত্রু হিসেবে লেলিয়ে দিচ্ছ অথচ আল্লাহর সৈন্যবাহিনী তাদের পরাভূত করতে সক্ষম। তোমরা তাদেরকে মৃত্যুর ঘাঁটিতে নিয়ে যাচ্ছ অথচ জ্বলন্ত অগ্নি নির্দিষ্ট সময়ে এসে পড়বে আর মৃত্যু তাদের সাথে আলিঙ্গন করবে।"

উক্ত কবিতার প্রথম শ্লোকে جند الله বাক্যের উল্লেখ রয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতেও جند এর সম্পৃক্ততা উত্তম পুরুষের দিকে সম্পৃক্ত করে একই অর্থ প্রকাশ করেছে। যেমন:[1014]

وان جندنا لهم الغالبون

"এবং আমার বাহিনী হবে বিজয়ী।"

মুহকামাত আয়াত প্রসঙ্গে

আল-কুর'আনে দু' প্রকার আয়াত রয়েছে। এক শ্রেণীর আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট, সবার জন্য বোধগম্য। অন্যপ্রকারের আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। এ ব্যাপারে মানুষ শুধু অনুমান ভিত্তিক ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রথম শ্রেণীর আয়াত সম্পর্কে হাস্সান (রা.) বলেন:[1015]

يتلوا علينا النورَ فيها محكما + قسما لعمرُكَ ليس كالاقسام

فنكون اول مستحلٌ حلاله + ومحرِّم لله كل حرام

"তিনি {রাসুলুল্লাহ (রা.)} আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার নূর তথা আল-কুর'আন তিলাওয়াত করেন। যাতে রয়েছে সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বিষয়াদি যা তোমার জীবনের অংশ তা অন্যান্য অংশের মত নয়। তাই সর্বপ্রথম আমরাই হলাম তাঁর দেয়া হালাল বিষয়কে হালাল বলে মান্যকারী এবং যাবতীয় হারামকে হারাম বলে গণ্যকারী।

আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে (آيت محكمات) এর উল্লেখ রয়েছে:[1016]

هو الذى انزل عليك الكتاب منه ايت محكمات ام الكتاب

"তিনি তোমার প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন এগুলো কিতাবের মূল অংশ।"

তাকওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে

নৈতিক গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। হাস্সান (রা.) তাঁর কবিতায় এ বিষয়টি সুনিপুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:[1017]

يرضى بها كل من كانت سريرته + تقوى الا له وبالامر الذى شرعوا

قوم اذاحاربوا ضروا عدوهم + او حاولوا النفع فى اشياعهم نفعوا

سجية تلك منهم غير محدثة + ان الخلائق فاعلم شرها البدع

"যাদের অন্তরে খোদাভীতি আছে তাঁরা সকলে তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং সব ধরনের কল্যাণধর্মী কাজ করেন। তাঁরা এমন একটি সম্প্রদায় যে, যুদ্ধ করলে তাদের শত্রুর ক্ষতি সাধন করেন আর আপনজনদের উপকার করতে ইচ্ছা করলে তাঁরা উপকার করেন। ওটা তাদের জন্মগত স্বভাবং নতুন কোন বিষয় নয়। জেনে রেখ, সৃষ্টির সবচেয়ে খারাপ কর্ম হল গোত্রের অভ্যাসের পরিপন্থী কোন নতুন পন্থা-পদ্ধতি চালু করা।"

তাকওয়া বা খোদাভীতি প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে রয়েছে:[1018]

[1013] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭৭।

[1014] আল-কুরআন, সূরা আস-সাফফাত : ১৭৩।

[1015] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪২।

[1016] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ৭।

[1017] জুরযী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

"আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"

সুদৃঢ় হাতল-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে

রাসুলের (সা.) কবি হাস্‌সান (রা.) গৌরবাত্মক বিষয়ে বলেন:[1019]

فنحن الذى من نسل آدم العراء + تربّع فينا المجد حتى تأثلا

بنى العزميتا فاستقرت عماده + علينا فاعياالناس ان يتحولا

"আমরা আদম (আ.)-এর বংশধর, সুদৃঢ় হাতলের ন্যায় গৌরব আমাদের মাঝে অবস্থান করছে। মানসম্পন্ন ঘর নির্মিত হয়েছে যার ভিত্তি স্থায়ী। লোকজন এসব গৌরবকে পরাভূত করতে অক্ষম।"

উক্ত কবিতায় **العراء** শব্দটি নিম্নোক্ত আয়াতের একার্থবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে আল-কুর'আনের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[1020]

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ' والله سميع عليم

"যে তাগুতকে অস্বীকার করবে আর আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।"

হুনায়ন যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে

ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত "হুনায়ন" যুদ্ধের বর্ণনা তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচিত কবিতায়। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ[1021]

لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহুক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে।"

হাস্‌সান (রা.)-এর কবিতাটি নিম্নরূপ:[1022]

نصروا نبيهم وشدّوا ازره + بحنين يومَ تواكل الابطال

"মুসলমানগণ "হুনায়ন" নামক স্থানে তাদের নবীকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর বাহুকে শক্ত করার জন্য সেদিন বীরত্বের মাধ্যমে শত্রুদের ধরাশায়ী করেছেন।"

চিরস্থায়ী বাসস্থান প্রসঙ্গে

মুমিনদের আবাসস্থল ক্ষণস্থায়ী নয় বরং চিরস্থায়ী। প্রকৃত সত্য বক্তব্যটি হাস্‌সান (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[1023]

فصار المؤمنون بدار خلدٍ + اقام لها بها ظلٌ ظليلُ

"মুমিনদের বাসস্থান চিরস্থায়ী আবাসে পরিনত হয়েছে। তাঁরা সেথায় ছায়াতলে অবস্থান করবে।"

এ বিষয়ে আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[1024]

اعد الله لهم جنّت تجرى من تحتها الانهارُ خالدين فيها ، ذالك الفوز العظيم

[1018] আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল : ১২৮।

[1019] 'আব্দুর রহমান আল-বারক্‌কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫।

[1020] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ২৫৬।

[1021] আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ : ২৫।

[1022] 'আব্দুর রহমান আল-বারক্‌কী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৭।

[1023] 'আব্দুর রহমান আল-বারক্‌কী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৫।

[1024] আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ : ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা স্থায়ী হবে, ইহাই মহাসাফল্য।"

পূর্ববর্তী নবীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে

মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রশংসা করতে যেয়ে প্রসিদ্ধ নবী য়াহয়া (আ.) ও যাকারিয়া (আ.)-এর উল্লেখ হাস্‌সানের কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন:[1025]

شهدت باذن الله ان محمدا + رسول الذى فوق السموا تمن عل

وان ابا يحيى و يحى كلاهما + له عمل فى دينه متقبلُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর ইচ্ছায় মুহাম্মাদ (সা.) এমন রাসূল, যিনি আসমানের উপরেও মর্যাদাসম্পন্ন। আবূ ইয়াহয়া (যাকারিয়া (আ.) ও ইয়াহয়া (আ.) ধর্মীয় ক্ষেত্রে উভয়ের কর্মগুলো গ্রহণযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনের আয়াত নিম্নরূপ:[1026]

يحيى خذا الكتا بقوة + وآتيناه الحكم صبياً

"(আমি বললাম) হে ইয়াহয়া! এ কিতাব সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর। আমি শৈশবেই তাঁকে দান করেছিলাম জ্ঞান-প্রজ্ঞা।"

বাক্য সুদৃঢ় করার কৌশল প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.)-এর কবিতার পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক ছিল যে, একটি বাক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য অন্য আরেকটি সমার্থবোধক কিংবা কাছাকাছি অর্থপ্রকাশক শব্দ ব্যবহার করে বাক্যের শ্রীবৃদ্ধি করা। আর এ পদ্ধতি পবিত্র কুর'আনেও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে:[1027]

ولقد تقلدنا العشيرة امرها + ونسودُ يومَ النا ئبات ونعتلى

ويسود سيدنا حجاجح سادة + ويصب قاتلنا سؤاء المفصل

"জনসাধারণ তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। আর বিপদের দিন আমরা নেতৃত্ব দান করি এবং কৃতকার্য হই। আমাদের নেতৃবর্গ নেতৃত্ব দেন সম্ভ্রান্ত ও দানশীল ব্যক্তিদের আর আমাদের যোদ্ধাগণ মাথার মাঝামাঝি আঘাত হানেন।"

উক্ত কবিতার শেষ চরণে سؤاء শব্দটি প্রথম বাক্যের দৃঢ়তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের পদ্ধতি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিদ্যমান। যেমন:[1028]

فاطلع فرأه فى سؤاء الجحيم

"অতঃপর যে ঝুঁকে দেখবে এবং উহাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে।"

যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্যের বর্ণনা

মুসলমানদের বিভিন্ন যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে জিব্রাঈল ('আ.) ও অন্যান্য ফিরিস্তাদের দ্বারা সাহায্য করেছেন। সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়টি হাস্‌সান (রা.)-এর কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন:[1029]

برجال لستم امثالهم + ايَّدوا جبرئيل نصراً فنزل

وعلونا يومَ بدر بالتقى + طاعة الله وتصديق الرسل

"(হে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যিব'আরী!) তোমরা তো তাদের মত নও যাদেরকে জিব্রাঈল ('আ.) নেমে এসে সহযোগিতা করেছেন। বদর যুদ্ধে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্য বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা শিরোপা অর্জন করেছিলাম।"

[1025] হাফিজ জামালুদ্দীন আবূ আল-হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মাযিয়্যি, তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা আল-রিজাল (বৈরুত : মু'আসসাসাহ আল-রিসালা ১৪১৫/১৯৯৪), ৫ম সংস্করণ, খ.৬ষ্ঠ, পৃ.২১; 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭২।

[1026] আল-কুরআন, সূরা মারয়াম : ১২

[1027] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫।

[1028] আল-কুরআন, সূরা আস-সাফফাত : ৫৫।

[1029] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[1030]

قد كان لكم آية فى فئتين التقتا ، فئةٌ تقاتل فى سبيل الله واخرى كافرةٌ يرونهم مثليهم رأى العين ، والله يؤيد بنصره من يشاء –

"দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল, আর অন্যদল ছিল কাফির। তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন।"

আশ্রয় প্রদানের বর্ণনা প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.)-এর নিম্নোক্ত কবিতার শেষ মিছরায় فاجأنا শব্দটিতে আল-কুর'আনের প্রভাব বিদ্যমান। যেমন:[1031]

ولقد نلتم ونلنا منكم + وكذالك الحربُ احيانا دول

اذشددنا يشدّة صادقة + فاجأنا الى سفح الجبل

"তোমরা আমাদের যুদ্ধের তীব্রতা অনুভব করছ, আর আমরা ও তোমাদের কাপুরুষোচিত আচরণ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এভাবে যুগ যুগ ধরে দেশ-বিদেশে যুদ্ধ চলতে থাকবে। প্রকৃত যুদ্ধের তীব্রতা যখন বেড়ে যাবে তখন আমরা তোমাদের পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় দিব (তাড়িয়ে দিব)।"
আল-কুর'আনের আয়াতটি নিম্নরূপ:[1032]

فاجاءها المخاض إلى جذع النخلة

"প্রসব বেদনা তাঁকে এক খর্জুর বৃক্ষতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল।"

যুদ্ধের পোষাক প্রসঙ্গে

হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.) তাঁর এক কবিতায় **سرابيل** শব্দের ব্যবহার করে আল-কুর'আন যে অর্থ প্রকাশ করেছে তিনিও সে অর্থে কবিতাকে সুশোভিত করেছেন। যেমন:[1033]

منعوا ضيمى بضرب صائب + تحت اطراف السرابيل هتك

"সঠিক ও সফল আঘাতের মাধ্যমে অত্যাচার প্রতিহত করেছে এবং যুদ্ধের পোষাকের নিম্নভাগের পার্শ্বদেশ ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলেছে।"

উল্লেখিত পংক্তির শেষ মিছরা'তে **سرابيل** অর্থ জামা ও পরিধেয় বস্ত্র থাকলেও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে হাসসানের (রা.) আল-কুর'আনের সুস্পষ্ট প্রভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আয়াতটি নিম্নরূপ:[1034]

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

"এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, উহা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, উহা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে।"

মিথ্যা রটনা পরিহার প্রসঙ্গে

হাস্‌সান (রা.) বণী বকর ইবন 'আবদ মানাত-এর অন্যায় আচরণের উল্লেখ করে বলেন:[1035]

لانتم بحمل المخزيات وجمعها + احق من ان تستجمعوا العفاف

فقالوا على خط النبى فاصبحوا + اثامى بنعلى بغضةٍ وقراف

[1030] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১৩।
[1031] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৫।
[1032] আল-কুরআন, সূরা মারয়াম : ২৩।
[1033] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৯।
[1034] আল-কুরআন, সূরা আন-নাহাল : ১৮।
[1035] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা অবশ্যই লাঞ্ছনা বহন করছ। তোমাদের চরিত্র শোধরাবার জন্য অবশ্যই তোমরা অধিক হকদার। কারণ, নবী(রা.)-এর শানে মিথ্যা বক্তব্য, অপবাদ ও শত্রুতা পোষণের জন্য অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়ে রয়েছ।"

উক্ত কবিতার দ্বিতীয় শ্লোকের فقالوا শব্দটি باب تفعيل এর অর্থ প্রকাশ করেছে অর্থাৎ মিথ্যা বক্তব্য, অপবাদ, হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুর'আনে এ শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ:[1036]

ولو تقول علينا بعض الاقاويل ، لا خذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

"সে যদি আমার নামে কিছু রটনা করে চালানোর চেষ্টা করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার জীবন ধমনী কেটে দিতাম।"

আল্লাহর পথে যুদ্ধ প্রসঙ্গে

সুলায়ম গোত্রের আনসারগণ মক্কা বিজয়ের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিপুল সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেন। এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদ করতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের প্রতি ইঙ্গিত করে হাস্সান (রা.) বলেন:[1037]

سماهم الله انصاراً لنصرهم + دينَ الهدى وعوان الحرب تستعر

وجاهدوا فى سبيل الله واعترفوا + للنائباتِ فماخاموا وما ضجروا

"সঠিক দীন প্রচার ও যুদ্ধের সূচনালগ্নে তাদের সহযোগিতার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে "আনসার" নামে অভিহিত করেন। তাঁরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন এবং বিপদাপদকে মেনে নিয়েছেন (ধৈর্য্য ধারণ করেছেন)। কাপুরুষোচিত ভাব ও সংকীর্ণতা তাদের মাঝে প্রকাশ পায়নি।"

উক্ত পংক্তিতে কবিতার দ্বিতীয় লাইনে وجاهدوا فى سبيل الله বাক্যটি আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে পরিলক্ষিত হয়।[1038]

ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله ، اولئك يرجون رحمة الله ، والله غفور حيم

"যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারাই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

[1036] আল-কুরআন, সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৬।

[1037] আব্দুর রহমান আল-বায়কূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

[1038] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

নৈতিকতার উৎস পর্যালোচনা

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ : 'ইলম আল-আখলাক-এর পরিচিতি ও ইতিহাস
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আখলাকে হাসানাহ
- ✓ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আখলাকে সায়্যি'আহ
- ✓ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নৈতিকতার মূল উৎস

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

'ইলম আল-আখলাক-এর পরিচিতি ও ইতিহাস

'ইলম আল-আখলাকের পরিচয়

মানুষ অন্যান্য সৃষ্টজীব থেকে ভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি। কেননা তাঁর সৃষ্টিই যেন নৈতিক সৃষ্টি অর্থাৎ চারিত্রিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। হৃদয়ের সুপ্ত প্রতিভার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জগত গড়তে সক্ষম।

নৈতিকতা প্রত্যেক সমাজের চিত্র হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ তা'আলা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের নীতি, মানদন্ড ও মৌলিকত্ব এর উপর নির্ভর করে দিয়েছেন। ফলে ইসলামী সমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে মূলতঃ দু'টি মৌলিক উৎস। একটি আল-কুর'আন, অপরটি আল-হাদীস। অধুনা সমাজে ইসলামী সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক মাধ্যমসমূহে ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে দুর্ভোগ ও দুঃখ-দুর্দশা এবং কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে। সম্ভবতঃ নৈতিকতার শিক্ষা বহুলাংশে সমাজ থেকে অনুপস্থিতির কারণেই এ দুর্দশা। সুতরাং নৈতিকতার বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সমালোচনার মাধ্যমে এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা যেতে পারে।

বস্তুতঃ "নৈতিকতার" আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে **"আখলাক"**। উক্ত শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে বহু মতবাদের অবকাশ রয়েছে।

অভিধানে اخلاق শব্দটি خُلُقٌ শব্দের বহুবচন। خُلُقٌ অর্থ মানুষের জন্মগত স্বভাব ও প্রকৃতি। উক্ত শব্দের মূলধাতু হচ্ছে (خ ل ق), যা বস্তুর পরিমিতি বুঝায়। ভাষাবিদ ইবন ফারিস বলেন উক্ত অর্থে (বস্তুর পরিমিতি) "খুলুক" শব্দটি জন্মগত স্বভাবের সমার্থবোধক। এ কারণে যে, তার অধিকারীর বিচরণ এর মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বলা হয় : فلان خليق كذا অমুক এ ব্যাপারে সক্ষম ও এর উপযুক্ত। اخلق بكذا সে কতই না উত্তম চরিত্রের অধিকারী।[1039]

ভাষাবিদ রাগিব আল-ইসফাহানী বলেন, خَلْقٌ ، خُلُقٌ ، মূলতঃ এক ও অভিন্ন। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে خَلْقٌ শব্দটি দৃশ্য, অবয়ব ও আকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট।[1040] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[1041] انك لعلى خلق عظيم "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

মুফাসসির তাবারী বলেন, এখানে خلق عظيم এর অর্থ হল মহান শিষ্টাচার।[1042]

কেউ কেউ এমন বলেছেন যে, আভিধানিকভাবে خُلُقٌ বলতে এমন রীতি-নীতিকে বুঝায় যা মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত রূপে গ্রহণ করে থাকে। কেননা এটি তখন তার জন্মগত বিষয়ে পরিনত হয়ে ওঠে। আর যে রীতির ওপর মানুষের সৃষ্টি সে রীতিই মূলত তাঁর অভ্যাস তথা স্বভাব ও প্রকৃতি। এ অবস্থায় خُلُقٌ বা চরিত্র কৃত্রিম স্বভাব ও জন্মগত বৈশিষ্ট্যে পরিগণিত হয়। কবি আল-আ'শা এর নিম্নোক্ত শ্লোকে উক্ত অর্থ প্রদান করছে ঃ[1043]

واذا ذو الفضل ضن على المؤ + لى وعادت لخيمها الاخلاق

"যখন উদার হস্তে দানকারী তার গোলামের প্রতি কার্পণ্য করে এবং তার চরিত্র প্রত্যাবর্তন করে তার স্বভাবের দিকে।"

1039 *ইবন ফারিস*, মাকা'ঈস আল লুগাহ, (বৈরূত : মাকাতাবাহ আল-রায়্যান, তা.বি), খ.৭, পৃ. ৭১৪।

1040 আবূ আল-কাসিম আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ আল-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীব আল-কুরআন (বৈরূত : দার আল-মা'রিফাহ, তা.বি.), খ.১ম, পৃ. ১৮৫, মাওলানা 'আব্দুর রহমান কিলানী, মুতারাদিফাহ আল-কুরআন (লাহোর : মাকতাবাহ আল-সালাম, ১৯৯১/১৪২৩), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪৪।

1041 আল-কুরআন, সূরা আল-কালাম: ৪

1042 আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আল-তাবারী, জামি' আল-বায়ান ফী তাফসীর আল-কুরআন (বৈরূত : দার আল-মা'রিফাহ, ১৩৯৮/১৯৭৮), খ.১২, পৃ. ১২।

1043 *সালিহ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন হুমায়দ ও 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ*, মাওসূ'আহ নাদরাহ আল-না'ঈম ফী মাকারিম আল-আখলাক লি আল-রাসূল (সা.) অনূদিত (জেদা : দার আল-ওয়াসীলা , ১৪২১/২০০০), খ. ১, পৃ.১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

কুরতুবী বলেন, ভাষাবিদদের নিকট خلق ও خلاق শব্দদ্বয় خليقة এর অনুরূপ। আর তা হচ্ছে স্বভাব-প্রকৃতি। خليقة এর বহুবচন হচ্ছে خلائق । যেমন কবি লাবীদ এর নিম্নোক্ত শ্লোকে এ অর্থের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[1044]

واقنع بما قسم المليك فانما + قسم الخلائق بيننا علامها

"মালিক ভাগ্যে যা বন্টন করে রেখেছেন, তা নিয়ে তুষ্ট থাক। কারণ, স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে যিনি সবচেয়ে বেশী জানেন, তিনিই তো আমাদের মধ্যে তা বন্টন করেছেন।

ভাষাতাত্ত্বিক আল-জাহিয (মৃ.২৫৫/৮৬৮) বলেন, খুলুক নাফসের এমন এক অবস্থা যদ্বারা মানুষ কোনরূপ চিন্তা-গবেষণা ও ইচ্ছা- অভিপ্রায় ছাড়াই কাজ করতে পারে। কোন কোন মানুষের মধ্যে 'খুলুক' থাকে স্বভাবজাত। আর কোন কোন মানুষের মধ্যে চেষ্টা-সাধনা ছাড়া সৃষ্টি হয় না।[1045]

উক্ত সংজ্ঞার কাছাকাছি অর্থে ইবন মিসকাওয়ায় (মৃ.৪২১/১০৩০) বলেন, আখলাক মনের এমন একটি অবস্থা যা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে কাজের প্রতি আহ্বান জানায়। আর এ অবস্থা দু'ভাগে বিভক্ত। এক. যা স্বভাবগত ভাবেই পাওয়া যায়। যেমন সামান্য বিষয় মানুষকে আন্দোলিত করে, যথাঃ উম্মা, এটা উত্তেজিত হয় সামান্য কারনে। দুই. যা অভ্যাস বা অনুশীলন ছাড়া অর্জিত হয় না[1046]।

অবশ্য আল-মাওওয়ার্দী (মৃ.৪৫০/১০৫৮) বলেন, আখলাক হচ্ছে স্বভাবজাত প্রচ্ছন্ন জিনিস, যা যাচাই দ্বারা প্রকাশ পায় এবং চাপের মুখে তা চাপা পড়ে।[1047]

আহমাদ আমীন বলেন : [1048]

هو علم يوضح معنى الخير و الشر ويبين ما ينبغى ان تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضا ، ويشرح الغاية التى ينبغى ان يقصدها الناس فى اعمالهم وينير السبيل العمل ما ينبغى

ইমাম গাযালী (মৃ.৫০৫/১১১১) আখলাকের সংজ্ঞায় বলেন, জ্ঞান শক্তি, ক্রোধশক্তি,কামশক্তি ও সমতা শক্তি এ চারটি গুণ সমতার পর্যায়ে সুসমন্বিত থাকলে তাকে আখলাক বলা হবে।[1049]

নৈতিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে আধুনিক যুগের সু-সাহিত্যিক মুস্তফা লুতফী আল-মানফালূতী বলেন ঃ[1050]

ان الخلق هو اداء الواجب بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج ، فمن اراد ان يُعلم الناسَ مكارم الاخلاق فليحى ضمائرهم ويَبُثُّ فى نفوسهم شعور الرغبة فى الفضيلة والنفور من الرزيلة

"ফলাফল কি বর্তাবে সেদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিছক দায়িত্ব পালনই চরিত্র। যে ব্যক্তি মানুষদেরকে মহৎ চরিত্র শিক্ষা দিতে চায়, সে যেন প্রথমতঃ তার অন্তরকে জাগ্রত করে এবং তাদের হৃদয়ে উত্তম চরিত্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে, আর ঘৃনিত স্বভাব থেকে দূরে থাকার মানসিকতা ছাড়িয়ে দেয়।"

উপরোক্ত বিভিন্ন মনীষীদের সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, সংশ্লিষ্ট আচার-আচরণ, কার্যাবলীকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও যথার্থভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে প্রতিপালন ও সম্পাদন করাকে নৈতিকতা বলা হয়।

1044 *আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবীল আল-খাত্তাব আল-কুরাশী*, জামহারাহ আশ-'আর আল-'আরাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

1045 আল-*জাহিয*, তাহযীব আল-আখলাক (লেবাননঃ দার আল-সাহাবা লি আল-তুরাহ ১৪১০/১৯৮৯), পৃ.১২।

1046 ইবন *মিসকাওয়ায়* তাহযীব আল-আখলাক ফী আল-তারবিয়্যাহ, (বৈরুতঃ দার আল-কুতুব লি 'আরাবিয়্যাহ, ১৪১০/১৯৮১), ২য় সংস্করণ,.পৃ. ৪০৫।

1047 *আবূ আল-হাসান আল-বসরী আল মাওওয়ার্দী*, তাদলীস আল-নযর ওয়া তা'জীল আল-যুফর, সম্পাদক ড. ইয়াহয়া হিলাল সারহান (বৈরুতঃ দার আল-মারিফাহ, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ.৫।

1048 *আহমাদ আমীন, কিতাব আল-আখলাক (কায়রো ঃ মাকতাবাহ আল-নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৪০/১৯৮৫), ১০ম সংস্করণ। পৃ. ২।*

1049 *হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী*, এহইয়াউ উলূমুদ্দীন, অনুবাদক মাওলানা মুহীউদ্দিন খান (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৪২০/১৯৯৯), খণ্ড-৩, পৃ.২৪৩।

1050 *মুস্তফা লুতফী আল-মানফালূতী* , আল-খুলুক আল-কারীম, আল-মুনতাখাবুল 'আরাবী লি আল-'আলিম, (ঢাকা : মুহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৮খৃ.), পৃ.৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের সকল আমলই নৈতিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত এবং কল্যাণকর ও আবশ্যিক কর্মগুলোও এক উন্নত আদর্শিক মূল্যবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি ও ঐশীবাণীকে মূল উৎস বলে গণ্য করা যায়।

শরী'আতের পরিভাষায় আখলাক হলো, মানুষের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে সদাচার ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা।[1051]

আখলাক গঠনের ইতিহাস

নীতিশাস্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞান প্রদানে সর্বপ্রথম গ্রীক পন্ডিত দার্শনিক সুফসাতায়ূন (৪৫০-৪০০ খৃ.পূ) যুবকদের মাঝে কিছু নীতিশাস্ত্রীয় নিয়মকানূন প্রণয়ন করে তা অনুসরনে উদ্বুদ্ধ করেন।[1052] এরপর দার্শনিক সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খৃ.পূ) মানুষের মাঝে পরস্পর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কিছু মূলনীতি আবিষ্কার করেন। তাঁর অভিনব নীতিমালার প্রতি মুগ্ধ হয়ে জনগণ সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করেন এবং সক্রেটিসকে নীতিশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে আখ্যা দেন।[1053] তাঁর ব্যাপারে জনগণের মন্তব্য ছিল এরূপ ঃ[1054]

انت استنزل الفلسفة من السماء إلى الارض

তিনি জ্ঞানকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে নৈতিকতা 'ইলমের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে সকল প্রকার নৈতিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

তাঁর গৃহীত সংজ্ঞায় এমন একটি মানদন্ড আবিস্কৃত হয় যা মানুষের ভালমন্দ কার্যক্রম পরিমাপ করা যায়।

কয়েকযুগ পরে সক্রেটিসের মূলনীতি থেকে ঈষৎ দূরে সরে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বিভিন্ন গোত্র ও মতবাদের সৃষ্টি হয়। সকলেই তাঁর অনুসারী এ বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। তাদের মধ্যে প্রধানতঃ দু'টি দলে বিভক্ত ছিল।

এক. কালবিয়্যূন (cynics), দুই. কুরিনায়ূন (cyrenics)

প্রথম দল তথা কালবিয়্যূন দলের অন্যতম আনতেসনিচ[1055] (৪৪৪-৩৭০ খৃ.পূ) তাদের মতে মাবুদ হচ্ছে সকল চাহিদার উর্ধ্বে। উত্তম মানুষ হচ্ছে যে প্রভুর চরিত্রে বিভূষিত। অল্পে তুষ্টি, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা, সর্বক্ষেত্রে যুহদ এর নীতি অবলম্বন এবং ধনৈশ্বর্যের প্রতি অনীহা প্রভৃতির গুণে গুণান্বিত হওয়া। তদ্রূপ মোটা কাপড়, স্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণ ও খালী মাটিতে শয়নের নীতি গ্রহণ নৈতিকতার অন্যতম আচরণ হিসেবে বিবেচিত। আর দ্বিতীয় দলের অন্যতম এ্যারিষ্টটলের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে মধ্যমনীতি। যেমন অপচয় ও কৃপনতার মাঝামাঝি হচ্ছে উদারতা, কাপুরুষতা ও রুক্ষ স্বভাবের মাঝামাঝি হচ্ছে বীরত্ব। তবে তৃতীয় শতাব্দীতে তাদের নীতিশাস্ত্রে ঐশীবাণীর প্রভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটে। তাওরাত শরীফে বর্ণিত নৈতিকতার জ্ঞানগুলো প্রচার করতে থাকে। তাদের কর্মে ভাল-মন্দের মানদন্ড আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। এর ফলে গ্রীক পৌত্তলিকাতার পরিবর্তে গড়ে ওঠে ওলী-দরবেশ। আর গ্রীক দার্শনিকদের নীতিমালার অনুরূপ খৃষ্টানদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে এসব খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের চিন্তা-চেতনায় আমূল পরিবর্তন আসে। তারা রুহকে শরীরের নীতি নির্ধারক হিসেবে মনে করে এবং জনসমাগম থেকে বিচ্ছিন্নতা ও বৈরাগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

মধ্যযুগে ইউরোপে নৈতিকতা নিতান্ত অত্যাচারিতের ভূমিকায় ছিল। গীর্জাগুলোতে নৈতিকতার সাথে গ্রীক ও রোমানীয় দর্শন পরস্পর মুখোমুখি হতে থাকে এবং ওহীলব্ধ জ্ঞান প্রচারে বাধার সম্মুখীন হয়। ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসও শৃংখলাজনিত আহকামগুলো যদি দর্শন শাস্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যশীল হত তা হলে গ্রহণ করতো নতুবা বর্জনীয় হিসেবে পড়ে থাকতো। বাস্তবে আফলাতুন, এ্যারিষ্টটল এবং আল-রাওয়াকীনদের থেকে উদ্ভূত দর্শনকে নিজেদের বিবেকের উপর প্রাধান্য দিত। এ যুগে যারা গ্রীক ও তদানীন্তন ধর্মবিদ্যার সমন্বয়ে জ্ঞানী পন্ডিত হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন তাদের মধ্যে আব্রেলার্ড (৮৬/১১৪২) ইটালীয় ফ্রান্সের ধর্মতাত্ত্বিক টমাস একোনাস (৭৭৬/১৩৭৪) প্রসিদ্ধ ছিলেন।

[1051] *সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৩/২০০২), ২য় সংস্করণ, পৃ.৭১৫।

[1052] *আহমাদ আমীন*, কিতাব আল-আখলাক, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮।

[1053] প্রাগুক্ত।

[1054] প্রাগুক্ত।

[1055] আহমাদ আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আর আরব জাতি এমন কোন দর্শন শাস্ত্রের সাথে পরিচিত ছিল না যারা তাদেরকে গ্রীকদের মত নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাবে। তবে আরবে ছিল কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ ও কবি সমাজ যারা মানুষকে সৎপথে আহ্বান জানাতো আর অসৎকাজে বাধা প্রদান করতো। তারা ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করতো আর গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতো। যেমনঃ লুকমান হাকীম, আকছাম ইবন ছাইফী, যুহায়র ইবন আবূ সুলমা এবং হাতিম তাঈ প্রমুখ।[1056]

ইসলাম এসে ঘোষণা দিল যে, পৃথিবীতে সকল বস্তুর মূল হল আল্লাহ তা'আলা। বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টিজীব এমনকি পৃথিবীর গভীর অন্ধকারে অবস্থিত শষ্যদানা থেকে আসমানের নক্ষত্ররাজীর নিয়ন্ত্রক তিঁনি। এরূপভাবে মানুষের জন্য একটি অনুকরণীয় সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সুন্দর নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যার মাধ্যমে দুনিয়ার সৌভাগ্য আর আখিরাতে নিয়ামতে ভরপুর স্থায়ী আবাসগৃহ প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। আর মিথ্যা ও অণ্যায়ের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে দুঃখ-কষ্ট আর আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ বিষয়ে আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রনিধানযোগ্য [1057]

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم باحسن ما كانوا يعملو

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে উত্তম কাজের বিনিময়ে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।"

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য সৎগুণাবলী অর্জনের পাশাপাশি অসৎ ও ধ্বংসাত্মক রীতিনীতি থেকে বিরত থাকার প্রতি কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন :[1058]

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما

"তোমাকে লোকজন মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও নিহিত আছে ;কিন্তু উঁহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।"

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :[1059]

انما جزاؤالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে।"

আল্লাহ তা'আলা মানব সম্পদ ও ধনসম্পদ রক্ষার জন্য বিধান সমূহ ফরজ করে দিয়েছেন। এ কারণেই চোর ডাকাতের জন্য শাস্তির বিধান করেছেন, তদ্রূপ মানুষের কল্যাণমূলক কাজ যথা রোগীদের সেবা-শ্রূষা প্রতি তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ইলমের বিভিন্ন শাখার ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে নীতিশাস্ত্রের অধ্যায়ে উন্নতি সাধনের জন্য মনীষীগণ যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

হিজরী তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশেষত: এর কার্যক্রম আরো তোড়জোড়ভাবে চলে। এ যুগে দার্শনিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তাদের গবেষণার ফসল দু'ভাবে নির্ণিত হয় ঃ

এক. গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করে তাতে বিন্যাস সাধন করেন, এরপর ইসলামের নৈতিক চিন্তাধারার তথ্যগুলো সংযোজন করেন।

দুই. গ্রীক পৌওলিকতা পূর্ণ আবেগ থেকে মুক্ত নৈতিকতা বিষয়টি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন :[1060] ইয়া'কূব ইবন ইসহাক আল-কিন্দী (মৃ:৩১৩/৯২৫)। আখলাক ও নৈতিকতার উপর 'আল-কাউল ফী আল-নাফস' (القول فى النفس) নামে তার একটি উঁচু মানের গ্রন্থ রয়েছে।

[1056] আহমাদ আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩।

[1057] আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল : ৯৭।

[1058] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ২১৯।

[1059] আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ : ৩৩।

[1060] সালিহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হুমায়ুন ও আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯০-১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বাকার আল-রাযী (মৃ.৩১৩/৯৩২) নৈতিকতার উপর তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হচ্ছে 'আল-যুফারা ওয়াল মাসাকীন' (الفقراء اوالمساكين)

হাকীম আল-তিরমিযী (মৃ.৩২০/৯৩২) তিনি যদিও হাদীস এবং ফিকহ শাস্ত্রের সুপন্ডিত ছিলেন তবুও নৈতিকতার উপর তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। যেমন : 'আল-রিয়াদা ওয়া আদাব আল-নাফস' (الرياضة واداب النفس) 'কিতাব আল-মানাহী' (كتاب المناهى) এবং 'কিতাব আল-যাওক' (كتاب الذوق) ।

আবূ নাছার আল-ফরাবী (মৃ.৩৯৯/১০০৮) তিনি আল-মু'আল্লিম আল-ছানী (দ্বিতীয় শিক্ষক) নামে পরিচিত। নৈতিকতার উপর তাঁর লিখিত 'আরাউ আহল আল-মাদীনা আল-ফাদিলাহ' এবং 'আল-আদাব আল-মুলূকিয়্যাহ' (الادب الملوكية) নামে দু'টি গ্রন্থ আছে।

ইবন মাসকুদ (মৃ.৪২১/১০৩০) নৈতিকতার উপর তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হচ্ছে 'তাহযীব আল-আখলাক ওয়া আল-তাতহীর আল-আ'রাক' (تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق) উক্ত গ্রন্থ আফলাতুন, এ্যরিষ্টটল ও জালূ ইউনুস কর্তৃক নৈতিকতার বিধি বিধান উল্লেখের সাথে সাথে ইসলামের নীতিমালা তুলে ধরেছেন। [1061]

ইবন সীনা (মৃ.৪২৮/১০৩৬) নৈতিকতা বিষয়ে তাঁর দু'টি গ্রন্থ সুশীল সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে 'রিসালাহ ফী আল-হিকমাহ' অন্যটি 'কিতাব আল-তায়র' (كتاب الطير) ।

ইবন আল-তুফায়ল। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মালিক। নৈতিকতার উপর তাঁর গ্রন্থ হচ্ছে 'রিসালাহ ফী আল-নাফস'

ইবন বাজা আল-উন্দুলূসী (মৃ.৫৩৩/১১৩৮)। তিনি ইবন আছ-ছাবগ" নামে প্রসিদ্ধ। নৈতিকতা বিষয়ে তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থ রয়েছে ঃ

'ইত্তিছাল-আল-আকল' (اتصال العقل) ও 'কিতাব আল-নাফস'। (كتاب النفس) ।

ইবন রুশদ (মৃ.৫৯৫/১১৯৮) নৈতিকতার উপর তাঁর গ্রন্থটি হলো 'ফছলুল মাকাম ফিমা বাইনাশ-শারী'আহ ওয়াল হিকমাহ মিনাল ইত্তিসাল' (فصل المقال فيما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال) ।

ইসলামের মৌলিক বিধিমালা তথা আল-কুর'আন, আল-হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে যে সমস্ত মুহাদ্দিসীন ফুকাহা এবং সূফীসাধকগণ নৈতিক আচার-আচরণের বিশ্লেষণ করে বিরাট অবদান রেখেছেন তাঁদের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করা হলো :[1062]

ইবন আল-মুবারক (মৃ.১৮১/৭৯৯)। নৈতিকাঙ্গনে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে– কিতাব আল-যুহদ' (كتاب الزهد)। এ গ্রন্থে আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে উল্লেখিত নৈতিক নির্দেশ তাবিঈদের মাঝে যারা সূফী ছিলেন তাদের সুচিন্তিত অভিমত সন্নিবেশিত করেছেন।

ইবন আল-জাররাহ (মৃ.২৪১/৮৫৫) তিনিও কিতাব 'আল-যুহদ' (كتاب الزهد) নামে নৈতিকতার উল্লেখ করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থটি দুনিয়াবিমুখতা, শিষ্টাচারপূর্ন হাদীসের উল্লেখ করে অধ্যায় ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ ইবন আল-হাম্বল (মৃ.২৪১/৮৫৫)। তিনি 'কিতাব আল-যুহদ' (كتاب الزهد) ও 'কিতাব আল-অরা' (كتاب الورع) নামে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এতে ইবন আল-মুবারকের রীতি অনুসরন করেন।

আবূ 'আব্দুল্লাহ আল-মুহাসিবী (মৃ.২৪৩/৮৫৭)। তিনি 'রিসালাত আল-মুসতারশিদীন' (رسالة المسترشدين) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে আল্লাহ তা'আলার অধিকারসমূহের তত্ত্বাবধান ও তওবা সম্পর্কে কলম ধরেছেন এর

[1061] আহমাদ আমীন, কিতাব আল-আখলাক, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪।
[1062] সালিহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হুমায়দ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯২-১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সাথে সমকালীন মন্দ আচার-আচরনের তীব্র সমালোচনা করে সঠিক নীতিতে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

ইমাম আল-বুখারী (মৃ.২৫৬/৮৬৯)। তিনি নৈতিকতার উপর 'কিতাব আল-আদাব আল-মুফরাদ' (كتاب الادب المفرد) নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে শিষ্টাচার ও নৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কিত হাদীস উপস্থাপন করেন। ইসলামী নৈতিকতা ও শিক্ষাঙ্গনে তাঁর রচিত এ গ্রন্থটি হাদীস বিশেষজ্ঞদের সর্বপ্রথম রচিত গ্রন্থ বলে গন্য করা হয়।[1063]

ইবন 'আবিদ আল-দুনয়া (মৃ. ২৮১/৮৯৪)। তিনি জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত নৈতিকাঙ্গনে বিরাট ভূমিক রেখেছেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাব আল-মাকারিম আল-আখলাক' (كتاب مكارم الاخلاق)। এছাড়াও নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ পাওয়া যায়। যেমন[1064] : 'আল-ইখলাছ' (الاخلاص), 'আল-আমর বিল মা'রফ' (الامر بالمعروف), 'আল-হাযারু ওয়াশ শাফাকাতু' (الحذر الشفقة), 'যিকরুল মাওত' (ذكر الموت), 'যাম্মুল গাদাব' (ذم الغضب), 'আলরিদা আনিল্লাহি ওয়া ছাবর 'আলা কাদায়িহী' (الرضاء عن الله والصبر على قضائه), 'আল-গীবাহ ওয়া আল-নামীমাহ' (الغيبة والنميمة), 'আল-কানা'আহ' (القناعة) এবং 'আছ-ছামতু ওয়া আদাবুল লিসান' (الصمت وادابِ اللسان)।

ইমাম নাসাঈ (মৃ.৩০৩/৯১৫)। তাঁর রচিত 'আমাল আল-ইয়াওম ওয়া আল-লাইলাহ (عمل اليوم والليلة) গ্রন্থটি নৈতিক ও চারিত্রিক অঙ্গনে মুহাদ্দিসদের নিকট উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন 'আমলের উল্লেখ সহ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উন্নত আদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

আবু বকর আল-খারাইতী (মৃ.৩২৭/৯৩৮)। তাঁর নিম্নোক্ত গ্রন্থদ্বয় নৈতিকতার অঙ্গনে বিরাট প্রভাব ফেলেছ ;

১. মাকারিম আল-আখলাক ওয়া মা'আলীহা (مكارم الاخلاق و معاليها)।

২. মাসাভী আল-আখলাক ওয়া মাযমূমুহা ওয়া তারাইক মাকরুহুহা مساوى الاخلاق و مذموها وطرائق مكروهها)।

আবূ বকর আল-'আজূরী (মৃ.৩৬/৯৭০)। যে সব চরিত্র 'আলিম 'উলামা, আল-কুরআনের ধারক-বাহক এবং সর্বস্তরের মুসলমানের আঁকড়ে ধরা উচিত সে দিকে লক্ষ্য রেখে নৈতিকতা বিষয়ক নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহ রচনা করেন।

১. আখলাক হামালাহ আল-কুর'আন (اخلاق حملة القران) ;

২. আখলাক আল-'উলামা (اخلاق العلماء) ;

৩. আদাব আল-নাফস (ادب النفس) ;

৪. কিতাব আহল আল-বিরর ওয়া আল-তাকওয়া (كتاب اهل البرو التقوى) ;

৫. কিতাব আল-তাওবা (كتاب التوبة) ;

৬. কিতাব আল-তাহাজ্জুদ (كتاب التهجد)।

ইবনুস সুন্নী (মৃ. ৩৬৪/৯৭৯)। তিনি ঈমাম নাসা'ঈ-এর মত দৈনন্দিন জীবনের নৈতিক আচরণ বিধিকে একত্রিত করে عمل اليوم والليلة নামে একটি কিতাব রচনা করেন।[1065]

[1063] প্রাগুক্ত, পৃ.১৯২

[1064] আদাব আল-দুনইয়া ওয়া আল-দীন (বৈরূত : ১৯৭৮খৃ.), পৃ. ৫০।

[1065] প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৪ (প্রাগুটীকা দ্র.)।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ তালিব আল-মাক্কী (মৃ. ৩৮৬/৯৯৬)। তাঁর 'কুত আল-কুলুব' (قوت القلب) নামক গ্রন্থটিতে ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব, প্রেম-প্রীতি সহ নানাবিধ নৈতিক শিষ্টাচারের উল্লেখ রয়েছে।

আবূ আব্দুল্লাহ আল-হালীমী (মৃ. ৪০৩/১০১২)। তিনি 'আল-মিনহাজ ফী শু'আব আল-ঈমান' (المنهاج فى شعب الايمان) নামক গ্রন্থে ৭৭টি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। এতে ঈমানের শাখা-প্রশাখার দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোচনা করেছেন।

ইবন হাযম আল-উন্দুলূসী (মৃ. ৪২১/১০৩০)। তাঁর রচিত 'আল-আখলাক ওয়া আল-সিয়ার ফী মুদাওয়াত আল-নুফূস' (الاخلاق والسير فى مداواة النفوس) গ্রন্থে সে যুগের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হিসেবে খ্যাত ছিল।

আবূ যায়দ আদ্-দাবূসী (মৃ. ৪৩০/১০৩৮)। তাঁর রচিত 'আল-আমাদ আল-আকসা' (الامد الاقصى) নামক গ্রন্থটি নৈতিক অঙ্গনে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতে তিনি আত্মিক ও মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আবূ আল-হাসান আল-মাওয়ারদী (মৃ. ৪৫০/১০২৮)। তাঁর রচিত নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য। যেমন : 'আদাব আল-দুনিয়া ওয়া আল-দীন' (ادب الدنيا والدين), 'নাছীহাত আল-মুলূক' (نصيحة الملوك) ও 'তাছহীল আল-নুযূর ওয়া তা'যীল আল-যাফার' (تسهيل النظور و تعجيل الظفر)।" তবে 'আদাব আল-দুনিয়া ওয়া দীন' (ادب الدنيا والدين) গ্রন্থে নৈতিক চরিত্রাবলীর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়প্রকারের সমাবেশ ঘটেছে।[1066] যেমন : লজ্জাশীলতা, কথা বলার আদব, সততা, ধৈর্য্যশীলতা, পরস্পর পরামর্শ, গোপনীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি। তদ্রূপ মিথ্যা, পরনিন্দা ও চোগলখুরি প্রভৃতি।

আল-বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮/১০৬৫)। শু'আব আল-ঈমান" (شعب الايمان) এ কিতাবটিতে সাহাবীদের মতামত সহ সর্বমোট ১১২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করে আকীদাগত ও ফিকাহ গত মতামত উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিসীনদের নিকট তাঁর রচিত কিতাবটি নৈতিকাঙ্গনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত।

আল-রাগিব আল-ইসফাহানী (মৃ. ৫০২/১১০৮)। নীতিশাস্ত্রে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। যেমন- 'তাফছীল আল-নাশাতায়ন ওয়া তাহছীল আল-সা'আদাতায়ন' (تفصيل النشاتين وتحصيل السادتين), 'আয-যারী'আহ ইলা মাকারিম আল-শারী'আহ' (الذريعة إلى مكارم الشريعة)। এছাড়াও তাঁর রচিত 'মুহাদারাতুল উদাবা' (محاضرات الادباء) নামক গ্রন্থে অন্যান্য বিষয় সহ নীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত কিছু আলোচনার সমাবেশ ঘটেছে।

আবূ হামিদ আল গাযালী (মৃ.৫০৫/১১১০)। নৈতিকতার ওপর তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইহইয়া উলূম আল-দীন' (احياء علوم الدين), ব্যাপক ভাবে পরিচিত। এছাড়া 'মীযানুল আমল' (ميزان العمل) নামক নৈতিকতার আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে।

ইবন আল-জাওযী (মৃ. ৫৯৬/১০৯৯) ছিফাত আল-ছাফওয়া (صفة الصفوة) জীবনী গ্রন্থ হলেও নৈতিকতার বিভিন্ন উপদেশ এতে বিদ্যমান রয়েছে।

হাফিজ আল-মুনযিরী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮)। তাঁর রচিত 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' (الترغيب والترهيب) গ্রন্থে উত্তম গুণাবলী সংক্রান্ত উৎসাহব্যঞ্জক হাদীস এবং মন্দ আচরণের ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদ হাদীস সমূহ একত্র করে নৈতিকতার নির্দেশিকা পুস্তক) হিসেবে নিদর্শস রেখেছেন।

[1066] সালিহ ইবনে 'আব্দুল্লাহ্।

Dhaka University Institutional Repository

আল ইজ্জ ইবন 'আব্দুস সালাম (মৃ. ৬৬০/১২৬১)। তিনি 'শাজারাত আল-মা'আরিফ ওয়া আল-উসূল' شجرة العارف والاصول) নামে নৈতিকতার উপর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে তিনি ২০টি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। উক্ত গ্রন্থে মূলতঃ মানুষের চেতনা ও অনুভূতির চালিকা শক্তি তথা আত্মার সংশোধন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আল-নববী (মৃ. ৬৭৬ /১২৭৭) তাঁর রচিত 'রিয়াদ আল-সালেহীন' (رياض الصالحين) গ্রন্থে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের প্রমাণ উপস্থাপনার পাশাপাশি নৈতিকতার ওপরও বিভিন্ন অধ্যায় সন্নিবেশিত করেন।

ইবন তায়মিয়্যার (মৃ. ৭২৮/১৩২৭) তাঁর রচিত 'মাজমু'উল ফাতওয়া' (مجموع الفتوى) নামক গ্রন্থে নৈতিকতা ও শিক্ষা অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা চিত্রিত করেছেন।

ইমাম আল-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৬) তাঁর 'আল-কাবায়ির' (الكبائر) নামক গ্রন্থটি নৈতিকতার নেতিবাচক দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট। এতে তিনি ঐ সমস্ত নিন্দনীয় গুণের বিশ্লেষণ করেছেন যা কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য এবং এ সমস্ত আচরনের কঠিন শাস্তি সম্পর্কিত অয়াত ও হাদীস সমূহও উল্লেখ করেছেন।

ইবন কায়্যিম আল-জাওযী (মৃ. ৭৫১/১৩৫০)। তাঁর বিভিন্নগ্রন্থে নীতশাস্ত্রের বুনিয়াদী নীতিমালা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। যেমন- আল-ফাওয়াঈদ (الفوائد), মাদারিযুস সালেকীন (مدرج السالكين), উদ্দাতুস সাবেরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন (عدة الصابرين و زخيرة اشاكرين), 'ই'লামুল আল-মু'আককিয়ীন' (اعلام الموقعيين), 'আদ-দায়ু ওয়া আল-দা'ওয়াহ' (الداء والدواء) এবং 'ইগাছাহ আল-লাহফান' (اغافة اللهفان) উল্লেখযোগ্য।

ইবন মুফলিহ (মৃ. ৭৬৩/১৩৬১) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-আদাব আল-শার'ইয়্যাহ ওয়া আল-মানাহ আল-মার'ইয়্যাহ" (الادب الشرعية والمنح المرعية) তিনি উক্ত গ্রন্থে নৈতিক গুণের উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা একজন মুসলিমের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আল-সুফরানী আল-হাম্বলী (মৃ. ১১৮৮/১১৭৪) তিনি[1067] 'গিযাউ আল-আলবাব' (غداء الالباب) নামক একটি নৈতিকতা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। মৌলিকভাবে এটি 'মানজূমাহ আল-আদব' (منظومة الادب) নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

অধুনা বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার মূল্যবোধ ও নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্টাবলীর উন্মোচনে পণ্ডিতদের চেষ্টা সাধনা অব্যাহত রয়েছে। তন্মোধ্যে 'দুস্তর আল-আখলাক ফী আল-কুরআন' (دستور الاخلاق فى القران) এর গ্রন্থকার মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ দাররায, খুলুক আল-মুসলিম' (خلق المسلم) ও 'হাযা দীনুনা' (هذا دينا) এর গ্রন্থকার মুহাম্মাদ গাযালী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'আব্দুল ফাত্তাহ রচিত 'মানহায আল-কুরআন ফী তারবিয়্যা আল-মুজতামা' (منهج القران فى تربية الجتمع, মিকদাদ ইয়ালজিন রচিত 'আল-ইত্তিজাহ আল-আখলাকী ফী আল-ইসলাম' (الاتجاه الاخلاق فى الاسلام) এবং 'আল-তারবিয়্যাহ আল আখলাকিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ' (التربية الاخلاقية الاسلامية)। আলী খলীল আবুল আয়নায়ন রচিত 'ফালসাফাহ আল-তারবিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ ফী আল-কুরআন আল-কারীম' (فلسفة التربيه الاسلاميه فى القران الكريم) এবং সালওয়া রামাদান রচিত 'আত-তারবিয়্যাহ আল-খুলুকিয়্যাহ ফী ইসলাম' (التربيه الخلقية الاسلامية) উল্লেখযোগ্য।[1068]

[1067] মানযুমাত আল-আদাব গ্রন্থটি 'আল্লামা সামস আল-দীন মুহাম্মাদ ইবন 'আল-কাভী আল-মিরদাভী (মৃ.৬৩০/১২৩২) কর্তৃক রচিত। দ্র. নাদরাহ আল-নাঈম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫ (৩নং টীকাসহ)।

[1068] নাদরাহ আল-নাঈম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫-১৯৬২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আখলাকে হাসানাহ

উত্তম স্বভাবসমূহ

স্বভাবতঃ মানুষের নৈতিকতার গুণাবলী নিজের নিকট আড়াল ও অস্পষ্ট থাকে। মানুষের সথে মেলামেশার মাধ্যমে তা ফুটে ওঠে। স্বভাবতঃ বড়ধরনের অন্যায় ও পাপকর্মসমূহ পরিত্যাগ করাকেই বিরাট মাপের সাধু বলে নিজেকে মনে করে থাকে এবং লুকায়িত অজান্না নৈতিকতার বিষয়াবলীকে অর্জন করার বোধটুকু হারিয়ে ফেলে। যার পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিকতা বিবর্জিতদের কাতারে শামিল হতে হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ও আল-হাদীসে ঐ সমস্ত চরিত্রের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যেগুলো কার্যতভাবে পালন করলে সাধু হিসেবে গণ্য হওয়া যাবে। নিম্নে উত্তম স্বভাবসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

কল্যাণ কামনা প্রসঙ্গে

সমাজের সর্বস্তরের মানুষি যেরূপ কল্যাণ প্রাপ্তির আশা পোষণ করে, তদ্রূপ অন্যের জন্য নিষ্কলুষ, ভেজালহীন কল্যাণ ও মঙ্গলের চিন্তায় সর্বদা উদগ্রীব থাকা উচিৎ। অন্যের কোন ক্ষতি বা কষ্টে নিপতিত না করে দ্বীন ও দুনিয়াবী সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সাহায্য করার প্রয়াস পাবে। কল্যাণ কামনার মানদন্ড হচ্ছে- মানুষ নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপরের জন্যেও তাই পছন্দ করবে। কারণ, নিজের জন্য কখনও অকল্যাণ কামনা করতে পারে না এবং নিজের জন্য যতটুকু সম্ভব ফায়েদা, কল্যাণ ও মঙ্গল বিধানেই সচেষ্ট থাকে। মুমিনের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈমানের এক আবশ্যিক শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন:[1069]

والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

"যে মহান স্বত্বার হাতে আমার জীবন, তার কসম! কোন বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে।"

এরুপভাবে এক মুসলানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে "কল্যাণ কামনাকে একটি হাদীসে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত করা হয়েছে:[1070]

وينصح له اذا غاب او شهد

"সে আপন ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে, চাই সে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক।"

এমনিভাবে ধর্মের চাহিদাকে "কল্যাণ" কামনার প্রতি নিম্নোক্ত হাদীসে সম্পৃক্ত করা হয়েছে :[1071]

الدين النصيحة

"দীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা করা"।

আত্মত্যাগ প্রসঙ্গে

মানুষ স্বভাবতঃই বিভিন্ন প্রকৃতির। সেহেতু তাদের চাহিদা ও আকাংখাও বিভিন্নরপ। এমতাবস্থায় প্রতিটি মানুষই যদি তার প্রকৃতির চাহিদার ওপর অনড় হয়ে থাকে তাহলে মানব সমাজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে সে যদি অন্যের রুচি, পছন্দ ও ঝোঁক প্রবণতাকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক স্থাপত হবে। এ আত্মত্যাগেরই উচ্চতর পর্যায় হচ্ছে নিজের প্রয়োজনকে মূলতবী রেখে অন্যের প্রয়োজন মেটানো। নিজের জন্য দরকার হলে স্বভাব প্রকৃতির প্রতিকূল জিনিষ মেনে নেবে। কিন্তু স্বীয় ভাইকে যথাসম্ভব অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করবে। এককথায় দানশীলতার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আত্মত্যাগ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী-সাথীদের জীবন এ ধরনের ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ।

[1069] আল-সাহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৬; আল-সহীহ আল-মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫০।

[1070] আল-সুনান আল-নাসাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

[1071] আল-সাহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩; আল-সাহীহ আল-মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে তাদের চরিত্রের প্রশংসায় ইরশাদ হয়েছে :[1072]

ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة

"এবং তারা নিজের ওপর অন্যদের (প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দেয় যদিও তারা রয়েছে অনটনের মধ্যে।"

আদল প্রসঙ্গে

মানুষের নিজের অধিকারের সময় সমতা ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের সাথে অন্যের অধিকার স্বাধীন ও নিরপেক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্চনীয়। প্রতিটি মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত প্রাপ্য অধিকারকে পূর্ণ ঈমানদারির সাথে আদায় করতে হবে। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে:[1073]

وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

এবং আমি তাদের সাথে (রাসূলদের) অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মানদন্ড, ন্যায়নীতি- যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।"

অনুরূপভাবে ইসলামী শারী'আত এ বাণী প্রচার করছে যে, কারো দন্ডবিধি প্রয়োগে সীমালঙ্ঘন না করে তার অন্যায় অনুযায়ী পালন করতে হবে। 'আদলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পূর্ণাঙ্গ ধারনা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে বিধৃত হয়েছে ঃ[1074]

كلمة العدل فى الغضب والرضاء

"ক্রোধের অবস্থা হোক আর সন্তুষ্টির, যে কোন অবস্থায় 'আদলের বাণীর ওপর কায়েম থাক।"

সুসম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে

সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা একান্ত কর্তব্য। পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য আল-কুরআনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ বর্ণনাভংগী ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:[1075]

انما المؤمنون اخوة

"মুমিনরাতো পরস্পর ভাই ভাই"

বস্তুতঃ উক্ত তিনটি শব্দে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং আদর্শিক মর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে। একটি আদর্শিক সম্পর্কের ভিতর ইসলাম যে স্থিতিশীলতা, প্রশান্ততা ও আবেগের সঞ্চার করে, তা বাস্তবায়নের জন্য এ আয়াতাংশটি যথেষ্ট। তদ্রূপ পরস্পরের সুসম্পর্ককে অধিকতর স্থিতিশীল করে তোলার জন্য নবী কারীম (সাঃ)-এর হাদীসটি প্রনিধানযোগ ঃ[1076]

اذا خى الرجل فليسأله ، عن اسمه واسم ابيه وممن هو فانه اوصل للمودة

"এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করবে, তখন তার কাছ থেকে তার নাম, তার পিতার নাম এবং গোত্র পরিচয় জিজ্ঞেস করবে। কারণ, এর দ্বারা পারস্পরিক ভালবাসার শিকড় অধিকতর মজবুত হয়।"

সুসম্পর্ক স্থাপনের ভৌগলিক কোন সীমারেখা নেই। বরং এর পরিধি ব্যাপক। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি ইংগিত বহন করছে ঃ[1077]

لا ينها كم الله عن الذين لم يقتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين

[1072] আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর : ৯।
[1073] আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ : ২৫।
[1074] ইমাম গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৫০৪।
[1075] আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত :১০
[1076] আল-জামি' আল-সুনান আল-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬৫।
[1077] আল-কুরআন, সূরা আল-মুমতাহানা :৮

Dhaka University Institutional Repository

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমদেরকে স্বদেশথেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শণ ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।"

নম্র স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে

সচ্চরিত্রতার একটি ফলাফল হচ্ছে নম্রতা। এ গুণটি তখনই অর্জিত হয় যখন ক্রোধশক্তি ও খাহেশ শক্তিকে সমতার পর্যায়ে রাখা হয়। ব্যক্তির এ যুগের মাধ্যমে মানুষের প্রতি ভলবাসা স্নেহ-প্রীতি, দয়া-দরদ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। এবং তার দ্বার অন্যরা যেন অণু পরিমান কষ্ট বা অঘাত থেকে নিরাপদ থাকে। এ গুণের মাধ্যমেই ব্যক্তিকে জনপ্রিয় করে তুলে এবং সাধারণ লোকদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। আল-কুরআনে উল্লেখিত বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :[1078] اذلة على المؤمنين

"তারা মুমিনদের প্রতি নম্র হবে।"

পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে নম্র আচরণ, সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী উল্লেখযোগ্য।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ[1079]

وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتم والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل و ما ملكت ايما نكم ان الله لايحب من كان مختالا فخورا-

এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, য়াতীম অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক আত্মগৌরব।"

তদ্রূপ দাম্পত্য জীবনে স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ[1080] وعاشروهن بالمعروف

"তোমরা তোমদের স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যাবহার কর।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন:[1081]

الرحمن يرحم الرحمن ، ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

"যারা রহম করে, রহমান তাদের প্রতি রহম করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম কর যেন আসমানবাসী তোমাদের প্রতি রহম করেন।"

ক্ষমা প্রসঙ্গে

অপরের কাছে যা প্রাপ্য থাকে তা ছেড়ে দেয়ার নামই হচ্ছে ক্ষমা। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দেয়া। মানুষের চরিত্র ভান্ডারে সর্বাপেক্ষা দুস্প্রাপ্য বিষয়টি হল শত্রুর প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ এবং উদার ক্ষমা প্রদর্শণ। এ গুণটি অর্জনের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক থাকা সত্ত্বেও তা অর্জন কঠিন ও সাহসিকতার কাজ। ক্ষমার প্রতিফলনের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে মহত্ব ও পবিত্রতার সৃষ্টি করে। এ গুণটি গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট বিরাট প্রতিফল রয়েছে। আল-কুর'আনে বর্ণিত রয়েছে ঃ[1082]

وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم ، والله غفور رحيم

"তাদের ক্ষমা ও মার্জনার নীতি গ্রহণ করা উচিৎ। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ মার্জনাকরী ও দয়া প্রদর্শণকারী।

[1078] আল-কুরআন, সূয়া আল-মায়িদাহ : ৫৪

[1079] আল-কুরআন সূরা আন-নিসা : ৩৬

[1080] আল-কুরআন, সূয়া আন-নিসা : ১৯

[1081] আল-জামি' আল-সুনান আল-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৬৫।

[1082] আল-কুরআন, সূয়া আল নূর ঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে "ক্ষমা"- ক নবী-=রাসূলগণের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ[1083]

فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل

"অতএব, আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন, যেমন ধৈর্য্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।"

সবর প্রসঙ্গে

উক্ত শব্দটি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থে অটক করা ও হত্যা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল-কুর'আনে "সবর" ধাতু হতে নির্গত শব্দটি ধৈর্য্যের অর্থে গৃহীত হয়েছে। মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে পূর্ববর্তী নবীগণের ন্যায় ধৈর্য্য ধারণ আদেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন [1084]

اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذالايد ، انه اواب

"তারা যা বলে এ ব্যাপারে ধৈর্য্যধারণ কর এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা, সে ছিল (আল্লাহ) অভিমুখী"।

শারী'আতের হুকুম পালনের জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনেও সবরের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর নৈকট্য লাভের মুক্ষম পন্থা হচ্ছে সবর করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী হচ্ছে ঃ[1085]

والله يحب الصبرين

"আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

শুকুর প্রসঙ্গে

অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করাকে শুকর বলা হয়। কেবলমাত্র সৎকর্ম প্রসূত অনুগ্রহের জন্যই শুকুর করা যাবে, অসৎকর্মের জন্য নয়।

ইমাম গাযালী (রহ.) শুকর এর পারিভাষিক অর্থ নিরূপনে বলেন ঃ[1086] রসনা, অন্তর ও অংগ-প্রত্যঙ্গের উপর অনুগ্রহের প্রভাব প্রকাশ পাওয়া। অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করেছেন পন্ডিত আল-কুরতুবী (রহ.)। তিনি জনৈক কবির নিম্নোক্ত পংক্তিটি ও তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন ঃ[1087]

افادتكم النعماء منى ثلاثة + يدى ولسانى والضمير المحجبا

"আমার পক্ষ হতে তোমর অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে তিনটি জিনিষ দ্বারা। আমার হাত, রসনা এবং হৃদয়-এর সমন্বয়ে।"

শুকুর তিন প্রকার ঃ ক. বান্দা কর্তৃক আল্লাহর শুকুর, খ. আল্লাহ কর্তৃক বান্দার শুকুর, গ. বান্দা কর্তৃক বান্দার শুকুর।

এক. বান্দা কর্তৃক আল্লাহর শুকুর ঃ একথা তো স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত নি'আমতের মাধ্যমে বান্দাহর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন সেগুলোকে তাঁর অনুগত্যে ব্যবহার করাই হচ্ছে আল্লাহর শুকর। আল-কুর'আনের বহু আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত। যেমন ঃ[1088]

واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون

"তোমরা যদি কেবল আল্লাহরই ইবাদাত কর তবে তার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

দুই, আল্লাহ কর্তৃক বান্দার শুকর: আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক বান্দার শুকুর এর অর্থ হচ্ছে তাঁর নিকট বান্দার সামান্য 'আমাল সাদরে গৃহীত হওয়া এবং বিনিময়ে বান্দাকে তাঁর অতিরিক্ত প্রতিদান প্রদান কা। এ ধরনের শুকরের কারনেই

[1083] আল-কুরআন, সূরা আল-আহকাফ ঃ ৩৫।
[1084] আল-কুরআন, সূরা সাদ ঃ ১৭।
[1085] আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান :১৪৬।
[1086] সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ.২৪শ, (১ম ভাগ), পৃ. ৩।
[1087] প্রাগুক্ত।
[1088] আল-কুরআন, সূরা আল-নাহাল ঃ ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার এক নাম আশ-শাকূর। যেমন আল-কুর'আনে রয়েছে ঃ[1089] والله شكور حليم "আল্লাহ অতিশয় শুকুরকারী, ধৈর্য্যশীল।"

তিন. বান্দা কর্তৃক বান্দার শুকুর ঃ কেহ কারো উপকার করলে সেই উপকারির উপকার স্বীকার করা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যে উত্তম কাজ এতে কোন দ্বিমত নেই। সে উপকার যত সামান্যই করা হোক না কেন। আল-কুর'আনে উল্লেখ রয়েছে :[1090]

ان اشكر لى ولوالدتك

"কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আমার ও তোমার পিতামাতার।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ[1091]

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله

"যে ব্যক্তি অল্পের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে বিস্তারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"

অঙ্গীকার রক্ষা প্রসঙ্গে

অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'আহদ। উক্ত 'আহদ শব্দের অনেক প্রতিশব্দ পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঃ ওয়াদা, ইয়ামীন, হিলফ, মীছাক, 'আকদ, আমানাহ ইত্যাদি। উল্লেখিত প্রতিশব্দগুলোতে পারস্পরিক সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। উদাহরনস্বরূপ ওয়াদা একতরফা প্রতিজ্ঞাকে এবং হিলফ শপথযুক্ত প্রতিজ্ঞাকে বলা হয়। পক্ষান্তরে য়ামীন সেই প্রতিজ্ঞা যাতে দুই পক্ষ পরস্পরের হাতে হাত রেখে শপথ করে থাকে। আবার মীছাক এমন সুদৃঢ় শপথ যাতে ইয়ামীন ও 'আহদ উভয়ের অর্থ রয়েছে। আর 'আকদ বলতে 'আহদ অপেক্ষা দৃঢ়তা বুঝায়।[1092]

আল-কু'রআনে 'আহদ শব্দটি নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক. ওয়াছিয়্যাত ও নির্দেশ ঃ অর্থাৎ কারো নিকট হতে প্রতিজ্ঞা নিয়ে তা পালনের জন্য তাকীদ দেয়া। যেমন :[1093]

ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً

"আমরা আদম ('আ.)-এর নিকট হতোপূর্বে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম কিন্তু সে ভুলে গিয়েছে।

দুই. প্রতিজ্ঞা ঃ যেমন ঃ[1094]

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا

"তোমরা প্রতিজ্ঞা পালন কর, নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতে পারে।"

তিন. ওয়াদা ঃ[1095]

ومن اوفى بعهد من الله

"আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ওয়াদা পালনকারী আর কে হতে পারে?"

অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে হোক অথবা মানুষের নিজেদের মধ্যে হোক, ইসলামে তা পালন ও তার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শণের বিধান রয়েছে। আল-কুর'আনে অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে।

[1089] আল-কুরআন, সূরা তাগাবুন, :১৭।

[1090] আল-কুরআন, সূরা লোকমান : ১৪।

[1091] ইমাম আহমাদ ইবন হানবাল, মুসনাদে আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২।

[1092] আল-কু'আনে কোন কোন আয়াতে একই সঙ্গে 'আহদ ও আয়মান (যেমন : সূরা তওবা/১২) কিংবা 'আহদ ও ওয়াদা (যেমন :সূরা তাওবা/৭৫,৭৭ ও ১১১), 'আহদ ও মীছাক (যেমন : সূরা ইউসুফ/২০) পাওয়া যায়।

[1093] আল-কুরআন, সূরা তহা : ১২৫।

[1094] আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল : ৩৪।

[1095] আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ : ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

ইনসাফ প্রসঙ্গে

ইনসাফ শব্দটি আরবী افعال এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ ন্যায় বিচার করা। শব্দটির সমার্থবোধক বাক্য হচ্ছে اعطاء الخلق অধিকার প্রদান। তাহলে ইনসাফ অর্থ দাঁড়ায় অপরের জন্য সে সকল অধিকার নিশ্চিত করা যা সে নিজের জন্য দাবী করে। ইবন মিসকাওয়া বলেন ঃ[1096]

ইনসাফ মানুষের মধ্যে এমন একটি স্বভাব সৃষ্টি করে যা দ্বারা সে সবসময়েই প্রথমে নিজে ন্যায় বিচারের সহিত আচরণ করে, যা সে অপরের নিকট আশা করে। ইনসাফ শব্দটি আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি। তবে ন্যায় বিচার বোধক শব্দটি (ق س ط) ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে। এর সমার্থবোধক শব্দ (ص ل ح) ও 'আদল ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ[1097]

فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ، ان الله يحب المقسطين

"যদি তারা (আক্রমণ করা থেকে) ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচার কারীদের ভালবাসেন।"

পন্ডিতদের গবেষণায় 'ইনসাফ' শব্দটি পক্ষপাতহীনতা, বাস্তবতা এবং ন্যায়পরায়ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[1098] আল-মাওয়ার্দী ইহাকে "আত্মার বিশুদ্ধতা" (صيانة النفس) রূপে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেন। এ নৈতিক বিধি-বিধানের গুরুত্বের দরুন বিভিন্ন গ্রন্থকার كتاب الانصاف অথবা كتاب الانصاف والانتصاف নামক বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। Brockelman এরূপ ২৬টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[1099]

হিলম প্রসঙ্গে

হিলম একটি জটিল ও সুক্ষ্ম ধারনা। এতে কতগুলো চারিত্রিক গুণ ও নৈতিক মনোভাব (Moral Attitude) অন্তর্ভুক্ত হয়। যথা ঃ[1100] আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহনশীলতা, মর্যাদাবোধপূর্ণ আচরণ, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমা, প্রবণতা ইত্যাদি। তাজ আল-'আরূস গ্রন্থকার হিলম-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও উগ্র আবেগ বা ক্রোধ সংবরণ। B. Fanse মনে করেন, মর্যাদাবোধের ৪টি উপাদানের অন্যতম হল "হিলম"। অপর তিনটি হচ্ছে মহানুভবতা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহস। ইবন মিসওয়া চিন্তা-বুদ্ধির সহিত পরামর্শ করাকে (استشارة العقل) হিলম বলেছেন।

ইমাম গাযালী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে হিলমকে ক্রোধের সহিত সম্পৃক্ত করেছেন। ক্রোধ, ঘৃনা ও দ্বেষকে একত্রে উল্লেখ করে হিলমকে ক্রোধের সহিত সম্পৃক্ত করেছেন ও হিলমের তাৎপর্য বর্ণনায় বলেছেন : ইহা হলো বিচার বুদ্ধির প্রাচুর্য, নিজের উপর কর্তৃত্ব, আবেগকে বিচারবুদ্ধির নিকট সমর্পণ।[1101]

'আরবীতে 'হিলম' শব্দটি জাহিলিয়্যাহ এর বিপরীত শব্দ যা ইসলামের একটি অপরিহার্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং পৌত্তলিক আরব সমাজে ব্যবহৃত 'হিলম'শব্দের তাৎপর্য অপেক্ষা কুর'আনী হিলম-এর অর্থ ব্যাপকতর। অন্যান্য অর্থের সাথে 'হিলম'-এর অর্থ ক্ষমাশীলতা, আপোষকামীতা, এমনকি অপকারের প্রতিরোধে উপকার করাও শামিল রয়েছে। উদাহরণত:[1102]

ويدرؤن بالحسنة السيئة

"এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে।"

[1096] ইবন মিসকাওয়াহ, কিতাব তাহযীব অখলাক (কায়রো : ১৩২২হি.), পৃ, ১৮, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৯।

[1097] আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত : ৯।

[1098] ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৭৯।

[1099] প্রাগুক্ত।

[1100] B`Fares.L`honneur hez les Arabes avant l`Islam (Paris.....1932), P XXI ; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৭১৩-৭১৪

[1101] ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত।

[1102] আল-কুরআন, সূরা রা'দ ঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

সদাচরণ (বিরর) প্রসঙ্গে

সদাচরণ শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। আরবীতে এর প্রতিশব্দ হচ্ছে 'বিরর'। প্রশস্ততা, আধিক্য ও শক্তি অর্থে ব্যবহার হয়। ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী 'বিরর' এর এক অর্থ করেছেন[1103] التوسع فى الخير অর্থাৎ সৎকর্মে ব্যাপকতা। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) 'বিরর' এর ব্যাখ্যায় বলেন :[1104] ঐ সকল 'আমল বা কর্ম যা মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধের অনুসরনে বা ইলহাম কবুল করার মাঝে পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকার কারনে অথবা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার মাঝে সম্মোহিত হওয়ার ফলে সম্পাদন করে। 'বিরর' (সৎকর্ম) দু'প্রকার : বিশ্বাসগত ও কর্মগত। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট 'আল-বিরর' এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন :[1105]

ليس البر ان تولوا وجوهكم – الاية

কেননা এ আয়াতে 'আকাঈদ ও 'আমাল এবং ফারা ও নাওয়াফিলের পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় নিদর্শনাবলীকে নিছক আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদন করার নাম 'বিরর' নহে। আর শুধু অন্যায় অপকর্ম হতে বিরত থাকার নেতিবাচক অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ শব্দটির মধ্যে ব্যাপক অর্থ নিহিত রয়েছে এবং তা সৎকর্মের ইতিবাচক দিক সমূহকে আবেষ্টন করে। দৃষ্টির প্রসারতা ও অন্তরের উদারতার প্রেক্ষিতে 'বিরর' শব্দের অর্থ দাড়ায় সদ্ব্যবহার, আত্মীয়দের সহিত সদাচরন ও উপকার সাধন।

যুহদ প্রসঙ্গে

যুহদ 'আরবী শব্দ। শব্দটি 'নির্লোভ' অর্থে আল-কু'রআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :[1106]

وشروة بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا من الزاهدين

"(ইউসুফ এবং তাঁর ভ্রাতাগণ) তাকে বিক্রয় করেছিল স্বল্পমূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, তারা এতে নির্লোভ ছিল।"

পাপ কাজ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয় অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে বাধাপ্রদানকারী বস্তু থেকে সংযম ও আত্মসংবরনের নাম যুহদ। যুহদ শব্দটি দৃষ্টির প্রসারতা ও অন্তরের উদারতার প্রেক্ষিতে একথাও বলা যায় যে, ভোগবিলাসকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি হালাল খাদ্য ভক্ষণ এবং সৌন্দর্য চর্চাকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মধ্যম ধরনের ও তাকওয়া সহকার দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করতে আল-কুর'আনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইহাই যুহদ। ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন :[1107] একটি বস্তু থেকে অন্য উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আগ্রহ পোষণ করাকে যুহদ বলা হয়। যেমন বিক্রেতা নিজের পণ্য সামগ্রী উত্তম বিনিময়যোগ্য হলে বিক্রি করেন।

তিনি যুহদের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন ঃ[1108]

ক, প্রথিবীর বস্তুর প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও সাধণার মাধ্যমে অনাসক্ত হওয়া। এরূপ যুহদকারীকে 'মুতাযাহহিদ' (যুহদের ভানকারী) বলা হয়।

খ. কাংখিত বস্তু অর্জনে দুনিয়াকে নিকৃষ্ট মনে করা।

গ. স্বেচ্ছায় যুহদ করা এবং যুহদের মধ্যেও যুহদ করা। অর্থাৎ নিজেকে যুহদকে কিছুই মনে না করা।

হিবা প্রসঙ্গে

দান-এর 'আরবী শব্দ হচ্ছে হিবা। সাধারণতঃ এমন দানকে হিবা বলে যাতে দাতার কোন মুনাফা সম্পৃক্ত থাকে না।[1109] আভিধানিক অর্থে বড় যখন ছোটকে কিছু দান করে তাকে হিবা, আর ছোট যখন বড়কে খুশী করার নিমিত্তে

[1103] ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ১৬তম, পৃ. ৪২৮।
[1104] প্রাগুক্ত।
[1105] তু. আল-সাহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬।
[1106] আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : ২০
[1107] ইমাম গাযালী (রহ.),এহইয়াউ উলূমুদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৩৯২।
[1108] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৫।
[1109] ইবন মানযূর, লিসান আল-'আরাব, (মিসর ঃ বূলাক, ১৩০০ হি.), পৃ. ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু উপহার দেয় তখন তাকে হাদিয়্যাহ বলা হয়।[1110] আল-কু'আনে হিবা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[1111] দানশীলতা প্রাক ইসলামী যুগের আরবদের একটি প্রধান গুণ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। দানশীলতা ও দয়াধর্ম প্রদর্শণ ইসলামের একটি লক্ষণীয় ও বহুল আলোচিত নীতি হিসেবে বিবেচ্য।

মানুষের প্রতি ভালবাসা আন্তরিকতা এবং সম্পর্কের স্থিতিশীলতার জন্য হাদিয়া প্রদান অতীব ফলপ্রসূ বিষয়। উৎকৃষ্ট নামে ডাকা, ভালবাসা প্রকাশ করা যে জনের জ্ঞানের হাদীয়া, তদ্রূপ বস্তুগত হাদিয়ার মূল উদ্দেশ্যও তা-ই। আল-কুর'আনে এ বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। যেমন :[1112]

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

"মুমিনরাতো পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভ্রাতাগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ[1113]

تهادوا تحابوا وتذهب شحناءكم

"তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দিবে। এত পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠবে এবং ঘৃণা বিদূরিত হবে।"

দানকৃত বস্তু প্রত্যাহার করা গর্হিত কাজ।

একে রাসুল (সা.) অপছন্দনীয় কাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন:[1114]

مثل الذى يرجع فى صدقة كمثل الكلب يقى ثم يعود فى قيئه

"যে ব্যক্তি দান করার পর আবার উহা প্রত্যাহার করে নেয় সে যেন এমন একটি কুকুরের মত যে বমি করে আবার সেই বমি চেটে চেটে খায়।"

সত্যবাদিতা প্রসঙ্গে

সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। এ গুণ ব্যতীত চরিত্রবান হওয়া যায় না। 'আরবীতে এ শব্দের প্রতিশব্দ 'সিদক'। উক্ত শব্দটি 'ইখলাছ' অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংকল্পের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। সত্যবাদিতার প্রশংসায় আহমাদ আমীন বলেন ঃ[1115]

الصدق هو ان يخبر الانسان بما يعتقد انه الحق ، وليس الاخبار على القول بل يكون بالفعل كالاشارة باليد ، وهز الرأس ونحوها

সত্যবাদিতার গুণে ভূষিত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে প্রশংসা করেছেন :[1116]

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

"মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সহিত তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিনত করছে।"

আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনে আরো ইরশাদ করেন ঃ[1117]

ليجزى الله الصادقين بصدقهم

"কারণ আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদিদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদিতার জন্য।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন -

[1110] আবূ হিলাল আল-'আসকারী, আল-ফুরুক আল-লুগাবিয়্যাহ (কায়রো : ১২৩৫ হি.), পৃ. ১৩৮।

[1111] উদাহরণত: সন্তান দান (৪২:৪৯), গ্রহনত দান: (৩:৮) নুবুওয়্যাতের জ্ঞানদান (২৬:২১), শাসন ক্ষমতা অর্পন (৩৮:৩৫) ; দ্র. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি-আলফায আল-কুর'আন আল-কারীম, শিরো. দ্র.।

[1112] আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত : ১০

[1113] মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, ১০২।

[1114] প্রাগুক্ত।

[1115] আহমাদ আমীন, কিতাব আল-আখলাক (কায়রো : মাকতাব আল-নাহদা আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৮৫), খ. ১০ম, সংস্করণ, পৃ.১৮৬।

[1116] আল-কুরআনর, সূরা আল-আহযাব : ২৩।

[1117] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব : ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

الصدق ينجى والكذب يهلك

"সত্য নিস্কৃতি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে দেয়।"

আমানত প্রসঙ্গে

আমানত অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। আমানাতের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে গচ্ছিত সম্পদ সযত্নে রেখে মালিকের নিকট যথাযথভাবে ফেরৎ দেয়া। আমানাত-এর ক্ষেত্র অতি ব্যাপক। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আমানাত-এর বিষয়টি প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে উক্ত বিষয়টি সন্তুষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-[1118] المستشار مؤتمن "যার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় তার আমানতদার হওয়া উচিৎ।" এভাবে আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে ঃ[1119] المجالس بالامانة "মজলিস সমূহ আমানাতদারীর সঙ্গে" অর্থাৎ মজলিসের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গোপন রাখা আমানত।

উল্লেখ্য যে, মানুষের সম্পর্ক সাধারনতঃ তিন প্রকার ঃ

ক. মানুষের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক। আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ যথাযথ পালন করা মানুষের জন্য অপরিহার্য আমানত। তাঁর নি'আমতসমূহ যথাযথ ব্যবহারও আমানত। এ প্রসঙ্গে 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ[1120]

الصلواة امانة والوضؤ امانة والوزن امانة

"নামায, অযূ, পরিমাপ সবকিছুই আমানত।"

খ. মানুষের সঙ্গে সকল বান্দাহর সম্পর্ক

এ পর্যায়টি হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করা। যেমন মানুষকে ওযনে কম না দেয়া, ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতারণা না করা, শাসনকর্তাদের মাঝে সুবিচার কায়েম করা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য পালন করা এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা প্রভৃতি। এ সবই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।[1121]

গ. মানুষের সম্পর্ক তার নিজের সাথে

এ সম্পর্কে প্রতিটি মানুষের উপর আমানাত হলো যে, তার নিজের জন্য ইহকাল বা পরকালীন বিষয়ক এমন কোন কর্মপন্থা গ্রহণ না করা যা তার জন্য ক্ষতিকর। প্রতিটি ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করা মানুষের প্রতি তার নিজের জন্য আমানাত। প্রতিটি মানুষকে তার প্রতি অর্পিত কর্তব্য পালন তথা আমানাত আদায়ের তাগিদ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ[1122]

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ববান, আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

ইহসান প্রসঙ্গে

ইহসান আরবী শব্দ। الاحسان এর মূলধাতু ن – س – ح সৌন্দর্য, উত্তম। উত্তম অর্থে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।[1123]

من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجر من عمل بها بعده

[1118] মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কুরআন (ঢাকা ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, ১৪১১/১৯৯০), ৯ম পারা, পৃ. ৩১৯।

[1119] প্রাগুক্ত।

[1120] প্রাগুক্ত।

[1121] প্রাগুক্ত।

[1122] আল-সাহীহ আল-**বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।**

[1123] ইমাম আহমাদ ইবন হানবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

যে ব্যক্তি উত্তমপন্থা জারী করে সে সওয়াব পাবে, আর যারা তার শিক্ষানুযায়ী 'আমল করে তাদের সওয়াব ও সে পাবে।" পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেগুলো উত্তমরূপে পালন করার নাম ইহসান।

হাদীসের পরিভাষায় ইহসান হচ্ছে :[1124]

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

ইহসানের তাৎপর্য হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন, তুমি তাঁকে দেখছ। যদি এমন অবস্থা হয় যে, তুমি তাঁকে দেখতে পাও না, তবে একথা নিশ্চিত ভবে জেনে নিতে পার যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।" মনের এ অবস্থা নিয়ে তন্ময়চিত্তে যে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকেই ভালবাসবেন। উদাহরণত [1125]

واحسنوا ان الله يحب المحسنين

"তোমরা নেক কাজ করতে থাক আর আল্লাহ পাক তোমদেরকে ভালবাসবেন।"

আল্লাহ তা'আলা ইহসানের সাথে ব্যাবহারের জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন উদাহরণত ঃ[1126]

ان الله يأمركم بالعدل والاحسان ايتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تشكرون

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করেন সুবিচারের, সদাচরণের এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার জন্য। আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য এবং সীমা লংঘন। তিনি উপদেশ দেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে 'আল্লামা বগভী বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে 'আদল শব্দের দ্বারা তাওহীদ আর 'ইহসান' শব্দটির দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত ফরজ হুকুম আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, 'আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) ইহসানের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, 'ইহসান' হল শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য চেষ্ট করা। তিনি প্রসিদ্ধ হাদীসটিকে (ان تعبد الله كانك تراه) প্রমাণের ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেন।[1127]

শালীনতা প্রসঙ্গে

শালীনতা অর্থ মার্জিত হওয়া। ব্যক্তি তাঁর বেশ-ভূষা, চাল-চলন, কথা-বার্তা, ও আচায় আচরণে সুরুচির পরিচয় দানে সমর্থ হলে তাকে শালীনতা বলা হবে। শালীনতাবোধ মানুষের মাঝে লুক্কায়িত পশুবৃত্তিকে দমন করে। অশ্লীল কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে আর অশালীন আচরণবিধি কুৎসিত কামনাকে উত্তেজিত করে, সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে এবং নৈতিক চরিত্রের আবক্ষয় ঘটাতে সাহায্য করে।

"রাসূলুল্লাহ (সা.) এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ[1128]

ان الله يبغض الفاحش البذى

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।"

শালীনতাবোধ ও ভারসাম্য রক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখযোগ্য। যেমন ঃ[1129]

ولا تمش فى الارض مرحا ، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا

"ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ন করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবে না।"

[1124] আল-সাহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২।

[1125] আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : ৯৩।

[1126] আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল : ৯০।

[1127] মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কোরআন , প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ.২৫৭

[1128] প্রাগুক্ত।

[1129] আল-কুরআন, সূরা বানী ইসরা'ঈল ঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া প্রসঙ্গে

তাকওয়া-এর আভিধানিক অর্থ আত্মরক্ষা, ভীতি এবং কোন প্রকার অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর শারী'আতের পরিভাষায়- আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ হতে দূরে থেকে ইসলাম নির্দেশিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

ইসলাম নৈতিক চরিত্র ও কর্ম সংশোধনের মানদন্ড হিসেবে তাকওয়াকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে। তাকওয়া একটি সার্বজনীন নৈতিক গুণবিশেষ। যা সার্বজনীন সবার জন্য অবলম্বন অপরিহার্য। সকল পূণ্যকাজ, সম্মান ও মর্যাদা এর উপরই নির্ভর করে। মানুষ যদি তাকওয়ার অধিকারী হয় এবং তার মধ্যে যদি আল্লাহ প্রীতির গুণের সমাবেশ ঘটে, যা তার ভাল ও সৎকাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয় তাহলে সে উত্তম গুণাবলীর অধিকারী বলে ধর্তব্য হবে। ইহা সৎকর্ম ও উন্নত চরিত্রের এমন একটি মানদন্ড যার কোন বিকল্প নেই। আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে ঃ[1130]

ولباس التقوى ذالك خير

"এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট"।

ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি তাকওয়ার মধ্যে নিহিত। তাকওয়া অনুসরণের মাধ্যমেই সৌভাগ্য আশা করা যায়।

পবিত্র কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ[1131]

واتقوا الله لعلكم تفلحون

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

ইসলামের মৌলিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইবাদাত। সেই ইবাদাত কবুলের অন্যতম শর্ত হচ্ছে তাকওয়া। তাক্বওয়া ব্যতীত সকল ইবাদাত অসার ও মূল্যহীন।

তাকওয়ার সার্বজনীনতা বিশাল পরিসরে পরিব্যাপ্ত। পূর্ববর্তী উম্মাতগণকেও তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে ঃ[1132]

ولقد وصينا الذين اتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله

"তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করবে (আল্লাহকে ভয় করবে)।

[1130] আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : ২৬

[1131] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৯

[1132] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আখলাকে সায়্যি'আহ

মানুষের মাঝে ইতিবাচক গুণের সমাহার যেমন বিদ্যমান তদ্রূপ নেতিবাচক বিষয়াদির মাধ্যমে মানুষের চরিত্র কলুষিত হয়। আরবীতে প্রবাদ রয়েছে: تعرف الاشياءُ باضدادها (বিপরীত বিষয়াদির মাধ্যমে মূল বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়)। নেতিবাচক বিষয়গুলোকে আখলাকে সায়্যি'আহ বলা হয়। ক্রোধ, প্রতারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত।

ক্রোধ প্রসঙ্গে

ক্ষতিসাধনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ক্রোধ। ক্রোধ যদি মানুষের মস্তিষ্কে বাসা বাধে তাহলে দ্বিধাহীন চিত্তে যে কোন কর্মকান্ড করতে সক্ষম। তবে ক্রোধ নামক আচরণ মানুষের মধ্যে অনুপস্থিত থাকলেও আবার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য ইমাম গাযালী (রাহ.) ক্রোধের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন[1133] :

প্রথম ঃ স্বল্পতার স্তর। এটা নিন্দনীয় এবং এরূপ ক্রোধ সম্পন্ন ব্যক্তিকেই "বে-গায়রত" বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের প্রশংসায় বলেন[1134] :

اشداء على الكفار

"তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর"।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আদেশ করেছেন[1135] :

جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم

"কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।"

বলাবাহুল্য কঠোরতা ক্রোধের পরেই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ বাহুল্যের স্তর। প্রবল ক্রোধের কারণে নিজের বিবেকবুদ্ধি, ধর্মের আনুগত্য ও অনুশাসনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। ক্রোধাতিশয্যের কারণে অবয়বের বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। এর ফলে অন্যের প্রতি হিংসার দাবা প্রজ্জলিত হয় এবং অনিষ্ট কামনায় উদ্যত হয়। এরূপ ক্রোধদমনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। যেমন ঃ [1136]

ان الغضب ليفسد الايمان كما يفسد الصبرُ العسل

"নিশ্চয়ই ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয় যেমন বিষাক্ত ঔষুধ মধুকে নষ্ট করে।"

ক্রোধের সময় ক্ষমা করা মানুষের সবচেয়ে বীরত্বের বিষয় এবং সে-ই প্রকৃত বীর পুরুষ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ[1137]

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب

"ঐ ব্যক্তি বীরপুরষ নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করে বরং সেই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।"

তৃতীয়ত ঃ ক্রোধের মধ্যবর্তী স্তর ঃ এ শ্রেণীর ক্রোধ জ্ঞান-বুদ্ধির ইশারায় পরিচালিত হয় এবং ধর্মীয় নীতির অনুগত হয়। শরী'আতের আইনানুযায়ী যেখানে ক্রোধ হওয়া ওয়াজিব, সেখানেই এই ক্রোধ প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ এরূপ ক্রোধের স্বল্পতা ও বাহুল্য উভয়ই নিন্দনীয় এবং মধ্যবর্তী স্তরই কাম্য। মুসলমানদেরকে তাকওয়ার গুণাবলী প্রশিক্ষণ আল্লাহ তা'আলার বলেন ঃ[1138]

[1133] ইমাম গাযালী (রাহ.), ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.৩৬৯-৩৭০।

[1134] আল-কুর'আন, সূরা আল-ফাতাহ ঃ ২৯।

[1135] আল-কুরআন, সূরা আল-তাহরীম ঃ ৯।

[1136] খুররম জাহ্ মুরাদ, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক (ঢাকা : ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ২০০খৃ.),পৃ.৩৫;বায়হাকী।

[1137] মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

[1138] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس

" যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শণ করে।"

কৃপণতা প্রসঙ্গে

কৃপণতা অত্যন্ত মন্দ স্বভাব। মানুষের জন্য অন্যতম ক্ষতিকারক হিসেবে বিবেচ্য এবং অমঙ্গল বয়ে আনে। কৃপণতার অমঙ্গল প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ[1139]

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيمة .

"আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বস্তুতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য উত্তম; বরং এটা তাদের জন্য অনিষ্টকর। সত্বরই কিয়ামতের দিন যে বস্তুতে তারা কৃপণতা করেছিল তার বেড়ী তাদেরকে পরানো হবে।"

"যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং তাদের প্রতি আল্লাহর কৃপাকে গোপন রাখে।"

কৃপণতা নামক মন্দ স্বভাব সবার জন্যই ক্ষতিকর। পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদেরকে এ মন্দ স্বভাবের কারণে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ[1140]

اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان يسفكوا دمائهم و يستحلوا محارمهم

"তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে তাদের রক্ত প্রবাহিত করতে উত্তেজিত করেছে এবং হারাম সমূহকে হালাল করতে প্ররোচিত করেছে।"

কৃপণ ব্যক্তি সবার নিকট উপেক্ষিত। উভয় জগতে সে লাঞ্ছনার শিকার হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ[1141]

البخل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار

"কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং মানুষ থেকেও দূরে থাকে কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী থাকবে।"

হিংসা প্রসঙ্গে

মন্দ স্বভাবের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের বিষয়টি মারাত্মক ক্ষতিকর। অন্যের আরাম আয়েশ ধ্বংস কামনা করাকে (হাসিদ) হিংসা বলা হয়। হিংসার বহু কারণ উদঘাটিত হয়। যেমন: নিজের অসদুদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা, নেতৃত্বের লোভ,আত্মগরিমা ইত্যাদি। একারণে হিংসার উদ্রেক হয়। শরী'আতে এগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হিংসার অনিষ্টকারীতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ[1142]

اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب

"তোমরা হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাক। কেননা হিংসা,ভাল আমলকে খেয়ে ফেলে, যেরূপ আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন ঃ[1143]

اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخواناً

"তোমরা অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এরূপ ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা। আর অন্যের দোষ অনুসন্ধান করো না। কারো গোপনীয় বিষয় তালাশ করো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিবে না,আর

1139 আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১৮০

1140 মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

1141 প্রাগুক্ত।

1142 প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৮

1143 প্রাগুক্ত,পৃ.৪২৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরস্পর হিংসা করবে না, পরস্পরের বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করবে না, বরং তোমরা আল্লাহর বান্দাহ ভাই ভাই হয়ে থাকবে।"

অহংকার থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে

সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করা হয়েছিল যে গুণাহের আশ্রয় নিয়ে সে গুণাহটি ছিল অহংকার। আত্মার ব্যাধি সমূহের মধ্যে অহংকার হচ্ছে একটি ব্যাধি। অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করা,অন্যদেরকে নিজের তুলনায় ক্ষুদ্র ও অধমজ্ঞান করতঃ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা এ সবই অহংকারের লক্ষণ। সাধারণ ভাবে মানুষ বংশ-মর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদির কারণে অহংকার করে থাকে। আল-কুর'আনে বহু স্থানে অহংকারের নিন্দা ও অহংকারীর প্রতি ধিক্কার ঘোষিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:[1144]

إن الله لا يحب كل مختال فخور

"আল্লাহ তা'আলা কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"

দুনয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম শয়তান অহংকার করেছিল। তাঁর উক্তি আল-কুর'আনে নিম্নরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে :[1145]

أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين

"আমি তাঁর (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছো এবং তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছো।"

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ[1146]

الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدا منهما ادخلته النار

"অহংকার আমার চাদর এবং মহানত্ব আমার ইযার। কেউ যদি এ দু'টির কোন একটির ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"

আত্মগৌরব থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে

নিজেকে মহতি গুণের মালিক বলে ধারণা করা এবং আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত গুণাবলীকে নিজস্ব সম্পদ মনে করতঃ তা হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ ভয় না করাকে অত্মগৌরব বা অত্মপ্রসাদ বলে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআন ও আল-হাদীসে নিন্দ জ্ঞাপন করেছে। আল-কুর'আনে বর্ণিত রয়েছে ঃ[1147]

يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا

"হুনায়নের যুদ্ধে তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আত্মগৌরবে লিপ্ত হলে বটে, কিন্তু তা তোমাদের কোনই উপকার করেনি।"

আল-কুর'আনে আরো উল্লেখ রয়েছে ঃ[1148]

فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى

"অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করবে না, কে মুত্তাকী এ সম্পর্কে তিনিই সম্যক জানেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:[1149]

لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو اكبر كم ذالك العجبَ

"যদি তোমরা গুণাহ না কর , তবে আমি তোমাদের জন্য এর চেয়েও মারাত্মক বিষয়ের অশংকা করি। সেটি হচ্ছে আত্মঅহংকার।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি বিষয়কে বিনাশকারী বলে অভিহিত করেছেন। যেমন:[1150]

1144 আল-কুরআন, সূরা লোকমান : ১৮।
1145 আল-কুরআন, সূরা 'আরাফ : ১৫।
1146 মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩৩।
1147 আল-কুরআন, সূরা তওবাহ : ২৫।
1148 আল-কুরআন, সূরা নাজম : ৩২।
1149 ইমাম গাযালী (রাহ.), প্রাগুক্ত, খ.৪ পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

وما المهلكات فهوى متبع وشحٌ مطاع واعجابَ الامرء بنفسه

"প্রবৃত্তির অনুগামী হওয়া, কৃপণতার অনুগত হওয়া এবং আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হওয়া এগুলো হচ্ছে ধ্বংসাত্মক বদ অভ্যাস সমূহের অন্তর্ভুক্ত।" তবে এ সবের মধ্যে শেষোক্তটি হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য। নিজের অভিমতকে বিশুদ্ধতম মনে করা এবং অন্যের মতামতের প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান না করাতে বিভিন্ন ধরণের অ-কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ ধরণের মন-মানসিকতার কারণেই পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। কাজেই নিজের কাজ ও রায়কে নির্ভূল না ভেবে অন্যের অভিমত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিৎ।

উপহাস থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে

উপহাস অর্থ হচ্ছে অপরকে হেয় করা এবং দোষ-ত্রুটি হাস্যকর পন্থায় বর্ণনা করা। এটা কথা ও কাজের অনুকরণ অথবা ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা হতে পারে। 'আ'ইশা (রা.) বলেন-আমি এক ব্যক্তির অনুকরণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন:[1151]

والله ما احب انى حكيت احدا وان لى كذا وكذا

"আল্লাহর শপথ! আমি কারো ব্যঙ্গ করাকে পছন্দ করি না- তার বিনিময়ে আমাকে অমুক অমুক জিনিস দেয়া হোক না কেন (অর্থাৎ যে কোন দুনিয়াবী নি'আমত)।

উপহাসকারীকে আল-কুর'আন নিম্নোক্ত ভাষায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে[1152]

يا ايها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم ولا نساءٌ من نساء عسى ان يكنَ خيراً منهن

"হে ঈমানদারগণ! কোন সম্প্রদায় অপর কোন সম্প্রদায়কে ঠাট্টা করো না, সম্ভবতঃ সে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। মহিলারাও ওযন অন্য মহিলাদের সাথে উপহাস না করে, সম্ভবত তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।"

গীবত পরিহার প্রসঙ্গে

গীবত বলা হয় অপরের এমন নিন্দাবাদ তার পিছনে করা যা শুনলে তার মন খারাপ হয়। এ নিন্দাবাদ অপরের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত ত্রুটি, চারিত্রিক ত্রুটি অথবা কথা, কর্ম, পোষাক, পরিচ্ছদ, গৃহ, সওয়ারীর দোষ সম্পর্কিত হলেও গীবত। গীবতের সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ[1153]

فقيل ارايت ان كان فى اخى ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم ذكرك اخاك بما يكره تقول فقد بهته

"গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো আমার ভাইয়ের মধ্যে যদি আলোচিত বিষয়টি বিদ্যমান থাকে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: সে বিষয় থাকলেই সেটা গীবত আর তার মধ্যে যদি বর্তমান না থাকে তাহলে তা আরো বড় অন্যায়, অপবাদ।

আল-কুর'আনে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করছে। যেমন :[1154]

ولا يغتب بعضكم بعضاً ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه-

"তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তা অপছন্দ কর।"

গীবত শ্রবণের পর বিস্ময় প্রকাশ করাও গীবত। কেননা, বিস্ময় প্রকাশ করলে গীবতকারী আনন্দিত হয় এবং গীবত আরো বেশী বলতে উদ্যত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ[1155]

المستمع احد المغتبين

1150 মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪।
1151 ইমাম গাযালী (রাহ.), প্রাগুক্ত, খ.৪ পৃ.৩৩৯।
1152 আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত : ১১।
1153 খুররম জাহ মুরাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫।
1154 আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত : ১২।
1155 ইমাম গাযালী (রাহ.), প্রাগুক্ত, খ.৩ পৃ.৩৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

"শ্রোতাও গীবতকারীদের একজন"।

শ্রোতার উচিত মুখে গীবত করতে নিষেধ করা। এতে সক্ষম না হলে অন্তরে খারাপ মনে করা। গীবত থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে ঃ[1156]

من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره اذله الله يوم القيامة على رؤس الخلائق

"যার নিকটে কোন মুমিনকে অপদস্থ করা হয় এবং সাহায্য করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে সাহায্য করে না। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।"

চোগলখুরী পরিহার প্রসঙ্গে

একব্যক্তির কথা অন্যের নিকট বলা যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে এ কথা বলেছে। বাস্তবক্ষেত্রে এতেই সীমিত নয়;বরং যে বিষয় প্রকাশ করা ভাল নয় তা প্রকাশ করা। আল-কুর'আনে এর নিন্দা জ্ঞাপন করে বলা হয়েছে ঃ[1157]

هماز مشاء بنميم

"যারা লোকদের প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শণ করে এবং চোগলখুরী করে বেড়ায়।"

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ[1158]

ويل لكل همزة لمزة

"দূর্ভোগ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে নিন্দাকারীর জন্যে।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) চোগলখুরী থেকে নিষেধ করে বলেন ঃ[1159]

لا يبلغنى احد من اصحابى شيئا فانى احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدور

"কোন ব্যক্তি কারো সম্পর্কে কোন খারাপ কথা আমার নিকট পৌছাবে না। কারণ, আমি যখন তোমাদের কাছে আসি, তখন সবার প্রতিই আমার মন পরিষ্কার থাকুক এটাই আমি পছন্দ করি।"

মোট কথা, চোগলখুরী হচ্ছে কারো গোপন তথ্য ফাঁস করা এবং অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশ করা।

অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে

কামপ্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে মানুষ অশ্লীল কথাবার্তা বলে। আবার ক্রোধের বশীভূত হয়েও লোকেরা এ ধরনের কথাবার্তা বলে। কোন অবস্থাতেই অশ্লীল কথাবার্তা ও গালাগালি করা কারো পক্ষে বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেনঃ[1160]

سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر

"কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফিসক এবং তার সাথে লড়াই করা হচ্ছে কুফুরী।"

তিনি আরো বলেন ঃ[1161]

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفاحش ولاالبذى

"প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি কারো প্রতি ভর্ৎসনা ও লা'নত করে না এবং অশ্লীল কথাও বলে না।"

ইসলামী শরীয়তে গালিগালাজ, অশালীন ও অশ্লীল কথাবার্তা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল, গালিগালাজের সময় সীমালঙ্ঘন হয়ে যায় এবং পরে মারামারি খুন-খারাবীতে রূপ নেয়। অশালীন ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা অভদ্রতা ও সভ্যতার পরিপন্থী কাজ। এভাবে কাউকে কষ্ট দেয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রকৃত মুসলিমের পরিচয়ে বলেন ঃ[1162]

1156 প্রাগুক্ত।

1157 আল-কুরআন, সূরা আল-কালাম : ১১।

1158 আল-কুরআন, সূরা হুমাযাহ : ১।

1159 খুররম জাহ মুরাদ, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৬।

1160 সহীহ আল-বুখারী শরীফ, খ.২, পৃ. ৮৯৩।

1161 মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

1162 প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

Dhaka University Institutional Repository

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده-

"প্রকৃত মুসলিম সেই যার কথা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

অশ্লীল কথন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ[1163]

اياكم والفحش فان لا يحب الفحش والتفحيش

"তোমরা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহ তা'আলা ও অশ্লীলতা অশ্লীলতা ও সীমাতিরিক্ত অনর্থক বকাঝকা করেন না।"

খোশামোদ পরিহার প্রসঙ্গে

খোশামোদ নীতিতে মিথ্যার একটি প্রচ্ছন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। যারা এভাবে অন্যের প্রশংসায় মেতে ওঠে এবং ওপরের খোশামোদে লিপ্ত থাকে তারা একসাথে তিনটি গুণাহ করে থাকে ঃ

ক. খোশামোদকারী লোকজন স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এমন সব অতিশয় প্রশংসা করে যা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি নয়। এ ধরনের কথা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

খ. প্রশংসাকারী ব্যক্তি নিজের মুখ দ্বারা এমন প্রশংসাসূচক বাক্যাবলী উচ্চারণ করে যার প্রতি সে নিজেও বিশ্বাসী নয়। এ ধরনের কথা মুনাফিকী।

গ. এভাবে প্রশংসা করে সংশ্লিষ্ট করে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করে। এতে নীচুতা, নির্লজ্জতা ও হঠকারীতা প্রকাশ পায়।

এ ধরনের তোষামোদ নীতির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আল-কুর'আনে বর্ণিত রয়েছে ঃ[1164]

ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوْ ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم-

মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা হলে প্রশংসিত ব্যক্তি অহংকারী হয়ে যাবে। তার জীবনের গতি নেমে যাবে এবং তার নিজের দোষ দৃষ্টিগোচর হবে না। এ কারণে মুখের উপর প্রশংসাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ[1165]

اذا رأيتم المداحين فاحثو و فى وجوههم التراب

"তোমরা যদি কাউকে মাত্রারিতিক্ত প্রশংসা করতে দেখ তাহলে তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারবে।"

মিথ্যাচার পরিহার প্রসঙ্গে

মিথ্যাচার কথা বলা, মিথ্যা শপথ করা এবং মিথ্যা স্বাক্ষ্য দান সবগুলোই গুরুতর অপরাধ। আল-কুর'আনের মুমিনদের অপরিহার্য গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে ঃ[1166]

والذين لا يشهدون الزور واذامروا باللغو مروا كراماً

এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।"

আল-কুর'আনে আরো বর্ণিত ঃ[1167]

فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور

"সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে।"

মিথ্যার পরিণাম জাহান্নামে প্রবেশ করা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ[1168]

1163 ইমাম গাযালী (রাহ.), প্রাগুক্ত, খ.৩ পৃ.৩৩১।

1164 আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান :১৮৮।

1165 মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১২।

1166 আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান : ৭২।

1167 আল-কুরআন, সূরা হাজ্জ : ৩০।

1168 মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১২।

Dhaka University Institutional Repository

وایاکم و الکذب فان الکذب یهدی إلی الفجور وان الفجور یهدی إلی النار وما یزالُ الرجلُ یکذب ویتحری حتی یکتب عند الله کذابا

"তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা মিথ্যা পাপাচারে পৌঁছে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ব্যক্তি যখন অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে তখন আল্লাহর নিকট তাকে মিথ্যাবাদীরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়।"

কোন কথা শ্রবণের পর তা যাচাই না করে বলতে থাকা মানুষকে এক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ[1169]

کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع

"কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়।"

ধোঁকা পরিহার প্রসঙ্গে

কথাবার্তা বা লেনদেনে অন্যকে ধোঁকা দেয়া ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একপক্ষ অন্য পক্ষের সঙ্গে এমনি আচরণ যে করতে পারে, সে কখনও একজন অপরজনের ওপর নির্ভর করতে পারে না। আর যেখানে এক ব্যক্তির ওপর আরেক ব্যক্তি নির্ভর করতে পারে না সেখানে বন্ধুত্ব,ভালবাসা ও পারস্পরিক আস্থা কিছুতেই বিদ্যমান থাকতে পারে না। হাদীস শরীফে এ বিষয়কে নিকৃষ্টতম খিয়ানত বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ[1170]

قال کبرت خیانة ان تحدث اخاک حدیثا هو لک مصدق وانت به کاذب

"সবচেয় বড় খিয়ানত হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার ভাইকে কোন কথা বললে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করলো; অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথা বললে।"

আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন খাদ্যবস্তুর স্তুপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় এর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অভ্যন্তরে সিক্ত পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটি কি? জবাবে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! বৃষ্টির কারণে এরূপ হয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন:[1171]

افلا جعلته فوق الطعام حتی یراه الناس من غش فلیس منی

"তুমি ভিজা খাদ্যশষ্য উপরে রাখলে না কেন? তাহলে তো ক্রেতাগণ এর অবস্থা দেখতে পেত (প্রতারিত হত না)। যে ধোকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।"

1169 প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

1170 খুররম জাহ মুরাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

1171 মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
নৈতিকতার মূল উৎস

প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থল ও উৎস বহাল থাকলে বিষয়টিও তাৎপর্যপূর্ণ এবং সমভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তদ্রূপ ইসলামের প্রতিটি কার্যক্রম নৈতিকতার বিভিন্ন গুণাবলী দ্বারা বিকশিত। অবশ্য পালনীয় কিংবা বাধ্যবাধকতাহীন কর্তব্যগুলো মহান ও উন্নত আদর্শিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেগুলোকে মূল উৎস হিসেবে গণনা করা যায়। নিম্নে পর্যাক্রমে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো ঃ

প্রথম উৎস ঃ আল-কুর'আন

আল-কুর'আন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ ও অর্থ সহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থ। ইহা বিভিন্ন বিষয়বস্তুর একটি হৃদয়স্পর্শী সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানকোষ। এতে রয়েছে মানবজীবনের বিভিন্ন মনোরম দিক নির্দেশনা। যা মানুষের আত্মিক, জ্ঞান জগত এবং কর্মক্ষেত্রে উপকারে আসতে পারে। এ সকল বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু কিছু বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে আবার কিছু কিছু সংক্ষেপে অলোকপাত করা হয়েছে। উসূলে ফিকহ এবং আল-কুর'আনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলীতে আল-কুর'আনে বর্ণিত 'আকীদা, চারিত্রিকতা এবং বান্দার 'আমালের বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত রয়েছে। বান্দার কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান-দু'টো শাখায় বিন্যাস্ত ঃ

ক. 'ইবাদাত
খ. মু'আমালাত

ক. 'ইবাদাত

'ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় আল্লাহর উপাসনা করা, বিনয় প্রকাশ করা এবং তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করা। ইমাম রাযী (রাহ.) 'ইবাদাত এর সংজ্ঞায় বলেন ঃ[1172]

التعظيم الامر الله والشفقة على خلق الله

"আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শণ এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি পোষণ করাই 'ইবাদাত।

ইমাম ইবন তায়মিয়্যা (রহ.) আল-কুর'আনে বর্ণিত يايها الناس اعبدوا আয়াতে 'ইবাদাত সম্পর্কে বলেন যে,[1173] 'ইবাদাত শব্দটির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কাজ ও কথা অন্তর্ভুক্ত। যেগুলো আল্লাহর পছন্দনীয় এবং তাঁর সন্তোষ লাভের মাধ্যম। যেমন- সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ, সত্যবাদিতা, আমানাতদারীতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ, বিশ্বস্ততা, পিতামাতার আনুগত্য, ওয়াদা পালন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে বিরত রাখার নির্দেশ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, প্রতিবেশী, য়াতীম-মিসকীন ও অধীনস্থদের সহিত (তারা মানুষ হোক বা জীবজন্তু) উত্তম ব্যবহার আল্লাহর যিকর, আল-কুর'আন তিলাওয়াত এবং এ ধরনের যাবতীয় নেক কাজ 'ইবাদাতের অংশ ও অন্তর্ভুক্ত।

খ. মু'আমালাত

আরবী মু'আমালাত শব্দটির হুবহু ব্যবহার আল-কুর'আনে অনুপস্থিত। তবে 'আমল সংক্রান্ত ধারনাটি আল-কুর'আনে দৃষ্ট হয়। উক্ত শব্দটি ইসলাম ধর্মের উন্মেষকালে পারস্পরিক লেনদেন অর্থে ব্যবহৃত হত। ইসলামী সভ্যতার বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণাটি ক্রমশ প্রসারিত হয় এবং উহার প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। ফিকহ্ এর পরিভাষায়[1174], "মু'আমালাত এমন সকল কর্ম বুঝায় যা মানুষের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে।" অন্যকথায় মু'আমালাত দ্বারা আইনগত মানবিক সম্পর্ক নিরূপণ করা হয় এবং নিশ্চিত করা হয় যেন মুসলিম সমাজের ব্যবহার ও আচরণ আইনত তত্ত্বের সহিত সংগতিপূর্ণ থাকে[1175]।"

[1172] ফাখরুদ্দীন আল-রাযী, আল-তাফসীরুল কাবীর, (তেহরান : তা.বি), খ. ২৬, পৃ. ৯৩-৯৭ ; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.৪, পৃ.৪৪৩।

[1173] মাওলানা সাদরুদ্দীন ইসলাহী, ইসলাম এক নযর মেঁ (দিল্লী : ১৯৮২ খৃ.), খ. ৪, পৃ.২১১ ; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৪৩৯।

[1174] ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ.৪৩৯।

[1175] প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

মানবতাবাদী আল-জাহিয মু'আমালাত শব্দটির বিশ্লেষণে বলেন, মু'আমালাহ শব্দটি একগুচ্ছ নৈতিক নীতিমালা দ্বারা প্রভাবিত একটি আচরণবিধির নাম[1176]।

সারকথা, আল-কুর'আনে ইসলামী মূল্যবোধের বিভিন্ন দিক ও নির্দেশনাকে অর্ন্তভুক্ত করে। চারিত্রিক বিধিবিধানের প্রধান উৎস আল-কুর'আনে মানবজাতির সকল প্রয়োজনীয় আলোচনা স্থান পেয়েছে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল ব্যধির মহৌষধ হিসেবে মানুষের জন্য কল্যাণস্বরূপ নাজিল হয়েছে। উদাহরণত:[1177]

يايهاالناس قدجاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور

"হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ এসেছে ; আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তার প্রতিকার এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ।"

দ্বিতীয় উৎস ঃ আল-হাদীস

ইসলামের নৈতিক বিধি-বিধানের উৎস সমূহের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীস। কেননা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সকল হাদীস অনুসরণযোগ্য বিধান। মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ দার্‌রাজ বলেন ঃ[1178] "সহীহ বা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীস যা মানসূখ নয় এবং যার বিষয়বস্তু রিসালাতের সাথে সম্পর্কিত,ইসলামের দৃষ্টিতে নীতিগত দিক থেকে এ ধরনের হাদীসের মর্যাদা ও প্রভাব আল-কুর'আনের আয়াতের মতই"।

পারস্পরিক আচার-আচরণের জন্য ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টাই বিরাট ভূমিকা রাখে। আর এর কেন্দ্রস্থল হচ্ছে মানুষের হৃদয়। সুস্থ হৃদয়ের কাজ সুন্দর ও সুচারু হয় আর অসুস্থ হৃদয়ের কার্যকলাপ সমাজে অগ্রহণীয় ও নৈতিকতা বিরোধী হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:[1179]

ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب

"নিশ্চয়ই দেহের অভ্যন্তরে এরূপ একটি মাংসপিন্ড আছে যা সুস্থ থাকলে দেহ সুস্থ থাকে এবং অসুস্থ হলে দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। জেনে রেখ! সেটি হল হৃৎপিন্ড।"

ভাল মন্দের চালিকা শক্তি হিসেবে অন্তরকে আখ্যায়িত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও ইরশাদ করেন ঃ[1180]

البر ما اطمئن اليه القلب واطمئنت اليه النفس والاثم ما حاك فى القلب وتردد فى القلب

"অন্তর যে কর্মের দিকে তৃপ্তি সহকারে অগ্রসর হয় তাই নেক কাজ এবং অন্তর যে কাজের প্রতি অগ্রসর হতে দ্বিধান্বিত হয় তাই বদ কাজ।"

বিশ্বমানবের আত্মার পরিশুদ্ধি সাধনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুমহান আখলাকই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। যার কারণে তিনি উত্তম আখলাককে অধিক ওজন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন:[1181]

ما من شيئ اثقل فى الميزان من حسن الخلق

"কোন 'আমলই দাড়িপাল্লায় সুন্দর স্বভাব অপেক্ষা অধিকতর ওযন বিশিষ্ট হবে না।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় রিসালাতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:[1182]

بعثت لاتمم حسن الاخلاق

"আমি সুন্দর স্বভাবগুলোকে পরিপূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি।"

অন্য একটি হাদীসে সচ্চরিত্রতাকে ঈমানের পরিপূর্ণতার মানদন্ডরূপে নির্দেশ করেছেন:[1183]

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا

"মু'মিনদের মধ্যে পূর্ণতম ঈমানের অধিকারী তারা, যারা সুন্দর স্বভাবের অধিকারী।"

[1176] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪০।
[1177] আল-কুরআন, সূরা ইউনূস : ৫৭।
[1178] মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দাররাজ, দুস্তুর আল-আখলাক ফী আল-কুর'আন, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১; নাদরাতহ আল-নাঈম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫।
[1179] আল-সাহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৩।
[1180] আহমাদ, আল-মুসনাদ, খ. ৪, পৃ.২২৮ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.৩০১।
[1181] আবু-দাউদ, প্রাগুক্ত।
[1182] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৪৩।
[1183] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলী (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা

ভাল-মন্দ স্বাদ-বিস্বাদ দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি বিষয়াদি পৃথিবীর আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। প্রলয় পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে দু'টো দিক থাকে। সফলতা ও ব্যর্থতা। আবার এ দুটোর জন্য রয়েছে ফলাফল তিরস্কার ও পুরস্কার। মানুষের মাঝে দু'টো বিষয় কাজ করে একটি সুমতি অন্যটি কুমতি। সুমতির প্রভাবে ভাল কাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আর কুমতির প্রভাবে মন্দকাজের বহিঃপ্রকাশ হয়। মানুষের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে চতুর্থ খলীফা আমীর আল-মুমিনীন 'আলী (রা.) নিজের বংশধরদেরকে এমনকি তাঁর অনুসারীসহ অন্যান্য লোকজনকে বিভিন্ন উপদেশ বাণী শুনিয়েছেন। কাউকে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ, কাউকে বিপদে ধৈর্য ধারণ আবার কাউকে বিনয় ও উদারতার শিক্ষাদান, আবার অনেককে সংযতদৃষ্টি ও বাক সংযমের মাধ্যমে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে কেউবা অল্পে তুষ্টে নীতি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ বা যুহদ, তাকওয়া ও বীরত্ব প্রকাশের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এ নৈতিকতার বিভিন্ন দিক সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

দুনিয়া হতে আত্মরক্ষা প্রসঙ্গে

লোভ লালসা ও কামনার আঁচলে দুনিয়া পরিবেষ্টিত। অস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি স্থায়ী ভালবাসা বোকামী। যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং তিনিও পবিত্র আল-কুরআনে বারংবার দুনিয়া হতে আত্মরক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.) এ সম্পর্কে বলেন:[1184]

تحرز من الدنيا فان فنائها + محل فناء لا محل بقاء

فصفوتها ممزوجة بكدورة + وراحتها مقرونة بعناء

"দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা কর, দুনিয়ার আঙ্গিনা স্থায়ীত্বের নয় বরং অস্থায়ীত্বের। পৃথিবীর স্বচ্ছতা পঙ্কিলতার সাথে মিশ্রিত। দুনিয়ার প্রশান্তি কষ্ট-ক্লেশের সাথে জড়িত।"

স্বচ্ছতার অন্বেষা প্রসঙ্গে

পংকিল ও কলুষযুক্ত দুনিয়ায় বিচরণ করে স্বচ্ছ নির্মল নিখুঁত বস্তু অন্বেষণ করা বোকামী। দুনিয়ায় একদিকে সুখ পেলে অন্যদিক কষ্ট পেতেই হবে, এ নিয়মেই দুনিয়ার সৃষ্টি। সুতরাং খাঁটি বস্তু দুনিয়া থেকে অর্জন সম্ভব নয়। এ প্রসংগে 'আলী (রা.) বলেন:[1185]

يا طالب الصفو في الدنيا بلا كدر + طلبت معدومة فائيس من الظفر

واعلم بانك ما عمرت مؤتمن + بالخير والشر والميسور والعُسَرِ

"হে স্বচ্ছতার অন্বেষণকারী! তুমি পৃথিবী থেকে স্বচ্ছ ও নিষ্কলংক অস্তিত্ববিহীন বস্তু তালাশ করছ আর এতেই সফলতায় নিরাশ হচ্ছ। জেনে রাখ! তোমাকে দেয়া প্রদত্ত জীবনের সবটাই ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখ দ্বারা পরীক্ষা করা হবে।"

বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ প্রসঙ্গে

সবর বা ধৈর্য্য একটি মহৎ গুণ, জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। ঈমানের সাথে সবর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মদীনায় আনসারদের ঈমানী পরিচয় ছিল-সুখ-স্বাচ্ছন্দ শোকর করা, কষ্টে সবর করা এবং আল্লাহর আদেশের উপর সন্তুষ্ট থাকা। এ প্রসংগে খলীফা 'আলী (রা.) বলেন ঃ[1186]

[1184] মুফতী মাওলানা ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭। উক্ত শ্লোক طويل ছন্দে রচিত।

[1185] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; ড. উমর ফারূক এর ব্যাখ্যাবৃত্তি দীওয়ানে ২য় লাইনে প্রথম পংক্তিতে واعلم بانك ماعمرت مؤتمن এর স্থলে واعلم بانك ما عمرت ممتحن রয়েছে। পৃ. ১৮৯। উক্ত শ্লোক بسيط ছন্দে রচিত। গবেষকগণ উক্ত শ্লোকগুলো 'আলী (রা.)-এর প্রতি প্রক্ষিপ্ত বলে মন্তব্য করেন।

Dhaka University Institutional Repository

لا تسألنى كيف انت فاننى + صبور على ريب الزمان صليب

حريص على ان لا يرى بى كآبة + فيشمتَ عادٍ او يساءُ حبيبُ

আমাকে জিজ্ঞেস কর না কেমন আছ? কালের কষাঘাতের মোকাবিলায় ইস্পাত কঠিন ধৈর্যশীল রয়েছি। এ কামনায় যে, কেউ যেন আমাকে বিমর্ষ না দেখে। কারণ এতে শত্রু খুশী হবে আর বন্ধু দুঃখিত হবে।

সহিষ্ণুতার মর্যাদা প্রসঙ্গে

নশ্বর পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট অহরহ আসবে। আর সর্বাবস্থায় অটুট অবিচল থাকাই হচ্ছে মুমিনের লক্ষণ। এ সম্পর্কে আমীর আল-মুমিনীন আলী (রা.) বলেন:[1187]

هى حالان شدة ورخاء + وسجالان نعمة وبلا

والفتى الحاذق الاديبُ اذا + ما خانه الدهر لم يخنه عزاء

ان تحت ملمة بى فانى + فى الملماتِ صخرةٌ صماء

عالم بالبلاء وعلما بان + ليس يدوم النعيمُ واللاواءُ

দুনিয়ার দু'টি অবস্থা, সুখ ও দুঃখ, নি'আমত ও মুসীবতের দু'টি বালতি রয়েছে। যুগ গাদ্দারী করলেও বুদ্ধিমান যুবক ধৈর্য্যের মাধ্যমে জবাব দেয়। আমার প্রতি বিপদ আসলে কঠিন পাথর হয়ে যাই। বিপদাপদ সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ, কারণ দুনিয়ার নি'আমত স্থায়ী হয় না আর বিপদও দীর্ঘায়ূ হয় না।

উদারতার প্রবাহ প্রসঙ্গে

সু-সময়ে ও দুঃসময়ে সর্বদা দান-দক্ষিণা ও উদারতার হাত সম্প্রসারণ করা মহৎ ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য গুণ। দান-দক্ষিণায় ধন-সম্পদ ক্ষয় ও হ্রাস পায় না বরং মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। অঢেল সম্পদ হাতের নাগালে থাকার সময় কৃপণতা করে বসলে নিঃস্ব অবস্থায় দানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দান করা সম্ভব হবে না এবং এ জন্য নিজেকে তিরস্কার করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। তাই উদারতা ও বদান্যতাকে চরিত্রের ভূষণ বলা হয়ে থাকে। 'আলী (রা.) সে দিকে ইংগিত করছেন নিম্নোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে ঃ[1188]

اذا جادت الدنيا عليك فجدبها + على الناس طرا انها تتقلب

فلا الجود يفنيها اذا هى اقبلت + ولا البخل يبقيها اذا هى تذهب

"পৃথিবী যখন বদান্যতার ব্যবহার তোমার সাথে করে তখন সানন্দে মানুষকে বিলিয়ে দাও, কারণ পৃথিবীটা কিন্তু পরিবর্তনশীল। যখন সম্পদ আসা শুরু করে তখন উদারতায় তা শেষ হয় না। আর যাওয়া শুরু করলে কৃপণতার মাধ্যমে তা ধরে রাখা যায় না।"

নীতি বাক্য প্রসঙ্গে

আমীর আল-মুমিনীন 'আলী (রা.) বিভিন্ন সময়ে তাঁর সম্মানদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন যা সত্যিই সবার জন্য অনুসরণযোগ্য। নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো ঃ[1189]

[1186] ইমাম গাযালী এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৮; ড. 'উমার ফারূকের দীওয়ানে এ কবিতার শুরু ان تسألنى দিয়ে আর প্রথম লাইন শেষ হয়েছে صليب এর স্থলে صعب দিয়ে, পৃ. ২৮। উক্ত কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে যে, উক্ত পংক্তিদ্বয় বনী সালিমের জনৈক ব্যক্তির, কে বা কাহারা উক্ত দীওয়ানে অনুপ্রবেশ করেছে জানা নেই। দেখুন হাশিয়া মুফতী ইব্রাহীমের দীওয়ানের ৮১ নং পৃষ্ঠায় এবং ড. 'উমার ফারূকের দীওয়ানের শিরোনামের নামের নীচে (فيسل) বলা হয়েছে উল্লেখ করে বলেন যে, 'আলী (রা.) এর ভাই আকীল ইবন আবী তালিবের কিতাবে উক্ত পংক্তিদ্বয় পাওয়া গিয়েছে। উক্ত শ্লোক طويل ছন্দে রচিত।

[1187] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮। উক্ত শ্লোক خفيف ছন্দে রচিত।

[1188] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬। উক্ত শ্লোকটি طويل ছন্দে রচিত। গবেষকগণ 'আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত বলে মত পোষণ করেন।

[1189] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৭১; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০। উক্ত শ্লোক طويل ছন্দে রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

ক. ধৈর্যে সফলতা

تَرَدَّ رداءَ الصبر عند النوائب + تنل من جميل الصبر حسن العَوَاقِب

وكن صاحبا للحلم في كل مشهد + فما الحلم الاخير خدن وصاحب

"দুঃসময়ে তুমি ধৈর্য্যের চাদর পরিধান কর, এর ফলে তোমার শুভ পরিণতি হবে। সর্বক্ষেত্রে সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের আচরণ করলে উত্তম বন্ধু পাওয়া যাবে।"

খ. অঙ্গীকার রক্ষায় সফলতা

وكن حافظا عهد الصديق وراعيا + تذق من كمال الحفظ صفو المشارب

"বন্ধুর সাথে কৃত ওয়াদা অঙ্গীকারের পূর্ণ রক্ষক হয়ে যাও, এর ফলে তুমি সুমিষ্ট পানীয় পাবে।"

গ. কৃতজ্ঞতার ফল পরিমাণ

وكن شاكرا لله في كل نعمةٍ + يُثِبْكَ على النعمى جزيل المواهب

"প্রতিটি প্রাপ্ত নি'আমতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরও রিযিক বৃদ্ধি করে দিবেন।"

ঘ. উচ্চ মর্যাদার অন্বেষণকারী হওয়া

وما المرأ إلا حيث يجعل نفسه + فكن طالبا في الناس اعلى المراتب

মানুষ নিজেকে যেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেখানেই স্থান করে নিতে পারে। সুতরাং মানুষের উচিৎ উচ্চ মর্যাদার অন্বেষী হওয়া।

ঙ. স্বকীয়তা বজায় রাখা প্রসঙ্গে

وصُنْ منك ماءَ الوجه لا تبذُلَنَّه + ولا تسئل الانذال فضل الرغائب

"নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে চল, কখনও নিজের মান-সম্মান নষ্ট করবে না, আর অর্বাচিনদের থেকে উপহার সামগ্রী তলব করবে না।"

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠির বর্ণনা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা কাউকে ইচ্ছা করলে স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা সৃষ্টি করতে পারতেন। সদ গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন সম্ভব নয়। তদ্রুপ শিষ্টাচার ব্যতীত বংশ মর্যাদাও মানুষকে সম্মান দিতে পারে না। শিষ্টাচার ব্যতীত। ইমাম হাসান (রা.) কে উপদেশের ছলে বলেন ঃ[1190]

لوصيغ من فضة نفس على قدر + لعاد من فضله لما صفا ذهبا

ما للفتى حسب إلا اذا كملت + ادابه وحوى الآداب والحسبا

"যদি মানুষ রৌপ্যের তৈরী হয় (তবে আশ্চর্যের কিছু নেই) সদগুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে স্বচ্ছত হতে পারে। শুধুমাত্র বংশ মর্যাদায় উপনীত হলেই সম্মানের পাত্র হবে না, তাকে এর শিষ্টাচারের যত উপকরণ আছে তা অর্জন করতে হবে।"

নীরবতার উপকার প্রসঙ্গে

জ্ঞান যে বস্তুকে বেষ্টন করে, জিহবাই তা বর্ণনা করে সত্য হোক কিংবা মিথ্যা। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে জিহবার কর্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত, এর কোন সীমা পরিসীমা নেই। জিহবার সঞ্চালনেই ভুল ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অযথা কথা

[1190] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯। উক্ত শ্লোক بسيط ছন্দে রচিত। গবেষকগণ 'আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত বলে মত পোষণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বলার চেয়ে নীরবতা শ্রেয়। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেও নীরবতা স্বর্ণের মত আরও অধিক মূল্যবান হয়ে থাকে। হযরত 'আলী (রা.) সে দিকেই ইংগিত করেছেন:[1191]

ادبت نفسی فما وجدت لها + بغیر تقوی الاله من أدب

فی کل حالاتها وان قصرت + افضل من صمتها عن الکذب

وغیبة الناس ان غیبتهم + حرمها ذو الجلال فی الکتب

ان کان من فضة کلامك یا + نفس ان السکوت من ذهب

"আমি আমার আত্মাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছি; আল্লাহ তা'আলার ভয় ব্যতীত কোন শিষ্টাচার পাইনি যদিও তা ক্ষুদ্র হয়। মনের সকল অবস্থায় মিথ্যা বলার চেয়ে মৌনতা উত্তম উপায় এবং পরনিন্দা থেকে মৌনতা অধিক উত্তম। কারণ আল্লাহ আ'আলা পবিত্র কুর'আনে তা হারাম করেছেন। তোমার কথন যদি রৌপ্যের তুল্য হয় তাহলে নীরবতা তো স্বর্ণের মত মূল্যবান হবে।"

অল্পে তুষ্টির বর্ণনা প্রসঙ্গে

প্রকৃত ধন্যাঢ্য ব্যক্তি সে, যার আশা-আকাংখা খুবই সীমিত এবং যৎসামান্য নিয়ে তুষ্ট থাকে। কানা'আত তথা অল্পেতুষ্টির প্রশংসায় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন ঃ[1192]

طُوْبٰی لمن یُهدی إلی الإسلام وکان عیشه کَفَافًا وقَنَعَ به

"সে ব্যক্তির জন্য মোবারকবাদ, যাকে ইসলামের পথ প্রদর্শণ করা হয়, যার জীবিকা ধারণ পরিমাপে সীমিত হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে।" এ প্রসংগে আলী (রা.) বলেন ঃ[1193]

افلح من کان له کریدة + یأکل منها ثم یثنی جیده

"সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যার অল্প ক'টি খুরমা অবশিষ্ট ছিল এবং তা থেকে খেয়ে দিনাতিপাত করল।"

সংযত দৃষ্টির বর্ণনা প্রসঙ্গে

লোলুপদৃষ্টি বর্জন তথা সংযত দৃষ্টি তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জন এর সর্বোত্তম মাধ্যম। অন্যায় ও পাপকাজের প্রথম সোপান হচ্ছে দৃষ্টি যিনি দৃষ্টি সংবরণ করবেন তিনি পাপ থেকে মুক্ত থাকবেন। এ প্রসংগে আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.) বলেন:[1194]

اقول لعینی احبسی اللحظات + ولا تنظری یا عین بالسرقات

فکم نظرةٍ قادت إلی القلب شهوةً + فأصبح منها القلبُ فی حسراتِ

আমি আমার চোখকে বলছি দৃষ্টি সংযত রাখবে; হে চোখ, অসংযত পরিবেশের প্রতি তাকাবে না, এমন অনেক দৃষ্টি অন্তরে কামের আগুন জ্বালিয়ে দেয় যার ফলে অন্তর থেকে অহেতুক আফসোস ও অবসন্নতা বের হয়।

অপকর্ম এড়ানোর উপায় প্রসঙ্গে

অন্যায় ও অপকর্ম এড়ানোর বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে মৌনতা ও দৃষ্টি এড়ানো উল্লেখযোগ্য। চোখ থাকতেও না দেখার ভান ধরা কিংবা বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও কথা না বলা। সামাজিক জীবনে এ দু'টোর নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এ প্রসংগে 'আলী (রা.)-এর নিম্নের চরণগুলো নৈতিকতার উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য ঃ[1195]

[1191] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২। উক্ত শ্লোক بسیط ছন্দে রচিত।

[1192] ইমাম গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৩।

[1193] মুফতী মাওলানা মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

[1194] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯। উক্ত শ্লোকটি طویل ছন্দে রচিত।

[1195] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭। উক্ত শ্লোক طویل ছন্দে রচিত। গবেষকগণ 'আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

أُغَمِّضُ عينى فى امور كثيرة + وانى على ترك الغموض قدير
وما من عمى أُغضى ولكن لربما + تعامى واغضى المرءَ وهو بصير
واسكت عن اشياء لو شئت قلتها + وليس علينا فى المقال اميرُ
أُصَبِّرُ نفسى باجتهادى وطاقتى + وانى باخلاق الجميع خبير

"অনেক বিষয়ে না দেখার ভান করি, অথচ এ ভান ত্যাগ করতে আমি সক্ষম। অন্ধ হওয়ার কারণে চোখ বন্ধ করি না অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে অন্ধ হই; চোখ থাকতেও বুজাঁ লাগে। অনেক ব্যাপারে নীরব থাকি ইচ্ছা করলেই কথা বলতে পারি। কথা বলার ক্ষেত্রে আমার উপর কেহ শাসনকর্তা নেই। চেষ্টা ও শক্তিতে আমার মন সংযত রাখি সবার চরিত্র সম্পর্কে কম বেশী জানি।"

অমর থাকার উপায় প্রসঙ্গে

ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে সবাই প্রস্থান। পৃথিবী ধ্বংস লীলার সম্মুখীন হবে। কিছু বিষয় এমন আছে যা হাসিল করলে পৃথিবীলয় তাবৎ অমর থাকা যায়, তা হচ্ছে সদ্ব্যবহার। সচ্চরিত্রবান ও সদ্ব্যবহারে ভূষিত ব্যক্তি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে তার জন্য মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে দু'আ করে এবং সুনাম-সুখ্যাতির স্তুতিবাণী প্রকাশ করে থাকে। 'আলী (রা.)-এর নৈতিকতার এ উজ্জ্বল বাণী নিম্নরূপ ঃ[1196]

اريد بذاكم ان يهشو لطلقتى + وان يكثروا بعدى الدعاءَ على قبرى
وان يمنحوانى فى المجالس وُدَّهم + وان كنت عنهم غائبا احسنوا ذكرى

"এ সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক। মৃত্যুর পর তারা যেন আমার কবরে দু'আ পেশ করে। তাদের বৈঠকে যেন আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, আর আমার অনুপস্থিতিতে যেন সুনাম গায়।"

নৈতিক চেতনার উপকরণ প্রসঙ্গে

ইনসানের মূলধাতুগত অর্থই হচ্ছে বিস্মৃত হওয়া এবং সর্বশেষে অন্যায়ের প্রতি ধাবিত হওয়া। সুতরাং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার উত্তম উপায় হচ্ছে নিজের সম্পর্কে পর্যালোচনা করা। সুপ্ত বিবেকের ছায়াতলে অন্যায়গুলো উপস্থাপন করে বর্জনের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। এ সম্পর্কে নিম্নের চরণগুলো 'আলী (রা.) এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় ঃ[1197]

اتم الناس اعرفهم بنقصه + واقمعهم لشهوته وحرصه
فدان على السلامة من يدانى + ومن لم ترض صحبته فاقصه
ولا تستغل عافية بشئ + ولا تسترخصن اذى لرخصه
وخل الفحص ما استغنيت عنه + فكم مستجلب عيبا لفحصه

"মানুষের মাঝে সবচেয়ে সচেতন ও পূর্ণাঙ্গ ঐ ব্যক্তি যে, নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সজাগ এবং লোভ লালসাকে সংরক্ষণ করে। যে তোমার নিকটতম, শান্ত মনে তার সঙ্গে থাক এবং যে তোমার সাহচর্যে সন্তুষ্ট নয় তাকে দূরে রাখ। কোন জিনিসের নিরাপত্তাকে মহার্ঘ মনে করো না এবং অন্যায় অত্যাচারকে সস্তা মনে করো না যদিও তা

[1196] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; ড. উমার ফারুককর্তৃক ব্যাখ্যা গ্রন্থে দীওয়ানের এ বিষয়টির শ্লোকগুলোতে ঈষৎ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যা নিম্নরূপঃ

اريد بذاكم ان تبهشو لطلقتى + وان تكثروا الخ
وان تمنحوني فى المجالس ودكم + وان كنت عنكم غائبا تحسنوا ذكرى

পৃ. ৭৭। উক্ত শ্লোক طويل ছন্দে রচিত।

[1197] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২; ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪। উক্ত শ্লোকগুলো هزج ছন্দে রচিত। 'আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত বলে গবেষকগণ মত পোষণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সহজলভ্য হয়। অন্যের দোষ অন্বেষণ থেকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চল। কারণ অনেকেই এ কাজে জড়িয়ে বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছে।"

উলুবনে মুক্তা ছিটানো প্রসঙ্গে

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ 'ইজ্জত সম্মান সম্পর্কে সজাগ থাকেন। মনে সম্পন্ন ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শণের মাধ্যমে প্রশংসা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে অভদ্রকে সম্মান প্রদর্শণ যেন উলুবনে মুক্তা ছিটানোর মতই হবে। এ সম্পর্কে 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোক উল্লেখযোগ্য:[1198]

لا تصنع المعروف فی ساقط + فذاك صُنْعٌ ساقط ضائِعٌ

وضعه فی حر کریم یکن + عرفك مسكا عرفه ذائِعٌ

"নিচাশয়ের প্রতি অনুগ্রহ করো না, কারণ তা নষ্ট ও নিস্ফল হবে। আর ভদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শণ কর তাহলে মেশকে পরিণত হবে, সুগন্ধি ছড়াবে।"

ভদ্রতার নিদর্শন প্রসঙ্গে

সভ্য ভদ্র ব্যক্তিদের পক্ষ থেকেই সুন্দর ব্যবহারের আশা করা যায়। তাদের দান-দক্ষিণার পেছনে কোন পিছুটান নেই। করুণা ও অনুগ্রহের পর কোন খোঁটা নেই। সভ্য ও উত্তম গুণাবলী অর্জন পর্বতশৃঙ্গ সম সুউচ্চ ও কঠিন, যা হাসিল করা কষ্টসাধ্য। ভদ্রতা শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে 'আলী (রা.) বলেন ঃ[1199]

الفضل من كرم الطبيعة + والمن مفسدة الصنيعة

والخير امنع جانبا + من قمة الجبل المنيعة

والشر اسرع جرية + من جرية الماء السريعة

"বদান্যতা ভদ্রজনদের থেকেই প্রকাশ পায়, করুণা ও অনুগ্রহের খোঁটা দ্বারা সৎকাজ নষ্ট হয়ে যায়। কল্যাণের অবস্থান পর্বতের চূড়ার চেয়ে সুউচ্চ ও প্রতিরোধ্য। আর অপকারের প্লাবন পানির চেয়ে দ্রুতবেগে গমনকারী।"

সময়োচিত জবাবদান প্রসঙ্গে

সফলতার সময় শত্রুদের সময়োচিত জবাবদানই ভদ্রোচিত ও জ্ঞান সম্বলিত কর্ম। শত্রুকে প্রশ্রয়দান মারাত্মক অন্যায় ও জঘন্য কাজ। শত্রুর সাথে সহজ সরল ও অমায়িক ব্যবহার দেখানো বিচ্ছুকে দুধ কলা দিয়ে পোষারই নামান্তর। এ সম্পর্কে 'আলী (রা.)-এর দিক নির্দেশনা নিম্নরূপ ঃ[1200]

وداو عدوا داءه لا تداره + فان مداراة العدى ليس تنفع

فانك لو داريت عامين عقربا + وقد مكنت يوما من الدهر تلسع

"শত্রুর রোগের জন্য উত্তম প্রতিষেধক দাও, তার প্রতি কোন করুণা ও দয়া করে লাভ নেই। কারণ বিচ্ছুকে আজীবন লালন-পালন করলে সে সুযোগ বুঝে দংশন করবেই।"

ভারসাম্য নীতি অনুসরণ প্রসঙ্গে

বাড়াবাড়ি কিংবা শৈথিল্য প্রদর্শণ কোনটাই ভাল নয়। এর মাধ্যমে সুনামের পরিবর্তে দুর্নাম, সফলতার স্থলে ব্যর্থতার গ্লানি কাঁধে নিতে হয়। সুতরাং ভারসাম্য নীতি অনুসরণে অপমান কিংবা দুর্নাম কোনটাই পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে মাখামাখি যেমনটি শুভনীয় নয় তদ্রূপ শত্রুর সাথেও মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িও অনুচিত। কারণ বন্ধু যে কোন সময় শত্রু হয়ে যেতে পারে এবং শত্রুও সময়ের ব্যবধানে বন্ধুর হাত সম্প্রসারিত করতে পারে। নৈতিকতার এ উজ্জ্বল শিক্ষা 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে শোভা পাচ্ছে ঃ[1201]

1198 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮। উক্ত শ্লোক سريع ছন্দে রচিত।

1199 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১; ড.' উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩। উক্ত শ্লোক كامل ছন্দে রচিত।

1200 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭। উক্ত শ্লোক طويل ছন্দে রচিত।

1201 প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০, ড. 'উমার ফারূক কর্তৃক ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ বিষয়ের কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১ম লাইনেই এ বিষয় দেখা যায়। যেমন: وكن معدنا للسلم واصفح عن الاذى + فانك لاق ما عملت وسامع পৃ. ১০৬। উক্ত শ্লোকগুলো طويل ছন্দে রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

فكن معدنا للحلم واصفح عن الاذى + فانك راءٍ ما عملت وسامع

واحبب اذا حببت حبا مقاربا + فانك لا تدرى متى انت نازع

وابغض اذا بغضت بُغْضًا مقاربا + فانك لا تدرى متى انت راجع

তুমি সহিষ্ণুতার খনি হও, কষ্টদান থেকে এড়িয়ে চল, তবে কৃতকর্ম সম্পর্কে দেখবে, শুনবে। কাউকে ভালবাসলে ভারসাম্য নীতি অনুসরণ কর; তুমি তো জাননা তার সাথে কখন আবার ঝগড়াটে হয়ে যাবে। আর শত্রুর সাথেও এ নীতি অবলম্বন কর, কারণ জানা নেই কখন বা আবার শত্রুতা ছেড়ে ফিরে আসে।

ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষার সময়

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাকে আদব-কা'য়দা শিক্ষা দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। ছোট বেলায় শিশুর শিক্ষাটাই সমাজে চলার জন্য তার পাথেয় হয়ে থাকবে। তার শিষ্টাচারের এ নীতী স্থায়িত্ব হবে। কোন দুর্বিপাকের চক্করে তা ম্লান হবে না। এ যেন শীলালিপির মত অক্ষয় ও অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। নৈতিকতার এ প্রধান উপদেশটি 'আলী (রা.)-এর শ্লোকে নিম্নরূপ ঃ[1202]

حرض بنيك على الاداب فى الصغر + كيما تقربهم عيناك فى الكبر

وانما مثل الاداب تجمعها + فى عنفوان الصبى كالنقش فى الحجر

هى الكنوز التى تنمو ذخائرها + ولا يخاف عليها حادث الغير

ان الاديب اذا زلت به قدم + يهوى على فرش الديباج والسرر

"নিজ সন্তানদেরকে শৈশবেই শিষ্টাচারে উদ্বুদ্ধ কর, যেন তাদের মাধ্যমে বার্ধ্যক্যে নয়নযুগল শীতল হয়। শৈশবে শিষ্টাচার শিক্ষাদান যেন পাথরে লিখার মত ভদ্রতা এমন খনি যার রত্নসম্ভার দিন দিন বেড়েই চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোন আশংকা নেই। ভদ্রব্যক্তির পা ফস্‌কে গেলেও তার পদচারণা পড়ে রেশমী চাদর ও সিংহাসনে।"

তাকওয়া প্রসঙ্গে

প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তির রসদ টাকা পয়সা ও ধন-সম্পদ নয় বরং তাকওয়াই উত্তম পাথেয়। তাকওয়া সম্বলিত মন, তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গ সামাজিক জীবনে যেরূপ নৈরাশ্যের কবলে পড়ে না, তদ্রূপ আখিরাত জীবনেও কোন ভয় ও শংকা থাকবে না। তাকওয়ার গুণটি অর্জনে ব্যর্থ হলে পুনরুত্থান দিবসে তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিদান অবলোকনে অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। তারা যেন ফসল কাটার দিনে কৃষকদের দেখে লজ্জিত বোধ করবে। এ প্রসংগটি 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে ফুটেছে ঃ[1203]

اذا انت لم تزرع وابصرت حاصدًا + ندمتَ على التفريط زمن البذر

وما ان ليوم البعث زادٌ سوى التقى + تزودته حتى القيامة والحشر

"অলসতার ফলে বপন না করার কারণে ফসল কর্তন দিবসে তো লজ্জিত হবেই। পুনরুত্থান দিবসে তাকওয়া ছাড়া কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত আর কোন পাথেয় নেই।"

ভ্রমণের উপকার প্রসঙ্গে

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে অনেক বিজ্ঞজনের সাক্ষাৎ ঘটে। শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়, সর্বোপরি অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান মিলে। এ ছাড়া বিদেশে থাকাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনদের জন্য রিয়ক অন্বেষায় আত্মনিয়োগের চাহিদা সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি ভ্রমণের মাধ্যমে স্বদেশের বেকারত্ব দূরীভূত হয়। 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোক থেকে তা স্পষ্ট হয়:[1204]

تغرب عن الاوطان فى طلب العلى + وسافر ففى الاسفار خمس فوائد

[1202] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪০; ড. 'উমার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪। উক্ত শ্লোকগুলো بسيط ছন্দে রচিত।

[1203] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

[1204] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

تفرجهم واكتساب معيشة + و علم وآداب وصحبة ماجد

"উচ্চমর্যাদার জন্য মহল ছেড়ে বেরিয়ে যাও। ভ্রমন কর এতে পাঁচটি উপকার রয়েছে ঃ ক. দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয় খ. রুযী রোযগারের ব্যবস্থা হয় গ. স্থানে সংযোজন হয় ঘ. ভদ্রতা অর্জন করা যায় ঙ. মনীষীদের সাহচর্য মিলে।"

অবমাননায় জীবন পরিহার প্রসঙ্গে

অপমান ও লাঞ্ছনার কষাঘাত থেকে নিজেকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। অপমানের মাধ্যমে বিপুল সম্পদের নাগাল পেলেও তা পরিহার করাই শ্রেয়। রিযকের জন্য বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই। সুদূর নক্ষত্রের লেশের মত দূরত্ব থেকেই আসতে পারে। লাঞ্ছনাকর পরিবেশ থেকে সওয়াল না করা উচিৎ এবং স্বনির্ভরতার মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হতে হবে। এ নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে লক্ষ্য করা যায় ঃ[1205]

لا تطلبن معيشة بمزلة + وارفع بنفسك عن دنى المطلب

واذا افتقرت فدا وفقرك بالغنى + عن كل ذى دنسٍ كجلد الاجرب

فليرجعن اليك رزقك كله + لو كان ابعد عن محل الكوكب

"লাঞ্ছনার মাধ্যমে জীবিকা অন্বেষণ করবে না, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে নিজেকে সমুচ্চ রাখ। দরিদ্র হলে স্বনির্ভতার মাধ্যমে চিকিৎসা কর, পাঁচড়াযুক্ত উটের চামড়ার মত নোংরা জিনিষের প্রতি নির্ভর করবে না। অবশ্যই তোমার রিযক নাগালে পৌঁছবে যদিও তা নক্ষত্রপুঞ্জের কক্ষ পথ থেকেও বহুদূর হয়।"

মনীষীদের সাফল্যের উপকরণ প্রসঙ্গে

অসুখের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা না নিয়ে শুধুমাত্র ঔষধের মাধ্যমেই রোগ নিরাময় হয় না। তদ্রূপ অপরাধে মশগুল ব্যক্তি শুধুমাত্র লৌকিকতার মাধ্যমে পরিত্রান পেতে পারে না। এরজন্য বিগত অপরাধের অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে অপরাধের সাথে জড়িত না হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে। এ ব্যাপারে 'আলী (রা.)-এর শ্লোকগুলো নিম্নরূপ ঃ[1206]

فرض على الناس ان يتوبو + لكن ترك الذنوب اوجب

والدهر فى صرفه عجيب + وغفلة الناس فيه أعجب

والصبر فى النائبات صعب + لكن فوت الثواب اصعب

وكل ما يرتجى قريب + والموت من كل ذاك اقرب

"মানুষের তওবা করা উচিৎ তবে গুনাহ পরিহার আরও বেশী প্রয়োজন। যুগের পরিবর্তনে আশ্চার্যান্বিত হতে হয়। এর চেয়ে আরও বেশী আশ্চর্যের কথা হচ্ছে মানুষের গাফিলতি ও অলসতা। বিপদে ধৈর্য ধারণ কঠিন ব্যাপার তবে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া আরও দুরূহ বিষয়। যে সমস্ত বস্তুর প্রত্যাশা করা হয় তা নিকটে, তবে মৃত্যু আরও বেশী সন্নিকটে।"

সমবেদনা প্রসঙ্গে

প্রকৃত বন্ধু সে, যে সুখে-দুঃখে অংশীদার হয়। স্বীয় বাড়ী থেকে দূরে অবস্থান করেও যে সহযোগিতার হাত বাড়ায় সে-ই প্রকৃত পড়শী। আর একই সীমানায় অবস্থান করেও যে কোন খোঁজ-খবর নেয় না সে তো প্রতিবেশী নয়, সে যেন রোগের উপকরণাদিতে হাবুডুবু খায়। নৈতিকতার এ আহবানটি 'আলী (রা.)-এর নিম্নের শ্লোকে ফুটে উঠেছে :[1207]

وحسبك داءً انه تبيت ببطنه + وحولك اكبادٌ تحن إلى القد

"তোমার রোগের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি পেটপুরে রাত কাটাও আর পড়শী এমনলোকও রয়েছে যাদের মাংশ তো দূরের কথা চামড়াও মিলছে না।"

[1205] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩। উক্ত শ্লোক كامل ছন্দে রচিত।

[1206] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; ড. উমায় ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২। উক্ত শ্লোক بسيط ছন্দে রচিত।

[1207] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বস্ততার অভাব প্রসঙ্গে

মানুষের মাঝে প্রেম-ভালবাসা অক্ষুন্ন থাকে যখন পরস্পর বিশ্বস্ততার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে। কুটিলতা কিংবা হঠকারিতা যদি মানব মনে লুকিয়ে থাকে তাহলে পরিবার, সমাজ কিংবা দেশ শান্তি-শৃঙ্খলার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। কলহ-বিবাদ সমাজে ছেয়ে যায় সর্বোপরি অশান্ত সমাজে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সে সময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা ছাড়া আর কোন গত্যান্তর থাকে না। এ পথটি এড়িয়ে সোজা পথে পরিচালনার জন্য 'আলী (রা.) বলেন:[1208]

مات الوفاء فلا رفد ولا طبع + فى الناس لم يبق إلا الياسُ والجزع

فاصبر على ثقةٍ بالله وارض به + فالله اكرمُ من يرجى ويُتَّبَعُ

"বিশ্বস্ততা ও সহমর্মিতার অবসান হয়েছে। মানুষের মাঝে না আছে সাহায্য করার মনমানসিকতা আর না আছে বদান্যতা। আছে শুধু নৈরাশ্য ও উৎকণ্ঠা। তাই আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা রেখে ধৈর্য্য ধর এবং তার হুকুম আহকামে সন্তুষ্ট থাক। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা অনেক দয়ালু, যার উপর আশা ও নির্ভর করা যায়।"

লোভ-লালসা পরিত্যাগ প্রসঙ্গে

জীবনকে উন্নত করে তোলার জন্য পার্থিব জগতের লোভনীয় বিষয়কে পরিত্যাগ করতে হবে। লোভাতুর মন নিয়ে উন্নতির দ্বার প্রান্তে পৌছা দুরূহ। কন্টকাকীর্ণ পথ বেছে নিলে সুখ অবধারিত। পরিকল্পনাবিহীন সম্পদ সঞ্চয় একটি মারাত্মক ব্যাধি, মহামারি। কারণ সঞ্চয়িতার জানা নেই সঞ্চিত সম্পদ কে ভোগ করবে? কারণ আলস্নাহ প্রদত্ত রিযিকতো বন্টিত। নৈতিকতার এ দিকটি সম্পর্কে 'আলী (রা.) বলেন ঃ[1209]

دع الحرص على الدنيا + وفى العيش فلا تطمع

ولا تجمع من المال + فلا تدرى لمن تجمع

ولا تدرى افى ارضك + ام فى غيرها تُصرع

فان الرزق مقسوم + وكد المرء لا ينفع

পার্থিব লিপ্সা বর্জন কর সুখ-সমৃদ্ধ জীবন যাপনের মনোভাব সংবরণ কর। ধন-সম্পদ সঞ্চয় করো না কেননা তোমার জানা নাই কার জন্য সঞ্চিত হয়। তোমার তো জানা নাই যে, তোমাকে স্বীয় কিংবা অন্যের ভূমিতে ধরাশায়ী করা হবে। কেননা রিযক তো বন্টিত; মানুষের কষ্ট-ক্লেশ অনর্থক।

জাগরণের চেয়ে নিদ্রা উত্তম প্রসঙ্গে

আল্লাহর ওয়ালীগণ বিনিদ্র রজনীর মাধ্যমে মা'রিফাতে ইলাহী অর্জন করেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের অধীর আগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। তাদের নিকট নিদ্রার চেয়ে জাগ্রত থাকা অনেক উত্তম, কিন্তু জগতে এমন অনেক লোকের পদচারণা রয়েছে যাদের কারণে পৃথিবী অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, তাদের নিদ্রা অধিক উত্তম জাগ্রতের চেয়ে। এ সম্পর্কে 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোক উল্লেখযোগ্য ঃ[1210]

نوم امرءٍ خير له من يقظه + لم يرض فيها الكاتبين الحفظة

وفى صروف الدهر للمرء عظه

"তার জন্য জাগরণের চেয়ে নিদ্রা অধিক উত্তম যে, কিরামান কাতিবীন (ফেরেস্তাদ্বয়)-কে সন্তুষ্ট রাখে না। যুগ পরিবর্তনে মানুষের জন্য নসীহত রয়েছে।"

[1208] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২; ড. 'উমার ফারূক কর্তৃক ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত বয়াতের ১ম লাইনে ولا طبع এর স্থানে ولا طمع রয়েছে। পৃ. ১০৭-১০৮। উক্ত শ্লোক بسيط ছন্দে রচিত।

[1209] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯। উক্ত শ্লোক طويل ছন্দে রচিত।

[1210] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯; ড. উমর ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধে অপমান প্রসঙ্গে

অন্যায়-অপরাধের সাথে সহ অবস্থান করে অপমান। অন্যায়ের স্তর ভিন্ন হলে অপমানের স্তরও ভিন্ন হয়। অপরাধের পরিণামের সর্ব প্রথম নিদর্শণ হচ্ছে খোদা প্রদত্ত স্বচ্ছ বিবেকের বাধা প্রদান। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য স্বাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ স্বাদ স্থায়ী হয় না, বিস্বাদে পরিণত হয়। শুধু বাকী থাকে অপরাধের অপমান, যা কোন গণনার কাতারে আসে না। এ প্রসংগে 'আলী (রা.) এর নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখযোগ্য:[1211]

تفنى اللذاذة ممن نال شهوتها + من الحرام ويبقى الاثم والعار

تبقى عواقب سوء فى مغبتها + لا خير فى لذة من بعدها نار

নিষিদ্ধ পন্থায় যে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছে মুহূর্তেই তার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হবে, অপরাধ ও অপমান অবশিষ্ট থাকে। অশুভ পরিণাম চিরস্থায়ী থাকবেই আর সে স্বাদে নেই কোন মূল্য যা হবে জাহান্নামের আগুন।

সম্পদের আধিক্য ও অনাধিক্য প্রসঙ্গে

ধন-সম্পদের অভাবে মানুষের মূল্যায়ন অনেক সময় হ্রাস পায়, পক্ষান্তরে ধন-সম্পদের আধিক্যে মান সম্মান বৃদ্ধি পায়। ধনাঢ্য ব্যক্তি অন্যায়ের চূড়ায় অবস্থান করলেও সম্পদের মাধ্যমে তা আড়াল হয়ে যায় আর দরিদ্র ব্যক্তি স্বচ্ছল জীবন-যাপনের ইচ্ছা করলেও দোষ অন্বেষায় কবলে পড়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এ দ্বৈত নীতি পরিহার করে সত্য ও সঠিকনীতি অনুসরণের তাগিদ প্রসঙ্গে 'আলী (রা.) বলেন ঃ[1212]

كثير المال ليس له عوار + ولا فى كل ما يأتيه عار

لأن المال يستر كل عيب + وفى الفقر المذلة والصغار

كذاك الفقر بالاحرار يُزرى + كما ازرت لشاربها العقارُ

"সম্পদশালী লোকদের কোন দোষ নেই আর অন্যায় কাজের জন্য যেন কোন লজ্জা নেই। কারণ ধন-সম্পদের দ্বারা সব দোষগুলো ঢেকে দেয়, আর দারিদ্রের হীনতায় ত্রুটি প্রকাশ হবেই। দারিদ্রতা ভদ্র লোকদেরকে দোষের বীণা পরায় যেরূপ সুরাপায়ী সুরার মাধ্যমে কলংকিত হয়।"

উপবাসের ফলাফল প্রসঙ্গে

উপবাস মানুষকে উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠায় পৌছে দেয়। উপবাস হচ্ছে আল্লাহ ওয়ালাদের উন্নতির পথের একটি উপকরণ। অভাবের দরুন নিজে অথবা পরিবারের সদস্যদের উপবাস যাপন করা এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও হারাম খাদ্য থেকে বিরত থাকা নৈতিকতার একটি বিশেষ গুণ। এ প্রসংগে 'আলী (রা.) এর পংক্তি নিম্নরূপ:[1213]

تجوع فان الجوع من عمل التقى + وان طويل الجوع يوما سيشبع

وجانب صغارَ الذنب لا تركبنّها + فان صغار الذنب يوما سيجمع

"উপবাসব্রতী হও, কেননা উপবাস হচ্ছে তাকওয়ার একটি বিশেষ গুণ। দীর্ঘ ক্ষুধা একদিন অবশ্যই নিবারণ হবে, পরিতৃপ্ত হবে। ছোট গুনাহ্গুলো থেকে দূরে থাক, একদিন ছোট গুনাহ্ সমূহ একত্রিত করা হবে।"

সম্মান অর্জনের পথ প্রসঙ্গে

সম্মান অর্জনের পেছনে কাঠখড়ি পুড়াতে হয়, কষ্ট-শ্রম দেয়া লাগে, সর্বোপরি মানুষের প্রতি দয়া সমবেদনা ও সংহতি প্রকাশ করতে হয়। পাশাপাশি ন্যায় ও সুবিচারের আসনে অধিষ্ঠিত হতে হয়। নৈতিকতার এ উজ্জল দৃষ্টান্তটি (আলী (রা.)-এর কাব্য নিম্নরূপ ঃ[1214]

ان كنت تطلب رتبة الاشراف + فعليك بالاحسان والانصاف

[1211] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১, ড. উমায় ফারুকের উক্ত বিষয়ের ১ম লাইনের ১ম ছন্দে কিছুটা পরিবর্তন ব্যাতীরেকে অবশিষ্টগুলো অনুরূপ। পরিবর্তিত ছন্দটি নিম্নরূপ : تفنى اللذاذةُ ممن نال صفوها , পৃ. ৭৫। উক্ত শ্লোক بسيط ছন্দে রচিত।

[1212] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

[1213] মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

[1214] মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

واذا اعتدى احدٌ عليك فخله + والدهر فهو له مكاف كاف

"যদি তুমি সম্মানের পদটি পেতে চাও তাহলে সমবেদনা ও ইনসাফ কায়েম কর। তোমার সাথে কেউ যদি অন্যায় আচরণ করে তাহলে তাকে ছেড়ে দাও কারণ তার শায়েস্তার জন্য যুগই যথেষ্ট।"

তওবা প্রসঙ্গে

মানুষ অন্যায় করেও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে। তবে এর পথ হচ্ছে তওবা। প্রত্যেকটি মানুষের তওবা করা উচিত। তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দী লাভ করা যায়। অপরাধ থেকে তওবা করার পদধতি 'আলী (রা.) সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন যা সবার জন্য অনুকরণীয়:[1215]

ذنوبى ان فكرت فيها كثيرة + ورحمة ربى من ذنوبى اوسع

فما طمعى فى صالح قد عملته + ولكننى فى رحمة الله اطمع

فان يك غفران فذاك برحمة + وان تكن الاخرى فما كنت أصنع

ملیکی ومعبودی وربی حافظی + وانی له عبدٌ اقر واخضع

"যদি আমি চিন্তা-ভাবনা করি তবে দেখি আমার অধিক অপরাধ, আমার প্রভুর রহমত তার চেয়ে বিপুল। আমার সৎকর্মের প্রতি ভরসা নেই, তবে আল্লাহর রহমতের আশা-ভরসা আরও প্রবল। যদি আমি ক্ষমা পাই তাহলে এটা তাঁর অনুগ্রহ। অন্যরূপ ঘটলে কি বা আছে করার আমার। মা'বুদ প্রভু ও রক্ষাকারী মালিক। আমি তার বান্দা কায়োমানুবাক্যে তা স্বীকার করি।"

যুহদ প্রসঙ্গে

হীনতা-দীনতা প্রকাশ একটি মহৎ গুণ। উচ্চস্তরে পৌছার লক্ষ্যে নিজেকে বিলীন করা শ্রেয়। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করাটাই আল্লাহ্ ওয়ালাদের কাজ। অল্পে তুষ্টি, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ সম্পর্কে 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোক উল্লেখযোগ্য ঃ[1216]

الدهر ادبنى والياس اغنانى + والقوتُ اَقْنَعَنِىْ والصبر ربانى

واحكمتنى من الايام تجربةٌ + حتى نهيتُ الذى قد كان ينهانى

"যুগ আমাকে ভদ্রতা শিখিয়েছে, হতোদ্যম আমাকে স্বনির্ভর করেছে। স্বল্পখাদ্য আমাকে পরিতুষ্ট করেছে, আর ধৈর্য্য অবলম্বন আমাকে খোদাভক্ত করেছে। কালের অর্জনকৃত অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ় করেছে, এমনকি যে আমাকে অবজ্ঞা করে তার থেকে আমি বিরতি থাকি।"

নৈতিক গুণাবলীর গণনা প্রসঙ্গে

সমাজ ও দেশের উন্নতি নির্ভর করে নৈতিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে। নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজ কিংবা দেশ কখনও উন্নত ও সফলতা আসতে পারে না। নৈতিকতা কাকে বলে বা এর নিদর্শণ কি হতে পারে এ ব্যাপারে খালীফাতুল মুসলিমীন 'আলী (রা.) একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যা নিম্নে দেয়া হলো ঃ[1217]

إن المكارم اخلاق مطهرة + فالدين اولها والعقل ثانيها

والعلم ثالثها والحلم رابعها + والجود خامسها والفضل سادسها

والبر سابعها والصبر ثامنها + والشكر تاسعها واللين باقيها

والنفس تعلم انى لا اصادقها + ولست ارشد إلا حين أعصيها

"নৈতিকতা তো উত্তম চরিত্র। প্রথম ঃ দ্বীন, দ্বিতীয় ঃ বিবেক বুদ্ধি, তৃতীয় ঃ জ্ঞান, চতুর্থ ঃ সহিষ্ণুতা, পঞ্চম ঃ বদান্যতা, ষষ্ঠ ঃ করুণা, সপ্তম ঃ সদ্ব্যবহার, অষ্টম ঃ ধৈর্য্য, নবম ঃ কৃতজ্ঞ হওয়া, আর অবশিষ্ট হচ্ছে কোমল হওয়া। হৃদয় জানে আমি হৃদয়ের সাথে হৃদ্যতার ব্যবহার করি নাই, আর আমি অন্যায় কাজ করে ফেললে ধার্মিক হয়ে যাই।"

[1215] মুখতার 'আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮, মুফতী মাওলানা ইবরাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭; ড. 'উমার ফারূক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-৯৯।

[1216] মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

[1217] মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা।

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় যে সমস্ত নৈতিকতা বিষয়ক শিক্ষা পরিলক্ষিত হয় তার বিভিন্ন দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

শিষ্টাচার প্রসঙ্গে

একদা হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে প্রাণ সংহারের ভয়ে "বণী কায়ল"-কে সম্বোধন পূর্বক চিৎকার করতে শুরু করলেন। তখন মদীনার আনসারগণ তাঁর নিকট দ্রুত এসে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল কি হয়েছে? তখন তিনি নিম্নোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করলেন:[1218]

رب حلم اضاعه عدم الما + لِ وجهلٍ غطى عليه النعيمُ

ما ابالى انب بالحزنِ تيسٌ + ام لحانى بظهرِ غيبٍ لئيمُ

"কতিপয় শিষ্টাচারী সম্পদের অপ্রতুলতা হেতু অভীষ্ট লক্ষ্যে বিচ্যুত হয়। আর বুঁদ্ধিমান প্রমত্ত স্বাচ্ছন্দ্য অজ্ঞতাবশতঃ আড়াল করে ফেলে। হরিণের ন্যায় বিষন্ন হয়ে চিৎকার করা কিংবা নিন্দুকের তিরস্কারের প্রতি আমি ভ্রূক্ষেপ করি না।"

বন্ধুত্ব নির্বাচন প্রসঙ্গে

সুসময়ে মানুষের সহচর ও সঙ্গী-সাথীর সংখ্যা অগণিত হয়। নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারে ব্যতিব্যস্ত থাকে। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে কিংবা দুঃসময়ে যারা বন্ধুভাবাপন্ন হৃদয় নিয়ে এগিয়ে ছিল তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। এ প্রসঙ্গে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন:[1219]

اخلاءُ الرخاءهم كثير + ولكن فى البلاء هم قليلُ

فلا يغررك خلة من تؤاخى + فما لك عند نائبةٍ خليلُ

وكل اخٍ يقول انا وفىٌّ + ولكن ليس يفعلُ ما يقولُ

سوى خلٍ له حسبٌ ودين + فذاك لما يقول هو الفعول

"স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা তো অনেক, কিন্তু দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। বন্ধু নির্বাচনে তোমাকে যেন প্রতারণায় না ফেলে। কারণ বিপদের সময় সুহৃদ ব্যক্তি তোমার জুটবে না। সকল বন্ধুই বলে থাকে আমি বিশ্বস্ত, অঙ্গীকার রক্ষাকারী। কিন্তু যা বলে থাকে তা কার্যে পরিণত করে না। তবে সেই অভিজাত সম্পন্ন, আনুগত্যশীল অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে কর্মের সাথে বক্তব্যের মিল রাখে।"

সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে

"নিঃসঙ্গতা পরিহার করে জীবনে প্রতিটি মুহূর্তগুলোকে আনন্দমুখর করে তোলার জন্য সহানুভূতিশীল সহচরের প্রয়োজন। সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গ সর্বনাশ প্রবাদ বাক্যটি সব যুগেই বরণীয়। হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ[1220]

اعرض عن العوراءِ ان اسمعتها + واقعد كانك غافل لا تسمعُ

والزم مجالسةَ الكرام وفعلهم + واذا اتبعت فابصرن من تتبع

لا تتبعنْ غواية لصبا بةٍ + ان الغواية كل شرٍ تجمع

[1218] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১; ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত আল-আনছারী (বৈরূতঃ দার সাদির, ১৩৯৪ / ১৯৭৪), পৃ. ৪০।

[1219] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩ ; ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, ৫০৬।

[1220] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩; ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

"অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাক। বিরূপ পরিবেশে যদি বসতেই হয় তাহলে অন্যমনস্ক থাকবে যেন তুমি কিছুই শ্রবণ করছ না। সুশীল সমাজে অবস্থান কর। তাদের কার্যাদী পর্যবেক্ষণ কর। তুমি যদি কারো অনুসরণ করতে চাও তাহলে লক্ষ্য করে দেখ কার অনুসরণ করছ। বিভ্রান্তিতে আসক্তি হয়ে অনুসরণ করো না। কারণ ভ্রষ্টতা সব অনিষ্টের সমাবেশস্থল।"

লাঞ্ছনা থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে

পরের নিকট লাঞ্ছনা তলব করা থেকে বিরত থাকা উচিত। সওয়াল করার কারণে অলসতা বৃদ্ধি পায়, কর্মক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। সর্বোপরি জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। এ লজ্জাজনক কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1221]

ودع السوالَ عن الامورِ وبحثها + فلربٌ حافرٍ حفرةٍ هو يصرعُ

والقوم ان نزروا فزد فى نزرهم + لا تقعدنٌ خلا لهم تسمع

"বিভিন্ন বিষয়ের প্রার্থণা ও অনুসন্ধান করা থেকে ফিরে থাক। কারণ অনেক ক্ষুধার (তেজস্বী ব্যক্তি) গর্ত করতে গিয়ে নিজেই ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। লোক যদি কোন বিষয়ে প্রার্থনা করে তাহলে প্রার্থনার তুলনায় বেশীই প্রদান করবে। তবে নির্জনে তাদের সাথে বসবে না। (যদি বসতেই হয়) তবে শ্রবণের ভান করবে।"

আত্মমর্যাদাবোধ প্রসঙ্গে

মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য সম্পদ ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু মান-মর্যাদা বিকিয়ে সম্পদ সঞ্চয় করা নিছক বোকামী বৈ নয়। এ জাতীয় সম্পদ না থাকাই উত্তম। মর্য়াদা বিপন্ন হলে সম্পদ অথর্ব হয়ে পড়ে। অত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার প্রতি ইঙ্গিত করে কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1222]

اصونُ عرضى بمال لا ادنسه + لا بارك الله بعد العرضِ فى المال

احتالُ للمال ان اودى فاكسبه + ولستُ للعرضِ ان اودى بمحتالِ

"আমি সম্পদ খরচ করার মাধ্যমে আমার মর্যাদ রক্ষা করি; আমি এর দ্বারা কলুষিত করি না। মান-সম্মান বিপন্ন হলে ধন-সম্পদে আল্লাহ তা'আলার বরকত আসে না। সম্পদ বিনষ্ট হলে তা রক্ষায় সর্বাত্মক চেষ্টা করি, অবশেষে তা পেয়েও যাই। কিন্তু মর্যাদার হানী হলে তা রক্ষার কোন পন্থা আমি খুঁজে পাই না।"

নির্ভেজাল বন্ধু নির্বাচন প্রসঙ্গে

সৎ লোক সর্বদাই সম্মান পাবার যোগ্য। চোখের আড়াল হলেও মনের আড়াল হয় না। স্থান কালভেদে তাদের নীতিতে কোন পরিবর্তন হয় না। বরং স্বীয় ঐতিহ্য নিয়ে অনড় অবিচল থাকে। ক্ষণিকের জন্য বিচ্ছেদ হলেও এ সব লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থায়ী থাকে। কালের দূর্বিপাকেও সহযোগিতার হাত এগুতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1223]

كم من اخى ثقةٍ محضٍ مضاربه + فارقته غير مقلىٍ ولا قالى

كالبدر كان على ثغرٍ يسد به + فاصبح الثغرُ منه فرجه خالى

ثم تعزيتُ عنه غير مختشع + على الحوادث فى عرف واجمال

"অনেক বিশ্বস্ত অভিজাত শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। কোন ধরনের। লজ্জা, ঘৃণা ব্যতীতই তার থেকে পৃথক হয়েছি। এই বন্ধুত্ব এবং বিচ্ছেদ যেন উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় যখন পাহাড়ের পাদদেশে আলোকিত হয় আবার অস্ত যাওয়ার কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। অতঃপর সে বন্ধুকে আমি দূর্বিপাকের মুহূর্তে ভাল ও কল্যাণময় কর্মের জন্য নির্ভয়ে সান্ত্বনা দেই।"

[1221] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-৩১৪।

[1222] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩; ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

[1223] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-৩১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বদান্যতা প্রসঙ্গে

বদান্যতা আপেক্ষিক বিষয় হলেও স্বভাব সূলভ হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করে। বংশের প্রতিক্রিয়া এর অন্যতম কারণ। ধনাঢ্য হলেই যে নৈতিকতার এ গুণটি চরমভাবে বিকশিত হবে এ ধারণা অবান্তর। সুতরাং সম্পদের চেয়ে উন্নত মানসিকতার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। স্বল্প সম্পদের মালিক হয়েও বদান্যতার সুপ্ত আচরণ অনায়াসেই বেরিয়ে আসে। হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে এ শিক্ষা ফুটে উঠেছে। যেমন ঃ[1224]

وان اك ذامالٍ كثير اجدبه + وان يهتصر عودى على الجهد يحمد

فلا المال ينسينى حيائ وعفتى + ولا واقعاتُ الدهر يفللنَ مبردى

"চরম দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবের তাড়নায় আমার দিকে ঝুঁকে তখন স্বল্প সম্পদের মালিক হয়েও তার প্রয়োজনে ব্যয়ের মাধ্যমে বদান্যতা অর্জন করে প্রশংসিত হই। ধন-সম্পদ আমার লাজুকতা, নিষ্কলুষতাকে বিস্তৃত করতে পারে না। অনুরূপ দূর্বিপাক আমার রেতকে ভোঁতা করতে সক্ষম নয়।" উক্ত বিষয়টি চমৎকারভাবে নিম্নোক্ত হাসসান (রা.)-এর শ্লোকদ্বয়ে আরে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন ঃ[1225]

وبذلت ذارحلى وكنت به + سمحالهم فى العسر واليس

فاذا الحوادث ما تضعضعنى + ولا يضيق بحاجتى صدرى

"আমি অভাব অনটন ও স্বাচ্ছন্দ্যে সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে বদান্যতা অর্জন করি। দূর্বিপাক আমাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না। আর আমার প্রয়োজন মিটাতে হৃদয়-মন সংকুচিত হয় না।"

সাহসিকতা প্রসঙ্গে

কোন এক রোগে কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) আক্রান্ত হলে তাঁর হৃদয়ে ভীরুতা এসে পড়ে। এরপর থেকে তিনি আর যুদ্ধের দিকে তাকাতে পারতেন না এবং কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।[1226] তবে ইবন আব্বাস (রা.)-এর একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নিম্নোক্ত কবিতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সাহসিকতার প্রবল গুণের অধিকারী ছিলেন। যেমন:[1227]

الا ابلغ المستمعين بوقعةٍ + تخف لها شعط النساءِ القواعدُ

وظنهموا بى اننى لعشيرتى + على اى حال كان حام وذائدُ

فان لم احقق ظنهم بتيقن + فلا سقتِ الاوصال منى الرواعدُ

ويعلم اكفانى من الناس اننى + انا الفارس الحامى الذمارَ المناجد

"ওহে শ্রোতামণ্ডলী! সে ঘটনাটি শুনিয়ে দাও যা কৃষ্ণ-শুভ্র কেশ বিশিষ্ট বয়স্কা রমণীদের জন্য ভীতিপ্রদ। আমার ব্যাপারে তাদের প্রবল ধারণা; আমি সর্বাবস্থায় জ্ঞাতিপ্রীতি, পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক ছিলাম। আমি যদি তাদের ধারণাকে বাস্তবে রূপ না দেই, তাহলে আকাশের মেঘমালা আমার অস্থি গ্রন্থি (সম্পূর্ণ শরীর) সিক্ত করতে পারবে না। মানুষের জানা আছে যে; আমার সমতুল্য কেউ আছে কি? অবশ্যই আমি বীরপুরুষ, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি, অপ্রতিরোধ্য সাহসী।"

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর বীরত্বপূর্ণ আচরণের ইঙ্গিত নিম্নোক্ত কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন:[1228]

بذلنا له الاموال من جل ما لنا + وافسنا عند الوغى والتآ سيا

نجارب من عارى من الناس كلهم + جميعا وان كان الجيب المعافيا

و نعلم ان الله لا رب غيره + وان كتاب الله اصبح هاديا

[1224] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

[1225] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

[1226] শামসুদ্দীন আল-যাহাবী, সিয়র আ'লাম আল-নুবালা (বৈরূতঃ মু'আসসাসাহ আল-রিসালাহ, ১৪১১/১৯৯০), খ. ২, পৃ. ৫২১।

[1227] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[1228] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯ ; ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা তাঁর {মুহম্মাদ (সা.)}-এর মহিমার প্রতি লক্ষ্য করে ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আর নিজস্ব সম্পদ ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছি এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছি। সে সকল মানুষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছিল যদিও তাঁরা আমাদের খাঁটি বন্ধু ছিল। আমরা জানি যে, তাঁর তত্ত্বাবধায়ক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ নয়। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত কিতাব হিদায়াতের আলোকবর্তিকা।"

আতিথেয়তা প্রসঙ্গে

আতিথেয়তা আরব সমাজের স্বভাবজাত গুণ। ধনী-দরিদ্র সকলেই অতিথি পরায়ণতায় অত্যন্ত পারদর্শী। পরের জন্য নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করে যেন নিজেরা ধন্য হত। হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিম্নোক্ত ছন্দে উক্ত চরিত্র উজ্জ্বলভাবে ফুঠে উঠেছে। যেমন ঃ[1229]

نسود ذا المال القليل اذا بدت + مروئته فينا وان كان معدماً

وانا لنقرى الضيفَ ان جاء طارقا + من الشحم ما اضحى صحيحا مسلماً

"স্বল্প সম্পদের লোকজন যখন আমার নিকট স্বীয় মানবিকতা প্রকাশ করে তখন আমাদের সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও তাদেরকে প্রদান করে শুভ্র হস্ত কালো করে দেই। যখন দরজায় কশাঘাতকারী কোন আগন্তুক আগমন করে তখন চর্বিযুক্ত সুস্থ প্রাণী যবাহ করে অতিথি আপ্যায়ণ করি।"

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) নিজ গোত্রের অতিথি সম্পর্কে আরো বলেন ঃ[1230]

اولئك قومى فان تسالى + كرام اذا الضيف يوما الم [1231]

عظام القدور لا يسارهم + يكبون فيها المسن [1232] السنم

"তারা আমার গোত্রের লোক। অতিথি অগমনের দিবস সম্পর্কে আমার বদান্যতার ব্যাপারে যদি জানতে চাও (তাহলে জিজ্ঞেস কর, তারা বলবে) বড় বড় ডেকচিতে বিরাট জন্তু রান্না করে থাকে।"

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রসঙ্গে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মূলতঃ মনিবের প্রতি, অনুগ্রহদাতার প্রতি ন্যূনতম প্রতিদানের প্রতিফলন মাত্র। অনুগ্রহ প্রাপ্তির কারণে মুখ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি হৃদয়ে এর প্রতিক্রিয়া হওয়াই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা মানুষের একটি উন্নত গুণ। সামাজিক সম্প্রীতি, সংহতি ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা যেমন অপরিহার্য তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং অধিক নি'আমত লাভের জন্যও অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন: [1233]

ولقد شكرت نوالكم وبلاكم + ان كان عندك نافعا شكرى

لا تقطعى وصلى وتلتمسى + غير ولما تعلمى خبرى

"তোমাদের অনুগ্রহ ও কষ্ট করার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যদি তোমার পক্ষ থেকে উপকার পেয়ে থাকি তাহলে কৃতজ্ঞতা থাকবেই। আমার সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করবে না এবং আমায় (সহযোগিতার) ব্যাপারে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমি ব্যতীত অন্য কারও নিকট কিছু প্রার্থনা করবে না।"

উদারতা প্রসঙ্গে

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সমাজে বসবাস করে। উঁচু শ্রেণীর জনগণের দায়িত্ব এসে যায় নিম্নবিত্ত লোকদের সহযোগিতা করা। উদারতার হাত বাড়িয়ে সমাজ থেকে শ্রেণীবিভেদ উচ্ছেদ করা। উদারতা মানুষকে মহৎ করে তুলে। কঠিন হৃদয়কে উদারতার মাধ্যমে কোমল করে তোলা যায়। উদারতার মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্পর্কে আনাস (রা.) ইরশাদ করেন ঃ[1234]

[1229] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ; ড. ইহাসান আন-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।
[1230] 'আব্দুর রাহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫; ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
[1231] الم অর্থ এসে পড়া।
[1232] المسن এখানে 'বড়' অর্থে নেয়া হয়েছে।
[1233] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
[1234] মিশকাত আল-মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناسِ واجود الناسِ واشجع الناس

"রাসূলুল্লাহ (সা.) সমস্ত মানুষের তুলনায় সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সর্বাধিক উদারতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং সর্বাধিক সাহসী ছিলেন।"

উদারতা প্রসঙ্গে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1235]

جودى فان الجودَ مكرمةٌ + واجزى الحسامَ ببعض ما يفرى

"উদারতার মনোভাব প্রকাশ কর। কেননা উদারতা মহৎ গুণ। আর আমি তরবারীর কর্তনযোগ্য অংশ দ্বারা শাস্তি দিয়ে থাকি।"

সত্যবাদিতা প্রসঙ্গে

সত্যবাদিতা চরিত্রের ভূষণ। আখলাকে হাসানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রলোভন বা ভীতিপ্রদর্শণের সামনেও সত্যের উপর অটল থাকা প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ। সমাজ জীবনে যারা সত্যবাদী, তারা সকলের নিকট সমাদৃত। সকলেই শ্রদ্ধার মনোভব নিয়ে তার সাথে আচরণ করে এবং পরকালে অঢেল বিনিময় লাভ করবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে। আখলাকে হাসানার এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1236]

وقال الله قد ارسلت عبدا + يقول الحق ان نفع البلاءُ

شهدت به وقومى صدقوه + فقلتم ما نجيب وما نشاء

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি একজন বান্দা রাসূল (সা.)-কে প্রেরণ করেছি যিনি সঠিক কথা বলেন যদিও তাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃসময়েও অবস্থায় পরীক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আমার জাতি তাঁকে সত্যায়ন করে। অথচ তোমরা তাঁর আহবানে সাড়া না দেয়ার কথা বলছ।"

আমানাত প্রসঙ্গে

আমানাতদারী একটি উন্নত গুণ। সর্বক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করার জন্য ইসলামের শিক্ষা সার্বজনীন। আর খিয়ানত করা মুনাফিকীর লক্ষণ। আমানত রক্ষা করার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1237]

لانا نرى حق الجوار امانة + ويحفظه منا الكريم المعاهد

فمهما اقل مما اعدد لم يزل + على صدقة من كل قومى شاهد

"আমরা মনে করি প্রতিবেশীর হক আমানত স্বরূপ। আমাদের মাঝে মর্যাদাবান ব্যক্তিরাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করে। যখনই আমি সৎগুণাবলী গণনা করাও করার জন্য বলি, তখনই আমার গোত্র এসব গুণের সাক্ষ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।"

ধৈর্য্য প্রসঙ্গে

ধৈর্য্য এমন এক মহৎ গুণ যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। অবশ্য ধৈর্য্য একটি মানবিক গুণ, যার অনুশীলন ব্যতীত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য আশা করা যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণকর জীবন যাপনের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1238]

فاما تعرضوا عنا اعتمرنا + وكان الفتح وانكشف الغطاء

والافاصبروا الجلاد يوم + يعز الله فيه من يشاءُ

[1235] ড. ওয়ালীদ আয়াফাভ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

[1236] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩ ; 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, পৃ. ৫৯।

[1237] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

[1238] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

"যদি তোমরা আমাদের ব্যাপারে বিরত না থাক তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা বিচরণ করব, তাতে বিজয় আসবে এবং ষড়যন্ত্রের আবরণ মুক্ত হবে। নতুবা তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর সেদিন প্রতিহত করার জন্য, যেদিন আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করবেন।"

সাহায্য সহযোগিতা প্রসঙ্গে

এককভাবে যে কাজটি করা দুঃসাধ্য পরস্পরের সহযোগিতায় সে কাজটি সহজেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এতে করে সমাজে অশান্তি দূর হয়ে শান্তির সোপানে আরোহন করা যায়। এ সম্পর্কে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1239]

نصرنا بها خيرالبرية كلها + اماماً وقرنا الكتابَ المنزلا

نصرنا وآوينا وقوم ضربنا + له بالسيوف ميل من كان اميلا

আমরা সৃষ্টির সেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছি এবং তাঁর প্রতি প্রেরিত কিতাবের পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। আমরা (তাঁকে) সহযোগিতা করেছি, আশ্রয় দিয়েছি এবং আমাদের তরবারী তাঁর জন্য প্রস্তুত রাখি যে বেঁকে বসে।"

'আদল প্রসঙ্গে

আল-কুর'আন ও আল-হাদীসের আলোকে 'আদল অর্থ হচ্ছে সমতা রক্ষা করা। কথা ও কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার সুষ্ঠুভাবে আদায় করাই হচ্ছে 'আদল। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে 'আদল। 'আদলের মাধ্যমে মানুষ মানবিক মর্যাদাবোধ একং পারস্পরিক দায়িত্বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে ইঙ্গিত বহন করছে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকে ঃ[1240]

وقائلهم بالحق اول قائل + فحكمهم عدل وقولهم فصل

اذل حاربوا و سالموا لم يشبهوا + فحربهم خوف وسلمهم

"তাদের বক্তাদের প্রথম কথাই সত্যে ভরপুর; আর তাদের বিচারক 'আদল ও ইনসাফপূর্ণ এবং বক্তব্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর। যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের কার্যক্রম ভীতিপ্রদ। আর শান্তিকালীন সময়ে তাদের অবস্থা কোমল হয় এমন তুলনা কারো সাথে করা যায় না।"

সু-আচরণ প্রসঙ্গে

সুন্দর আচরণ বিশিষ্ট ব্যক্তির কদর সর্বক্ষেত্রেই। কারণ তাঁর দ্বারা অনিষ্টকর কাজ মোটেই সহজ নয়। চরিত্রবাণ লোকদ্বারা কারো ক্ষতি হয় না বরং কল্যাণকর কাজ সংঘটিত হয়। হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) চরিত্রবানদের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নোক্ত শ্লোকে ইংগিত দিয়েছেন:[1241]

لك الخير غضيَّ اللوْمَ عنى فانى + احب من الاخلاق ما كان اجملا

"আমার ব্যপারে তিরস্কার উপেক্ষা করাই তোমার জন্য কল্যাণকর। কারণ, যে সব আচরণ সুন্দর তাই আমি পছন্দ করি।"

দুনিয়ার জীবন প্রসঙ্গে

আনন্দময় যৌবনকালে পার্থিব জীবন যেন এক উজ্জ্বল স্থায়ী অনন্দময় ক্ষেত্র। আর বয়সের ভারে নূজ্য হলে দুনিয়ার জীবন বিস্বাদে পরিণত হয়। তখন যেন জীবনের রং তামাশা, আনন্দ স্ফূর্তি তিক্ত হয়ে তা মৃত্যু তুল্য হয়। হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোক তারই প্রমাণ বহন করে:[1242]

[1239] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮।
[1240] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২।
[1241] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।
[1242] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

ومستسك بصداع الرأس من سكر + ناديته وهو مغلوب ففدالي

لما صحا وتراخى العيش قلت له + ان الحياةُ وان الموتَ مثلانِ

"মাদক সেবনের কারণে মাথা ব্যাথা স্থায়ী হয়। আমি তাকে আহ্বান করলে সে পরাস্ত হয়ে আমার জন্য তাঁর পিতামাতাকে উৎসর্গ করে। আর যখন মাতাল অবস্থা কেটে যায় জীবনযাপনে ঢিলেপনা আসে তখন তাকে আমি বলেছি জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সমান।"

আল্লাহর প্রতি ভরসা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা রাখা প্রত্যক মুমিনের পবিত্র দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাওয়াক্কুল সম্পর্কে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন:[1243]

ما نخشى بحمد الله قوماً + وان كثروا واجمعتِ الزحوف

اذا ما البوا جمعا علينا + كفانا حدهم رب رؤوف

"যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা বেশী হলেও আল্লাহ তা'আলার মহিমায় আমরা কোন জাতিকে ভয় করি না। যুদ্ধের ময়দানে যখন আমাদের আহ্বান করে তখন তীক্ষ্ণভাবে তোদের প্রতিহত করার জন্য দয়াময় রবই যথেষ্ট।"

নীরবতার উপকার প্রসঙ্গে

পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ ও অনিষ্ট সৃষ্টি করার বড় হাতিয়ার হচ্ছে জিহ্বা। এ অঙ্গকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে অনিষ্টের সম্মুখীন হতে হয় না। বরং নিরাপদ থাকা যায়। সর্বোপরি নীরবতা অবলম্বন করলে ভাগ্যবান হওয়া যায়। এ সম্পর্কে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1244]

وان امرأ يمسى ويصبح سالما + من الناس الا ما جنى لسعيد

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মানুষের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে, শুধু নিজের কৃতকর্মে ফল ভোগ করে সে সৌভাগ্যবান।"

[1243] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫।

[1244] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫ ; ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

'আলী (রা.) ও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতার মৌলিকত্ব পর্যালোচনা

- ✓ প্রথম পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.)-এর নামে প্রক্ষিপ্ত কবিতা
- ✓ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট কবিতার পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলী (রা.)-এর নামে প্রক্ষিপ্ত কবিতা

কাব্যের লীলাভূমি হিসেবে প্রসিদ্ধ আরবদেশ। ছোট-বড় সকলেই কমবেশী কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। এ বিষয়ে তাদের স্বকীয়তা ও প্রতিভার ছাপ বিভিন্ন তারীখ, সীয়াত, হাদীস ও লুঘাতের কিতাবে বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবীদের মধ্যেও এ ধারার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে খুলাফায়ে রাশিদুন তথা আবূ বকর (রা.) 'উমার (রা.) ও 'উছমান (রা.) থেকে যতটুকু কবিতা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে পেয়েছি তা সংখ্যার গণনায় খুবই অপ্রতুল। তাঁদের খন্ড কবিতা বা কবিতার কিছু অংশ বা কয়েকটি শ্লোকের কারণে তাদেরকে "কবি" উপাধিতে ভূষিত করা যায় না।[1245] চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা.)-এর প্রকি কবিতার সম্পৃক্ততা হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.) 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) এবং কা'ব ইবন যুহায়র (রা.) সহ তদানিন্তনকালের অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবিদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।[1246] কারণ 'আলী (রা.) খলীফাত্রয়ের মধ্যে বেশী কবিতা আবৃত্তি ও রচনা করেছেন। এজন্যে বর্তমান 'আরবী সাহিত্যে তাঁর বিভিন্ন কবিতার উল্লেখ রয়েছে। প্রসঙ্গত তাঁর প্রতি কাব্য সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে এবং আরোপিত কবিতার ভাষা এ গুণগতমান প্রভৃতি বিষয়ে যাচাই করলে বিষয়টি ারো স্পষ্ট হয়। এ বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

একই কবিতার একাধিক রচয়িতা

এমন অনেক শ্লোক, খণ্ড কবিতার সম্পৃক্ততা আলী (রা.)-এর প্রতি করা হয় যা ভিন্ন সূত্রে অন্য কবি বা মনীষীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এমন "ফাওয়ায়িদুল আসফার" (فوائد الاسفار) গ্রন্থে لام (লাম) বর্ণের অক্ষর দিয়ে শেষ করা কবিতায় এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ[1247]

صن النفس واحملها على ما يزينها + تعش سالما والقول فيك جميل

"হৃদয় বিশুদ্ধ কর, সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ কর; আর তোমার বক্তব্যে সৌন্দর্যবৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ কর, তাহলে নিরাপদে বসবাস করতে পারবে।"

রাযী' ইবন সুলায়মান কর্তৃক রচিত فوائد الاسفار গ্রন্থের উক্ত কবিতার রচয়িতা ইমাম শাফি'য়ী (র.)-এর নাম উল্লেখ করেন।

এমনিভাবে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো সম্পর্কে 'আলী (রা.) কর্তৃক রচিত কবিতাকে জনৈক কবির কবিতা বলে মনীষীগণ মতামত দেন। যেমন ঃ[1248]

عجبا للزمان فى حالتيه + وبلاء وقعت منه اليه

رب يوم بكيت فيه فلما + صرت فى غيره بكيت عليه

"কালের উভয় অবস্থার জন্য বিস্মিত হতে হয়, বালা-মুছীবতের সম্পৃক্ততা তার দিকেই করা হয়। কোন সময় এর জন্য রোদন করা হয় আর যখন আমি অন্যকে দূর্যোগে পতিত অবস্থায় দেখি তখন আমি ক্রন্দন করি।"

দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (র.) স্বীয় (كتاب الاربعين) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়গুলো 'আলী (রা.)-এর দিকে আরোপিত করা হয় অথচ তার নয়।[1249] যেমন ঃ[1250]

[1245] ড. জাবির কুমায়হা, আদাব আল-খুলাফা আল-রাশিদীন (কায়রো : দায় আল-কুতুব আল মিসরী, তা.বি.), পৃ. ৩৯৩।

[1246] প্রাগুক্ত।

[1247] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

[1248] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

[1249] যাবী যাদাহ আলী ফাহমী, হুসন আল-সাহাবা ফী শারাহ আশ'আর আল-সাহাবা (ইস্তাম্বুল : ১৩২৪/১৯০৬), খ. ১. পৃ. ১১৮।

[1250] মুখতার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

قال المنجم والطبيب كلاهما + لا يحشر الاموات قلت اليكما

ان صح قولكما فلست بخاسر + وان صح قولى فالخسار عليكما

"জ্যোতিষী ও ডাক্তার উভয় যদি বলে যে, মরদেহকে একত্রিত করা হবে না। আমি তাদের বলব, যদি তোমাদের বক্তব্য সঠিক হয় তাহলে আমার দুঃখ নেই। আর যদি আমার বক্তব্য সঠিক হয় তাহলে তোমাদের প্রতি আক্ষেপ ছাড়া কিছু থাকবে না।"

ইমাম গাযালী বলেন- উক্ত পংক্তিদ্বয়ের বক্তব্য বিবেক সম্মত নয়। 'আব্বাসী যুগের নৈরাশ্যবাদের প্রসিদ্ধ কবি আবুল 'আলা আল মা'আররী রচিত "ديوان لزوم ما لم يلزم"-এর অন্যান্য বয়তের সাথে উক্ত বয়তটিও রয়েছে।[1251]

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তন

এমন কিছু কবিতার সম্বন্ধ 'আলী (রা.)-এর প্রতি করা হয় যা শব্দগত দিক থেকে দূর্বোধ্য শাব্দিক পরিবর্তন এবং অন্ত্যমিলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে "'আব্দুল 'আযীয সায়্যিদুল আহাল সম্পাদিত "দীওয়ান-ই 'আলী" গ্রন্থে ইবন হাজার আল-'আসকালানী কর্তৃক লিখিত "আল ইসাবা" এর সূত্রে দু'টি শ্লোক উল্লেখ করেন যা সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদদের সম্পর্কে 'আলী (রা.) এর আবৃত্তিকৃত। যেমন ঃ[1252]

جزى الله خيرا عصبة اسلمية + حسان الوجوه صُرّعوا حول هاشم

يزيد وعبد الله منهم ومنقذ + وعروة ابنا مالك فى الاركام

"আল্লাহ তা'আলা আসলামী গোত্রকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। যারা হাশিম বংশের সাথে সুদর্শনরূপী অবয়বে নিহত হয়েছে। তাদের মাঝে ইয়াযীদ, 'আব্দুল্লাহ আর মালিকের দু'ছেলে মুনকিয ও 'উরওয়ায় ছিল যার চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম ছিলেন।

অথচ মুরাওয়াজ আল-যাহাব গ্রন্থে সিফ্ফীনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে 'আলী (রা.) কর্তৃক শোকগাঁথা কবিতাগুলো শব্দগত ও কাব্যের গুণগত বর্ণনায় বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যেমন ঃ[1253]

جزى الله خيرا عصبة اسلمية + صباحَ الوجوه صرعوا حول هاشم

يزيد وعبد الله بشربن معبد + وسفيان وابنا هاشم ذى المكارم

"আল্লাহ তা'আলা আসলামী সম্প্রদায়কে উত্তম বিনিময় দান করুন। প্রভাতের সমীরণে হাশিমের নিকট ধরাশায়ী হয়েছে। ইয়াযীদ, 'আব্দুল্লাহ, বিশর ইবন মা'বাদ, সুফিয়ান এবং হাশিমের চরিত্রবান দু'ছেলে।

উপরোল্লেখিত ১ম কবিতায় ১ম লাইনের ২য় ছত্রে (حسان الوجوه) রয়েছে এবং ২য় কবিতায় একই ছত্রে صباحَ الوجوه রয়েছে। তদ্রূপ ২য় লাইনের উভয় ছত্রে বিরাট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

সুফীবাদের ষ্টাইলে রচিত কবিতা

আলী (রা.) এর প্রতি এমন কিছু কবিতা আরোপিত করা হয় যা সূফী ও দার্শনিক ষ্টাইলে রচিত কবিতা। সর্বস্তরের জন সাধারণের পক্ষে সে সমস্ত কবিতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। 'উলূম আল-কালাম' 'উলূম আল-তাসাউফ" নামে ইলমের সূচনার পর তা মানুষের নিকট বোধগম্য হতে শুরু করে। 'আলী (রা.)-এর যুগে علوم

[1251] যাবী যাদাহ আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

[1252] প্রাগুক্ত।

[1253] আল মাসউদী, মুরাওয়াজ আল-যাহাব (মিসর : তা. বি.) পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

علوم الكلام বা التصوف বলতে এ ধরণের শাস্ত্রের উদ্ভব হয়নি। এ জাতীয় কবিতায় উর্দূ, ফার্সী ও গ্রীক দর্শনের চিন্তা-চেতনা এবং প্রভাব 'আরবী ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে। যেমন ঃ[1254]

رأيتُ ربى بعين قلبى + فقلتُ لا شك انت انتا

انت الذى حُزْتَ كل اين + بحيث لا اين ثَمَ انتا

"আমার অন্তর্চক্ষু দ্বারা আমার প্রভুকে দেখেছি তাই আমি বলি- তুমি তুমিই, এতে সংশয়ের অবকাশ নেই। সর্বক্ষেত্রে তুমি উন্নতি দান করে থাক; এমতাবস্থায় তুমি যত্রতত্র স্থানে অবস্থান কর না।"

প্রশংসায় বাড়াবাড়ি

স্তুতিমূলক কবিতায় এমন কিছু কবিতা 'আলী (রা.)-এর প্রতি প্রক্ষিপ্ত করা হয় যা আত্মমর্যাদাবোধ, পূর্বপুরুষদের বংশীয় মর্যাদা এমনকি ফিতরাতের সাথেও সামঞ্জস্যহীন হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত একুশ লাইনে রচিত আল আয্দ[1255] বংশ সম্পর্কীয় স্তুতিমূলক কবিতা এর প্রমাণ বহন করে। যেমন ঃ[1256]

الازد سيفى على الاعداء كلهم + وسيف أحمد من دانت له العرب

قوم اذا فاجأوا بلوان ان شلبوا + لا يحجمون ولا يدرون ما الهرب

قوم لبوسهم فى كل معترك + بيض رقاق وداودية سلب

البيض تحت رؤس تحتها البلب + وفى الانامل سمر الخط[1257] والقضب

"সকল শত্রুর বিরুদ্ধে 'আযদ গোত্র আমার ও আহমদ (স.)-এর তরবারী বিশেষ। তাদের শৌর্যবীর্যের কথা আরবের সবাই জানে। তারা এমন জাতি কাউকে হঠাৎ আক্রমণ করলে নিশিহ্নে করে ফেলে। যদি পরাজিত হয় তাহলে পশ্চাদবরণ করে না। কারণ, পৃষ্ঠ প্রদর্শন কি বিষয় তারা জানে না। রণক্ষেত্রে তাদের পরিধেয় বস্ত্র হচ্ছে উজ্জ্বল তরবারী; আর শত্রুদের থেকে বীরবেশে সমরাস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া দাউদী (দাউদ আ.) অলংকার সাদৃশ্য। (শত্রুদের বর্ণনায় বলা হয়) তারা এমন যোদ্ধা যাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, তার নীচে রয়েছে চামড়ায় তৈরী পোষাক। আর তাদের হাতের অগ্রভাগে রয়েছে 'আল খাত্তের" ধূসর বর্ণের তৈরী ফলক ও তরবারী।"

নিম্নমানের কবিতা

এমন কিছু কবিতার সন্ধান মিলে যার সম্বন্ধ 'আলী (রা.) এর প্রতি করা হয়েছে। সেগুলো কবিতার মানগত দিক থেকে বিচার করলে সেগুলো নিম্নমানের পরিমাপে উপস্থিত হয়। যেমন অর্থগত বৈপরীত্য, অন্তঃমিলের অভাব, ভাবধারার বিরোধী, সর্বোপরি ব্যাকরণবিদদের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ। একষট্টি লাইনে রচিত প্রসিদ্ধ কবিতা "কাসীদায়ে যয়নবিয়্যাহ" উল্লেখিত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে দু'টি শ্লোক উল্লেখ করা হল ঃ[1258]

فاقنع ففى بعض القناعة راحة + واليأس مما فات فهو المطلب

واذا طمعت كسيت ثوب مذلة + فلقد كسى ثوب المذلة اشعب

[1254] ড. জাবির কুমায়হা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫।

[1255] ইয়ামান এর একটি গোত্রের নাম আয্দ।

[1256] ড. জাবির কুমায়হা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫।

[1257] "আল-খাত্ত ইয়ামানের একটি স্থানের নাম, তরবারী তৈরীর জন্য বিখ্যাত।

[1258] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি আল-হাই নীতি কর; আর কিছু কিছু অল্পেতুষ্ট নীতিতে আনন্দ রয়েছে। আর নিরাশ তো সে কারণে হয় যখন কাংখিত বস্তু হারিয়ে যায়। কোন জিনিসের কামনা করলে অপমানিত হওয়ার পোষাক পরানো হবে। অপদস্থ পোষাকের মাঝে পরিতৃপ্ত হওয়া যায়।"

উক্ত শ্লোকে কামনাকে পরিণাম অপদস্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা নিতান্তই অযৌক্তিক। আর অপদস্থ হলে প্রতিচ্ছণ্ড হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না বরং প্রতিশোধ। প্রতিহিংসার আগুন উত্তেজিত হয়।

ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী

এমন অনেক কবিতার সম্পৃক্ততা আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী (রা.)-এর প্রতি করা হয়, যা অলংকার শাস্ত্রের বিধি সমূহের বিপরীত, ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং মানুষের স্বভাবগত চাহিদারও পরিপন্থী। যেমন ঃ[1259]

واذا الصديق رأيته متملقا + فهو العدو وحقه يُتَجَنَّبُ

"যখন বন্ধু তার সংশ্রবে তোমাকে দেখবে তখন (তোমাকে) শত্রু ভাববে। তখন তার থেকে পৃথক হওয়া উচিৎ হবে।"

উক্ত শ্লোকটি সম্পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী বক্তব্য। কারণ, ইসলামী মূল্যবোধের আবেদন হচ্ছে শত্রুকেও মিত্র বানানোর কলা-কৌশল গ্রহণ করতে হবে। অথচ উক্ত শ্লোকে সম্পর্কছিন্ন করার ইংগিত বহন করে।

কাব্যিক অঙ্গনে 'আলী (রা.)

'আলী (রা.) কবি ছিলেন কি না অর্থাৎ তাঁর কবিত্ব নিয়ে দু' ধরনের মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঃ

প্রথম পক্ষ ঃ 'আলী (রা.) কবি ছিলেন না। এ অভিমতের প্রবক্তা হচ্ছেন ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানী।[1260]

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ 'আলী (রা.) কবিতা, অলংকার শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। পাশ্চাত্য ইসলামী সভ্যতায় তিনি কবিতা রচনা এবং ভাষণদানে সমাদৃত। এ অভিমতের প্রবক্তা হচ্ছেন অধ্যাপক আর, এ. নিকলসন। তিনি যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ[1261] "He excelled in poetry and in eloquence, his verses and saying are famous throught the Muhammad est.".

প্রথম পক্ষের যুক্তি নিম্নরূপ ঃ

ক. মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)সহ মুসলমানদেরকে মক্কার কাফিরগণ কটাক্ষ করে কবিতা রচনার বাণ নিক্ষেপ করলে প্রতিউত্তরদানের জন্য 'আলী (রা.) এগিয়ে আসেন। তখন মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে বললেন ঃ[1262] ليس عنده ذلك তখন হাসসান ছাবিত (রা.) এগিয়ে এসে কবিতার মাধ্যমে উত্তর দান করলেন।

খ. 'আলী (রা.)-এর নাম ইসলামের প্রথম যুগের কবিদের উপমা নেই।

গ. মিম আল-মাযনী থেকে ইয়াকূত আল-হামাভী একটি বর্ণনায় বলেন যে,[1263]

إنه لم يصح ان عليا تكلم من الشعر بشئ غير بيتين

"আলী (রা.) দু'টি বয়ত ব্যতীত আর কোন কবিতা রচনা করেননি। উক্ত মন্তব্যের সাথে বিশিষ্ট তাফসীরকার 'আল্লামা যমখশরী ঐকমত্য পোষণ করেন।[1264] তাদের অভিমতকে সুদৃঢ় করার জন্য নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো উল্লেখ করেনঃ[1265]

1259 প্রাগুক্ত।

1260 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ; দ্র. ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানী, আল-রাওয়া'ই' আল-হালকাহ্ আল-উলা, পৃ. ১৩।

1261 R.A. Nicxholson, A literary history of the arabs (Cambridge University Press, 1969), P. 191.

1262 ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

1263 ইয়াকুত আল-হামাভী, মু'জাম আল-উদাবা', (বৈরূতঃ দার আল-মা'রিফাহ্, তা.বি), খ. ৫, পৃ. ২৬৩।

1264 ড. উমার ফারূক আল-তাব্বা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

تلكم قريش تمنانى لتقتلنى + فلا وربك ما بروا ولا ظهروا

فان هلكت فرهن ذمتى لهمو + بذات و رقين لا تعو لها اثر

"তোমরা কুরায়শ বংশীয় লোক, আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছ। শপথ প্রভুর, তোমরা এ কাজে সফল হতে পারবে না। যদি আমি মৃত্যু মুখে পতিত হই, তাহলে আমার ভয় হয় একারণে যে, তোমাদের ভাগ্যে ক্ষমার ছোঁয়া নসীব হবে না।"

দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি ও উত্থাপিত দলীলের খণ্ডন ঃ অধ্যাপক আর. এ. নিকলসন, مناقب ال ابى طالب এর গ্রন্থকার পণ্ডিত আল-মাযিনদারানী الخلاة এর লেখক আল-'আমিলী মন্তব্য করেন যে, উত্থাপিত বক্তব্যগুলো সঠিক নয়। কারণ, 'আলী (রা.) থেকে এমন অনেক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় যা ইতিহাস, অভিধানসহ বিভিন্ন গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে রয়েছে।[1266] পণ্ডিতদের মতে নিম্নোক্ত কবিতাটিও প্রসিদ্ধ কবিতা হিসেবে বিবেচ্য। যেমন ঃ[1267]

انا الذى سمتنى امى حيدره + كليث غابات كريه المنظر

او فيهم بالصاع كيل السندره

"আমি সেই ব্যক্তি, যার মাতা তাকে "হায়দার" (সিংহ) নাম রেখেছে। আমি জংগলের বীভৎস দৃশ্যরূপী সিংহ। আমি শত্রুবাহিনীকে 'সানদারা' পরিমাপে পরিমাপ করি। অর্থাৎ তাদেরকে নিঃস্ব করে দেই।"

ইমাম ছা'লাব বলেন ঃ রযজ ছন্দে রচিত উক্ত কবিতাটি 'আলী (রা.)-এর নিজস্ব। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।[1268] আবুল 'আব্বাস আল্ মুবার্‌রদ তার "আল কামিল" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে– খারিজীদের দমনকালে 'আলী (রা.) যে সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করেছেন এগুলো তাঁর নিজস্ব এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।[1269]

ইবন 'আব্‌দ রব্বিহ তাঁর 'ইকদ আল ফরীদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে তদানিন্তন কালে 'আলী (রা.) এর বীরত্ব, সাহসিকতা, মেধা ও প্রজ্ঞা সর্বজনবিদিত ও সুখ্যাত ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর থেকে মাত্র দুটি বয়তের সন্ধান মিলে- এ বক্তব্যটি বলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।[1270]

এসব কারণে 'আলীর (রা.) "দীওয়ান-এর ব্যাপারে মনীষীগণ সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টির প্রতি আহবান করেছেন। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের কেউ কেউ দাওয়াত সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[1271] ঐতিহাসিক ইবন কুতায়বা 'দীওয়ান-ই 'আলী (রা.)-এর কাব্য সংকলন 'আলী (রা.)-এর প্রতি আরোপিত বলে মত পোষণ করেন।[1272]

নেতিবাচক মন্তব্য মনীষীদের সত্ত্বেও 'আলী (রা.) খুলাফায়ে রাশিদূনের মধ্যে কাব্য আবৃত্তিতে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম শা'বী বলেন ঃ[1273]

"كان ابو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان على اشعر الثلاثة"

[1265] যাবী যাদাহ্ আলী ফাহমী, হুসন আল-সাহাবা ফী শারাহ আশ'আর আল-সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৮।

[1266] ড. উমার ফারূক আল-তাব্বা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

[1267] ইউসুফ কানধালভী, হায়াত আল-সাহাবা (লাহোরঃ ইদারা-ই নাশরিয়্যাত-ই-ইসলামী, তা.বি.), খ.১, পৃ. ৫৪৪-৫৪৫।

[1268] যাবী যাদাহ্ আলী ফাহমী, হুসন আল-সাহাবা ফী শারাহ আশ'আর আল-সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৮।

[1269] প্রাগুক্ত।

[1270] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

[1271] কার্ল ব্রোকেলম্যান, তারীখ আল-আদব আল-আরাবী, অনুঃ ড. মাহমূদ ফাহমী হিজাযী (মিশরঃ আল-হায়াত আল-আসরিয়্যাহ আল' আম্মাহ লি-আল-কুতাব, ১৯৯৩, খৃ.), পৃ. ২৩৪।

[1272] প্রাগুক্ত ; শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদভী, খুলাফায়ে রাশেদীন (লাহোরঃ রাহাত মার্কেট, উর্দু বাজার, তা.বি.), পৃ. ৩২০।

[1273] আহমদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন জাবির আল-বালাযুরী, আনসাব আল-আশরাফ (বৈরূতঃ মুআস্‌সাসাহ্ আল-আলমী, ১৩৯৪/১৯৭৪), খ. ২, পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

"আবূ বকর (রা.), 'উমর (রা.) এবং 'আলী (রা.) কবিতা আবৃত্তি করতেন। উক্ত তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কবিতা আবৃত্তি করতেন 'আলী (রা.)।" কবিতাই ইসলাম বিদ্বেষীদের জন্য একটি মারাত্মক হাতিয়ার। আর 'আলী (রা.) হলেন জ্ঞান, মেধা ও শৌর্য-বীর্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কাব্যযুদ্ধে তিনি নীরব ভূমিকা পাল করবেন এ কথা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?[1274]

এ ছাড়াও "রাজায" ছন্দে রচিত কবিতাগুলো 'আলী (রা.)-এর রচিত। এ ব্যাপারে সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ নেই। যেমন মসজিদে নবভীর ভিত্তি স্থাপনের সময় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.), মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ (রা.)-এর যৌথ উদ্যোগে নির্মাণ সমাপ্ত করেন। জনৈক সাহাবী নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ[1275]

لئن قعدنا والنبى يعمل + لذاك منا العمل المضلل

"আমরা যদি বসে থাকি, আর নবী (সা.) কাজ করেন তাহলে ব্যাপারটি আমাদের জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ হবে।"

একথা শুনে সাহাবীগণ অতি উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তখন 'আলী (রা.) বললেন ঃ[1276]

لا يستوى من يعمر المساجد + يدأب فيه قائما وقاعدا

ومن يرى عن الغبار حائدًا

"সে সমান নয় যে মসজিদ আবাদ করে রুকু'-সিজদা আদায়ের মাধ্যমে রাত্রি কাটায়, আর যে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে শত্রুতা বশত: পিছু হটে যায়।"

খয়বর প্রান্তরে ইয়াহুদী 'মারহাব' এর আমন্ত্রণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় 'আলী (রা.) এর কবিতাগুলো তাঁর নিজস্ব কপি হিসাবে প্রমাণ বহন করছে।[1277] যেমন:[1278]

أَعَلَىَّ يقتحم الفوارسُ هكذا + عنى وعنه اخروا اصحابى

فاليوم تمنعنى الفرار حفيظتى + ومصمم فى الرأس ليس بنابى

"(আমার জীবিতাবস্থায়) আমার সামনে আমার ও তাদের থেকে তুমি অশ্বারোহী বাহিনীকে কি এভাবেই অপদস্থ কর? তারা আমার সাথী-সঙ্গীদেরকে পেছনে ফেলে রেখেছে। আমার সংরক্ষক সত্ত্বা আজ আমাকে পলায়ন করা থেকে বিরত রেখেছে এবং (আমার) এমন তরবারী, যার আঘাত মস্তকের ভেতর ঢুকে যায়, যে তরবারী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।"

'আলী (রা.)-এর কাব্য সংখ্যা

'আলী (রা.)-এর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে গবেষক ড. 'উমার ফাররূখ যথার্থই বলেছেন– বলেন যে, তিনি একজন সুবক্তা ও উন্নতমানের কবি। তাঁর কবিতার একটি দীওয়ান আমাদের নাগালে রয়েছে তাতে অনেকগুলো কবিতার মোট ১৪০০ শ্লোক রয়েছে।[1279] আরবী ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর কবিতার সন্ধান মিলে। তবে দীওয়ান-ই-'আলী" নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে।

বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত "দীওয়ানে 'আলী (রা.)" গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করলে আংশিক বা দীর্ঘ কবিতাগুলোকে দু'ভাবে ভাগ করা যায় ঃ

১. স্পষ্ট বাক্যরীতি ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন ঃ

[1274] যাবী যাদাহ্ আলী ফাহমী, হুসন আল-সাহাবা ফী শারাহ আশ'আর আল-সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৯।
[1275] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।
[1276] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-৩১৫।
[1277] ড. জাবির কুমায়হা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭।
[1278] যাবী যাদাহ্ আলী ফাহমী, হুসন আল-সাহাবা ফী শারাহ আশ'আর আল-সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০-১২১।
[1279] ড. উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩০৯।

Dhaka University Institutional Repository

قال على رضـ قال امير المؤمنين قال الامام على رضـ

২. আরোপিত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন ঃ

نسب إلى الامام على رضـ ' ونسب اليه عليه السلام ' ينسب إلى امير المؤمنين ' وينســب إلى على كرم الله وجهه .

ড. 'উমার ফারূক আল-তাব্বা' কর্তৃক "দীওয়ান আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব" ব্যাখ্যা গ্রন্থটি। উক্ত গ্রন্থে শ্লোকের অন্ত্যমিলের আলোকে 'আরবী বর্ণানুক্রমিক অনুসারে উভয় প্রকারের শ্লোকগুলোর পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

প্রথম প্রকার

أ-৬০	ج–২	ر - ১৪৪	ش - ৩	ظ - ২	ك - ৪	ن - ৪৭	ي - ২৬
ب-১৫১	ح–৯	ز–৪	ض - ৮	ع - ৪৩ ف - ২	ل - ১২৭	ه - ২১	
ت-২৯	د –৮৭	س - ৫	ط - ৩	ق - ১২	م - ১২১	و - ৪	

মোট ঃ ৯১৪

দ্বিতীয় প্রকার

ب - ১৫৮	ر - ৪৮	ع - ৫৫	ق - ৯	م - ৪২	ي - ২৪
ت - ২	س - ১৯	غ - ১	ك - ১৫	ن –	
د - ১৫	ص ৪ ض - ২	ف - ২৫	ل - ৬০	ه - ৪৮	

মোট ঃ ৫২৭

দীওয়ান-ই-'আলী ছাড়াও 'আলী (রা.)-এর কাব্য নির্ভরযোগ্য আরবী সাহিত্য ও সীরাতগ্রন্থে পাওয়া যায়। ইবন হিশাম পাঁচ স্থানে 'আলী (রা.)-এর কবিতা তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।[1280]

বিভিন্ন স্থানে খণ্ড কবিতায় মোট ৩৯ টি শ্লোক রয়েছে। ঐসব স্থানে শ্লোকগুলো লিখে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য সন্নিবেশিত করেন। কোথাও তিনি লিখেছেন ঃ[1281]

قالها رجل من المسلمين غير على بن ابى طالب فيما ذكر لى بعض اهل العلم بالشعر ' ولم أرأحد ا منهم يعرفها لعلى رضـ

অন্যস্থানে নিম্নোক্ত মন্তব্য পেশ করেন ঃ[1282]

بلغنا ان على بن ابى طالب ارتجز به فلا يدرى هو قائله أم غيره

আবার আন্য জায়গায় লিখেছেন ঃ[1283]

1280 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৯৩; খ. ৩, পৃ. ৭০০; ৮৪৯, ৮৭৯, ৯০৫।
1281 প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৯, ৮৭৯।
1282 প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩।
1283 প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৫।

Dhaka University Institutional Repository

واكثر اهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن ابى طالب

ইবন রাশীক তাঁর গ্রন্থে খুলাফায়ে রাশিদূন-এর বিভিন্ন কবিতার বর্ণনা দিয়েছেন। চতুর্থ খলীফ আলী (রা.) ইবন আবী তালিব-এর কবিতা ও স্থান পেয়েছে। দু'স্থানে মোট নয়টি শ্লোক এনেছেন[1284] উভয় স্থানের শ্লোকগুলো ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।[1285]

[1284] ইবন রাশীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৯।

[1285] ড. উমায় ফারূক আল-তাব্বা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট কবিতার পর্যালোচনা

কাব্যিক অঙ্গনে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)

ইসলামের আগমনের পরও যাদের কাব্য প্রতিভায় কোনরূপ ভাটা পড়েনি বরং উত্তরোত্তর ইসলামের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে কবিতার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছেন তাঁদের অন্যতম কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)। তিনি শক্তিশালী কবিতার মাধ্যমে হকের শত্রুদের মুখ বন্ধ করেছিলেন এবং হকপন্থীদের করেছিলেন আনন্দিত। আর তিনি হয়েছিলেনসমাদ্রত। তাঁর কবিতায় প্রাচীণ আরবী কবিতার নৈপূণ্যতা ও চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন ঃ উপমার আলংকারিক বৈচিত্র, চমৎকার প্রতীকের ব্যবহার, রূপকের অভিনবত্ব, শ্লোকের অন্ত্যমিলের অপরূপ সৌন্দর্য, ছন্দের অপরূপর ব্যবহার, পরোক্ষ ইংগিত এবং অতিরঞ্জন ও অতিকথন মুক্ত কাব্যমালা।[1286] আরো রয়েছে সমার্থবোধক শব্দ, সাবলিল গতি ও সুন্দর ব্যঞ্জনা। এতদসত্বেও আরবী সাহিত্যের সমালোচকগণ তাঁর কবিতার মূল্যায়নে স্বল্পসংখ্যক কাব্য[1287] তাঁর প্রতি আরোপিত বলে মত প্রকাশ করেন। প্রবীন সমালোচক আল-ইসমা'ঈ হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ[1288]

الشعر نكد بابه الشر ' فاذا دخل فى الخير فى ضعفَ هذا حسان (بن ثابت) فحل من فحول الجاهلية ' فلما جاء الاسلام سقط شعره–

"মন্দ কর্মে কবিতা সাবলীল হয়, আর কল্যাণ ও সৎকর্মে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই যে, কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) তিনি ছিলেন জাহিলী আরবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতার মান নেমে যায়।"

একদা আল-আসমা'ঈ বললেন ঃ[1289]

حسان احد فحول الشعراء فقال ابوحاتم : تأتى له شعار لينه ' فقال الاصمعى : تنسب له اشياء لا تصح–

"হাসসান একজন বড়মাপের কবি। একথা শুনে আবূ হাতিম বললেন ঃ তার অনেক নিম্নমানের কবিতা রয়েছে। যেমন ঃ আল-আসামাঈ বলেছেন ঃ তাঁর প্রতি আরোপিত অনেক কবিতা তাঁর নয়।" অনুরূপ মন্তব্য করেছেন মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী ঃ[1290]

وهو كثير الشعر جيده، وقد حمل عليه ما لم يحمل على احد، لما تعاضهت قريش واستبت، وضعوا عليه اشعارا كثيرا لا تنقىّ

1286 জনাব মাওলানা সা'ঈদ আনসারী, সিয়ার আল-সাহাবা, সিয়ারে আনসার (লাহোর : ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত বিফাক প্রেস, তা.বি), খ. ১, পৃ. ২৮৭-২৯০।

1287 মুহাম্মাদ শাফীক গিরবাল, আল-মাউসূ'আহ্ আল-'আরাবিয়্যাহ আল-মুয়াস সারাহ (কায়রো : দার আল-শা'আব ওয়া মু'আসসাসাহ্ ফ্রাঙ্কিল, তা.বি), পৃ. ৭১৭।

1288 ইবন কুতায়বাহ, আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা (বৈরূত : দার আল-হাদসি, ১৪১৭/১৯৯৬), খ. ১, পৃ. ৩০৫ ; ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত : দার আল-'ইলম লি আল-মালাঈন, ১৪০৫/১৯৮৪), খ. ১, পৃ. ৩২৬ ; আল-মারযুবানী রচিত গ্রন্থে শাব্দিক পরিবর্তনসহ নিম্নরূপ ঃ الا ترى ان حسان بن ثابت كان علا فى الجاهلية والاسلام فلما دخل شعره فى باب الخير لان شعره দ্র. আবূ আল-আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইমরান মারযুবানী, আল-মু'য়াশশাহ ফী মা'খাজ আল-'উলামা' 'আলা আল-শি'র (কায়রো : জাম'ইয়্যাহ নাশ আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, ১৩৪৩/১৯২৪।

1289 ড. 'আব্দুল মুন'ঈম আল-খাফাজী, আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যাহ ফী 'আসর সাদ আল ইসলাম (বৈরূত : মাকতাবাহ আল-মাদরাসা, দার আল-কুতুব আল-লুবনানী, ১৪১৪/১৯৮৪), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২১১।

1290 মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা (মিসর : আল-মুআসসাসাহ আল-সাউদিয়্যাহ, তা.বি), খ. ১, পৃ. ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

"তাঁর (হাসসানের) অনেক উন্নত কবিতা রয়েছে। তিনি কুরায়শদের বিরুদ্ধে প্রচুর কবিতা লিখেছেন, একবার পরবর্তীকালে বহু নিম্নমানের কবিতা তাঁর প্রতি অরোপিত হয়েছে। মূলতঃ তিনি সে সব কবিতার রচয়িতা নন।" ইবন সাল্লাম-এর বক্তব্যের আলোকে দীওয়ানে হাসসান-এর ব্যাখঅকার আল-'আদাওয়ী[1291] তাঁর গ্রন্থে হাসসানের প্রক্ষিপ্ত কবিতার তালিকা তৈরীতে বেশ গবেষণা চালিয়েছেন।[1292]

মনীষী ইবন নাদীমও তাঁ গ্রন্থে হাসসান-এর কিছু কবিতা বানোয়াট বলে মত পোষণ করেন।[1293]

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর কাব্য সংখ্যা

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) একজন সর্বজনবিদিত স্বভাব কবি ছিলেন। কাব্যিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তাঁর কাব্য ভান্ডারে কবিতার কমতি ছিল না। ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং বিভিন্ন দেশ জয়ের সময় তাঁর অনেক কবিতা অসংরক্ষিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে রাভীগণ কবিতা অনুসন্ধান করে দীওয়ানে সংকলন করেন।

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কাব্য পান্ডুলিপি তৈরীর পেছনে সর্বজন খ্যাত প্রবীন রাভী মুহাম্মাদ ইবন হাবীব[1294] (মৃ.২৪৫/৮৫৯) অগ্রণী ভুমিক পালন করেন। তাঁর ছাত্র হাসান ইবন হুসায়ন আল-সুকরী (মৃ.২৭৫/৮৮৮)[1295] তাঁর থেকে কবিতা বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নিজস্ব কবিতা ও প্রক্ষিপ্ত কবিতাগুলো নির্ণয় করেন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন 'উমার আল-খিলাল (মৃ.৩৬৮/৯৭৮)।[1296] তাঁর বর্ণনার পরম্পরাসূত্র নিম্নরূপঃ[1297]

মুহাম্মাদ ইবন হাবীব
↓
হাসান ইবন হুসায়ন আল-সুকরী
↓
ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আস-সাফফার — মুহাম্মাদ ইবন 'আববাস ইবনুল ফুরাত
↓ ↓
হুসায়ন ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মারযুবান আস-সায়রাফী — আল-আব্বাস ইবন আহমাদ ইবন ফুরাত
মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন 'উমার আল-খিলাল

মুহাম্মাদ ইবন হাবীব সংকলিত দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর পান্ডুলিপির শুরুতে মূল বর্ণনায় "শি'রু হাসসান ইবন ছাবিত আনিল আহ্‌রাম" নামে শিরোনাম দিয়েছেন।[1298] এছাড়া অন্য কোন সংকলকের দীওয়ানে

[1291] আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হুমায়্যা আল-'আদাওয়ী। কুরায়শ বংশীয় 'আদী ইবন কাব-এর বংশে হওয়ায় এ নামে পরিচিত। তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কুলজী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ইরাকে অবস্থান করেন। দ্র. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত (বেরুত ঃ দার আল-সাদির, ১৩৯৪/১৯৭৪ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৩৪ (পাদটীকাসহ), ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪। (পাদটীকা সহ)।

[1292] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

[1293] ইবন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (কায়রো: ১৩৪৮/১৯২৯), পৃ. ১৩৬।

[1294] তিনি কুলজিবিদ ও ভাষাবিদ ছিলেন। তাঁর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অনেক কবির কবিতা সংগ্রহ করেছেন। দ্র. ইবন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭।

[1295] তিনি মুহাম্মাদ ইবন হাবীবের ছাত্র। খ্যাতনামা নাহু ও ভাষাবিদ। তাঁর সংগ্রহে অনেক কবির কবিতা রয়েছে। দ্র. ইবন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

[1296] আবুল গানাঈম নামে পরিচিত। সম-সাময়িক বাসরার পন্ডিতদের অন্যতম। প্রসিদ্ধ নাহুবিদ ছিলেন। দ্র. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[1297] প্রাগুক্ত।

[1298] আলী ইবন আল-মুগীরা, বসরার বিখ্যাত ভাষাবিদ ও নাহুবিদ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। আল-আসমাঈ-এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। দ্র. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

এরুপ মূল সূত্রের উল্লেখ নেই।[1299] তবে আবু আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী তাঁর গ্রন্থে أخبار حسان بن ثابت ونسبه "শিরোনামের অধীনে ছোট ছোট উপশিরোনামে তাঁর কবিতার কিছু কিছু বর্ণনাসূত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমনঃ[1300]

১. الشعر فى خدمة العقيدة

২. تناشد الهجاء

৩. جبرئل يقول شعرا

৪. انشاد فى المساجد

৫. منافحة

৬. ايمانه بالرسل

৭. الفاختة نبئ

৮. الاستجارة من شعره

৯. حفله من المهاجرين

১০. مدح واعتذار

১১. افتخاره بلسنه

১২. جبنه

১৩. اتهامه بالبخل

ইবন মানযূর তাঁর লিসান আল-'আরব গ্রন্থে হাসসান (রা.)-এর প্রায় দেড়শত শ্লোক সনদসহ বর্ণনা করেছেন।[1301] মুহাম্মাদ ইবন হাবীব সংকলিত দীওয়ানে পুনরাবৃত্তি ব্যতীত মোট ২২৫টি কাসীদার সন্ধান মিলে।[1302] এতে বিষয়ভিত্তিক কোন শিরোনাম নেই। আর দীওয়ানের কাসীদাগুলোকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের অধীনে নেওয়াও দুষ্কর। কারণ একই কবিতা বিভিন্ন বিষয়ের ইংগিত বহন করে থাকে। তাছাড়া ঐতিহাসিক কোন বর্ণনাও নেই যার আলোকে জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবিতা নির্ণয় করা যায়। ড. ওয়ালীদ 'আরাফাতের স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তুর অধীনে এনে একটি পরিসংখ্যান তৈরী করেছেন ঃ[1303]

১. গৌরবাত্মক -	৩৪টি দীর্ঘ ও খন্ড কবিতা
২.যুদ্ধবিষয়ক -	৫০টি দীর্ঘ ও খন্ড কবিতা
৩. প্রশংসা গীতি -	২২টি দীর্ঘ ও খন্ড কবিতা
৪. ব্যঙ্গাত্মক -	৯২টি দীর্ঘ কবিতা
৫.শোকগাঁথা-	৮টি দীর্ঘ কবিতা
৬. মদ্যপান ও প্রেমমূলক -	৭টি দীর্ঘ কবিতা
৭.উপদেশ ও স্মৃতিচারণ -	৮টি দীর্ঘ কবিতা
৮. বিভিন্ন বিষয়ক -	৪টি দীর্ঘ কবিতা
মোট -	২২৫ টি

[1299] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[1300] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, (বৈরূতঃ দার আল-ছাকাফাহ, লাজনাহ মিন আল-উদাবা, তা.বি.), খ. ৪, প্র. ১৩৮-১৭৩।

[1301] সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাহ আল-মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ (লাহোরঃ দি ইউনিভার্সিটি অফ পাঞ্জাব, ১৩৯৩/১৯৭৩), খ. ৮, পৃ. ২০৮।

[1302] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[1303] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ইবন হিশাম রচিত আল-সীরাহ আল-নবভিয়্যাহ-এর খ.২-৫২টি, খ.৩-৩৯৬টি এবং খ.৪-২৪টি সর্বমোট ৭৪ স্থানে ৬৯৫ টি শ্লোক রয়েছে।[1304]

'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত "দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত" নামক কাব্যগ্রন্থটি অধিক প্রসিদ্ধ। উক্ত গ্রন্থটি শ্লোকের অন্ত্যমিলের আলোকে আরবী বর্ণানুক্রমিক অনুসারে সাজানো হয়েছে। ব্যাখ্যাগ্রন্থটিতে পর্যায়ক্রমিক বর্ণের শ্লোকের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ[1305]

أ	৩৪
ب	৬৯
ت	২
ج	৯
ح	১৭
د	৩২০
ر	৩২৩
س	৪
ط	২৯
ظ	৮
ع	১৩১
ف	৩৭
ق	৩৪
ك	১৯
ل	৩১০
م	৩১৬
ن	৮৩
و	৩
ى	২১
মোট	১৭৬৯

[1304] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৮-৬৮৯ ; খ. ৩, পৃ. ৬৯০-১০০২৮ এবং খ. ৪, পৃ. ১০২৯-১৩১১।

[1305] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪-৪৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর প্রতি আরোপিত কবিতার বিবরণ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী হতেই হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতা সমালোচকদের দৃষ্টিগোচর হয়। এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট যাচাই বাছাই করার কার্যক্রম শুরু হয়।[1306] হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর প্রতি আরোপিত কবিতার বিবরণ তাঁর মূল কবিতার তুলনায় যথেষ্ট কম। প্রসিদ্ধ সীরাত বিশেষজ্ঞ ইবন ইসহাক (মৃ.১৫২/৭৬৯) খলীফা মানসুর-এর আদেশে একটি সীরাতগ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের মাগাযী অংশে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর প্রতি আরোপিত বেশ কবিতা সংকলন করেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পর ইবন হিশাম যখন "আল-সীরাহ আল-নবাভিয়্যাহ" সংকলন করেন, তখন বানোয়াট কবিতাগুলো তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে তৎকালীন বসরার বিখ্যাত রাভী ও ভাষাবিদ আবূ যায়দ আল-আনসারীর শরণাপন্ন হন। তিনি ইবন ইসহাক বর্ণিত হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। উত্তরে তাঁর কিছু সঠিক বলে মত দিতেন, আর কিছু তাঁর নয় বলেও মত দিতেন।[1307]

ইবন ইসহাক কর্তৃক তাঁর সীরাতগ্রন্থে এসব বানোয়াট কবিতা সংকলন করার কারণ সম্পর্কে সমালেঅচকগণ লিখেছেন যে, ইবন ইসহাক কবিতা সমালোচনায় যথেষ্ট যোগ্যতা রাখতেন না। এ জন্য মদীনাবাসী হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) রচিত বলে কিছু কবিতা শুনিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ইবন ইসহাক সীরাত গ্রন্থে এগুলো সন্নিবেশিত করেন।[1308]

ইবন হিশাম তাঁর গ্রন্থে ৭৮টি শ্লোক রচনায় বানোয়াট অথবা হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর প্রতি প্রক্ষিপ্ত বলে মত পোষণ করেন।[1309] তিনি আরোপিত কবিতার ব্যাপারে বিভিন্ন ভাবে মন্তব্য করেছেন। যেমন কোথাও এভাবে করেছেন ঃ[1310] اكثر اهل العلم بالشعر ينكرها لحسان আবার কোথাও এভাবে[1311] مما قبل من الشعر فى يوم ذى قرد... আবার কয়েকটি শ্লোক সয়কলন করে পরিশেষে মন্তব্য করেছেন ঃ[1312]

تركنا من قصيدة حسان ثلاثة ابيات من آخرها لانه اقذع فيها

আবার কতক স্থানে আরোপিত শ্লোক উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে মূল কবির নামও উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ[1313]

تروى لابنه عبد الرحمن ، آخرها بيتا عن ابى زيد الانصارى[1314]

এভাবে স্পষ্ট করে যে সব কবির নাম উল্লেখ করেছেন এমন কবিদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

১. কা'ব ইবন মালিক ;
২. 'আব্দুল্লাহ ইবন হারিছ আল-সাহমী ;
৩. মা'কাল ইবন খুয়ায়লাদ আল-হুজালী ;
৪. রাবী'আহ ইবন উমায়্যাহ ;
৫. আবূ উসামাহ আল-জুশামী ;
৬. 'আব্দুর রহমান ইবন হাসসান ইবন ছাবিত ;
৭. 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ;
৮. সিরমাহ ইবন আবী আনাস আল-আনসারী ;

[1306] বাশার 'আওয়াদ মা'রূফ, আল-নাক্বিদূন আল-আউয়ালূন লি শি'র আল-সীরাহ মাজাল্লাহ আল-আকলাম, বাগদাদ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৮/১৯৫৮, পৃ. ১২৮-১৪১।

[1307] ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবি (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৯২, পৃ. ৭৯-৮০।

[1308] ড. মুস্তাফা হাসান আযহারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, অনুবাদক ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (রাজশাহী ঃ মুহাম্মাদী প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬ খৃ.) পৃ. ৬০-৬১।

[1309] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

[1310] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৪১-৭৪২।

[1311] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬২।

[1312] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬-৭০৭।

[1313] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৬।

[1314] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২০৫-১২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯. সা'দ ইবন হুযায়ল আল-আনসারী ;

১০. বাশীর ইবন সা'ঈদ ইবন আল-হুসায়ন।

ইবন হিশাম তাঁর পূর্বসূরী ইবন ইসহাককর্তৃক সংকলিত গ্রন্থে বর্ণিত অনেক কবিতা বানোয়াট হওয়ার কারণে তাঁর গ্রন্থে আনেননি। আরোপিত ও বানোয়াট শ্লোক সম্পর্কে আহমাদ ইবন হুমায়দ আল-'আদাওয়ী এভাবে মন্তব্য করছেন ঃ[1315]

احسبها مصنوعة আবার কতকস্থানে এভাবে ব্যক্ত করছেন ঃ[1316]

ليس هذه الابيات بمعروفة حسان

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতাগুলো মূলতঃ তাঁর সম-সাময়িক কবি কা'ব ইবন মালিক ও 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা-এর কবিতার সাথে সংমিশ্রণ ঘটে। কারণ, তাঁরা উভয়ে কবি হাসসানের সাথে কুরায়শদের নিন্দা জ্ঞাপনে সোচ্চার ছিলেন। এ ক্ষেত্রে গবেষকদের অনেকের ধঅরণা যে, উক্ত দু'জন কবির কবিতাও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নামে চালিয়ে দেয়া অবাস্তব নয়। এছাড়া 'আব্দুর রহমান ইবন হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কর্তৃক বানূ হারিছ ইবন কা'ব ও বানূ হাশ্মাসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠেঅরভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। এ জাতীয় কবিতাগুলোও পরবর্তীতে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।[1317]

খালীফাতুল মুসলিমীন হযরত 'উছমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহাকে আরো চাঙ্গা করে তোলার জন্য উমায়্যাগণ যে সব কবিতা রচনা করেছেন সেগুলেঅর মধ্যে বেশ কিছু কবিতা হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নামে প্রচার করে জনগণকে একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, শা'ইরুর রাসূল (সা.) তাদের অমূলক দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। [1318]

উমায়্যাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এভাবে রাজনৈতিক কবিতাগুলোকে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নামে চালাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ সব কারণে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর ইসলামী যুগের কবিতা দূর্বল। এ কারণে নয় যে, তিনি স্বভাব কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব কাব্যে দুর্বলতা এসেগেছে যেমনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন আল-আসমা'ঈ।[1319]

গবেষকদের বিভিন্ন মনতেব্যের অবকাশ থাকলেও একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার কারণে তাঁর কবিতার মান যৌবন বয়সের তুলনায় উন্নত নয়। কারণ, তিনি ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যে সব হিজা কবিতা রচনা করেছিলেন তা অত্যন্ত শক্তিশালী। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁ কবিতা শুনে উক্তি করেছিলেন ঃ[1320]

لهذا اشد عليهم من وقع النبل

"এ কবিতা তাদের জন্য তীরের আঘাতের চেয়েও মারাত্মক"।

তাঁর কুৎসামূলক কবিতা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক হওয়ার কারণে গবেষকগণ এ জাতীয় কবিতার ব্যাপারে যথার্থ মন্তব্য করেছেন ঃ[1321]

وكان شديد الهجاء حتى قيل لو مزج البحر شعره لمزجه

"ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় পারদর্শী তিনি। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলো সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত হলে তা বিবর্ণে পরিণত হবে।"

[1315] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
[1316] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
[1317] ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
[1318] প্রাগুক্ত।
[1319] প্রাগুক্ত।
[1320] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮।
[1321] জুরজী যায়দান, তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ (বৈরুত : দার আল-ফিকর, ১৪১৬/১৯৯৬), ১ম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ১১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্ষিপ্ত কাব্যের প্রকৃত কবি

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নামে যে সব প্রক্ষিপ্ত কাব্য বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে সে সব কাব্যের প্রকৃত রচয়িতা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বিষয়। তবুও 'আরবী সাহিত্য, সীরাত গ্রন্থ এবং প্রাচীন আরবী কাব্যগ্রন্থ থেকে যে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় তার আলোকে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার আশা করা যায়। নিম্নে প্রকৃত কবির নাম শ্লোকসহ আলোচনা করা হল ঃ

কা'ব ইবন মালিক আল-আনসারী (মৃ. ৫৪/৬৭৩)

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নামে কিছু কবিতা চালিয়ে দেয়া হয়েছিল সে কবিতার প্রকৃত রচয়িতার অন্যতম কবি ক'াব ইবন মালিক (রা.)। 'উসমান (রা.)-এর শোকে মূহ্যমান হয়ে নিম্নের কবিতাটি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) রচনা করেন ঃ[1322]

يا للرجا لدمع هاج بالسنن + إنى عجبت لمن يبكى على الدمن

انى رأيت امينَ الله مضطهداً + عثمان رهنالدى الاجداث والكفن

ইবন 'আবদ আল-বারর উক্ত শ্লোকগুলোর রচয়িতার সম্পৃক্ততা ইবন 'আব্দিল বার কা'ব ইবন মালিক (রা.)-এর প্রতি করেন।[1323]

বদরের যুদ্ধে জিব্রাইল (আ.)-এর নেতৃত্বে ফিরিস্তাদের একটি দল কর্তৃক মুসলমানদের সাহায্য সম্পর্কে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1324]

نصرنا فما تلق لنا من كتيبة + يدالدهر الاجبرئيل امامها

'আব্দুল কাদির আল-বাগদাদীর গ্রন্থে উক্ত শ্লোকটির রচয়িতা কা'ব ইবন মালিকের নাম ঘোষণা করেন।[1325]

'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (মৃ.৮/৬২৯)

আল্লাহ তা'আলার পরিচয়ের জন্য কোন সত্যবাদী না পাঠালেও তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি গবেষণা চালালেই তাঁর পরিচয় ফুটে উঠবে। এ সম্পর্কে কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1326]

لو لم تكن فيه آيات مبينة + كانت بداهته تنبيك بالخبر

"'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে উক্ত শ্লোকের রচয়িতা আখ্যা দেয়া হয়।[1327]

বিরে মা'উন-এর যুদ্ধে আল-খুযা'আহ গোত্রের আনসারী সদস্য নাফি' ইবন বুদায়ল (রা.) শাহাদাত বরণ করলে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) তাঁর শোকে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ[1328]

رحم الله نافع بن بديل + رحمة المشتهى ثوابَ الجهادِ

صابرا صادقا الحديث اذا ما + اكثر القومُ قال قولَ السدادِ

[1322] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪।
[1323] ইবন 'আব্দ আল-বার আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব (কায়রো : মাকতাবাহ আল-নাহদাহ, তা.বি), পৃ. ১১৭৮।
[1324] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২।
[1325] 'আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী, খিযানাহ আল-আদব (মিসর : মাকতাবাহ বুলাক, ১২৯৯/১৮৮৯), খ. ১, পৃ. ১৯৯।
[1326] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২।
[1327] মুহাম্মাদ ইবন 'ইমরান আল-মারযুবানী, মু'জাম আল-শু'আরা (কায়রো : মাকতাবাহ কুদসী, ১৩৫৪/১৯৮৫), পৃ. ৫০।
[1328] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল-সুহায়লী উক্ত শ্লোকের সম্পৃক্ততা 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহার প্রতি করেন।[1329]

আল-হুতায়্যাহ (রা.) (মৃ.৫৯/৬৭৮)

'আল-কামা ইবন 'আলাছার স্মরণে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1330]

وما كان بيني لو لقيتك سالما + وبينَ الغنى إلاليالٍ قلائل

"আল-আগানীর গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকের রচয়িতায় আল-হুতায়্যা (রা.)-এর নাম ব্যক্ত করেন।"[1331]

যুহায়র ইবন আবী সুলমা (মৃ.৬৮খৃ.)

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর অন্যান্য বিষয়ের মত নীতিবাক্য সম্পর্কীয় শ্লোক বিভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান। নিম্নের শ্লোকটি সে বিষয়ের প্রতি ইংগিত বহন করে ঃ[1332]

وان اشعربيتٍ انت قائله + بيت يقال اذا انشدته صدقاً

"ইবন 'আব্দ রাব্বিহ উক্ত শ্লোকের রচয়িতা হিসেবে কবি যুহায়র-এর নাম ঘোষণা করেন।"[1333]

আল-'আব্বাস ইবন মিরদাস (রা.) (মৃ.১৮/৬৩৯)

'আবাস ও জুবয়ান দুটো গোত্রের সাহসিকতা প্রসঙ্গে কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1334]

وفى عضادته اليمنى بنواسد + والاجربان بنو عبس وذبيان

"আল-সুহায়লী উক্ত শ্লোকের রচয়িতা আল-'আব্বাস ইবন মিরদাস-কে মনে করেন।[1335]

সাফিয়্যা (রা.) বিনত 'আব্দিল মুত্তলিব (মৃ.২০/৬৩৪)

উহুদের যুদ্ধে সাইয়্যিদুশ শুহাদা হামযাহ (রা.)-এর শোকে মূহ্যমান হয়ে শোকগাঁথা রচনা করেন। যেমন ঃ[1336]

دعاه اله الخلق ذو العرش دعوةً + إلى جنة يرضى بها وسرور

فذالك ما كنا نرجى ونرتجى + لحمزة يوم الحشر خير مصير

"ইবন হিশাম তাঁর গ্রন্থে ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তন সহ উক্ত মর্ছিয়া কবিতার রচয়িতা শহীদ হামযা (রা.)-এর বোন সাফিয়্যা (রা.)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করেন। তাঁর গ্রন্থে উল্লেখিত পংক্তিগুলো নিম্নরূপ ঃ[1337]

دعاه اله الحق ذو العرش دعوة + إلى جنة يحيابها وسرور

[1329] 'আব্দুর রহমান আল-সুহায়লী, আর-রাওদ আল-উনুফ ফী তাফসীর সীরাত ইবন হিশাম, (বৈরূত ঃ দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, তা. বি), খ. ২, পৃ. ১৭৬।

[1330] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬-৫০৭।

[1331] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩৭।

[1332] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।

[1333] ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফরীদ (মিসর : মুস্তাফা মুহাম্মাদ, ১৩৫৩/১৯৩৫), খ. ৫, পৃ. ৩২৬।

[1334] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭।

[1335] 'আব্দুর রহমান আল-সুহায়লী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৮।

[1336] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

[1337] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৫০।

Dhaka University Institutional Repository

বাশীর ইবন সা'দ (রা.) (মৃ.১৩/৬৩৪)

একদা কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বানূ হারিছ ইবন খাজরায-এর অন্যতম সদস্য সা'দ ইবন হুসায়ন সম্পর্কে বলেন ঃ[1338]

لعمرة بالبطحاء بين معرف + وبين نطاة مسكن ومحاضر

لعمرى لحى بين دارمزاحم + وبين الجثى لا يجشم السير حاضر

'আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী স্বীয় গ্রন্থে উক্ত শ্লোকগুলোর রচয়িতা বাশীর ইবন সা'ঈদ-এর নাম ব্যক্ত করেন।[1339]

সুওয়াইদ ইবন সামিত আল-আনসারী

কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) একদা নৈতিকতা প্রসংগে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ[1340]

البين اذا لان العشير فان تكن + به جنة فجنتى انا اقدم

قريب بعيد خيره قبل شره + اذا طلبوا منى الغرامة اغرم

"আল-বুহতারী শ্লোকগুলো সুওয়াইদ ইবন সামিত আল-আনসারী কর্তৃক রচিত বলে মত পোষণ করেন।[1341]

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) (মৃ. ৬৮/৬৮৭)

সাহাবী কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর বার্ধক্যে যখন তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন তখন তাঁর রসনা শক্তি ও স্বচ্ছ হৃদয় প্রসঙ্গে বলেন ঃ[1342]

ان يأخذ الله من عينى نورهما + ففى لسانى وقلبى منهما نور

قلب ذكى وعقل غير ذى رذل + وفى فمى صارم كالسيف مأثور

"ইবন কুতায়বাহ উক্ত শ্লোকগুলো 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) কর্তৃক রচিত বলে মত প্রকাশ করেন।[1343]

রাবী'আহ ইবন উমায়্যা আদ-দিইলী

একদা হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) প্রতিপক্ষকে অগ্নিবাণী শ্রবণের জন্য নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে আহ্বান জানাচ্ছেনঃ[1344]

الا ابلغ اباهدم رسولا + مخلغلة تخب بها المعلى

اكنت وليكم فى كل لره + وغيرى فى الرحاء هو الولى

ইবন হিশাম উক্ত শ্লোকগুলোর রচয়িতা রাবী'আহ-এর নাম উল্লেখ করেন।[1345]

[1338] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।
[1339] আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১২৫।
[1340] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯-৪৪০।
[1341] আল-বুহতারী, আল-হামাছা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।
[1342] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।
[1343] ইবন কুতায়বাহ, আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা (বৈরূত : দার আল-ছাকাফাহ, ১৩৮৪-১৯৬৪ খৃ.) খ. , পৃ. ৮৩০।
[1344] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩।
[1345] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুর রহমান ইবন হাসসান (মৃ.১০৪/৭২২)

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর সুযোগ্য পুত্র 'আব্দুর রহমান তিনিও কবি ছিলেন। 'আব্দুর রহমানের কিছু কিছু কবিতা পিতার নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ[1346]

من درة اغلى الملوك بها + مما تربب حائرالبحر

"উক্ত শ্লোকটির ব্যাপার আল-মারযুবানী স্বীয় গ্রন্থে 'আব্দুর রহমানকে রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করেন।"[1347]

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) কোন একসময় প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। যেমন ঃ[1348]

من يفعل الحسنات الله يشكرها + والشربالشر عند الله مثلان

জায়নুল আমালী গ্রন্থকার এর রচয়িতা হিসেবে 'আব্দুর রহমান ইবন হাসসানের নাম ঘোষণা করেন।[1349]

একই কবিতার বিভিন্ন রচয়িতা

প্রক্ষিপ্ত, বানোয়াট ও আরোপিত কবিতার ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে একটি নূতন বিষয় উদঘাটিত হল যে, একই কবিতার রচয়িতায় একাধিক কবির নাম পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে কয়েকটি শ্লোককে সামনে রেখে বিভিন্ন কবির নাম উল্লেখ করা হল। রাবী'আহ ইবন মিকদাম-এর সমাধির পার্শ্বে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ[1350]

نفرت قلوصى من حجارة حرة + بنيت على طلق اليدين وهوب

لا تنفرى يا ناق منه فانه + شراب خمر مسعر لحروب

আব আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী বলেন, উক্ত শ্লোকগুলোর রচয়িতা দিয়ার ইবনুল খাত্তাব আল-ফাহরী। মুহাম্মাদ ইবন সাল্লামের সূত্রে তিনি আরো বলেন, লোকজন মনে করেন এর রচয়িতা মিকরাজ ইবন হাফস ইবন আল-আখয়াক আল'আমিরী। তবে উত্তম বক্তব্য হচ্ছে যে, এটি 'আমর ইবন শাকীক ইবন সালমান-এর।[1351] আব আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী কবি দিরার ইবনুল খাত্তাব-এর সমর্থনে আবূ 'উবায়দা-এর একটি মতামত ও পেশকরেন। তা হচ্ছে ঃ[1352]

قال ابو عبيدة : ويقال ان الذى قال هذا الشعر ضرار بن الخطاب بن مرداس

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) নীতিবাক্যের মধ্য হতে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ[1353]

ان امرأ امسى واصبح سالما + من الناس الاما جنى لسعيد

وان امرأ نال الغنى ثم ينل + قريبا ولا ذاخلة لزهيد

وان امرأ عادى الرجال على الغنى + ولم يسأل الله الغنى لحسود

উক্ত শ্লোকত্রয়ের ব্যাপারে কয়েকটি রসাত্মক উপাখ্যান রয়েছে। একদা হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) গভীর রজনীতে স্বীয় দূর্গের উপর উঠে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, انا الحسام.....انا ابن الفريعة ، انا حسان بن ثابت

1346 'আব্দুর রহমান আল-যায়হূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।
1347 আল-মারযুবানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।
1348 ড. ওয়ালীদ 'আয়াফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬।
1349 ইবন শাজারী আল-কালী, যায়ল আল-আমালী (দিল্লী ঃ হায়দ্রাবাদ তা. বি), খ. ১, পৃ. ২৯০ ; 'আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী, খিযান আল-আদাব, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৪৫।
1350 ড. ওয়ালীদ, 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০।
1351 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৩২। ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০-৪১১।
1352 প্রাগুক্ত।
1353 ড. ওয়ালীদ 'আয়াফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভোরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমি একটি বায়াত নিয়ে শংকিত। সেটি তোমরা শুনে নাও।[1354] একথা বলে প্রথম শ্লোকটি শুনালেন।

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর মৃত্যুর পর একরাতে তাঁর পুত্র 'আব্দুর রহমান ইবন হাসসান প্রদীপ জ্বালিয়ে চিৎকার করে পিতার অনুরূপ শংকাযুক্ত শ্লোকের কথা শুনালেন আর শ্লোকটির ছত্র ছিল দ্বিতীয়টি।[1355]

'আব্দুর রহমান ইবন হাসসানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সা'ঈদ ইবন 'আব্দুর রহমান ইবন হাসসান অনুরূপ কাজ করে তৃতীয় ছত্রে বর্ণিত শ্লোকটি শুনালেন।[1356]

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) কর্তৃক হামযা (রা.)-এর শাহাদাতে মার্ছিয়া কাব্যগুলো নিম্নরূপ ঃ[1357]

بكت عيني وحق لها بكاها + وما يغني البكاء ولا العويل

على اسد الإله غداة قالوا + احمزة ذالك الرجل القتيل

عليك سلام ربك في جنان + مخالطها نعيم لايزول

উক্ত শ্লোকগুলোর **রচয়িতা** সম্পর্কে ইবন ইসহাক কবি 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহার নাম ব্যক্ত করেন।[1358] আর ইবন হিশাম কা'ব ইবন মালিক (রা.)-কে রচয়িতা বলে মত প্রকাশ করেন।[1359] তাবাকাত আল-শু'আরা গ্রন্থে পণ্ডিত আন-নুহ্হাস উক্ত শ্লোকগুলোর রচয়িতা সম্পর্কে কা'ব ইবন মালিকের নাম দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন।[1360]

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) আমীরুল মু'মিনীন 'উছমান (রা.)-এর শহীদ হওয়ার পর নিম্নোক্ত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন ঃ[1361]

فكف يديه ثم اغلق بابه + وأيقن ان الله ليس بغافل

فكيف رأيتَ الله القى عليهم ال + عداوة والبغضاء بعد التواصل

"আল-ইসফাহানী বলেন, 'উছমান (রা.)-এর শাহাদাতের ব্যাপারে 'আলী (রা.)-কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করার সময় কা'ব ইবন মালিক (রা.) উক্ত শ্লোকগুলো রচনা করেন।[1362] ইবন 'আব্দ আল-বার তাঁর গ্রন্থে উক্ত শ্লোকগুলোর রচিয়িতা। মাস'আব-এর সূত্রে হাসসান (রা.)-এর নাম ব্যক্ত করেন। আর 'আমর ইবন শায়বাহ উক্ত শ্লোকের রচয়িতা ওয়ালীদ ইবন মুগীরার নাম ঘোষণা করেন।[1363]

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর একটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ[1364]

فقالت اكل الناس اصبحت مانعا + لسانك كيما ان تغرو تخدعا

কিন্তু 'আল্লামা সুয়ূতী শারাহ শাওয়াহিদ আল-মুগনী গন্থে এর রচয়িতা কবি জামীল আল-'উজরা-এর নাম উল্লেখ করেন। তিনি উক্ত শ্লোকের সূচনা শ্লোকটি নিম্নরূপ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ[1365]

عرفت معيف الحي والمتربعا + كما خطت الكف الكتاب المرجعا

1354 'আব্দুর রহমান আল-বারাকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-১৯৫।

1355 মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৯ ; ইবন কুতায়বাহ, 'উয়ূন আল-আখবার (কায়রো : মাকতাবাহ্ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৩৪৬/১৯২৮), পৃ. ১২।

1356 আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়া আল-তাবয়ীন (মিসর : আল-মাকতাবাহ্ আল-তুজ্জারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৪৫/১৯২৬), খ. ২, পৃ. ২৬৪।

1357 ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪।

1358 ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৪৬।

1359 প্রাগুক্ত।

1360 ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪।

1361 প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১।

1362 আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ২৩৩।

1363 ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১।

1364 'আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী, খিযানাহ আল-আদাব, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৮।

1365 ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২।

Dhaka University Institutional Repository

আল-মুবাররাদ তাঁর গ্রন্থে আবূ 'উবায়দ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা নাফি' (রা.) নিম্নোক্ত আয়াত[1366] عتل بعد ذالك زنيم এর মধ্যে زنيم সম্পর্কে 'আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাসকে (রা.) জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে প্রয়োগ দেখিয়ে দেন ঃ[1367]

زنيم تداعاه الرجل زيادةً + كما زيد فى عرض الاديم الاكارع

'ইবন হিশাম তাঁর গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের রচয়িতা জাহিলী যুগের কবি আল-খাতীম আল-তামীমী-এর নাম উল্লেখ করেন।[1368] তবে 'আব্দুর রহমান আল-সুহায়লী তাঁর গ্রন্থে ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর কর্তৃক উদ্ধৃত বক্তব্যের আলোকে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-কে উক্ত শ্লোকের রচয়িতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[1369]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসায় হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ[1370]

وكفى بنا فضلا على من غيرنا + حب النبى محمد ايانا

'আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী স্বীয় গ্রন্থে উক্ত শ্লোকটির রচয়িতা কা'ব ইবন মালিক (রা.)-এর নামের সাথে সম্পৃক্ত করেন।[1371] 'আল্লামা সুয়ূতী তাঁর শারাহ শাওয়াহি আল-মুগনী" নামক গ্রন্থে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) অথবা কা'ব (রা.)-এর নাম ব্যক্ত করেন।[1372] অন্য একটি বর্ণনায় 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও বাশীর ইবন 'আব্দুর রহমানের সাথেও সম্পৃক্ততার উল্লেখ রয়েছে।[1373]

অনুরূপভাবে 'আলী (রা.)-এর প্রশংসামূলক যেসব কবিতা হাসসান (রা.) রচনা করেছেন সে কবিতাগুলো তাঁর প্রতি আরোপিত বরে গবেষকগণ মতপোষণ করেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করা হলো ঃ[1374]

جزى الله عنا والجزاء بكفه + ابا حسن عنا و من كابى حسن

سبقت قريشا بالذى انت اهله + فصدرك مشروح و قلبك ممتحن

حفظت رسول الله فينا عهده + اليك و من اولى به منك من ومن

الست اخاه فى الهدى و وصيه + و اعلم منهم بالكتاب وبالسنن

"আল্লাহ তা'আলা আমাদের পক্ষ থেকে আবুল হাসানকে পূর্ণ প্রতিদান দান করুন। যেমন যেমনটি আবুল হাসান যোগ্য হিসেবে বিবেচিত। কুরায়শদের মাঝে আপনার দক্ষতানুসারে আপনি অগ্রগণ্য হয়েছেন। আপনার হৃদয় জেতানের বিভিন্ন শাখায়) বিস্তর পরিপূর্ণ। আপনার বক্ষ পরীক্ষিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ পালন করে তাঁকে হিফাযত করেছেন। আপনার চেয়ে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন আর কে হতে পারে ? হিদায়াত ও ওসিয়্যাত পালনের ক্ষেত্রে আপনি কি তাঁর ভাই নন ? আপনি তাদের (সাহাবীদের) মাঝে আল-কিতাব ও আল-সুন্নান-এর জ্ঞানে সর্বাধিক জ্ঞানী।"

[1366] আল-কুর'আন, সূরা আল-কালাম ; ১৩।
[1367] আল-মুবাররাদ, আল-কামিল ফী আল-লুগাহ্ ওয়া আল-আদাব (মিসর ঃ আল-মাতবা'আহ আল-আযহারিয়্যাহ, তা. বি), খ. ৩, পৃ. ৫৬৭।
[1368] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬৫।
[1369] 'আব্দুর রহমান আল-সুহায়লী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৬-২২৭।
[1370] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫।
[1371] 'আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী, খিযানাহ্ আল-আদাব, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৪৫।
[1372] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫।
[1373] প্রাগুক্ত।
[1374] ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

দীওয়ান প্রকাশনার বিবরণ

হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর দীওয়ানটি মুদ্রণের পূর্বে হস্তলিখিত আকারে বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষণ করা হত। লন্ডন, বার্লিন, প্যারিস ও সেন্ট পিটার্সবুর্গে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর দীওয়ানটির প্রাচীন হস্তলিখিত কপি সংরক্ষিত আছে।[1375] মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার শুরুর পর হতেই এ গুরুত্বপূর্ণ দীওয়ান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুদ্রিত হয়েছে। যেমন ঃ

১. কোন সংকলক ও ব্যাখ্যাকারের নামবিহীন শ্লোকগুলোর অন্ত্যমিল ও যথাসাধ্য বিষয়বস্তুর ক্রমান্বয়ে হিজরী ১২৮১ সনে সর্বপ্রথম তিউনিসিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত মুদ্রণে কোন ব্যাখ্যা ব্যতীত যৎসামান্য টীকা-টিপ্পনী ছিল। এ গুরত্বপূর্ণ দীওয়ানটি বিভিন্ন সনে তিউনিসিয়ায় তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[1376]

২. হিজরী ১২৮১ সালে তিউনিসিয়ার অনুকরণে ভারতের বোম্বাইতে হামিদিয়া প্রকাশনালয় হতে ছাপা হয়। তবে কিছুটা মুদ্রণপ্রমাদ এবং হেরফের পরিলক্ষিত হয়।[1377]

৩. মৌলভী ফায়জ হাসান কর্তৃক শ্লোকের বিভিন্ন ছত্রে এবং ক্ষেত্র বিশেষে পার্শ্ব টীকাসহ হিজরী ১২৯৫ সনে লাহোরে ছাপা হয়।[1378]

৪. প্রায় চল্লিশ বছর পর তিউনিসিয়ার অনুকরণে মাহমূদ শুকরী মাক্কী-এর তত্ত্বাবধানে ১৩২১/১৯২১ সনে কায়রোর আল-ইমাম প্রকাশনা হতে দীওয়ান ছাপা হয়। উক্ত গ্রন্থে যৎসামান্য ব্যাখ্যাসহ সমার্থবোধক শব্দ পরিহার করা হয়। অল্পদিনের মধ্যে সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়।[1379]

৫. কাযী আব্দুল করীমের তত্ত্বাবধানে হিজরী ১৩২৮ সনে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া স্পষ্টাক্ষরে বোম্বাই-এ ছাপা হয়। এতে কোন পরম্পরা সূত্রের বর্ণনাকারীর নাম ছিল না।[1380]

৬. প্রাচ্যবিদ H. Hirschfeld কর্তৃক ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রফেসর গীব মেমোরিয়াল হতে ১৩টি সিরিজে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষক প্যারিস ও বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত কপির অনুকরণে প্রকাশ করেন। গবেষক দীওয়ান আকারে প্রকাশের পূর্বে হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যগুলো "৯ম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ অনুষ্ঠানে" (مؤتمر المستشرقين الدولى التاسع) উপস্থাপন করেন। উপস্থিত উচ্চশিক্ষিত পন্ডিতগণ কবিতাগুলো যাচাই-বাছাই করার জন্য হাদীস, সহিত্য, ভূগোল সহ বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থের শরনাপন্ন হন।[1381]

৭. মুহাম্মাদ আল-ইন্নানী কর্তৃক দীওয়ান গ্রন্থটি ব্যাখ্যাকারে ১৩৩১/১৯১৩ সালে মাতবা'আত আল-সা'আদা প্রকাশনা হতে প্রকাশিত হয়। তিনি আরবী বর্ণানুক্রমিক সহ অন্তঃমিলের আলোকে শ্লোকগুলো সংযোজন করেন। আল-মীরাহ আল-নুবুয়্যাতে বর্ণিত শ্লোকের চেয়ে আরও বেশী শ্লোক সন্নিবেশিত করেন। যার কারণে এতে বানোয়াট ও প্রক্ষিপ্ত কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে।[1382]

৮. ইউরোপীয় প্রকাশনার অনুকরনে শায়খ 'আব্দুর রহমান আল বারকূকী কথ্যকহুল ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাখ্যাগ্রন্থটিতে জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ করা হয়েছে। কোথাও জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবিদের কবিতার মাধ্যমে শব্দের প্রয়োগ, ব্যবহার বিধি উল্লেখ করেছেন। কতক স্থানে আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে ব্যবহৃত

[1375] জুরযী যায়দান, তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬২।
[1376] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০।
[1377] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০ ; উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩০।
[1378] ড. ইহসান আল-নাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩ ; ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত।
[1379] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭ ; 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।
[1380] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
[1381] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
[1382] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট শব্দের প্রয়োগ উল্লেখ করেছেন। উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ১৩৪৭/১৯২৯ সালে মাতবা'আত আল-সা'আদা[1383] প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়।[1384]

৯. খৃষ্টীয় ১৯৫৯ সালে বৈরুতের দার-সাদির প্রকাশনা থেকে একটি দীওয়ন প্রকাশিত হয়।[1385]

১০. তদানীন্তনকালে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় ১৩৪০/১৯২১ সালে ১৩টি নির্বাচিত কাসীদা বিশিষ্ট দীওয়ান ছাপা হয়। এসব কাসীদার বেশীরভাগ ইসলামে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয় সম্পর্কিত ছিল। অশ্লীল বক্তব্য ব্যতীত দুটি হিযামূলক কাসীদা এতে স্থান পেয়েছে।[1386]

১১. খৃ. ১৯৩১ সালে কলিকাতায় আরবী বর্ণের "আলিফ" (ا) হতে "হা" (ه) পর্যন্ত অন্তঃমিলের একটি দীওয়ানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট অক্ষরের অন্ত্যমিলের কাসীদা সম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ড ছাপার স্পষ্ট তথ্য নেই।[1387]

১২. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত কর্তৃক সম্যক ব্যাখ্যাকৃত ২ খণ্ডে "দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত" নামে বৈরূতের দার সাদির প্রকাশনা থেকে খৃ.১৯৭৪ সনে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৩. খালদূন আল-কিনানী কর্তৃক ১৩৬৩/১৯৪৩ সনে হাসসান ইবন ছাবিত" নামে একটি দীওয়ান দিমাস্কের মাকতাবাহ্ 'আরাফাহ্ হতে ছাপা হয়।[1388]

১৪. 'আব্দুল্লাহ আনীস আল-তাব্বা' কর্তৃক "শাইর হাসসান ইবন ছাবিত আল-আনসারী" নামে একটি কাব্যগ্রন্থ বৈরূতের আল-মা'আরিফ প্রকাশনা থেকে খৃ. ১৯৫৫ সালে ছাপা হয়।[1389]

১৫. 'আব্দুল মাজীদ আল-হিন্দী কর্তৃক "আমীদ আল-মাদরাসাত আল-শি'র আল-ইসলামী হাসসান ইবন ছাবিত" (عميد مدرسة الشعر الاسلامى حسان بن ثابت) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ খৃ. ১৯৫৮ সালে মুদ্রিত হয়।[1390]

[1383] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮ ; তবে ড. 'উমার ফারূখ-এর রচিত গ্রন্থে একই সনে مكتبة السعادة এর পরিবর্তে مكتبة الخانجى এ মুদ্রণের উল্লেখ রয়েছে। দ্র. ড. 'উমার ফারূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

[1384] ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

[1385] প্রাগুক্ত।

[1386] প্রাগুক্ত।

[1387] প্রাগুক্ত।

[1388] ড. 'উমার ফারূখ, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৩৩১।

[1389] ড. 'উমার ফারূখ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩১।

[1390] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"'আলী (রা.) ও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যে নৈতিক শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণায় যে বিষয়টি মূল আলোচনায় এসেছে, তা হল নৈতিকতা বিষয়ক নির্দেশনাগুলো কাব্য থেকে উদঘাটন করা। আমাদের গবেষণায় নৈতিকতার ঐ সকল বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পেয়েছে, যেগুলো অনুসরণ করলে সকল মানুষের উপকার সাধন হবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত কবিতা পেশ করতে পারি ঃ[1]

ترد رداء الصبر عند النوائب + تنل من جميل الصبر حسن العواقب

وكن صاحبا للحلم فى كل مشهد + فما الحلم الا خير خدن وصاحب

"দুঃসময়ে তুমি ধৈর্য্যের চাদর পরিধান কর। এর ফলে তোমার পরিণাম শুভ হবে। সর্বক্ষেত্রে সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের আচরণ করলে উত্তম বন্ধু পাওয়া যাবে।"

উক্ত কবিতায় ধৈর্য্য ধারণের ফলাফল অতি সুনিপুনভাবে বিধৃত হয়েছে। পরিবেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাযথ মূল্যায়ন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় উন্মুক্ত থাকার ইংগিত বহন করছে।

দৃষ্টির সঠিক পরিচালনা এবং যথার্থ ব্যবহারের ফলে অনেক অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। পক্ষান্তরে পাপ কাজে ধাবিত হওয়ার মূল উৎস হচ্ছে চোখকে অন্যায় পথে ব্যবহার করা। এ প্রসঙ্গে 'আলী (রা.)-এর মূল্যবান বক্তব্য নিম্নরূপ:[2]

اقول لعينى احبسى اللحظات + ولا تنظرى يا عين بالسرقات

فكم نظرة قادت إلى القلب شهوة + فاصبح منها القلب فى حسرات

"আমি আমার চোখকে বলছি দৃষ্টি সংযত রাখবে; হে চোখ! অসংযত পরিবেশের প্রতি তাকাবে না। এমন অনেক দৃষ্টি অন্তরে কামের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, যার ফলে অন্তর থেকে অহেতুক পরিতাপ ও অনুশোচনা নির্গত হয়।"

সুসময়ের বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গীদের সংখ্যা অনেক হয়ে থাকে। তারা নিজস্ব স্বার্থ পূরণে সচেষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে দুঃসময়ে তাদেরকে অনুপস্থিত দেখা যায় যারা সুসময়ে সাহচর্যে ছিল। এ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যটি হাসসান (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে পরিবেশিত হয় ঃ[3]

اخلاء الرخاء كثير + ولكن فى البلاء هم قليل

فلا يغرك خلة من تواخى + فما لك عند نائبة خليل

وكل اخ يقول انا وفى + ولكن ليس يفعل ما يقول

سوى خل له حسبت ودين + فذالك لما يقول هو الفعول

"স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা তো অনেক। কিন্তু দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। বন্ধু নির্বাচনে তোমাকে যেন প্রতারণায় না ফেলে। কারণ বিপদের সময় সুহৃদ ব্যক্তি তোমার জুটবে না। সকল বন্ধুই বলে থাকে; আমি বিশ্বস্ত, অঙ্গীকার রক্ষাকারী। কিন্তু যা বলে থাকে তা কার্যে পরিণত করে না। তবে সে-ই অভিজাত সম্পন্ন, আনুগত্যশীল অন্ত রঙ্গ বন্ধু, যে কর্মের সাথে বক্তব্যের মিল রাখে।"

"হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কাব্যে নৈতিকতা" শিরোনামে আরেকটি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে তা হচ্ছে লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত থাকার উপায়। মূলতঃ কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, পরিশ্রম বিমুখ হওয়া এবং সর্বক্ষেত্রে মন্থরগতি পরিলক্ষিত হওয়ার উপায় হচ্ছে যাঞ্চা করা। এ লজ্জাজনক কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি হাসসান (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোকে ইংগিত করেছেন:[4]

ودع السوال عن الامور وبحثها + فلرب حافر حفرة هو يصرع

والقوم ان نزروا فزد فى نزرهم + لا تقعدن خلالهم تسمع

"আলী (রা.) ও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতার মৌলিকত্ব পর্যালোচনা অধ্যায়ে উভয় সাহাবী থেকে প্রাপ্ত কবিতার প্রক্ষিপ্ত বানোয়াই এবং মৌলিকত্ব বা স্বকীয়তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। আমীর আল-মুমিনীন 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি তার প্রতি প্রক্ষিপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন ঃ[5]

---

[1] মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

[2] ড. 'উমার ফারূক আল-'তাব্বা', প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯।

[3] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩; ড. ওয়ালীদ 'আয়াকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬।

[4] 'আব্দুর রহমান আল বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-৩১৪।

[5] জাবির কুমায়হা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

و اذا الصديق رأيته متعلقا + فهو العدو و حقه يتجنب

"যখন বন্ধু তার সংশ্রবে তোমাকে দেখবে তখন তোমাকে শত্রু ভাববে। সে অবস্থায় তার থেকে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন অত্যাবশ্যকীয়।"

উক্ত শ্লোকটিতে সম্পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত বক্তব্য রয়েছে। কারণ, ইসলামী মূল্যবোধের আবেদন হচ্ছে শত্রুকে মিত্রে পরিণত করার শিক্ষা। অথচ এতে সম্পর্ক ছিন্ন করার উল্লেখ রয়েছে।

ইবন হিশাম তাঁর পূর্বসূরী ইবন ইসহাকের সংকলিত গ্রন্থে হাস্‌সান (রা.)-এর প্রতি আরোপিত অনেক কবিতা প্রত্যাখান করেছেন। গবেষক আহমাদ ইবন হুমায়দ আল-'আদাওয়ী-এর মন্তব্য খুবই স্পষ্ট। যেমন ঃ[1] احسبها مصنوعة উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ঃ[2]

يا للرجال لدمع هاج بالسنن + انى عجبت لمن يبكى على الدمن

انى رأيت امين الله مضطهدا + عثمان رهنا لدى الاجداث والكفن

উক্ত শ্লোকের রচয়িতা কা'ব ইবন মালিক (রা.)। কিন্তু হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর প্রতি উক্ত শ্লোকের রচয়িতা হিসেবে আরোপিত করা হয়।[3]

'আলী (রা.) ও হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতায় আল-কুরআনের প্রভাব। এ অধ্যায়ের অধীনে তাঁদের কবিতায় ব্যবহৃত আল-কুরআনের শব্দ, বাক্যাংশ ও ভাব এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নমুনাস্বরূপ 'আলী (রা.) নিম্নোক্ত শ্লোক পেশ করা হলো ঃ[4]

الله حى قديم قادر صمد + وليس يشركه فى ملكه احد

"আল্লাহ চিরজীব, অনাদি, স্বনির্ভর, শক্তিমান। তাঁর রাজত্বে সমকক্ষ কেউ নেই।"

উক্ত শ্লোকটির প্রথম ছত্রে صمد শব্দটি আল-কুরআনের সূরা আল-ইখলাস-এর দ্বিতীয় আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের অনুরূপ প্রভাব যুক্ত। আর দ্বিতীয় ছত্র وليس يشركه فى ملكه احد এর ভাবার্থটি উক্ত সূরার শেষ আয়াত ولم يكن له كفوا احد এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মক্কার ধনাঢ্য ঐশ্বর্যশীল কাফিরদের বিদ্রূপাত্মক কার্যকলাপের সময়োচিত জবাব দানে নাযিল হয় সূরা আল-হুমাযাহ। সূরা আল-হুমাযাতে ব্যবহৃত শব্দের অনুরূপ ব্যবহার হাসসান (রা.)-এর পংক্তিতে লক্ষ্য করা যায় ঃ[5]

همزتك فاختضعت لذل نفس + بقافية تاجج كالشواظ

"আমি তোমাকে খোঁচা দিয়েছি ফলে আমি ঘাড়ের পশ্চাদে লাঞ্ছিত হয়েছি ; প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে।"

তাদের কবিতায় আল-কুরআন-এর শাব্দিক প্রভাবগুলো বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনে বর্ণিত আহকাম-এর বর্ণনাগুলো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত পক্তি উল্লেখ করা হলো ঃ[6]

فصل على جدك المصطفى + وسلم عليه لطلابها

"হে হুমায়ন ! তোমার নানার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর এবং দরূদ সম্বলিত আয়াতের সন্ধানীদেরকেও আলাম প্রেরণ কর।"

উক্ত পংক্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সালাম প্রেরণের হুকুম করা হয়েছে। আল-কুরআনেও এ হুকুমটি নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ রয়েছে ঃ[7]

---

[1] ড. ওয়ালীদ আরাফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
[2] 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪।
[3] ইবন 'আব্দ আল-বারর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭৮।
[4] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।
[5] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১।
[6] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।
[7] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

ان الله و ملائكته يصلون على النبى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما

"আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের দু'আ কর এবং সালাম প্রেরণ কর।"

এ বিষয়ে হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতা থেকে উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। যেমন ঃ[1]

مستعصمين بحبل غير منجزم + مستحكم من حبال الله ممدود

فينا الرسول و فينا الحق نتبعه + حتى الممات ونصر غير مردود

"অবিচ্ছিন্ন দড়ির সাথে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে। প্রলম্বিত আল্লাহ তা'আলার রজ্জুসমূহ সংবিধান। আমাদের মাঝে রয়েছেন সত্য রাসূল। আমরা মৃত্যু অবধি তাঁর অনুসরণ করব, তিনি সীমাহীন সাহায্য করেছেন।"

আল-কুরআন নিম্নোক্ত আয়াত থেকে উল্লেখিত শ্লোকে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঃ[2]

و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

"আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

আলী (রা.) ও হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)-এর কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের স্ব স্ব কবিতায় আলোচিত মূল্যবান কথা, সত্যাশ্রয়ের বাণী, আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য উন্নত উপস্থাপন, হীনমন্যতা ও দোষত্রুটির চিকিৎসা, আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা ও ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতির আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ দ্বারা হাদীসে নবভীর বিভিন্ন বিষয়াবলী, উত্তরসূরীদের জন্য হিকমাতপূর্ণ বক্তব্যসহ যুগোপযোগী বিষয়গুলোও তাঁদের কবিতা থেকে উদঘাটন করে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে 'আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় পেশ করা হলো ঃ[3]

إغتنم ركعتين زلفى إلى الله + اذا كنت فارغا مستريحا

و اذا هممت بالقول فى البا + طل فاجعل مكانه التسبيحا

"অবসরে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য দু'রাকাত নফল নামায আদায় করাকে ভাগ্যবান মনে কর। নিরর্থক কথা না বলে তাসবীহ পাঠ কর।"

'আলী (রা.)-এর হিকমাতপূর্ণ নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ[4]

اصحب خيار الناس تنج مسلما + و من صحب الاشرار يوما سيجرح

و اياك يوما ان تمازح جاهلا + فتلقى الذى لاتشتهى حين يمزح

"ভাল লোকদের সংশ্রব গ্রহণ করলে অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাবে। দুষ্ট লোকদের সংশ্রব নিলে যে কোন দিন আহত হবেই। মূর্খের সাথে হাসি তামাশা পরিহার কর। কারণ, তোমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করলে হয়ত তোমার নিকট অপ্রিয় লাগবে।

উত্তম চরিত্রের কবিতাগুলো মৌলিকতা নির্ভর করে সততা ও সত্যবাদীতার ওপর। এ হিকমাতপূর্ণ বাণী হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.)-এর নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোতে শোভা পাচ্ছে ঃ[5]

و انما الشعر لب المرء يعرضه + على المجالس ان كيسا و ان حماقا

و ان اشعر بيت انت قائله + بيت يقال اذا انشدته

"কবিতা মানুষের সুপ্ত বিকাশের মাধ্যম। নির্বোধ কিংবা বুদ্ধিমান তা জনসম্মুখে উপস্থাপন করে থাকে। আপনি যে পংক্তি রচনা করেছেন তা উত্তম কবিতা। আপনাকে বলা হবে বস্তুনিষ্ঠ কবিতা রচনা করেছেন।"

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, অনৈতিকতার ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। শিল্প-সাহিত্যে নৈতিকতায় শিক্ষা বিস্তৃত থাকলে সব ধরনের অনৈতিকতা, সংস্কার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর। কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নৈতিকতা চর্চা করা দুর্লভ

---

[1] ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
[2] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ১০৩।
[3] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
[4] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।
[5] ফিয়াহ মিন আল-মুখতাসসীন, আল-আদাব ঃ নুসূসুহু ওয়া তারীখুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়। উক্তম পরিস্থিতিতে গবেষণা কর্মটি এ পরিবেশে আশার সঞ্চার করবে বলে বিশ্বাস করি। তবে এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কাজের প্রয়োজন সে তুলনায় এটিকে যথেষ্ট মনে করার অবকাশ নেই। গবেষণা কর্মটি রচনা করতে গিয়ে মনে হয়েছে যে, এ বিষয়ে বিভিন্ন শাখার উপর পৃথক-পৃথকভাবে আরো বিস্তারিতরূপে লেখালেখি, গ্রন্থ রচনা ও গবেষণা করার পর্যাপ্ত সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে। পরিশেষে আমরা আশা করব নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তর সুন্দর, সুখকর ও প্রাণবন্তকর হয়ে উঠুক।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী

১. আল-কুর'আন আল-কারীম।

২. আল-তিবরানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর (বৈরূত: দার ইহইয়া আল-তুরাছ আল'-আরাবী, ১৪০৫/১৯৮৪)।

৩. 'আব্দুল ক্বাদির ইবন 'উমার আল-বাগদাদী, খিযানাহ আল-আদাব ওয়া লুব্ব লিবাব লিসান আল-'আরাব (মিসর:৪ হুজরিয়্যাহ আল-মাতবা'আহ আল-আমীরিয়্যাহ, তা.বি)।

৪. 'আব্দুর রহমান আল-সুহায়লী, আল-রাওদ আল-উনুফ ফী তাফসীর সীরাত ইবন হিশাম (বৈরূত: দার ইহইয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি)।

৫. 'আব্দুর রহমান আল-বারকূকী, শারাহ দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত আল-আনসারী (লেবানন: দার আল-কুতুব আল-'আরাবী, ১৪১০/১৯৯০)।

৬. 'আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, শি'র আল-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ (রিয়াদ: দার আল-ইসলাহ লি আল-ছাক্বাফাত ওয়া আল-নাশর ওয়া আল-ইসলাম, ১৪০৫/১৯৮৫), ২য় সংস্করণ।

৭. 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, আল-'আবকারিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-লুবনানী, ১৯৭৪ খৃ.), ১ম সংস্করণ।

৮. আবূ আল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী (বৈরূত: মু'আসসাসাহ্ ইযয আল-দীন, তা.বি)।

৯. আবূ আল-হাসান আল-বসরী আল-মাওওয়ার্দী, তাসদীল আল-নযর ওয়া তা'জীল আল-যুফার, সম্পাদক: ড. ইয়াহয়া হিলাল সারহান (বৈরূত: ১৯৮৩ খৃ.)

১০. আবূ আল-হাসান 'আলী ইবন হাসান ইবন 'আসাকীর, তারীখে দিমাশক (দিমাশক: ১৩২৯ হি.)।

১১. আবূ আল 'আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ আল-মুবাররাদ, আল-কামিল ফী আল-লুগাহ ওয়া আল-আদাব (মিসর: আল-মাতবা'আহ আল-আযহারিয়্যাহ, তা.বি)।

১২. আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'ইমরান মারযুবানী, আল-মুয়াশশাহ ফী মা'খাজ আল-'উলামা' 'আলা আল-শি'র (ক্বায়রো: জামইয়্যাহ নাশার আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৩৪৩ হি.)।

১৩. আবূ 'আলী আল-হাসান ইবন রাশীক আল-ক্বায়রোয়ানী, আল-'উমদাহ ফী মাহাসিন আল-শি'র ওয়া আদাবিহ (বৈরূত: দার আল-মা'আরিফ, ১৪০৮/১৯৮৮)।

১৪. আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ আল-তিরমিযী, আল-জামি' আল-সাহীহ (দিল্লী: কুতুবখানায়ে রাশীদিয়্যাহ, তা.বি)।

১৫. আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবন জারীর আল-তাবারী, তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক (বৈরূত: দার আল-ক্বালাম, তা.বি)।

১৬. আবূ তাম্মাম, দীওয়ান আল-হামাসাহ (দেওবন্দ: মাকতাবাহ ই'যাযিয়্যাহ, তা.বি)।

১৭. আবূ যায়দ মুহাম্মাদ ইবন আবী আল-খাত্তাব আল-কুরাশী, জামহারাহ আশ'আর-আল-'আরাব (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১২/১৯৯২), ২য় সংস্করণ।

১৮. আবূ হিলাল আল-আসকারী, আল-ফুরূক আল-লুগাবিয়্যাহ (ক্বায়রো: ১২৩৫ হি.)।

১৯. আল-যিরিকলী, আল-আ'লাম (বৈরূত: দার আল-'ইলম লি আল-মালা'ঈন, ১৯৭৯ খৃ.)।

২০. আল-উস্তাদ 'আব্দুল কুদ্দুস আল-আনসারী, আছার আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ (সৌদী আরব : আল-মাকতাবাহ আল-সালাফিয়্যাহ, তা.বি)।

২১. আল-জাহিয, কিতাব আল-হায়ওয়ান (ক্বায়রো: আল-মাতবা'আহ আল-হুমায়দিয়্যাহ, ১৯৪৮ খৃ.)।

২২. আল-জাহিয, তাহযীব আল-বায়ান ওয়া আল-তাবয়ীন (বৈরূত: দার আল-ফিকার, তা.বি)।

২৩. আল-জাহিয, কিতাব আল-আখলাক (সৌদী 'আরব: দার আল-সাহাবাহ, ১৪১২/১৯৯২), ২য় সংস্করণ।

২৪. আল-বালাযূরী, আল-আনসাব আল-আশরাফ (মিসর: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৯ খৃ.)।

২৫. আল-মাস'উদী, মুরাওয়াজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জাওহার (মিসর: ১৯৫৮ খৃ.)।

২৬. 'আল্লামা বায়যাভী, আনওয়ার আল-তানযীল (ইন্ডিয়া: দেওবন্দ, তা.বি)।

২৭. 'আল্লামা যাহাবী, সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা' (বৈরূত: মু'আসসাসাহ আল-রিসালাহ, তা.বি), খ.২।

২৮. আল-সিবা'ঈ, তারীখ আল-'আরাবী (ক্বায়রো : মাকতাবাহ আল-ইনজলো আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৮ খৃ.), ২য় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. আহমাদ আমীন, কিতাব আল-আখলাক (কায়রো: মাকতাবাহ আল-নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৮ খৃ.), ১০ম সংস্করণ।
৩০. আহমাদ আমীন, ফাজর আল-ইসলাম (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-'আরাবী, ১৯৯৯ খৃ.)।
৩১. আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী (বৈরূত: দার আল-ছাকাফাহ, ১৯৮৫ খৃ.)।
৩২. ইউসুফ কান্ধালভী, হায়াত আল-সাহাবাহ (লাহোর: ইদারা-ই নাশরিয়্যাত-ই-ইসলামী, তা.বি)।
৩৩. ইবন আল-আছীর, উসদ আল-গাবাহ ফী মা'রিফাহ আল-সাহাবাহ (বৈরূত: দার ইহইয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী, তা. বি)।
৩৪. ইবন আল-আছীর, আল-কামিল ফী আল-তারীখ (বৈরূত: ১৪০৭/১৯৮৭ খৃ.)।
৩৫. ইবন আবী আল-হাদীদ, শারাহ নাহাজ আল-বালাগাহ (লাহোর: গোলাম আলী এন্ড সন্স, তা.বি)।
৩৬. ইবন আবী আল-হাদীদ, নাহাজ আল-বালাগাহ (ইরান: দার ইহইয়া আল কুত্তাব আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৫ খৃ. ২য় সংস্করণ)।
৩৭. ইবন 'আব্দ আল-বারর, আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাব (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খৃ.), ১ম সংস্করণ।
৩৮. ইবন 'আব্দ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ (মিসর: মোস্তফা মুহাম্মাদ, ১৩৫৩/১৯৫৩)।
৩৯. ইবন কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ (বৈরূত: মাকতাবাহ আল-মা'আরিফ, তা.বি), খ.৭।
৪০. ইবন কুতায়বাহ, আল-মা'আরিফ (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৩/১৯৩৪)।
৪১. ইবন কুতায়বাহ, আল-শি'র ওয়া আল-শু'আরা (বৈরূত: দার ইহয়া আল-'উলূম, ১৪১৪/১৯৯৪), ৫ম সংস্করণ।
৪২. ইবন কুতায়বাহ, 'উয়ূন আল-আখবার (কায়রো: মাকতাবাহ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৩৪৬/১৯২৮)।
৪৩. ইবন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (কায়রো: ১৩৪৮ হি.)।
৪৪. ইবন মানযূর, লিসান আল-'আরাব (মিসর: বূলাক, ১৩০০ হি.)।
৪৫. ইবন মিসকাওয়াহ, কিতাব তাহযীব আল-আখলাক (কায়রো: ১৩২২ হি.)।
৪৬. ইবন মিসকাওয়াহ, তাহযীব আল-আখলাক ফী আল-তারবিয়্যাহ (বৈরূত: ১৪১০/১৯৮১)।
৪৭. ইবন শাজারী আল-কালী, জায়ল আল-আমালী (দিল্লী: হায়দ্রাবাদ, তা. বি)।
৪৮. ইবন সা'দ, আল-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরূত: দার আল-সাদির, ১৩৭৬/১৯৫৭), খ.৩।
৪৯. ইবন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফী তাম'ঈয আল-সাহাবাহ (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৫/১৯৯৫), ১ম সংস্করণ।
৫০. ইবন হিশাম, আল-সীরাহ আল-নবভিয়্যাহ (রিয়াদ: দার আল-মুগনী, ১৪২০/১৯৯৯), ১ম সংস্করণ।
৫১. ইমাম আবূ আল-হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আল-সাহীহ আল-মুসলিম (ঢাকা: রাশীদিয়্যাহ লাইব্রেরী, তা. বি)।
৫২. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ (মিসর: আল-মাতবা'আহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৩০২ হি.), ১ম সংস্করণ।
৫৩. ইমাম আহমাদ ইবন হানবাল, আল-মুসনাদ, সম্পাদনায়: আহমাদ শাকির (মিসর: দার আল-মা'আরিফ, তা. বি)।
৫৪. ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, তারীখ আল-খুলাফা' (বৈরূত: দার আল-জায়ল, ১৪১৭/১৯৯৭)।
৫৫. ইমাম জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, আল-মুযহির ফী 'উলূম আল-লুগাহ (মিসর: দার ইহইয়া আল-কুতুব, তা. বি)।
৫৬. ইমাম নবভী, তাহযীব আল-তাহযীব (দিমাশক: তা.বি)।
৫৭. ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী, মাফাতীহ আল-গায়ব (কায়রো: ১২৭৮ হি.)।
৫৮. ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী, আল-তাফসীর আল-কাবীর (তেহরান: তা. বি)।
৫৯. ওফা 'আলী আল-সুলায়ম, মিন রাওয়াই' আল-আদাব আল-'আরাবী (কুয়েত: ওকালাহ আল-মাতবূ'আত, ১৯৮২ খৃ.)।
৬০. কার্ল ব্রোক্যালম্যান, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, অনুবাদক: ড. মাহমূদ ফাহমী হিজাযী (মিসর: আল-হায়াত আল-মিসরিয়্যাহ আল-'আম্মাহ লি আল-কুত্তাব, ১৯৩৯ খৃ.)।
৬১. দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত আল-আনসারী (বৈরূত: দার আল-নাফাইস, ১৪১৮/১৯৯৭)।
৬২. মাহমূদ শুকরী আলূসী আল-বাগদাদী, বুলূগ আল-মারাম ফী আহওয়াল আল-'আরাব (কায়রো:তা.বি), খ.১।
৬৩. মাহমূদ আলূসী আল-বাগদাদী, রূহ আল-মা'আনী (বৈরূত: দার ইহয়া আল-তুরাছ-আল-'আরাবী, তা.বি)।
৬৪. মুখতার আলী ইবন মুহাম্মাদ 'আলী, আল-তাওযীহাত (দেওবন্দ: কুতুবখানায়ে ইমদাদিয়্যাহ, তা. বি.)।
৬৫. মুখতার আলী ইবন মুহাম্মাদ 'আলী, আল-দীওয়ান: বা'উনসাহ আল-বায়ান (ইন্ডিয়া: কুতুবখানা ইমদাদিয়্যাহ, তা.বি)।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. মুতাসাফাদী ও ঈলিয়া জাবী, আল-মু'আসসাসাহ আল-শি'র আল-জাহিলী (বৈরূত: শারিকাহ খয়্যাত, ১৯৮৪ খৃ.) খ.২।

৬৭. মুস্তফা সাদিক আল-রাফি'ঈ, তারিখ আদাব আল-'আরাব (বৈরূত: দার আল-কুত্তাব আল-'আরাবী, ১৩৯৪/১৯৭৪), খ.৩।

৬৮. মুস্তফা লুতফী আল-মানফালূতী, কিতাব আল-আখলাক, আল-মুন্তাখাব আল-'আরাবী লি আল-'আলিম (ঢাকা: মুহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৮ খৃ.)।

৬৯. মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ দাররাজ, দুস্তুর আল-আখলাক ফী আল-কুর'আন, তা.বি।

৭০. মুহাম্মাদ 'আলী আল-সাবূনী, মুখতাছার তাফসীর ইবন কাছীর (বৈরূত: দার আল-কুর'আন আল-কারীম, ১৯৮১ খৃ.)।

৭১. মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকার আল-আনসারী আল-বিররী, আল-জাওহারাহ ফী নাসব আল-নাবিয়্যি (সা.) ওয়া আসহাব আল-'আশারাহ (রিয়াদ: দার আল-রাফি'ঈ, ১৯৮৩ খৃ.), খ.১।

৭২. মুহাম্মাদ ইবন ইমরান আল-মারযূবানী, মু'জাম আল-শু'আরা (কায়রো: মাকতাবাহ আল-কুদসী, ১৩৫৪ হি.)।

৭৩. মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আল-জুমু'আহ, হাসসান ইবন ছাবিত (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তা.বি.)।

৭৪. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আল-জামি' আল-সাহীহ (ঢাকা: রশীদিয়্যাহ লাইব্রেরী, তা.বি.)।

৭৫. মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা (কায়রো: আল-মু'আসসাসাহ আল-সাউদিয়্যাহ, তা.বি.)।

৭৬. মুহাম্মাদ ফরীদ ওয়াজিদী, দা'ইরাহ আল-মা'আরিফ (বৈরূত: দার আল-মা'রিফাহ, তা.বি.)।

৭৭. মুহাম্মাদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী', আল-মু'জাম আল-মুফাহরাছ লি আলফায আল-কুর'আন আল-কারীম (লেবাননঃ ১৪১৮/১৯৯৭), ৪র্থ সংস্করণ।

৭৮. মুহাম্মাদ রিদা, আল-ইমাম 'আলী ইবন আবী তালিব (লেবাননঃ দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৩৯ খৃ.)।

৭৯. মুহাম্মাদ মুরতাদা আল-হুসায়নী, তাজ আল-'আরূস ফী জাওয়াহির আল-কামূস।

৮০. মুহিব্ব আল-তাবারী, আল-রিয়াদ আল-নাদারাহ ফী মানাকিব আল-'আশারাহ (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪ খৃ.), ১ম সংস্করণ।

৮১. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আল-নবভী, তাহযীব আল-আসমা ওয়া আল-লুগাত (মিসর: আল-তিবা'আহ আল-মুগীরিয়্যাহ, তা.বি.)।

৮২. ড. 'আফীফ 'আব্দুর রহমান, মু'জাম আল-শু'আরা' আল-জাহিলূন ওয়া আল-মুখাদরামূন (রিয়াদ: দার আল-নাশর, ১৪০৩/১৯৮৩)।

৮৩. ড. 'আব্দুল মুন'ঈম আল-খাফাজী, আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যাহ ফী 'আসর সাদর আল-ইসলাম (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-লুবনানী, ১৪০৪/১৯৮৪), ২য় সংস্করণ।

৮৪. ড. 'আব্দুল মুন'ঈম আল-খাফাজী, আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যাহ বা'দা জুহুর আল-ইসলাম (বৈরূত: দার আল-কিতাব আল-লুবনানী, তা.বি.)।

৮৫. ড. আব্দুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, শারাহ নাহাজ আল-বালাগাহ (আলেপ্পো: দার আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, তা.বি.)।

৮৬. ড. ইহসান আল-নাস, হাসসান ইবন ছাবিত: হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু (দামিশক: দার আল-ফিকার, ১৪০৫/১৯৮৫), ৩য় সংস্করণ।

৮৭. ড. ইউসুফ খূলায়ফ, তারীখ আল-শি'র আল-'আরাবী ফী আল-'আসর আল-ইসলামী (কায়রো: দার আল-হাকাফাহ, ১৯৭৬ খৃ.)।

৮৮. ড. ইব্রাহীম 'আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ, আল-শি'র আল-জাহিলী কাদায়া আল-ফান্নিয়্যাহ ওয়া আল-মাওদূ'ইয়্যাহ (বৈরূত: দার আল-নাহদাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৪০০/১৯৮০খৃ.)।

৮৯. ড. ইহসান 'আব্বাস, দীওয়ান লাবীদ (কুয়েত: ১৯৬১ খৃ.)।

৯০. ড. ইয়াহইয়া আল-জাবূরী, শি'র আল-মুখাদরামূন ওয়া আসর আল-ইসলাম ফীহ (বৈরূত: মু'আসসাসাহ আল-রিসালাহ, ১৪১৮/১৯৯৭খৃ.), ৫ম সংস্করণ।

৯১. ড. 'উছমান 'আলী, ফী আদাব আল-ইসলাম (বৈরূত: দার আল-আওজা'ঈ, ১৯৮৬খৃ.)।

৯২. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত: দার আল-'ইলম লি আল-মালা'ঈন, ১৯৮৪খৃ.), ৫ম সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

৯৩. ড. 'উমার ফারূক আল-তাব্বা', দীওয়ান আমীর আল-মু'মিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) (লেবাননঃ শারিকাহ দার আল-আরকাম ইবন আবী আল-আরকাম, ১৪১৬/১৯৯৫)।

৯৪. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, দীওয়ান হাসসান ইবন ছাবিত (বৈরূতঃ দার সাদির, ১৯৭৪খৃ.)।

৯৫. ড. জাওয়াদ 'আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল-'আরাব কাবল আল-ইসলাম (বৈরূতঃ দার আল-'ইলম লি আল-মালা'ঈন, ১৯৮৬ খৃ.), খ.৪।

৯৬. ড. জাবির কুমায়হা, আদাব আল-খুলাফা আল-রাশীদূন (মিসরঃ দার আল-কুতুব আল-মিসরী, তা.বি)।

৯৭. ড. নাসির উদ্দীন আল-আজাদ, দীওয়ান কায়স ইবন আল-খাতীম (কায়রোঃ ১৯৬২ খৃ.)।

৯৮. ড. নূরী হামূদী আল-কায়সী, শু'আরা' ইসলামিয়্যূন (বৈরূতঃ মাকতাবাহ আল-নাহদাহ্ আল-'আরাবিয়্যাহ, ১৯৮৪ খৃ.)।

৯৯. ড. রূহী আল-বা'লাবাক্কী, আল-মাউরিদ (বৈরূতঃ দার আল-'ইলম লি আল মালা'ঈন, ১৯৯৩খৃ.)।

১০০. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, আল-'আসর আল-জাহিলী (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৯৪খৃ.), ৮ম সংস্করণ।

১০১. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, আল-'আসর আল-ইসলামী (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৯৪ খৃ.), ১৩ম সংস্করণ।

১০২. জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, হুসন আল-সাহাবাহ শারাহ আশ'আর আল-সাহাবাহ (মিসরঃ ১৩২৪ হি.)।

১০৩. জুরজী যায়দান, তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ (বৈরূতঃ মাকতাব আল-বাহুছ ওয়া দিরাসাহ ফী দার আল-ফিকার, ১৪১৬/১৯৯৬), ১ম সংস্করণ।

১০৪. ফিয়াহ মিন আল-মুখতাসসীন, আল-আদাব নুসূসুহ ওয়া তারীখুহ (সৌদী 'আরাবঃ আল-মাকালাহ আল-'আরাবিয়্যাহ আল-সা'উদিয়্যাহ, ওযারাহ আল-মা'আরিফ, ১৯৮৫খৃ.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

১০৫. রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত (বৈরূতঃ দার আল-মা'রিফাহ, তা.বি.)।

১০৬. লুইস মা'লূফ, আল-মুনযিদ ফী আল-লুগাহ ওয়া আল-'আলাম (বৈরূতঃ দার আল-মাশারিক, তা.বি), ২৭শ সংস্করণ।

১০৭. শানফারাহ আল-আযদী, লামিয়াহ আল-'আরব, সম্পাদক ড. 'আব্দুল হালীম হানাফী (কায়রোঃ মাকতাব আল-আদাব, ১৯৮৩ খৃ.)।

১০৮. শায়খ আবূ জা'ফার আল-তূসী, আল-আমালী (ইরাকঃ নাজাফ আশরাফ, তা.বি)।

১০৯. শায়খ হুসায়ন আল-দিয়ার বকরী, তারীখ আল-খামীস (রিয়াদঃ মাতবা'আহ 'উছমান 'আব্দুর রাজ্জাক, ১৩০২ হি.), ১ম সংস্করণ।

১১০. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আল-খাতীব, মিশকাত আল-মাসাবীহ (দেওবন্দঃ তা.বি)।

১১১. শায়খ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, ইযালাহ আল-খিফা (লাহোরঃ সুহায়ল একাডেমী, ১৯৭৬ খৃ.)।

১১২. শামছুদ্দীন আল-যাহাবী, সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা (বৈরূতঃ মু'আসসাসাহ আল-রিসালাহ, ১৯৯০ খৃ.)।

১১৩. সায়্যিদ আবূ আল-হাসান আলী নদভী, আল-সীরাহ আল-নবভিয়্যাহ (জিদ্দাহঃ দার আল-শারুক, তা.বি.), ৭ম সংস্করণ।

১১৪. সায়্যিদ আহমাদ আল-হাশিমী, জাওয়াহির আল-আদাব ফী আদাবিয়্যাহ ওয়া ইনশা' লুগাহ আল-'আরাব (বৈরূতঃ মাদরাসাহ আল-মা'আরিফ, তা.বি)।

১১৫. হান্না আল-ফাখূরী, আল-মু'জায ফী আল-আদাব আল-'আরাবী ওয়া তারীখিহ (বৈরূতঃ দার আল-জায়ল, ১৪১১/১৯৯১), ২য় সংরস্কণ।

১১৬. হাফিজ জামালুদ্দীন আবূ আল-হাজ্জাজ ইউসূফ আল-মাযিয়্যী, তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আল-রিজাল (বৈরূতঃ মু'আসসাসাহ আল-রিসালাহ, ১৪১৫/১৯৯৪), ৫ম সংস্করণ।

উর্দূ

১১৭. 'আলী মুহসিন সিদ্দীকি, কা'ব ইবন যুহায়রঃ কাসীদা বানাত সু'আদ (করাচীঃ মাকতাবাহ ইসহাকিয়্যাহ, ১৯৬৮ খৃ.)।

১১৮. 'আব্দুর রহমান তাহির সূরতী, তারীখে আদাব 'আরাবী (লাহোরঃ আঞ্জুমানে তারক্কী 'আরাবী, ১৯৬১খৃ.)।

১১৯. 'আব্দুল হামীদ নদভী, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (দিল্লীঃ তারাক্কী উর্দূ বোর্ড, ১৯৮৭খৃ.)।

১২০. ইবন আবী আল-হাদীদ, নাহাজ আল-বালাগাহ (লাহোরঃ গোলাম আলী এন্ড সন্স, তা.বি.)।

১২১. মাওলানা সায়্যেদ আবূ আল-হাসান 'আলী হুসনী নদভী, নাশরিয়্যাতে ইসলাম, (ইণ্ডিয়াঃ নদওয়াহ আল-উলামা, ১৪০৯/১৯৮৮), ১ম সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

১২২. মাওলানা মুফতী মোহাম্মাদ ইব্রাহীম, আল-হাদ্ব আল-জালী লিমা ফী দিওয়ান সাইয়্যিদিনা 'আলী (রা.) (চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লাইব্রেরী, তা. বি)।

১২৩. মাওলানা মুহীউদ্দীন, দীওয়ান আল-হামাছাহ (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.)।

১২৪. মাওলানা মুহীউদ্দীন, সাব'উ মু'আল্লাকাত (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা,বি.)।

১২৫. মাওলানা সা'ঈদ আনসারী, সিয়ার আল-সাহাবাহ আল-আনসার (লাহোর: এদারায়ে ইসলামিয়্যাত, তা.বি)।

১২৬. মাওলানা সাদরুদ্দীন ইসলাহী, ইসলাম এক নযর মেঁ (দিল্লী: ১৯৮২ খৃ.)।

১২৭. মুহাম্মাদ রাবী' আল-হাসানী আল-নদভী, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী (ইন্ডিয়া: মু'আসসাসাহ্ আল-ছাকাফাহ ওয়া আল- নাশর, ১৯৯০ খৃ.)।

১২৮. ড. 'আব্দুল হালীম নদভী, 'আরবী আসলী তারীখ (ইন্ডিয়া: তারাক্কী উর্দূ বোর্ড, ১৯৮৭খৃ.)।

১২৯. সম্পাদনা পরিষদ, দা'য়িরাহ আল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ (লাহোর: দি ইউনিভার্সিটি অফ পাঞ্জাব, ১৩৯৩/১৯৭৩)।

বাংলা

১৩০. আ.ত.ম. মুসলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২/ ১৯৮২), ৩য় সংস্করণ।

১৩১. ইমাম গাযালী, ইহয়া 'উলূম আল-দীন, অনুবাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৪২০/১৯৯৯)।

১৩২. ইমাম শারফুদ্দীন আল-নবভী, রিয়াদ আল-সালিহীন (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫ খৃ.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

১৩৩. ইমাম শামছুদ্দীন আল-যাহাবী, কবীরা গুণাহ, অনুবাদক: হাফেজ আকরাম ফারুক (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯৮ খৃ.)।

১৩৪. আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬/১৯৯৫)।

১৩৫. 'আল্লামা শিবলী নু'মানী ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, সীরাতুন্নবী (সা.), অনুবাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৪১৮/১৯৯৮), ৫ম সংস্করণ।

১৩৬. খুররম জাহ মুরাদ, ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক (ঢাকা: পুরানা পল্টন, ২০০০খৃ.)।

১৩৭. জেহাদুল ইসলাম, নাহাজ আল-বালাগাহ (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০০খ.)।

১৩৮. ড. এ.এম.এম. আব্দুল গফুর চৌধুরী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, জাহিলী যুগ (চট্টগ্রাম: আন্দরকিল্লা, ১৪১৪/ ১৯৯৩)।

১৩৯. ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী, আরবী সাহত্যের ইতিহাস, ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান অনূদিত (রাজশাহী: মুহাম্মাদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮৫খৃ.), খ.১।

১৪০. ড. মুহাম্মাদ 'আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, ১৪১৪/ ২০০৩)।

১৪১. ড. হুসায়ন হায়কল, মহানবীর (সা.) জীবন চরিত, অনুবাদক: মাওলানা আব্দুল আউয়াল (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২২/২০০১)।

১৪২. মাওলানা মোহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কোর'আন (ঢাকা: স্যার সৈয়দ আহম্মাদ রোড, ১৪১১/১৯৯০)।

১৪৩. মাওলানা মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৪১৮/১৯৯৭), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

১৪৪. মুহাম্মাদ হাসান রহমতী ও আব্দুল মুকীত চৌধুরী, দীওয়ান-ই-'আলী (রা.) (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২ খৃ.)।

১৪৫. মুহাম্মাদ 'আব্দুল মা'বুদ, আসহাবের রাসূলের জীবন কথা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০খৃ.)।

১৪৬. মো. আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্য সমালোচনা (ঢাকা: সুলতানা প্রকাশনী, ১৪১০/১৯৮৯)।

১৪৭. মোহা: মজুরুল ইসলাম, 'আলী (রা.)-এর কাব্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা: ২০০৩ ইং।

১৪৮. মোহাম্মাদ মামুনূর রশীদ, মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইত (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৭ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

১৪৯. মৌলানা নুরুদ্দীন আহমাদ, আস-সাবউল-মু'আল্লাকাত, ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক সম্পাদিত (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৯২ খৃ.)।

১৫০. সম্পাদনা পরিষদ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৩/২০০২)।

১৫১. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৭/১৯৯৬)।

১৫২. সালিহ ইবন 'আব্দুল্লাহ ও 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ, মাওসূ'আহ আল-নাদরাহ আল-না'ঈম ফী মাকারিম আল-আখলাক আল-রাসূল (সা.) (ঢাকা: দার আল-ওয়াসীলাহ, ১৪২১/২০০০)।

১৫৩. সায়্যেদ আবূ আল-হাসান নদভী, নবীয়ে রহমত (সা.), অনুবাদক আবূ সা'ঈদ মুহাম্মাদ ওমর 'আলী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬/১৯৯৫)।

১৫৪. সায়্যেদ আলী জা'ফরী, আল-মুরতাদা আলী ইবন আবী তালিব (ঢাকা: নূর-এ সাকলাইন, ১৯৯৭খৃ.)।

সাহিত্য ও গবেষণা পত্রিকা

১৫৫. অধ্যাপক মো. মতিউর রহমান, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী (সা.) (ঢাকা: ছাত্র সংবাদ, ২০০৩ খৃ.)।

১৫৬. 'আলী মুহাম্মাদ আলী দাখিল, পবিত্র কাবার অতিথি, নিউজ লেটার, ৩-৪ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০০২ খৃ. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা।

১৫৭. ড. মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক আল-খাতীবী, "হালিশ শি'র তাওয়াক্কুফ ফী সাদর আল-ইসলাম আম-তাতাওওর" আল-মাজাল্লাতুল 'আরাবিয়্যাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ম সংখ্যা, ২০০১ খৃ. পৃ. ৯৯।

১৫৮. বাশার 'আওয়াদ আ'রাফ আন-নাকিদূনাল আউয়ালুন লি শি'র আল-সীরাহ, মাজাল্লাতুল আকলাম, বাগদাদ, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮৫ খৃ.।

ইংরেজী

১৫৯. R. A Nicolson, A Littery History of The Arabs (Cambridge University Press.1969).

১৬০. Magdi Wahba. Dictionary of Literary Terms (English-French-Arabic) (Beirut: Librairiedu Liban-Read Solh Square, 1983), New Impression.

১৬১. Eris Dictionary (England: Oxford University Press, 1980), Eleventh Impression.

১৬২. P.K.Hittri, History of Arabs. (London, 1960).